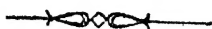


কলিকপুরাণ



শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

অনুবাদসম্মেত

দ্বিতীয় সংস্করণ।



বৈদিক যন্ত্র।

কলিকাতা, বাথাজার

অপার চিংপুর রোড নং ২৪৩।



| | |
|------------|---|
| ACC. NO. | |
| Class. No. | |
| Date: | |
| St. Card | |
| Class | ✓ |
| Cat. | ✓ |
| Bk. Card | ✓ |
| Checked | ✓ |

বিজ্ঞাপন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমার পরমারাধ্য পরম পূজনীয়
শ্রীল.শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতাঠাকুর মহাশয় বহু আয়াস
স্বীকার করিয়া সর্বজন বিদিত বুদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার
মহাশয় কর্তৃক এই “কল্পিপুরাণ” বঙ্গানুবাদ করাইয়া মূল সহ জন
সমাজে প্রচার করেন, আমি অধুনা সাধারণের আমাদিগের সনাতন
ধর্মের প্রতি আস্থা দেখিয়া অবিকল রূপে (তর্কালঙ্কার মহাশয়ের
লিখিত বিজ্ঞপ্তি সমেত) কতিপয় শাস্ত্রপ্রিয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের
পরমোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই কল্পিপুরাণ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও
প্রচারিত করিলাম। এক্ষণে ইহাতে সাধারণের উপকার দর্শিলে
কৃতার্থ হইব কিমধিকমিতি।

২১ আশ্বিন ১৩০০ সাল।
কলিকাতা।

} শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক।

যা শিখাগণ
শাখা হইয়া
বাগ করিয়াও

বিজ্ঞপ্তি ।

হিন্দু সমাজে প্রচার আছে যে, মহাভারত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ সমুদায় মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, এক ব্যক্তি কর্তৃক এত অধিক গ্রন্থ প্রণীত হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ সমুদায় পুরাণ এক ব্যক্তির কৃত হইলে কিরূপে পরস্পর মতের অনৈক্য ঘটে। এক ব্যক্তি এক স্থানে এক প্রকার বলিয়া আর এক স্থানে তাহার বিপরীত বলিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ রচনাপ্রণালী দর্শনে একপ অন্তর্ভব হয় না যে, সমুদায় পুরাণ এক ব্যক্তির লেখনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুগত যদিও সাধারণ মনুষ্যের সহিত ভগবান্ বেদব্যাসের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না, তথাপি যাহা উক্ত প্রকার যুক্তি অবলম্বন পূর্বক, সমুদায় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে, একপ অনুমান কবেন, তাহাদের অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তি সম্বল নহে।

পূর্ব যুগের ব্রাহ্মণগণ শুক মুখে বেদচতুষ্টয় শ্রবণ পূর্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। অনন্তর বেদব্যাস দেখিলেন যে, যুগানুসাবে মনুষ্যের তীক্ষ্ণতা ও ধারণা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি সমুদায় বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জন শিষ্যকে এক এক ভাগ মাত্র পড়াইলেন। তাহাতেই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ পৃথক হইল। ঐ সমস্ত শিষ্যগণও অধীত বেদের অংশ পুনর্বার বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে দেন। এই রূপে এক মাত্র সান বেদেরই সহস্র শাখা হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবান্ বেদব্যাস কেবল বেদ বিভাগ করিয়াও নিম্নলিখিত

পয়েন নাই, কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, বেদরূপ হুর্ভেদ্য কঠোর শৈলীরাশি ভেদ করিয়া জ্ঞানরূপ অমূল্য মহারত্ন সংগ্রহ করা কলি-যুগসম্ভূত মনুষ্যের সাধ্য নহে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত বেদরূপ পর্বতাভ্যন্তর স্থিত জ্ঞানরূপ রত্ন সঙ্কলন করিয়া উপাখ্যান রূপ সূত্র সহযোগে গাঁথিয়া দিলে তাহারা অনায়াসে কঠে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস এই রূপ পর্যালোচনা পূর্বক বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উপাখ্যান ছলে একখানি অপূর্ব সরল গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। ঐগ্রন্থের অনেক অংশে প্রাচীন ইতিবৃত্ত থাকিতে উহা পুরাণসংহিতা নামে বিখ্যাত হইল। উহার পরিমাণ চতুর্লক্ষ শ্লোক।

মহর্ষি বেদব্যাস, ছয় জন শিষ্যকে ঐ পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ ছয় জন শিষ্যের মধ্যে তিন জন শিষ্য ঐ পুরাণ সংহিতা অবলম্বন পূর্বক অপর তিন খানি স্বতন্ত্র পুরাণ রচনা করিলেন। ঐ তিনখানি পুরাণের নাম গ্রন্থকর্তার নামানুসারে সাবর্ণি-সংহিতা শাংশপায়ন-সংহিতা ও অকুতব্রণসংহিতা। পরে ঐ চারি খানি পুরাণ-সংহিতা হইতে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও ৩৬ খানি উপ-পুরাণ সৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু সমুদায় পুরাণই যে ঋষিপ্রণীত, তদ্বিয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের দ্বাদশ বাষিক সত্রে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠ হইয়াছিল।

সমুদায় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া বিখ্যাত হইবার কারণ এই যে, মহর্ষি বেদব্যাসই পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরে তাহার শিষ্যেরা ঐ পুরাণ-সংহিতা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনখানি পুরাণ প্রচার করেন। পরে তাঁহাদিগেরও শিষ্য প্রশিয়া প্রভৃতি ঐ পুরাণচতুষ্টয় হইতে সংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ প্রণেতা এবং অতীত ঋষিরা পুরাণের সংগ্রহকর্তা। সংগ্রহকর্তা মহর্ষিগণ সংগ্রহ কার্য্য সামান্ত বোধ করিয়া আপনাদের নাম নাদিয়া পুবাণশাস্ত্র প্রবর্তক আদি গুরু ভগবান্ বেদব্যাসেরই নাম দিয়া গিয়াছেন। সমুদায়

দায় পুরাণ যদিও একমাত্র "মহাপুরাণ" হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের পরস্পর অনৈক্যের কারণ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপদেশ রূপকাকারে উপাখ্যান রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন পুরাণে সেই উপদেশ স্পষ্ট রূপে ব্যক্তি আছে, এই কারণে পুরাণ সমুদায়ের আপাতত পরস্পর অনৈক্য প্রতীয়মান হয়। পরন্তু অনেক স্থলে এত দূর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন শ্লোক প্রায় সমুদায় পুরাণেই একই প্রকার আছে।

বর্তমান সময় হইতে অনুমান ৪৪০০ বৎসর পূর্বে মহর্ষি বেদব্যাস ভারতবর্ষ উজ্জল করিয়া ছিলেন *। তৎপরে এক শত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতি কর্তৃক পুরাণ সমুদায়

* ভারতবর্ষের মধ্যে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠির, দ্বারকায় কৃষ্ণ, তপোবনে বেদব্যাস, এক সময়েই বিরাজমান ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভাসদ নবরত্নের অন্তর্গত মহাকবি কালিদাস, স্বপ্রণীত জ্যোতির্বিদ্যভরণ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র-পারদর্শী বরাহস্পকৃত বরাহসংহিতাতে লিখিয়াছেন যে, “শতেষু ষট্শ সার্দ্ধেষু জ্যোতিষে চ ভূতলে। কলেগতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ” কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উক্ত গ্রন্থকার দ্বয় উক্ত সময় নিরূপণের জন্ত গণনা করিয়াছেন যে, “আসন্ মঘাস্ত মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতো। ষড়্ দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তত্ত্ব রাজ্যস্ত”। সপ্তর্ষি মণ্ডল ১০০ এক শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করে। ২২৫ বৎসরে তাহাদের এক রাশি এবং ২৭০০ বৎসরে এক ভগণ অর্থাৎ একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিল। বিক্রমাদিত্যের

প্রণীত হইয়া নৈমিষারণ্যে পঠিত হইয়াছিল। তগবান বেদব্যাসের তিরোভাবের পর এক শত বৎসর মধ্যেই মহর্ষি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক বজ্রাহুষ্ঠানের সময় সমুদায় পূরণ শ্রবণ করেন।

সংবৎ আরম্ভের সময় ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল পুণ্য নক্ষত্রে থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব অবধি বিক্রমাদিত্যের শকারন্ত পর্য্যন্ত প্রায় সান্নিহিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিক্রমাদিত্যের সংবৎ প্রচলিত হইবার পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদি প্রচলিত ছিল। যখন বিক্রমাদিত্যের সভাস্থিত বরাহ কর্তৃক বরাহ সংহিতা প্রণীত হয়। তখন যুধিষ্ঠিরব্দ ২৫২৬। এক্ষণে সংবৎ ১৯৩২ উভয় শকের সমষ্টি ৪৪৬১ বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছে। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের ও প্রমাণের উল্লেখ আছে। বিশেষত তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, গোণর্দ নামক কাশ্মীরের রাজা কোন সময় মথুরাপুত্রী অববোধ করিয়াছিলেন। 'শেবে দেবগণের নিকট গরাস্ত হইয়া তিনি নিজ রাজধানী কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করেন। ইহার ৪। ৬ বৎসর পরে বলদেব সৈন্য প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধার্থ কাশ্মীরে গমন করিলেন এবং পূর্বসংকীর্ণিত ক্রোধ বশত গোণর্দকে বিনাশ করিয়া তদীয় শিশু কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সেই সময় অবধি কাশ্মীরে যত রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদের রাজ্যভোগ কালের সমষ্টি করিলে নুনাধিক ৪৪৫০ বৎসর হইবে। এক্ষণে কলির গতাব্দ ১৯৭৯ কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধকালে 'ক্যাদপ ৬৫৩। ইহার বিয়োগ করিলে ৪১২৬ বৎসর পূর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল ইহাতে যে কিঞ্চিৎ অনৈক্য হইতেছে, তাহার কারণ নিরূপণ করা কঠিন। পরন্তু অনুমান দ্বারা এইরূপ হইতেছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ও রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্ম কাল হইতে তাঁহাদের শক প্রচলিত হইয়াছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম যখন ৮০ বৎসর, তখনবরাহসংহিতা প্রণীত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের যখন

এই কল্কিপুরাণ যে সময় অনুবাদ করিতে ও মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করি, তৎকালে দুইখানি মাত্র হস্ত লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হই। ঐ পুস্তকদ্বয় এতদূর অশুদ্ধ যে, তাহা অবলম্বন করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করা দুঃসাধ্য। তজ্জন্য নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তৃতীয় পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম না। এই কারণে সন্দেহ বশত কোন কোন স্থানে। জ্ঞান পূর্বক আদর্শাষ্ট্রযায়ী অশুদ্ধ রাখিয়া দিয়াছি। সেই অংশ সংশোধন করিতে গেলে পাছে, প্রকৃত পাঠের ব্যতিক্রম হয়, এই আশঙ্কায় সংশোধন করিতে সাহসী হই নাই। যে স্থলে প্রতীত হইয়াছে যে, ইহা সংশোধন করিলে মূল পাঠের কোন ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলেই সংশোধন করিয়াছি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর একখানি হস্ত লিখিত কল্কি পুরাণ একবার দিতে পারেন, বা কোথায় আছে, সন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হই এবং পুনর্নুদ্রাঙ্কনের সময় ইহা সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া দিতে পারি।

যে সময় সম্পূর্ণ রূপ কলির প্রাদুর্ভাব হইবে, এবং যে সময় রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ও রাহু, এই আটটি গ্রহ এক রাশিতে একত্র অবস্থান করিবেন, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি রূপে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধ ব্লেচ্ছ যবন ও পাষাণদিগকে সংহার করিয়া পুনর্বার ধার্মিক মহাপুরুষদিগকে রাজ্য স্থাপন পূর্বক পুনর্বার সত্যযুগ ও সনাতন বৈদিক ধর্ম প্রবর্তিত করিবেন। এই সমুদায় ঘটনা কি রূপে হইবে, তাহা অতীত উপাখ্যানচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ঘটনাকে অতীত রূপে বর্ণনা করা সকল দেশীয় ধর্ম শাস্ত্রেরই

৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। উভয়ের সমষ্টি ১৩৫ বৎসর হইতেছে। ৪৪৬১ বৎসর হইতে ১৩৫ বৎসর অন্তর করিলে ৪৩২৬ হইতেছে অতরাং ৪৩২৬ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, অনুমিত হইতেছে।

রীতি আছে। “তিনি স্বর্গ হইতে আপন পুত্রকে ডাকিলেন” একপ, ভবিষ্যদ্বক্তা বাইবেলেও দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সিদ্ধ পুরুষেরা ভবিষ্যৎ ঘটনাকেও অতীতের ন্যায় দেখেন।

কোন কোন স্থলে উল্লেখ আছে যে, কল্কিপুরাণে ছয় সহস্র শ্লোক আছে। ইহাতে ছয় সহস্র শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে কেহ কেহ বলেন যে, এই কল্কিপুরাণ সম্পূর্ণ হয় নাই। ফলতঃ ইহার শেষ অংশ বিশেষত কল্কিপুরাণের অন্তর্গত নির্ঘণ্ট অধ্যায় পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না। ছয় সহস্র শ্লোকের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু যোল অঙ্করে অর্থাৎ দুই চরণেও শ্লোক হইতে পারে। “ব্যাঁস উবাচ” এই পঞ্চ অঙ্করেও একটী শ্লোক বলা যায়।

পারিশেষে আমার প্রত্যাশা এই যে, যদি এই কল্কিপুরাণ পাঠে ধর্মজিজ্ঞাসু মানবগণের কিঞ্চিন্নাত্রও পরিতৃপ্তি হয়, তাহা হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| ৫ আঘাত | } | শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার। |
| শকাব্দা: ১৮০০ | | |

সূচীপত্র ।

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|-----------|
| প্রথম অংশ । প্রথম অধ্যায় । | ১ |
| মঙ্গলাচরণ | ১ |
| স্বতসমীপে শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণের ভবিষ্যপ্রশ্ন | ২ |
| শকের কল্কিপুরাণপ্রাপ্তিবিবরণ | ৩ |
| কলির উৎপত্তি | ৪ |
| কলিবিরণ | ৫ |
| কলিকালে আচারভ্রংশ | ৬ |
| পৃথিবীর সহিত দেবগণের ব্রহ্মলোকগমন | ৯ |
| ব্রহ্মলোকবর্ণন | ৯ |
| প্রথম অংশ দ্বিতীয় অধ্যায় । | ১১ |
| ব্রহ্মসমীপে কলির দোষকীর্তন | ১১ |
| শ্রদ্ধার সহিত দেবগণের গোলোকে গমন | ১১ |
| বিষ্ণুসমীপে নিবেদন | ১১ |
| বিষ্ণুযশার গৃহে বিষ্ণুর অবতারাঙ্গীকার | ১২ |
| বিষ্ণুযশার পত্নী স্তমতির গর্ত্ত | ১৩ |
| বিষ্ণুর জন্মে দেবগণের হর্ষ | ১৩ |
| বিষ্ণুর চতুর্ভুজমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক মানুষরূপ ধারণ | ১৫ |
| রাম রূপ ব্যাস প্রভৃতির কল্কি দর্শনার্থ গমন | ১৬ |
| কল্কির নামকরণ | ১৬ |
| কল্কির উপনয়নকালে পিতার উপদেশ | ১৮ |
| প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায় । | ২২ |
| কল্কির গুরুকুলবাসার্থ যাত্রা ও জামদগ্ন্যের সহিত সমাগম | ২২ |
| কল্কির বেদাধ্যয়ন ও ধনুর্কেন্দ্র শিক্ষা | ২৩ |
| কল্কির গুরুদক্ষিণাদানানিলাষ | ২৩ |
| কল্কির বিলোদকেশ্বরদর্শন ও স্তব | ২৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| হরপার্বতীর আবির্ভাব ও বরদান | ২৭ |
| শঙ্কর ইহাতে কল্কির করবাল শুক ও তুরঙ্গম প্রাপ্তি | ২৮ |
| কল্কির গৃহপ্রত্যাগমন | ২৮ |
| কল্কির আশ্রমধর্মোপদেশ | ৩১ |
| প্রথম অংশ চতুর্থ অধ্যায় । | ৩৯ |
| কল্কির ধর্মকথন | ৩৩ |
| ব্রাহ্মগলক্ষণ | ৩৬ |
| শুককৃতসিংহলদ্বীপবর্ণন | ৩৯ |
| রাজকন্যা পদ্মার বিবরণ | ৪০ |
| শিবের নিকট পদ্মার বরলাভ | ৪১ |
| প্রথম অংশ পঞ্চম অধ্যায় | ৪৩ |
| পদ্মার স্বয়ম্বরোদ্যোগ | ৪৭ |
| সমাগত রাজগণের স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি | ৪৮ |
| প্রথম অংশ ষষ্ঠ অধ্যায় । | ৫১ |
| পদ্মার বিলাপ | ৫১ |
| কল্কির আবেশে শুকের পদ্মাসমীপে গমন | ৫২ |
| পদ্মাশুকসংবাদ | ৫৩ |
| প্রথম অংশ সপ্তম অধ্যায় । | ৬০ |
| বিষ্ণুপূজাপ্রকরণ | ৬০ |
| দ্বিতীয় অংশ । প্রথম অধ্যায় । | ৬৯ |
| পদ্মাসমীপে অচ্যুতাবতারকথন | ৭০ |
| শুকের শস্ত্রলে প্রতিগমন | ৭৪ |
| কল্কিশুকসংবাদ | ৭৫ |
| কল্কির সিংহলগমন | ৭৬ |

দ্বিতীয় অংশ । দ্বিতীয় অধ্যায় ।

৭৯

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|------------------------------|--------|
| পদ্মার কল্কিসমীপে গমন | ৮২ |
| পদ্মার কল্কি দর্শন | ৮৪ |
| পদ্মা ও কল্কির আলাপ | ৮৬ |

দ্বিতীয় অংশ । তৃতীয় অধ্যায়

৮৯

| | |
|---|----|
| পদ্মার বিবাহাভিলাষ | ৯০ |
| কল্কিদর্শনে রাজগণের পুরুষত্বপ্রাপ্তি | ৯২ |
| রাজগণকৃত কল্কি স্তব | ৯৩ |

দ্বিতীয় অংশ । চতুর্থ অধ্যায়

৯৮

| | |
|----------------------|-----|
| অনন্তের আগমন | ৯৯ |
| অনন্তোপাখ্যান | ১০১ |

দ্বিতীয় অংশ । পঞ্চম অধ্যায়

১১০

| | |
|-------------------------------|-----|
| অনন্তের হংস সাক্ষাৎকার | ১১০ |
|-------------------------------|-----|

দ্বিতীয় অংশ । ষষ্ঠ অধ্যায় ।

১২১

| | |
|--|-----|
| কল্কির আজ্ঞাক্রমে শস্ত্রলে বিশ্বকর্ম্মার পুৰ্ব্বনির্দ্দেশ | ১২১ |
| সঙ্গীক কল্কিরশস্ত্রলে প্রত্যাগমন | ১২৫ |
| কল্কির স্তোত্রোৎপত্তি | ১২৭ |

দ্বিতীয় অংশ । সপ্তম অধ্যায় ।

১৩১

| | |
|--------------------------------|-----|
| বৌদ্ধদিগের সহিত সংগ্রাম | ১৩১ |
| জিনবিনাশ | ১৩৬ |
| বৌদ্ধজয় | ১৪০ |

তৃতীয় অংশ । প্রথম অধ্যায় ।

১৪২

| | |
|--|-----|
| শ্লেচ্ছজয় | ১৪৩ |
| শ্লেচ্ছকামিনীগণের সহিত কল্কির সংগ্রাম | ১৪৪ |

তৃতীয় অংশ । দ্বিতীয় অধ্যায়

১৫২

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------|--------|
| বালখিল্লনামক ঋষিগণের আগমন ... | ১৫৩ |
| নিকুন্তহুহিতার উপাখ্যান ... | ১৫৩ |
| কুখোদরী সংহারার্থ কন্ধির যাত্রা ... | ১৫৪ |
| কুখোদরী বধ ... | ১৫৯ |

তৃতীয় অংশ । ৩ অধ্যায় । ১৬২

| | |
|---|-----|
| নারদ ঐভূতি মহর্ষিগণের আগমন ... | ১৬২ |
| মরুর আত্মপরিচয়ার্থ সূর্য্যবংশবর্ণন ... | ১৬৩ |
| শ্রীরামচরিত ... | ১৬৫ |
| রাবণ বধ ... | ১৭২ |
| সীতাপদ্মিত্যাগ ... | ১৭৪ |
| সীতার ভূতগপ্রবেশ ... | ১৭৫ |
| রামের স্বর্গারোহণ ... | ১৭৫ |

তৃতীয় অংশ । চতুর্থ অধ্যায় । ১৭৭

| | |
|---------------------------------------|-----|
| রামের বংশাবলী ও মরুর উৎপত্তিবিবরণ ... | ১৭৭ |
| চন্দ্রবংশে দেবাপির উৎপত্তিবিবরণ ... | ১৭৮ |
| দেবাপি ও মরুর দিব্যরথপ্রাপ্তি ... | ১৮৩ |

তৃতীয় অংশ । পঞ্চম অধ্যায় । ১৮৫

| | |
|-----------------------------|-----|
| কৃতযুগের আগমন ... | ১৮৫ |
| মহাস্তরবর্ণন ... | ১৮৬ |
| কলির সহিত সংগ্রামোদ্যোগ ... | ১৮৯ |

তৃতীয় অংশ । ষষ্ঠ অধ্যায় । ১৯০

| | |
|--------------------------------|-----|
| কল্কির দিগ্বিজয় যাত্রা ... | ১৯০ |
| ধর্ম্মের সহিত কল্কির সমাগম ... | ১৯১ |
| ধর্ম্মের আত্মনিবেদন ... | ১৯৩ |
| কলির সহিত কল্কির সংগ্রাম ... | ১৯৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মরু দেবাপিণ্ডিত্তির থশকাষোজবর্করচৌন ঐত্ৰিত্র | |
| সহিত সংগ্রাম | ১৯৭ |
| তৃতীয় অংশ । সপ্তম অধ্যায় । | ২০০ |
| কলিসহচরগণের পরাভব | ২০০ |
| কোকবিকোকবধ | ২০৩ |
| তৃতীয় অংশ । অষ্টম অধ্যায় । | ২০৮ |
| কল্কির ভল্লটি নগরে গমন | ২০৮ |
| শশিধ্বজ রাজার সমরোদ্যোগ | ২০৯ |
| তৃতীয় অংশ । নবম অধ্যায় । | ২১৯ |
| মুচ্ছিত কল্কিকে লইয়া শশিধ্বজের গৃহে গমন ... | ২২২ |
| তৃতীয় অংশ । দশম অধ্যায় । | ২২৫ |
| সুশাস্তার গীত | ২২৫ |
| শশিধ্বজ কল্লার সহিত কল্কির বিবাহ ... | ২৩২ |
| তৃতীয় অংশ । একাদশ অধ্যায় | ২৩৪ |
| শশিধ্বজের হরিভক্তি কারণ | ২৩৫ |
| শশিধ্বজের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত কথন ... | ২৩৫ |
| ভক্তিলক্ষণ | ২৩৯ |
| তৃতীয় অংশ । দ্বাদশ অধ্যায় । | ২৪৫ |
| হরিভক্ত ব্যক্তির সংগ্রাম প্রবৃত্তির কারণ ... | ২৪৬ |
| তৃতীয় অংশ । ত্রয়োদশ অধ্যায় । | ২৫২ |
| দ্বিবিদোপাখ্যান | ২৫৪ |
| কৃষ্ণ অবতার বৃত্তান্ত | ২৫৬ |
| তৃতীয় অংশ । চতুর্দশ অধ্যায় | ২৬০ |
| কল্কির কাঞ্চনপুরীতে প্রবেশ | ২৬১ |
| বিষকল্লাসংবাদ | ২৬২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| কল্কির অনুচরবর্গের পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষেক | ২৬৫ |
| কল্কির শস্ত্রলে প্রতিগমন | ২৬৫ |
| সত্যযুগ প্রবৃতি | ২৬৬ |
| তৃতীয় অংশ । পঞ্চদশ অধ্যায় | ২৬৮ |
| মায়াস্তব | ২৬৯ |
| তৃতীয় অংশ । মোড়িশ অধ্যায় । | ২৭৪ |
| বিষ্ণুদশার রাজস্বয় যজ্ঞারম্ভ | ২৭৫ |
| নারদের আগমন | ২৭৭ |
| মায়ী ও জীবের কথোপকথন | ২৭৯ |
| বিষ্ণুদশার বনগমন | ২৮২ |
| পরশুরামের আগমন | ২৮৩ |
| তৃতীয় অংশ । সপ্তদশ অধ্যায় । | ২৮৫ |
| কল্মিষী ব্রত কথন | ২৮৫ |
| তৃতীয় অংশ । অষ্টাদশ অধ্যায় | ২৯৪ |
| কল্কির পত্নীদিগের সহিত বিহার | ২৯৫ |
| তৃতীয় অংশ । ঊনবিংশ অধ্যায় | ৩০২ |
| শস্ত্রলে দেবগণের আগমন | ৩০২ |
| কল্কির স্বর্গারোহণ | ৩০৬ |
| তৃতীয় অংশ বিংশ অধ্যায় । | ৩১১ |
| গন্ধাশ্তোত্র | ৩১১ |
| তৃতীয় অংশ । একবিংশ অধ্যায় । | ৩১১ |
| কল্কিপূর্বণের সূচী | ৩১৬ |
| কল্কিপূর্বণ শ্রবণাদির কল | ৩২১ |
| কল্কিপূর্বণ সমাপ্তি | ৩২৩ |

কল্কিপুরাণম্ ।

প্রথমাদ্যায়ঃ ।

ওঁ নমো গণেশায় ।

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকাঃ সপালাঃ সদা
স্বং স্বং কর্ম স্মিদ্ধয়ে * প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভক্ত্যন্ত্যভ্যাসাঃ ।
তং বিশ্লেষণমন্তমচ্যুতমজং সর্বজ্ঞ সর্বাশ্রয়ং
বন্দে বৈদিকতান্ত্রিকাদিবিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরোবন্দিতম্ ॥ ১ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২ ॥

যদ্বোদর্দণ্ডকরালসর্পকবলজ্বালাজ্বলবিগ্রহাঃ

নেতুঃ সংকরবালদণ্ডদলিতা ভূপাঃ ক্ষিতিক্ষোভকাঃ ।

দেবরাজের সহিত দেবগণ, প্রধান প্রধান মুনীগণ ও লোকপালগণ,
সকলেই স্ব স্ব কর্মসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক বাঁহার আরাধনা
করেন, সেই বিশ্ববিঘাতক অনন্ত অজ সর্বজ্ঞ সর্বাশ্রয় এবং বৈদিক ও
তান্ত্রিক বিবিধ শাস্ত্রে অগ্রে বন্দিত ভগবান্ অচ্যুতকে নমস্কার করি । ১
নরোত্তম নর, নারায়ণ ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবেক । ২ কলিকালে যে সকল ভূপাল পৃথিবীতে অত্যাচার করি-

* যং সর্কার্থস্মিদ্ধয়ে ইত্যেবং পাঠঃ সঙ্গচ্ছতে ।

শশ্বৎ সৈন্ধববাহনো দ্বিজজনিঃ কঙ্কিঃ পরাত্মা হরিঃ
 পায়াৎ সত্যযুগাদিকুৎ স ভগবান্ ধৰ্ম্মপ্রবৃতিপ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥
 ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
 শৌনকাদ্যা মহাভাগাঃ পপ্রচ্ছুস্তং কথামিমাং ॥ ৪ ॥
 হে সূত ! সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ! লোমহর্ষণপুত্রক ! ।
 ত্রিকালজ্ঞ ! পুরাণজ্ঞ ! বদ ভাগবতীং কথাম্ ॥ ৫ ॥
 কঃ কলিঃ ? কুত্র বা জাতো জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ ।
 কথং বা নিত্যধৰ্ম্মস্য বিনাশঃ কলিনা কতঃ ? ॥ ৬ ॥
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সূতো ধ্যাত্বা হরিং প্রভূম্ ।
 সর্ষপুলকোদ্ভিন্নসৰ্ব্বাঙ্গঃ প্রাহ তান্ মুনীন ॥ ৭ ॥

বেন, তাঁহার ঐহিক দোৰ্দ্দগুরুপ করাল সর্পের গ্রাসে পতিত ও বিষ্ণু-
 আশ্রয় জলিতবিগ্রহ হইয়া করবালরূপ দন্তে দলিত হইবেন, যিনি
 ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দিকুজাত অশ্বে আরোহণপূর্বক সেনানী
 হইয়া সত্য যুগের সৃষ্টি করিবেন, সেই সনাতন-ধৰ্ম্ম-প্রবর্তক পরমাত্মা
 ভগবান্ কঙ্কিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন । ৩

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিগণ স্বতের মুখে এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । ৪ হে লোম-
 হর্ষণপুত্র সূত ! তুমি সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ, স্বতরাং কোন পুরাণই
 তোমার অবিদিত নাই । এক্ষণে তুমি (আমাদের প্রশ্নানুসারে) ভাগ-
 বত বিবরণ বর্ণন কর । ৫ কলি কে ? তিনি কোথায় জন্মপরিগ্রহ
 করেন ? তিনি কি রূপে পৃথিবীর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন ? তিনি কি
 রূপেই বা নিত্য সনাতন ধৰ্ম্মের লোপ করেন ? ৬ সূত মুনিগণের
 মুখে এই বাক্য শ্রবণপূর্বক হর্ষভরে পুলকিততরু হইয়া প্রভু ভগবান্

স্বত উবাচ ।

শৃণুধ্বমিদমাখ্যানং ভবিষ্যং পরমাদ্বুতম্ ।
 কথিতং ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বং নারদায় বিপৃচ্ছতে ॥ ৮ ॥
 নারদঃ প্রাহ মুনয়ে ব্যাসায়ামিততেজসে ।
 স ব্যাসো নিজপুত্রায় ব্রহ্মরাতায় ধীমতে ॥ ৯ ॥
 ন চাভিমন্যুপুত্রায় বিষ্ণুরাতায় সংসদি ।
 প্রাহ ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ অষ্টাদশসহস্রকান্ ॥ ১০ ॥
 তদা নৃপে লয়ং প্রাপ্তে সপ্তাহে প্রশ্নশেষিতম্ ।
 মার্কণ্ডেয়াদিত্তিঃ পৃষ্ঠঃ প্রাহ পুণ্যাশ্রমে শুকঃ ॥ ১১ ॥
 তত্রাহং তদনুজ্ঞাতঃ শ্রুতবানস্মি যাঃ কথাঃ ।
 ভবিষ্যা কথয়ামীহ পুণ্যা ভগবতীঃ শুভাঃ ॥ ১২ ॥

হরিকে এক বার ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কহিতে আরম্ভ করিলেন । ৭

স্বত কহিতেছেন । আমি ভবিষ্য পরমাদ্বুত উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূৰ্বে মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিতে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ইহা বলিয়াছিলেন । ৮ পরে নারদও পরম তেজস্বী ব্যাসের নিকট ইহা কীর্তন করেন । ব্যাস স্বীয় পুত্র ধীমান্ ব্রহ্মরাতের সম্মুখান্বে এতৎ সমুদায় বলিয়াছিলেন । ৯ ব্রহ্মরাতও অভিমন্যুপুত্র বিষ্ণুরাতের সভায় এই অষ্টাদশ-সহস্র-সংখ্য-শ্লোকাকল্পক ভাগবত ধৰ্ম্ম বর্ণন করেন । ১০ অনন্তর যখন সপ্তাহ অতীত হয় তখন প্রশ্নশেষ থাকিতে রাজা লয়প্রাপ্ত হইলেন । পরে পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ ঐ প্রশ্নের শেষ জিজ্ঞাসু হইলে শুক যাহা বলিয়াছিলেন ১১ তখন আমি দেখানে তাঁহার অনুমতি ক্রমে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম ।

তাঃ শৃণুধ্বং মহাভাগাঃ সমাহিতধিয়োহনিশম্ ।

গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাপ্তভূতো যথা কলিঃ ॥ ১৩ ॥

প্রলয়ান্তে জগৎশ্রুতা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

সসজ্জ ঘোরং মলিনং পৃষ্ঠদেশাৎ স্বপাতকম্ ॥ ১৪ ॥

স চাধর্ম্য ইতি খ্যাতস্তস্য বংশানুকীর্ণনাৎ ।

শ্রবণাৎ স্মরণাল্লোকঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ১৫ ॥

অধর্মস্য প্রিয়া রম্যা মিথ্যা মাজ্জারলোচনা ।

তস্য পুত্রোহতিতেজস্বী দম্ভঃ পরমকোপনঃ ॥ ১৬ ॥

স মায়ায়াং ভগিন্যাস্ত লোভং পুত্রঞ্চ কন্যাকাম্ ।

নিকৃতিং জনয়ামাস তয়োঃ ক্রোধঃ স্ততোহতবৎ ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে সেই সমুদায় পবিত্র শুভ ভাগবত ভবিষ্য কথ্য কহিতেছি, ১২ হে মহাভাগগণ! আপনারা নিরন্তর সমাহিতমতি হইয়া তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। ভগবান্ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে যে রূপে কলির প্রাপ্ত-
র্ভাব হয়, (তাহা বলিতেছি) ১৩

যখন প্রলয়কালের অবসান হইল তখন জগৎশ্রুতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করিলেন। ১৪ সেই পাতক অধর্ম্য নামে বিখ্যাত হইল। এই অধর্ম্যের বংশ কীর্তন করিলে শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলে মানবগণ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন। ১৫

অধর্ম্যের মনোহারিণী প্রণয়িনীর নাম মিথ্যা। তাহার চক্ষু দুই মাজ্জারের আয় পিঙ্গলবর্ণ। অধর্ম্য হইতে মিথ্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্রটি অতীব কোপনস্বভাব ও সাতিশয় তেজস্বী। ইহার নাম দম্ভ। ১৬ দম্ভের একটি ভগিনীর নাম মায়া। দম্ভ হইতে

স হিংসায়াং ভগিন্যাস্ত জনয়ামাস তং কলিম্ ।
 বামহস্তধৃতোপস্থং তৈলাভ্যক্তাঞ্জনপ্রভম্ ॥ ১৮ ॥
 কাকোদরং করালাসাং লোলজিহ্বং ভয়ানকম্ ।
 পুতিগন্ধং দ্যুতমদ্য-স্ত্রীস্বর্ণকৃতাশ্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 ভগিন্যাস্ত দূরুক্তাং স ভয়ং পুত্রঞ্চ কন্যাকাম্ ।
 মৃত্যুং স জনয়ামাস তয়োশ্চ নিরয়োহ্ভবং ॥ ২০ ॥
 যাতনায়াং ভগিন্যাস্ত লেভে পুত্রাযুতায়ুতম্ ।
 ইথং কলিকূলে জাতা বহবো ধর্ম্মনিন্দকাঃ ॥ ২১ ॥

মায়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম লোভ ও কন্যার নাম নিকৃতি। লোভ হইতে নিকৃতিতে ক্রোধ নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭ ক্রোধের ভগিনীর নাম হিংসা। হিংসা ক্রোধের সহবাসে একটি পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম কলি। (এই কলির আকার ও রূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।) ইনি সর্বদা বাম হস্তে পুংচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার সর্বদ্বার কাষ্ঠি অবিকল তৈল মাখা কঙ্কলের সদৃশ। ১৮ উদরটী কাকের স্থায়, মুখখানি অতীব ভীষণ, জীভটী লক্ লক্ করিতেছে। এই আকারটী দেখিলে মনে ভয়ের উদ্ভেক হয়। ইহার সর্বদ্বারে পুতিগন্ধ বাহিত হইতেছে। ইনি দ্যুতকীড়াশ্বে মণ্ডালে বেষ্যাগারে ও স্বর্ণবাবনায়ীক নিকট সর্বদাই অবস্থিতি করেন। ১৯ ইহার ভগিনীর নাম দুষ্কৃতি। ইহার ঔরসে দুষ্কৃতির গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম ভয় ও কন্যার নাম মৃত্যু। ভয়ের সহবাসে মৃত্যু হইতে নিরয় নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ২০ যাতনা নামে নিরয়ের একটি ভগিনী উৎপন্ন হয়। ঐ নিরয় হইতে যাতনার গর্ভে শত শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

যজ্ঞাধ্যয়নদানাদিবেদতত্ত্ববিনাশকাঃ ।

আধিব্যাধিজরাগ্লানি দুঃখশোকভয়াশ্রয়াঃ ॥ ২২ ॥

কলিরাজানুগাশ্চৈরযুথশো লোকনাশকাঃ ।

বভূবুঃ কালবিভ্রষ্টাঃ ক্ষণিকাঃ কামুনা নরাঃ ॥ ২৩ ॥

দস্তাচারদুরাচারাস্তাতমাতৃবিহিংসকাঃ ।

বেদহীনা বিজ্ঞা দীনাঃ শূদ্রসেবাপরাঃ সদা ॥ ২৪ ॥

কুতর্কবাদবহুলা ধর্মবিক্রয়িণোহধমাঃ ।

বেদবিক্রয়িণো ভ্রাত্য রসবিক্রয়িণস্তথা ॥ ২৫ ॥

মাংসবিক্রয়িণঃ ক্রুরাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ।

পরদাররতা মত্তা বর্ণসঙ্করকারকাঃ ॥ ২৬ ॥

হ্রস্বাকারাঃ পাপনারাঃ শঠা মঠনিবাসিনাঃ ।

এই রূপে কলিংশে অসংখ্য ধর্মনিষ্ঠকের আবির্ভাব হইয়াছে । ২১ ইহার। যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান প্রভৃতি ধর্ম কর্মের লোপ করে এবং বেদ তত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রের ধ্বংসকরণে সর্বদা যত্নবান থাকে । ইহার। আধি ব্যাধি জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয় প্রভৃতির আশ্রয় । ২২ ইহার। সকলেই কলিরাজের অনুগত হইয়া লোকদিগের নাশের নিমিত্ত দলে দলে ভ্রমন করিতেছে । ইহার। কালক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিতেছে । ২৩ ঐ সকল মনুষ্য ক্ষণিক ও কামুক । ইহার। দস্তাচার দুরাচার ও পিতৃমাতৃবিহিংসক । ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃগণের। বেদবিবর্জিত দীন ও সর্বদা শূদ্রসেবা-পরায়ণ । ২৪ ইহার। সর্বদা কুতর্ক করিয়া থাকে । এই অধমের। ধর্মবিক্রয় করে । ইহার। বেদ-বিক্রয়ী ভ্রাত্য রসবিক্রয়ী ২৫ মাংসবিক্রয়ী ক্রুর ও শিশ্নোদরপরায়ণ । ইহার। পরদাররতা মত্ত বর্ণসঙ্করকারক ২৬ হ্রস্বাকার পাপাচার শঠ ও

ষোড়শাং কায়ুষঃ শ্যালবান্ধবা নীচসংগমাঃ ॥ ২৭ ॥

বিবাদকলহক্ষুধ্কাঃ কেশবেশবিভূষণাঃ ।

কলৌ কুলীনা ধনিনঃ পূজ্যা বান্ধুধিকা বিজ্ঞাঃ ॥ ২৮ ॥

• সন্ন্যাগিনো গৃহাসক্তা গৃহস্থাস্তু বিবেকিনঃ ।

গুরুনিন্দাপরা ধর্মধ্বজিনঃ সাধুবঞ্চকাঃ ॥ ২৯ ॥

প্রতিগ্রহরতাঃ শূদ্রাঃ পরস্বহরগাদরাঃ ।

দ্বয়োঃ স্বীকারমুদাহঃ শঠে মৈত্রী বদান্যতা ॥ ৩০ ॥

প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তিকরণক্ষমে ।

মঠনিবাসী। ইহাদের পরমায়ু প্রায়ই ষোড়শ বৎসর। ইহারা নম্রকী ভিন্ন আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না। নীচ সংসর্গে অবস্থান করিতেই ইহাদের সর্বদা অভিরুচি। ২৭ ইহারা নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুধ থাকে। কেশবঃস্কার বেশবিত্তাস ও ভূষণধারণেই ইহাদের অভিরুচি।

কলিকালে যাহাদের ধন আছে তাহারাই কুলীন বলিয়া মান্য হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ বান্ধুধিক অর্থাৎ টাকার সুদ লইয়া জীবিকানির্বাহ করে তাহারাই সকলের পূজ্য। ২৮ এই কলিকালে সন্ন্যাসীরা গৃহে বান করিতে রত থাকে এবং গৃহস্থেরা বিবেচনাশূন্য হয়। এই কলিকালে সকলে গুরুনিন্দা-পরায়ণ হইবে এবং ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্বক সাধুদিগকে বঞ্চনা করিবে। ২৯ এই সময় শূদ্রেরা প্রতিগ্রহপরায়ণ ও পরস্বাপহারী হইবে। এই কালে বরকনার পরস্পর স্বীকার মাত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সকলে শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা ও প্রতিদান-কালে বদান্যতা প্রকাশ করিবে। ৩০ কোন ব্যক্তির অপকারকরণে অসমর্থ হইলে ক্ষমাপ্রকাশ করিবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরাগপ্রকাশে যত্নবান হইবে।

বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোহর্থে ধর্মসেবনম্ ॥ ৩১ ॥
 ধনাঢ্যত্বঞ্চ সাধুত্বে দূরে নীরে চ তীর্থতা ।
 সূত্রমাত্রেন বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেন মক্ষরী ॥ ৩২ ॥
 অল্পশস্য্য বহুমতী নদীতীরেহবরোপিতা ।
 স্ত্রিয়ো বেষালাপমুখাঃ স্বপুংসা ত্যক্তমানসাঃ ॥ ৩৩ ॥
 পরামলোলুপা বিপ্রাশচণ্ডালগৃহযাজকাঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈধবাহীনাশ্চ স্বচ্ছন্দাচরণপ্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥
 চিত্তবৃষ্টিকরা মেঘা মন্দশস্তা চ মেদিনী ।
 প্রজাভক্ষা নৃপা লোকাঃ করপীড়াপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥
 ক্ষুদ্রে ভারং করে পুত্রং কুত্বা ক্ষুদ্রাঃ প্রজাজনাঃ ।
 গিরিচূর্ণং বনং ঘোরমাশ্রয়িমাত্রি দুর্ভগাঃ ॥ ৩৬ ॥

এই কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য বাচালতা প্রকাশ
 করিবে এবং যশোলাভের নিমিত্ত ধর্মসেবা করিবে । ৩১ লোকে ধনাঢ্য
 হইলেই সাধু বলিয়া মান্য হইবে এবং দূরদেশস্থিত জলকেই তীর্থ বলিয়া
 মান্য করিবে । কলিকালে গলায় হুত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং
 দণ্ড ধারণ করিলেই পরিব্রাজক হইতে পারিবে । ৩২ ভগবতী বহুমতী
 অল্পশস্য্য হইবেন, নদী তীরগতা হইবে । কুলকামিনীরা বেষার ন্যাথ
 আলাপাদি ক্রিয়িতে যত্নবতী হইবে, স্ব স্ব স্বামীর প্রতি তাহাদের মন
 থাকিবে না । ৩৩ ব্রাহ্মণেরা পরামলোলুপ হইবেন । তাঁহারা চণ্ডালের
 যাজক হইতেও পরাধীন হইবেন না । জ্বীলোক আর বিধবা হইবে না ।
 তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইবে । ৩৪ মেঘ হইতে অনিয়মিত বৃষ্টি হইবে ।
 বহুমতী অল্পশস্য্য হইবেন । রাজগণ প্রজাপীড়ন করিবেন । প্রজাবর্গ
 রাজকরে সাতিশয় প্রপীড়িত হইবে । ৩৫ হতভাগ্য প্রজাগণ ক্ষুদ্রে

মধুমাংসৈমূলফলৈরাহারৈঃ প্রাণধারণঃ ।

এবং তু প্রথমে পাদে কলেঃ কৃষ্ণবিন্দিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয়ে তন্মামহীনাস্তৃতীয়ে বর্ণসঙ্করাঃ ।

একবর্ণাশ্চতুর্থে চ বিস্মৃতাচ্যুতনংক্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

নিঃ-স্বাধ্যায়-স্বধা-স্বাহা-বৌমডোংকার-বর্জিতাঃ ।

দেবাঃ সর্বৈ নিরাহারাঃ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ । ৩৯ ॥

ধরিত্রীমথতঃ কৃষ্ণা ক্ষীণাং দীনাং মনস্বিনীম্ ।

দদৃশু ব্রহ্মণো লোকং বেদধ্বনিনিাদিতম্ । ৪০ ॥

যজ্ঞধূমৈঃ সমাকীর্ণং মূনিবর্ষ্যানিষেবিতম্ ।

স্ববর্ণবেদিকামধ্যে দক্ষিণাবর্তমুজ্জ্বলম্ ॥ ৪১ ॥

বহ্নিঃ যুপাঙ্কিতোদ্যান-বন-পুষ্প-ফলাদ্রিতম্ ।

ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্রচিত্তে দুর্গম পর্বত ও ঘোর অরণ্য আশ্রয় করিবে । ৩৬ তাহারা মধু মাংস ও ফল মূল আহার করিয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইবে ও সকলেই কৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিবে । কলির প্রথম পাদে সকলে এইরূপ আচরণ করিবে । ৩৭ কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বিবর্জিত হইবে । তৃতীয় পাদে বর্ণসঙ্কর হইতে থাকিবে । চতুর্থ পাদে সকলে একবর্ণ হইবে ও বিষ্ণুর আরাধনা এক কালে বিস্মৃত হইয়া যাইবে । ৩৮

পৃথিবীতে বেদাধ্যয়ন স্বধা স্বাহা বৌমট্ট ওঙ্কার প্রভৃতি রহিত হওয়াতে দেবগণ অনাহারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ৩৯ তাহারা ক্ষীণা দীনা ভগবতী বসুমতীকে অগ্রে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, দেখিলেন, ব্রহ্মলোক-বেদধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছে । ৪০ চতুদ্দিকে যজ্ঞধূম উখিত হইতেছে । প্রপান প্রধান মহাবীরা উপবিষ্ট আছেন । স্ববর্ণ বেদীয় উপরে উজ্জ্বল দক্ষিণাবর্ত ৪১ অগ্নি (শোভা

সরোভিঃ সারসৈর্হঃ সৈরাহস্যস্তমিবাতিথিম্ ॥ ৪২ ॥

বায়ুলোললতাজালকুস্তমালিকুলাকুলৈঃ ।

প্রণামাহ্বান-সংকার-মধুরালাপবীক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তদ্ব্রক্ষসদমং দেবাঃ সেন্থরাঃ ক্লিন্নমানসাঃ ।

ধিবিশুস্তদমুজ্জাতা নিজ্জকার্য্যং নিবেদিতুম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিভুবনজনকং সদাসনস্থং

সনক-সনন্দন-সনাতনৈশ্চ সিন্ধৈঃ ।

পারিসেবিতপাদকমলং

ব্রহ্মাণং দেবতা নেমুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কপুরাণেহুভাগবতে ভবিষ্যে কলিবিবরণং

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

পাইতেছে।) জল পুষ্প ফল প্রভৃতি দ্বারা স্রুশোভিত উদ্যানে যজ্ঞার্থ
গৃপ সকল নিখাত রহিয়াছে। সরোবর সকল সারস ও হংসগণের রব
দ্বারা যেন পথিকগণকে আহ্বান করিতেছে। ৪২ হংস ও সারসগণ,
বায়ুবেগে চালিত লতাসমূহের কুসুমস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলিত
হইয়া (পথিকের প্রতি যেন) প্রণাম আহ্বান সংকার মধুরালাপ ও
দর্শন করিতেছে। ৪৩ অনন্তর ইন্দ্রের সহিত দেবগণ ছুঃখিতান্তঃকরণে
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে নিজ কার্য্য
নিবেদনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন। ৪৪ সনক-সনন্দন-সনাতন প্রভৃতি
সিদ্ধগণ যাঁহার পদসেবা করিতেছেন, যিনি ত্রিভুবন-জনক, যিনি
সর্বদা যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, সেই ব্রহ্মাকে তাঁহার নমস্কার
করিলেন। ৪৫

কঙ্কপুরাণ কলি-বিবরণ-নামক প্রথম অধ্যায়

সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

উপবিষ্টাস্তুতো দেবা ব্রহ্মাণো বচনাং পুরঃ ।
কলৈর্দোষাঙ্কশ্মহানিং কথয়ামাস্তরাদরাং ॥ ১ ॥
দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তানাহ দুঃখিতান্ ।
প্রসাদয়িত্বা তং বিষ্ণুং সাধয়িষ্যাম্যভীপ্সিতম্ ॥ ২ ॥
ইতি দেবৈঃ পরিবৃতো গত্বা গোলোকবাসিনম্ ।
স্তুত্বা প্রাহ পুরো ব্রহ্মা দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্ ॥ ৩ ॥
তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ।
শন্তলে বিষ্ণুশাসো গৃহে প্রাচুর্ভবাম্যহম্ ।

সূত কহিলেন । অনন্তর ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্বক, কলির দোষে যে ধর্মহানি হইতেছে, তাহা নিবেদন করিলেন । ১ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্ট সাধন করি । ২ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গোলোক ধামে গমন করিলেন, এবং গোলোকবাসী বিষ্ণুর স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত ভাব ও প্রার্থনা জানাইলেন । ৩ পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমি তোমার অমুরোধক্রমে শন্তল

স্মৃত্যং মাতরি বিভো ! কন্যায়াং স্মিদেশতঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্ভির্ভাতৃভির্দেব ! করিষ্যামি কলিঙ্কয়ম্ ।

ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিষ্যথ ॥ ৫ ॥

ইয়ং মম প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সিংহলে সংভবিষ্যতি ।

বৃহদ্রথস্য ভূপস্য কৌমুদ্যাং কমলেক্ষণা ।

ভার্য্যায়াং মম ভার্য্যেয়া পদ্মানাগ্নী জনিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যাত যুয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণে রতাঃ ।

রাজানৌ মরুদেবাপৌ স্থাপয়িষ্যামাহং ভুবি ॥ ৭ ॥

পুনঃ কৃতযুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ববৎ ।

কলিব্যালং সংনিরস্য প্রয়াসো স্বালয়ং বিভো ! ॥ ৮ ॥

ইতু্যদীৱিতমাকণ্য ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ ।

অগাম ব্রহ্মসদনং দেবাশ্চ ত্রিদেবং যযুঃ ॥ ৯ ॥

নামক গ্রামে বিষ্ণুঘণা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে স্মৃতিনাগ্নী ব্রাহ্মণকন্যার
গর্ভে প্রাচুর্ভূত হইব। ৪ আমি ভাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত কলিঙ্কয় করিব।
দেবগণ ! তোমরা স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত বন্ধুতা
করিবে। ৫ এই আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা বৃহদ্রথ-নামক
নিংহলেশ্বরের কৌমুদীনাগ্নী মহিষীতে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। ইনি
পদ্মা নামে বিখ্যাত হইবেন। ৬ দেবগণ ! তোমরা পৃথিবীতে গমন-
পূর্বক স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি পুনর্বার মরু ও দেবাপি
নামক রাজঘর পৃথিবীর শাসনকর্ত্ত্বে স্থাপন করিব। ৭ আমি পুনর্বার
সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়া পূর্বের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্বক
কলিরূপ সর্পকে নিরাকরণ করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিব। ৮
ব্রহ্মা এই বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন

মহিমা স্বস্য ভগবান্ নিজজন্মকৃতোদ্যমঃ ।

বিশ্বেষে ! শম্ভলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ ॥ ১০ ॥

স্মৃত্যাং বিষ্ণুযশসা গৰ্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্ ।

এহ-নক্ষত্র-রাশ্যাঙ্গি-সেবিত-শ্রীপদাম্বুজম্ ॥ ১১ ॥

সরিৎসমুদ্রা গিরয়ো লোকাঃ সম্ভাণুজঙ্গমাঃ ।

সহস্রা ঋষয়ো দেবা জাতে বিষ্ণৌ জগৎপতো ॥ ১২ ॥

বভূবুঃ সৰ্ব্বসম্ভানামানন্দা বিবিধাশ্রয়াঃ ।

নৃত্যন্তি পিতরো হৃষ্টাস্তৃষ্টা দেবা জগুর্ষশঃ ॥ ১৩ ॥

চক্রবাদ্যানি গন্ধৰ্ব্বা ননৃশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪ ॥

ছাদশ্যাং শুরপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ ।

জাতে দদৃশুঃ পুত্রাঃ পিতরো হৃষ্টমানসৌ ॥ ১৫ ॥

করিলেন পরে দেবগণও দেবলোকে উপস্থিত হইলেন ।৯ এক্ষণে !
ভগবান্ পরমাত্মা বিষ্ণু স্বীয় মহিমা দ্বারা নহুয্যরূপে অবতরণ বিষয়ে
কৃতপ্রযত্ন হইয়া শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করিলেন ।১০ পরে বিষ্ণুযশা
হইতে স্মৃতিতে বৈষ্ণব গৰ্ভ আহিত হইল । এহ নক্ষত্র রাশি প্রভৃতি
সকলেই ঐ গৰ্ভস্থ শিশুর পদারবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন ।১১

জগৎপতি বিষ্ণু যে সময় জন্মপরিগ্রহ করিলেন, তখন সরিৎ সমুদ্র
পৰ্বত দেবগণ ঋষিগণ ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোক হর্ষযুক্ত হইলেন ।১২
সকল প্রাণীই নানাপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । পিতৃগণ
আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট হৃদয়ে বিষ্ণুর
যশোগান করিতে লাগিলেন ।১৩ গন্ধৰ্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে প্রবৃত্ত
হইলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ।১৪ বৈশাখ মাসের

ধাতৃমাতা মহাষষ্ঠী নাভিচ্ছেদ্রী তদম্বিকা ।

গঙ্গোদকক্লেদমোক্ষা সাবিত্রী মার্জ্জনোদ্যতা ॥ ১৬ ॥

তস্য বিষ্ণোরনন্তস্য বসুধাহুধাং পয়ঃস্বধাম্ ।

মাতৃকা মাদ্রল্যবচঃ কৃষ্ণজন্মদিনে তথা ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাস্তু স্বাস্তুগং প্রাহ নেবকম্ !

যাহীতি সূতিকাগারং গত্বা বিষ্ণুং প্রবোধয় ॥ ১৮ ॥

চতুর্ভুজমিদং রূপং দেবানাংপি দুর্লভম্ ।

ত্যক্ত্বা মানুষবদ্রূপং কুরু নাথ ! বিচারিতম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা পবনঃ সুরভিঃ সুখম্ ।

গুরুপক্ষীয় ছাদশীতে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে দেখিয়া সাত্বিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন । ১৫

(বিষ্ণু কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইলে) মহাষষ্ঠী তাঁহার ধাত্রী মাতা ও অম্বিকা নাভিচ্ছেদ্রী হইলেন। সাবিত্রী আসিয়া গঙ্গোদক দ্বারা গাত্রমার্জনপূর্বক তাঁহার ক্লেদ অপনয়ন করিতে লাগিলেন । ১৬
ত্রিকুষের জন্মদিনে যে রূপ হইয়াছিল সেইরূপ সেই অনন্ত বিষ্ণুর কঙ্কি অবতারের দিন তাঁহার নিমিত্ত বসুধা জলরূপসুধা ধারণ করিলেন। মাতৃকাগণ মাদ্রল্য বাক্যে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । ১৭

ব্রহ্মা এই বিষয় অবগত হইয়া আশুগামী সেবক পবনকে কহিলেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করিয়া (আমার প্রার্থনানুসারে) বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর যে, ১৮ নাথ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনকার এই চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। অতএব আপনি এইরূপ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের স্থায় রূপ ধারণ করুন । ১৯ সুখকর সুরভি শীতল পবন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া

সশীতঃ প্রাহ তরসা ব্রহ্মণো বচনাদৃতঃ ॥ ২০ ॥
 তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজোহভবৎ ।
 তদা তৎপিতরৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্নমানসৌ ॥ ২১ ॥
 ভ্রমসংস্কারবত্তত্র মেনাতে তস্য মায়য়া ।
 ততস্তু শম্ভলগ্রামে সোৎসবা জীবজাতয়ঃ ।
 মঙ্গলাচারবহুলাঃ পাপতাপবিবর্জিতাঃ ॥ ২২ ॥
 স্তমতিস্তং স্ততং লব্ধ্বা বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্
 পূর্ণকামা বিপ্রমুখ্যানাহুয়াদাং গবাং শতম্ ॥ ২৩ ॥
 হরেঃ কল্যাণকৃদ্বিষ্ণুযশাঃ শুদ্ধেন চেতসা ।
 সামর্গ্যবজ্রুর্বিদ্বিরত্রৈশ্বস্তনামকরণে রতঃ ॥ ২৪ ॥
 তদা রামঃ কৃপো ব্যাসো দ্রৌণির্ভিক্ষুশন্নীরিণঃ ।

তাঁহার অহরোধক্ৰমে বেগে ধাবমান হইয়া (স্মৃতিকাগারে প্রবেশ-
 পূর্বক) কহিলেন । ২০ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হইলেন । তাঁহার পিতা মাতা তাহা অবলোকন
 করিয়া সাত্বিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ২১ অনন্তর বিষ্ণুর
 মায়াক্রমে তাঁহারা (চতুর্ভূজমূর্ত্তি দর্শন) ভ্রান্তি বলিয়া মনে করিলেন ।
 পরে শম্ভল নগরে সকলজাতীয় প্রাণী উৎসব প্রকাশ করিতে লাগিল ।
 সকলেই পাপ-তাপ-বিবর্জিত হইয়া সতত মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইল । ২২

স্তমতি, জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া পূর্ণ-
 মনোরথা হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আশ্বানপূর্বক একশত গো দান
 করিলেন । ২৩ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা হরির কল্যাণকামনায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া
 ঋক্ যজু ও সামবেদী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ দ্বারা নামকরণে প্রবৃত্ত

সমায়াতা হরিং দ্রষ্টুং বালকত্বমুপাগতম্ ॥ ২৫ ॥
 তানাগতান্ সমালোক্য চতুরঃ সূর্যাসন্নিভান্ ।
 হৃষ্টরোমা দ্বিজবরঃ পূজয়াৎক্র সৈশ্বরান্ ॥ ২৬ ॥
 পূজিতাস্তে স্বাসনেষু সংবিষ্টাঃ স্বস্তথাশ্রয়াঃ ।
 হরিং ক্রোড়গতং তস্য দদৃশুঃ সর্বমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৭ ॥
 তং বালকং নরাকারং বিষ্ণুং নহ্ম মুনীশ্বরঃ ।
 কঙ্কিং কঙ্কবিনাশার্থমাবিভূতং বিদ্যুৰ্বুধাঃ ॥ ২৮ ॥
 নামাকুর্ব্বন্ততস্তস্য কঙ্কিরিতাভিবিশ্রুতম্ ।
 কৃত্বা সংস্কারকৰ্ম্মাণি যযুস্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২৯ ॥
 ততঃ স বরুধে তত্র স্তমত্যা পরিপালিতঃ ।
 কানেনাল্লেন কংসারিঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ৩০ ॥

হইলেন ১২৪ তৎকালে রাম রূপ ব্যাস ও অশ্বখামা, ইঁহারা ভিক্ষু
 শরীর ধারণপূর্ব্বক বাল্যপ্রাপ্ত ভগবান্ হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত
 আগমন করিলেন ১২৫ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুশা সূর্য্যসন্নিভ চারি জন
 প্রধান ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া অভ্যর্থনা ও পূজা
 করিলেন ১২৬ নানা-রূপ-ধারণ-ক্ষম রাম রূপ প্রভৃতি বিষ্ণুশা কর্ত্তক
 পূজিত ও স্ব স্ব আসনে সুখাসীন হইয়া পিতার ক্রোড়স্থিত হরিকে
 দর্শন করিলেন ১২৭ মুনিশ্রেষ্ঠ রাম প্রভৃতি, বালক নরাকার বিষ্ণুকে
 নমস্কার করিয়া পৃথিবীর পাপরূপ মল অপনোদনের নিমিত্ত আবিভূত
 কঙ্কি বলিয়া জানিতে পারিলেন ১২৮ জাঁহারা ঐ বালকের নাম-
 করণ-কালে 'কঙ্কি' এই বিখ্যাত নাম রাখিলেন এবং জাতকৰ্ম্মাদি
 সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক প্রহুঁ চিতে প্রতিগমন করিলেন ১২৯

কঙ্কৈর্জ্যোষ্ঠাভ্রয়ঃ শূরাঃ কবি-প্রোজ্ঞ-স্বমন্ত্রকাঃ ।

পিতৃমাতৃপ্রিয়করা গুরুবিপ্রপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩১ ॥

কঙ্কৈরংশাঃ পুরো জাতাঃ সাধবো ধর্মতৎপরাস্তে ।

গার্গ্যভর্গ্যাবিশালাদ্যা জ্ঞাতয়ন্তদনুব্রতাঃ ॥ ৩২ ॥

বিশাখযুপ-ভূপাল-পালিতাস্তাপবর্জিতাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ কঙ্কিমালোক্য পরাং প্রীতিযুগাপতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ততো বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং ধীরং সর্বগুণাকরম্ ।

কঙ্কিং কমলপত্রাকং প্রোবাচ পঠনাদৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

তাত ! তে ব্রহ্মসংস্কারং যজ্ঞসূত্রমনুতমম্ ।

সাবিত্রীং বাচয়িষ্যামি ততো বেদান্ পঠিষ্যামি ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর গুরুপক্ষে যেমন চন্দের বুদ্ধি হয়, তাহার ন্যায়, কৃষ্ণ, স্বমতি কর্তৃক পরিপালিত হইয়া, অল্প কালের মধ্যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ৩০ কঙ্কির পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের নাম কবি, প্রোজ্ঞ ও স্বমন্ত্র। ইঁহারা গুরু ও পিতামাতার প্রিয়কারী ছিলেন। গুরু ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ইঁহাদের প্রশংসা করিতেন। ৩১ গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি ধর্মতৎপর সাধুগণ অগ্রে তাঁহারই গোত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহারা সকলেই কঙ্কির অংশ ও কঙ্কির অনুগত। ৩২ ইঁহারা বিশাখযুপ নামক ভূপাল কর্তৃক প্রতিপালিত। এই সকল ব্রাহ্মণ কঙ্কিকে দেখিয়া সন্তাপরহিত ও পরম-প্রীতি-যুক্ত হইলেন। ৩৩

অনন্তর বিষ্ণুযশা, ধীর সর্বগুণাকর কমললোচন কুমার কঙ্কিকে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন। ৩৪ বৎস ! এক্ষণে তোমার

কঙ্কিরূবাচ ।

কো বেদঃ কা চ সাবিত্রী কেন সূত্রেণ সংস্কৃতাঃ ।

ব্রাহ্মণা বিদিতা লোকে তত্ত্বং বদ তাত ! মাম্ ॥ ৩৬ ॥

পিতোবাচ ।

বেদো হরের্বাক্ সাবিত্রী বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা ।

ত্রিগুণঞ্চ ত্রিবৃৎসূত্রং তেন বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা য়ে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তত্র বেদাশ্চ লোকানাং ত্রয়াণামিহ পোষকাঃ ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞাধ্যয়ন-দানাদি তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ ।

প্রীগয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ-তন্দ্র-বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মাৎ যথোপনয়ন-কর্মণোহহং বিজ্ঞৈঃসহ ।

উপনয়নরূপ ব্রহ্মসংস্কার সম্পাদন করিয়া গায়ত্রী উপদেশ দিব, পরে বেদ অধ্যয়ন করিবে ॥ ৩৫

কঙ্কি কহিলেন । পিতঃ ! বেদ কাহাকে বলে ? গায়ত্রীই বা কি ?
কিরূপ সূত্র দ্বারা সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারা
ষায় ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩৬

পিতা কহিলেন, বৎস ! বিষ্মুর বাক্যই বেদ । সাবিত্রী বেদমাতা
বলিয়া বিখ্যাত আছেন । ত্রিগুণিত সূত্রে অস্থি দিয়া তিন-গুণ করিলে
উপবীত হয় । ব্রাহ্মণেরা এই উপবীত ধারণপূর্বক প্রতিষ্ঠাভাজন
হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ বাঁহারা দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও
ব্রহ্মবাদী । ইঁহারা ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য বেদ রক্ষা করেন ॥ ৩৮
ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপস্যা বেদপাঠ ও ইন্দ্রসংযম দ্বারা
বেদ ও তন্ত্রের বিধানানুসারে ভক্তিপূর্বক হরিকে প্রীত করেন ॥ ৩৯

সংস্কৰ্ত্তুং বাঙ্কবজ্রনৈস্তৃণামিচ্ছামি শুভে দিনে ॥ ৪০ ॥

পুত্র উবাচ ।

কে চ তে দশ সংস্কারা ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ কেন বা বিষ্ণু মৰ্চয়ন্তি বিধানতঃ ॥ ৪১ ॥

পিতোবাচ ।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদৃষাতো গৰ্ভাধানাদিসংস্কৃতঃ ।

সম্ভ্রাত্রেণ সাবিত্রী-পূজা-জপ-পরায়ণঃ ॥ ৪২ ॥

তপস্বী সত্যবাক্ষীরো ধৰ্ম্মাত্মা ত্রাতি সংসৃতিম্ ।

বিষ্ণুর্চনমিদং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়ো দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

পুত্র উবাচ ।

কুত্রাস্তে স দ্বিজো যেন তারয়তাখিলং জগৎ ।

এই জন্ত আমি শুভ দিন দেখিয়া বন্ধুবান্ধব ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার উপনয়ন সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি । ৪০

পুত্র কহিলেন । ব্রাহ্মণেরা যে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হন, সেই দশ সংস্কার কি ? ব্রাহ্মণেরা কিরূপেই বা যথাবিধানে বিষ্ণুর অর্চনা করেন ! ৪১

পিতা কহিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া গৰ্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, যিনি ত্রিসন্ধা গায়ত্রীজপ ও পূজা করিবেন, ৪২ যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর ও ধৰ্ম্মাত্মা হন, তিনি বিষ্ণুপূজার প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া সর্বদা আনন্দময় থাকেন ও সংসারসাগর হইতে পরিব্রাজ করেন । ৪৩

পুত্র কহিলেন । যিনি সাধু পথে থাকিয়া বিষ্ণুকে প্রীত করেন,

সন্মার্গেণ হরিং প্রীণন্ কামদোন্ধা জগত্রে ॥ ৪৪ ॥

পিতোবাচ ।

কলিনা বলিনা ধৰ্ম্ম-ঘাতিনা দ্বিজ-পাতিনা ।

নিরাকৃতধৰ্ম্মরতা গতা বর্ষান্তরাস্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

যে শ্বল্লতপসো বিপ্রাঃ স্থিতাঃ কলিযুগান্তরে । •

শিম্বোদরভূতোহধৰ্ম্মনিরতা বিরতাক্রিয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

পাপসারা দুরাচারাস্তেজোহীনঃ কলাবিহ ।

আত্মানং রক্ষিতুং নৈব শক্তাঃ শূদ্রস্য সেবকাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি জনকবচো নিশম্য কঙ্কিঃ

কলিকুলনাশমনোহতिलाষম্মা ।

যিনি লোকত্রয়ের কামধুক, যিনি অখিল জগৎ উদ্ধার করেন, ঈদ্র
ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ? ৪৪

পিতা কহিলেন, ষাঁহারা ধৰ্ম্মশীল ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ব্রাহ্মণদে
ধৰ্ম্মঘাতক বলবান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে গমন করি
ছেন। ৪৫ ষাঁহাদের অল্প তপসা, তাদৃশ ব্রাহ্মণেরা কলিযুগের অ
কারের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শিম্বোদর-পরায়ণ অধ
নিরত বৈদিক-ক্রিয়া-কলাপ-বিবর্জিত, ৪৬ পাপাত্মা, দুরাচার, তেজে
হীন ও শূদ্রসেবক হইয়াছেন। তাঁহারা কলির প্রভাবে আত্মরক্ষা
করিতেও সমর্থ নহেন। ৪৭

কলি-কুল-ধ্বংসের জন্য ষাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, তাদৃশ সাধুনা
কঙ্কি, এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা কর্তৃক ও ব্রাহ্মণগ

দ্বিজনিজবচনৈস্তদোপনীতো।

গুরুকুলবাসমুবাস সাধুনাথঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহ্মভাগবতে ভবিষ্যে কল্কিজন্মোপনয়নং

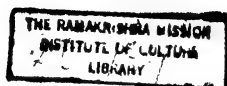
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

কর্ডক পঠিত মন্ত্রে উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিতে গমন
করিলেন । ৪৮

কল্কিপুরাণ কল্কিজন্মোপনয়ন-নামক দ্বিতীয়

অধ্যায় সমাপ্ত ।

20759



কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ততো বস্তুং গুরুকূলে যাস্তুং কঙ্কিং নিরীক্ষ্য সঃ ।
মহেন্দ্ৰাদিস্থিতো রাম সমানীয়াশ্রমং প্রভুঃ ॥ ১ ॥
প্রাহ ত্বাং পাঠয়িষ্যামি গুরুং মাং বিক্ৰি ধৰ্ম্মতঃ ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নং জামদগ্ন্যাং মহাপ্রভুম্ ॥ ২ ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং ধনুর্বেদবিশারদম্ ।
কুত্বা নিষ্কল্লিয়াং পৃথ্বীং দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৩ ॥
মহেন্দ্ৰাদৌ তপস্তপ্তুয়াগতোহহং ব্রিজাত্মজ ! ।
ত্বং পঠাত্ত্ব নিজং বেদং যচ্চাণ্ডচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥

শ্রুত কহিলেন । অনন্তর কঙ্কি গুরুকূলে বাস করিবার নিমিত্ত
গমন করিতেছেন; দেখিয়া মহেন্দ্র-পর্বত-স্থিত প্রভাবশালী রাম তাঁহাকে
স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন, ১ এবং কহিলেন, আমি তোমাকে
অধ্যয়ন করাইব । ধৰ্ম্মতঃ আমাকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে ।
আমি মহাপ্রভাবশালী জামদগ্ন্য । ভৃগু-বংশে আমার জন্ম হইয়াছে । ২
বেদবেদাঙ্গের সমুদায় তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষত ধনুর্বেদবিষয়ে
আমি অদ্বিতীয় । আমি সমুদায় পৃথিবী নিষ্কল্লিয় কবিয়া ব্রাহ্মণদিগকে
দক্ষিণ ॥ দিয়াছিলাম । ৩ তাহার পর আমি তপস্যা করিবার জন্ত মহেন্দ্র-

ইতি তদ্বচ আশ্রুত্যা সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।

কক্কিঃ পুরো নমস্কৃত্য বেদাধীতী ততোহভবৎ ॥ ৫ ॥

সাস্তং চতুষষ্টিকলং ধনুর্বেদাদিকঞ্চ যৎ ।

সমধীত্যা জামদগ্ন্যাং কক্কিঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬ ॥

দক্ষিণাং প্রার্থয় বিভো ! যা দেয়া তব সন্নিধৌ ।

যয়া মে সৰ্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যা স্যাৎ ত্বভোষকারিণী ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো ভূমন্ ! কলিনিগ্রহকারণাং ।

বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বাশ্রয়ঃ পূৰ্ণঃ স জাতঃ শস্ত্ৰলে ভবান্ ॥ ৮ ॥

মভো বিদ্যাং শিবাদস্ত্রং লব্ধ্বা বেদময়ং শুকম্ ।

পৰ্বতে আগমন করি। ব্রাহ্মণ-কুমার! বেদ বা অস্ত্রাশ্রয় শাস্ত্র যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা তুমি এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন কর । ৪

কক্কি পরশুরাম মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং নমস্কারপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫ তিনি জামদগ্ন্যের নিকট চতুষষ্টি কলার সহিত সান্ধোপাস্ত্র বেদ ও ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ৬ বিভো! (এক্ষণে আমার পাঠসমাপ্তি হইল। আপনাকে কি দিতে হইবে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া) দক্ষিণা প্রার্থনা করুন। আপনি একপ দক্ষিণা প্রার্থনা করিবেন যে যাহাতে আমার সমুদায় সিদ্ধি হয় ও আপনকার পরিতোষ জন্মে । ৭

রাম কহিলেন, মহাত্মন! ব্রহ্মা কলির উন্মূলনের নিমিত্ত সৰ্ব্বাশ্রয়। পূৰ্ণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। সেই পূৰ্ণ বিষ্ণুই তুমি শস্ত্রলত্ৰানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ । ৮ এক্ষণে তুমি আমা হইতে বিদ্যা, শিব হইতে

সিংহলে চ প্রিয়াং পদ্মাং ধৰ্ম্মান্ সংস্থাপয়িষ্যসি ॥ ৯ ॥

ততো দিগ্বিজয়ে ভূপান্ ধৰ্ম্মহীনান্ কলিপ্রিয়ান্ ।

নিগৃহ্য বৌদ্ধান্ দেবাপিং মরুত্বং স্থাপয়িষ্যসি ॥ ১০ ॥

বয়মেতৈস্তু সংতুষ্ঠাঃ সাধুকৃত্যৈঃ সদক্ষিণাঃ ।

যজ্ঞং দানং তপঃ কৰ্ম্ম করিষ্যামো যথোচিতম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যেতৎ বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্য মুনিং গুরুম্ ।

বিল্বোদকেশ্বরং দেবং গত্বা তুষ্ঠাব শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

পূজয়িত্বা যথান্যায়ং শিবং শাস্ত্রং মহেশ্বরম্ ।

প্রণিপাত্যাশুতোষং তং ধ্যাত্বা প্রাহ হৃদি স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

অস্ত্র ও বেদময় শুককে লাভ করিয়া সিংহলদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার
পাণিগ্রহণপূর্বক সনাতন ধৰ্ম্ম সংস্থাপন করিবে। ৯ তুমি দিগ্বিজয়ে
বহির্গত হইয়া ধৰ্ম্ম-বিবর্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাজয়পূর্বক
বৌদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বীদিগকে সংহার করিয়া দেবাপি ও মরু নামক ধাৰ্ম্মিক-
দ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ১০ আমি এই সকল সংকল্পেই
পরিভূষ্ট হইব এবং ইহাতেই আমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদত্ত হইবে,
কারণ (সনাতন ধৰ্ম্ম সংস্থাপিত হইলে) আমরা যথোপযুক্ত যজ্ঞ, দান ও
! তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি। ১১

কল্পি এই কথা শুনিয়া গুরুকে নমস্কারপূর্বক বিল্বোদকেশ্বর, দেব-
দেব শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১২
তিনি শান্তিগুণাবলম্বী আশুতোষ মহেশ্বর শিবকে যথাবিধানে পূজা
করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১৩

কব্ধিকুৰ্বাচ ।

গৌৰীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং

ভূতাবাসং বাসুকীকণ্ঠভূষণম্ ।

ত্ৰ্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেবং পুরাণং

বন্দে সান্দ্ৰানন্দসন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৪ ॥

যোগাধীশং কামনাশং করালং

গঙ্গাসঙ্গবিন্ধুগুহানমীশম্ ।

জটাজুটোপরিক্ষিপ্তভাবং

মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি ॥ ১৫ ॥

শ্মশানস্থং ভূতবেতালসঙ্গং

নানাশৌৰ্ভৈঃ খড়্গশূলাদিভিষ্চ ।

ব্যগ্রোভূত্যা বাহবো লোকনাশে

* यस্য ক্ৰোধোদ্ধূতলোকোহস্তমেতি ॥ ১৬ ॥

কব্ধি কহিলেন । যিনি গৌৰীনাথ, বিশ্বনাথ, সকলের একমাত্র শরণ্য, ভূতসমুদায়ের আবাস ও বাসুকী বাঁহার কণ্ঠভূষণ, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, সান্দ্ৰ আনন্দসন্দোহ দাতা সেই পুরাণ আদি দেবকে নমস্কার ৷ ১৪ ৷ যিনি যোগের অধীশ্বর, যিনি কাম্য কৰ্ণেব নাশক, যিনি করাল, ও গঙ্গাসঙ্গমে বাঁহার মস্তক সৰ্ব্বদা দিক্ত রহিয়াছে, যিনি জটাজুট দ্বারা অপূৰ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছেন, যিনি মহাকাল, বাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি ৷ ১৫ ৷ ভূতগণ ও বেতালগণের সহিত যিনি সৰ্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন, বাঁহার হস্তে খড়্গা শূল প্রভৃতি নানা অস্ত্র শস্ত্র শোভা পাইতেছে, প্রলয়কালে সমুদায় লোক বাঁহার ক্ৰোধো-

যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিসৃক্ষুঃ

তন্মাত্ৰাত্মা কালকৰ্ম্মস্বভাবৈঃ ।

প্রস্তুতোদং প্রাপ্য জীবত্বমীশো

ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি ॥ ১৭ ॥

দ্বিতৌ বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বজিষ্ণুঃ স্ৱরাত্মা

লোকান্ সাধূন্ ধৰ্ম্মসেতূন্ বিভৰ্ষি ।

ব্রহ্মাদ্যাংশে যোহভিমানী গুণাত্মা

শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশং নমামি ॥ ১৮ ॥

যন্যাজ্ঞয়া বায়বো বান্তি লোকে

জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপ্যন্ ।

শীতাংশুঃ খে তারকৈঃ সগ্রহৈশ্চ

প্রবর্ততে তং পরেশং প্রপদ্যে ॥ ১৯ ॥

গিতে অহুত ও অন্তমিত হইবে। ১৬ যিনি ভূতাদি অর্থাৎ তামস অঙ্কারস্বরূপ ও পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ হইয়া অদৃষ্ট ও কাল সহকারে সৃষ্টি করেন, যিনি জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় পরিহার পূর্বক ব্রহ্মানন্দে রত হন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি। ১৭ যিনি জগতের রক্ষার জন্য দেবাত্মা সৰ্ব্বজিষ্ণু বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সেতুরূপ সাধু লোকদিগকে পালন করিতেছেন, যিনি শব্দাদি রূপে গুণাত্মা হইয়া ব্রহ্মাভিমানী হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার। ১৮ বাহ্যর আজ্ঞানুসারে জগতে বায়ু বহন করিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, সূর্য্য তাপ (ও আলোক) বিস্তার করিতেছেন, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণ আকাশে ধাবমান হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। ১৯

যস্যাখ্যাসাং সৰ্ব্বধাত্ৰী ধৰিত্ৰী

দেবো বৰ্ষত্যম্বু কালঃ প্রমাতা ।

মেরুৰ্মধ্যে ভুবনানাঞ্চ ভৰ্তা

তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি ॥ ২০ ॥

ইতি কঙ্কিস্তবং শ্রুত্বা শিবঃ সৰ্ব্বাত্মদৰ্শনঃ ।

সাক্ষাৎ প্রাহ হসমীশঃ পার্শ্বতীনহিতোহগ্রতঃ ॥ ২১ ॥

কক্কেঃ সংস্পৃশ্য হস্তেন সমস্তাবয়বং মুদা ।

তমাহ বরয় শ্রেষ্ঠ ! বরং যত্তেহভিকাজ্জিতম্ ॥ ২২ ॥

ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যে পঠন্তি জনা ভূবি ।

তেষাং সৰ্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৩ ॥

বিদ্যার্থী চাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং ধৰ্ম্মার্থী ধৰ্ম্মমাপ্নুয়াৎ ।

যাহার আদেশ অনুসারে ধৰিত্ৰী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ
বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাল কার্যবিভাগ করিতেছেন,
সমুদায় ভুবনের আধারস্বরূপ মেরু মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই
বিশ্বরূপ ইশানকে নমস্কার করি ৷২০

সৰ্ব্বজ্ঞ শিব কঙ্কির এই স্তব শ্রবণ করিয়া পার্শ্বতীর সহিত সম্মুখে
আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ৷২১
তিনি প্রথমতঃ প্রীতিপূৰ্ব্বক হস্ত দ্বারা কঙ্কির সমস্ত অবয়ব স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, শ্রেষ্ঠ ! তুমি কোন্ বর কামনা কর, বল ৷২২
তুমি যে এই স্তব করিলে, পৃথিবীর মধ্যে তোমার কৃত এই স্তব যে
ব্যক্তি পাঠ করিবে, ইহ লোকে ও পরলোকে তাহার সমুদায় কার্য
সিদ্ধি হইবে ৷২৩ এবং যিনি বিজ্ঞার্থী তিনি বিজ্ঞালাভ করিবেন,

কামানবাগ্নুয়াং কামী পঠনাং শ্রবণাদপি ॥ ২৪ ॥
 ত্বং গারুড়মিদং চাশ্বং কামগং বহুরুপিণম্ ।
 শুকমেনঞ্চ সৰ্ব্বজ্ঞং ময়া দত্তং গৃহাণ ভোঃ ! ॥ ২৫ ॥
 সৰ্ব্বশাস্ত্রাশ্রবিদ্বাংসং সৰ্ব্বেদার্থপারগম্ ।
 জয়িনং সৰ্ব্ভূতানাং ত্বাং বদিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২৬ ॥
 রত্নংসরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্ ।
 গৃহাণ গুরুভায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্ ॥ ২৭ ॥
 ইতি তদ্বচ আশ্রুত্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।
 শস্ত্রলগ্রামমগমং তুরগেন ত্বরান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
 পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু নমস্কৃত্য যথাবিধি ।

যিনি ধর্মার্থী তিনি ধর্ম প্রাপ্ত হইবেন, যিনি ভোগ্য বস্তু চান, তিনি
 ভোগ্য বস্তু লাভ করিবেন। স্বংকৃত এই স্তব শ্রবণ করুন বা পাঠ
 করুন, উভয় প্রকারেই উক্তপ্রকার ফল হইবে। ২৪ এই যে অশ্বটী
 দেখিতেছি, এটি গরুড়ের অংশ-সম্মত। এই অশ্বটী কামগামী ও
 বহুরুপী। এই শুকপক্ষীটী সৰ্ব্বজ্ঞ। আমি এই অশ্ব ও শুকপক্ষীটী
 তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর। ২৫ (এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে)
 সকলেই তোমাকে সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সমুদায় অস্ত্রে বিশারদ, সৰ্ব্বেদে
 পারদর্শী ও সৰ্ব্ববিজ্ঞ বুলিবে। ২৬ এই করাল করবাল দিতেছি,
 গ্রহণ কর। ইহার সংসরু অর্থাৎ মুষ্টি রত্নময়। ইহা অতীব প্রভাশালী।
 এই করবালই গুরুভায়া পৃথিবীর ভারহরণের প্রধান সাধন হইবে। ২৭

কন্ধি মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক
 অশ্ব আকৃষ্ট হইয়া নদীর গমনে শস্ত্রল গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ২৮

সর্বং তদ্বর্ণয়ামাস জামদগ্ন্যস্য ভাষিতম্ ॥ ২৯ ॥

শিবস্য বরদানঞ্চ কথয়িত্বা শুভাঃ কথাঃ ।

কঙ্কিঃ পরমতেজস্বী জ্ঞাতিভ্যোহপ্যবদম্মদা ॥ ৩০ ॥

• গার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যাস্তং শ্রুত্বা নন্দিতাঃ স্থিতাঃ ।

কথোপকথনং জাতং শস্ত্রলগ্রামবাসিনাম্ ॥ ৩১ ॥

বিশাখযুপভূপালঃ শ্রুত্বা তেষাঞ্চ ভাষিতম্ ।

প্রোতুর্ভাবং হরের্মেনে কলিনিগ্রহকারকম্ ॥ ৩২ ॥

মাহিন্দ্ৰত্যাং নিজপুরে যাগদানতপোব্রতান্ ।

ব্রাহ্মণান্ কক্ৰিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রানপি হরেঃ প্রিয়ান্ ॥ ৩৩

স্বধর্ম্মনিরতান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মিষ্ঠোহভূম্পঃ স্বয়ম্ ।

তিনি পিতা-মাতা ও ভ্রাতৃগণকে যথাবিধানে নমস্কার করিয়া পরশু-
হ্রাম কর্তৃক কথিত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । ২৯ পরম তেজস্বী
কঙ্কি মহেশ্বর হইতে বরলাভের বিষয় তাঁহাদের নিকটে আত্মপূর্ব্বিক
বলিয়া প্রার্থ্যচিন্তে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের
সমক্ষে ঐ সমস্ত মঙ্গল সমাচার ব্যক্ত করিলেন । ৩০ গার্গ্য ভর্গ্য বিশাল
প্রভৃতি তদীয় বন্ধুগণ ঐ সমুদায় শুনিয়া আনন্দিত হইলেন । শস্ত্রল-
গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর কেবল উক্তবিষয়ক কথোপকথন
হইতে আরম্ভ হইল । ৩১ বিশাখযুপ-নামক রাজা ঐ সকল কথা
লোকমুখে শুনিতে পাইলেন এবং তিনি স্থির করিলেন যে, কলি-
যুগের নিমিত্ত ভগবান্ হরি প্রোতুর্ভূত হইয়াছেন । ৩২ রাজা বিশাখ-
যুপ দেখিলেন, মাহিন্দ্ৰী নাম্নী তাঁহার নিজ পুরীতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ
কক্ৰিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই যাগশীল দানশীল তপোনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ

প্রজাপালঃ শুদ্ধমনাঃ প্রাহুর্ভাবাৎ প্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৩৪ ॥
 অধর্মবংশ্যাংস্তান্ দৃষ্ট্বা জনান্ ধর্মক্রিয়াপরান্ ।
 লোভানৃতাদয়ো জগ্মুস্তদেদ্যাং দুঃখিতা ভুশম্ ॥ ৩৫ ॥
 জৈত্রং তুরগমারুহ্য খড়্গঞ্চ বিমলপ্রভম্ ।
 দংশিতঃ সশরং চাপং গৃহীত্বাগাং পুরাদ্বহিঃ ॥ ৩৬ ॥
 বিশাখযুপভূপালঃ প্রায়াং সাধুজনপ্রিয়ঃ ।
 কন্ধিং দ্রষ্টুং হরেরং শমাবিভূতঞ্চ শস্ত্রলে ॥ ৩৭ ॥
 কবিং প্রাজ্ঞং যমস্তঞ্চ পুরস্কৃত্য মহাপ্রভম্ ।
 গার্গ্য-ভর্গ্য-বিশালৈশ্চ জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ৩৮ ॥
 বিশাখযুপো দদৃশে চন্দ্রং তারাগণৈরিব । ২০৭৫৭

হইয়াছে। ৩৩ শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রাহুর্ভাবে সকলেই স্বধর্ম-নিরত
 হইয়াছে, দেখিয়া রাজাও স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হইলেন। তখন তিনি
 নির্মল অন্তঃকরণের সহিত প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ৩৪ যাহারা
 অধার্মিকের বংশে জন্মিয়াছে, তাহাদিগকেও ধর্ম্মা কর্মে ঐকান্তিক
 মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া, লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবাংশীরেরা
 দুঃখিতান্তঃকরণে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। ৩৫

অনন্তর ভগবান্ কন্ধি, নির্মল-প্রভা-শালী খড়্গ ও ধনুর্বাণ গ্রহণ
 করিয়া কবচ ধারণপূর্বক জয়শীল অশ্বে আরুঢ় হইয়া নগর হইতে
 বহির্গত হইলেন। ৩৬ সাধু লোকের প্রিয় রাজা বিশাখযুপ, শঙ্কলগ্রামে
 হরির অংশ কন্ধি আবিস্কৃত হইয়াছেন জানিয়া দর্শনার্থ আগমন
 করিলেন। ৩৭ তিনি দেখিলেন, দেবরাজ যেমন দেবগণে পরিবৃত্ত
 হইয়া উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বে আরুঢ় হন, তাহার ন্যায়, এবং নিশা-

পুরাঘহিঃ তুরৈর্যদ্বদিস্রমুচৈঃশ্রবঃস্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিশাখযুগোহবনতঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।

কঙ্কেরালোকনাং সদ্যঃ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণবোহভবৎ ॥ ৪০ ॥

• সহ রাজা বসন্ কঙ্কিঃ ধর্ম্মানাহ পুরোদিতান্ ।

ব্রাহ্মণকজ্রিয়বিশামাশ্রমাণাং সমাসতঃ ॥ ৪১ ॥

মমাংশান্ কলিবিপ্রক্টানিতি মজ্জন্মসংগতান্ ।

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং মাং যজস্ব সমাহিতঃ ॥ ৪২ ॥

অহমেব পরো লোকো ধর্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ ।

কালস্বভাবসংস্কারাঃ কস্মীন্মুগতয়ো মম ॥ ৪৩ ॥

সোমসূর্য্যাকুলে জাতৌ দেবাপিমরুসংজ্ঞকৌ ।

নাথ যেমন তারাগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকেন. ৩৮ তাহার স্তায়, কবি প্রোক্ত শ্রমকু প্রভৃতি প্রভাশালী জনগণ কর্তৃক পুরস্কৃত ও পার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি জ্যাতিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত কঙ্কি (অথৈ আরোহণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান) আছেন । ৩৯

রাজা বিশাখযুগ কঙ্কিদর্শনে আক্লান্দে পুলকিততম্ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কঙ্কির অলুগ্রহে তৎক্ষণাৎ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণব হইলেন । ৪০ কঙ্কি রাজার সহিত কিছু দিন বাস করিলেন এবং সংক্ষেপে পশ্চাত্তক্ত ব্রাহ্মণ কজ্রিয় ও বৈশাদিগের আশ্রমধর্ম্ম এই রূপে কহিলেন যে, ৪১ আমার অংশ ধার্ম্মিকগণ কলিকালে ভ্রষ্ট হইয়াছিল. এক্ষণে আমার আবির্ভাব হওয়াতে সকলে মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সমাহিত হইয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা কর । ৪২ আমিই পরম লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, কাল ও ভাব অল্পসারে আমারই অল্পগত হইয়া রহিয়াছে। ৪৩ আমি

স্থাপয়িত্বা কৃতযুগং কৃৎস্বা যাস্যামি সঙ্গতিম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা কঙ্কিং হরিং প্রভুম্ ।

প্রণম্য প্রাহ সদ্ধর্মান্ বৈষ্ণবান্ মনসেঙ্গিতান্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি নৃপবচনং নিশম্য কঙ্কিঃ

কলিকুলনাশনবাসনাবতারঃ ।

নিজজনপরিষদ্বিনোদকারী

মধুরবচোভিরাহ সাধুধর্মান্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি কঙ্কিপুরণেহ্নভাগবতে ভবিষ্যে কঙ্কিবরলাভ-

নামকত্ ত্রয়োহধ্যায়ঃ ।

চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে রাজ্যশাসনে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব । ৪৩

রাজা, প্রভু কঙ্কি এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্বীয় অভিলষিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন । ৪৫ কলিকুল-ধ্বংস-বাসনায় অবতীর্ণ কঙ্কি, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ অহুচরবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মধুর বাক্য দ্বারা সাধু ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৬

কঙ্কিপুরণ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

চতুৰ্থাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ কল্কিঃ সভামধ্যে রাজমানো ববিৰ্যথা ।

বভাষে তং নৃপং ধৰ্ম্ম-ময়ো ধৰ্ম্মান্ বিজপ্রিয়ান্ * ॥ ১ ॥

কল্কিরুবাচ ।

কালেন ব্রহ্মণো নাশে প্রলয়ে ময়ি সঙ্গতাঃ ।

অহমেবাসগেবাণ্ঠে নান্ধং, কাৰ্য্যমিদং মম ॥ ২ ॥

প্রশ্নপুলোকতল্লস্য বৈতহীনস্য চাত্মনঃ ।

মহানিশান্তে রস্তং মে সমুদ্ভূতো বিরাট্ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন । হে বিজ্ঞোত্তম ! অনন্তর ধৰ্ম্মময় কল্কি, সভামধ্যে
স্বৰ্ঘ্যের ন্যায় বিরাজমান হইয়া সেই রাজার নিকট ব্রাহ্মণস্বাতির প্রিয়
ধৰ্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১

কল্কি কহিলেন । যে সময় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, যখন ব্রহ্মাও
বিলয় প্রাপ্ত হইবেন, তখন সমুদায় আমাতেই লীন থাকিবে । পূৰ্বে
কেবল আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায়
জীব ও সমুদায় পদার্থ আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে । ২ যে সময়
সমুদায় জগৎ প্রশস্ত ছিল, যে সময় এক পরমাত্মা ভিন্ন আর অদ্বিতীয়

* বিজ্ঞোত্তমান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্গঃ সহস্রপাৎ ।

তদঙ্গজোহভবদ্রক্ষা বেদবক্ত্রে মহাপ্রভুঃ ॥ ৪ ॥

জীবোপাধের্মমাংশাচ্চ প্রকৃত্যা মায়য়া স্ময়া ।

ত্রক্ষোপাধিঃ স সর্বজ্ঞো মম বাগ্ধেদশাসিতঃ ॥ ৫ ॥

সসর্জ জীবজাতানি কালমায়াংশযোগতঃ ।

দেবা মন্বাদয়ো লোকাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

শুণিন্যা মায়য়াংশা মে নানোপাধৌ সসর্জ্জরে ।

সোপাধয় ইমে লোকা দেবাঃ সস্থানুজঙ্গমাঃ ॥ ৭ ॥

মমাংশা মায়য়া সৃষ্টা যতো ময়াবিশন্ লয়ে ।

এবংবিধা ত্রাক্ষণা যে মংশরীরা মদাত্মিকাঃ ॥ ৮ ॥

বস্তু ছিল না, সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টি-করণ-রূপ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আমার বিরাটমূর্তি আবির্ভূত হইল। ৩ সেই বিরাটমূর্তি পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। অনন্তর বেদমুখ মহাপ্রভু ত্রক্ষা, ঐ বিরাট পুরুষের শরীর হইতে উৎপন্ন হইলেন। ৪ উক্ত ত্রক্ষা নামে সর্বজ্ঞ পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া জীবাত্মা বা পুরুষনামক আমার অংশ হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া দ্বারা ৫ কাল রূপ আমার অংশ সহকারে জীবগণের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ প্রজাপতিগণ মনু প্রভৃতি মানবগণ ও বেদগণ সৃষ্ট হইলেন। ৬ ইহারা যদিও সকলেই আমার অংশ, তথাপি সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়যুক্ত মায়াবলে নানা উপাধি ধারণ করিলেন। ইহাতেই সমুদায় দেবগণ, সমুদায় লোক ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেই নাম রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

যাঁহারা মায়াবলে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই অংশ এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবেন। সেই সকল ত্রাক্ষণ আমার শরীরস্বরূপ

মামুদ্ধিরন্তি ভুবনে যজ্ঞাধ্যয়নসংক্রিয়াঃ ।

মাং প্রনেবন্তি শংসন্তি তপোদানক্রিয়াশ্বিহ ॥ ৯ ॥

অরন্ত্যামোদয়ন্ত্যেব নান্যে দেবাদয়ন্তথা ।

• ব্রাহ্মণা বেদবক্তারো বেদা মে মূর্ত্তয়ঃ পরাঃ * ॥ ১০ ॥

তস্মাদিমে ব্রাহ্মণজ্ঞাতৈস্তে পুষ্ঠান্ত্রিজগজ্জনাঃ ।

জগন্তি মে শরীরানি তৎপোষে ব্রহ্মেণো বরঃ ॥ ১১ ॥

তেনাহং তান্ নমস্যামি শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ।

ততো জগন্ময়ং পূৰ্ব্বং † মাং সেবন্তেহখিলাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥

বিশাখযুপ উবাচ ।

বিশ্রস্য লক্ষণং ক্রুহি স্বভুক্তি কা চ তৎকৃত্য ।

ও অ'ম স্বরূপ, চ যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ অধ্যয়ন ও সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিখ আমাকে উদ্ধার করেন, বাঁহারা তপস্যা দান প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যে আমার নাম কর্ত্তন করেন ও আমার সেবায় রত থাকেন। ৯ বেদবক্তা ব্রাহ্মণেরা আমাকে যেরূপ অরণ করেন ও যেরূপ আমোদিত করেন, দেবতা বা অন্ত কেহ সেস্বপ করিতে পারেন না, কারণ বেদই আমার প্রধান মূর্ত্তি। ১০ ঐ বেদ, ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ বেদ হইতে জগতীতলস্থ সমস্ত লোক রক্ষিত হইতেছে। সমস্ত লোক আমারই শরীর, অতএব আমার শরীরপোষণ-বিষয়ে ব্রাহ্মণই প্রধান নাথন। ১১ এক্ষণে আমি শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাশ্রয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি। অখিলাশ্রয় ব্রাহ্মণেরাও আমাকে পূর্ণ জগন্ময় জানিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ১২

* বেদান্বমূর্ত্তয়ঃ পরা ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

† ততো জগন্ময়ং পূৰ্ব্বম্ ইতি বা পাঠঃ ।

যতন্তবানুগ্রহেণ বাখ্যাণা ব্রাহ্মণাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

কঙ্কিরূবাচ ।

বেদা মামীশ্বরং প্রোহুরব্যক্তং ব্যক্তিমংপরম্ ।

তে বেদা ব্রাহ্মণমুখে নানাধর্ম্মে' প্রকাশিতাঃ ॥ ১৪ ॥

যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পুঙ্কলা ।

তয়াহং তোষিতঃ ত্রীশঃ সংভবামি যুগে যুগে ॥ ১৫ ॥

উর্দ্ধস্ত ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্মিতং শনৈঃ ।

তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৬

ত্রিগুণং তদ্‌ঐশ্বিয়ুক্তং বেদপ্রবরসংমিতম্ ।

শিরোধরাং নাতিমধ্যাং পৃষ্ঠার্দ্ধপরিমাণকম্ ॥ ১৭ ॥

বিশাখযুগ কহিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? অনুগ্রহ করিয়া বলুন এবং ব্রাহ্মণেরা আপনকার প্রতি কিরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন যে, আপনকার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্যই বাণেশ্বররূপ হইয়াছে? ১৩

কঙ্কি কহিলেন। বেদে আমাকে চরাচর ব্যক্ত সমুদায় পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া থাকে। সেই বেদ ব্রাহ্মণমুখে থাকিয়া নানা ধর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে। ১৪ ব্রাহ্মণদিগের যে ধর্ম্ম তাহাই আমার প্রতি নির্মল ভক্তি দ্বারা তোষিত হইবে। আমি সেই ধর্ম্মরূপ ভক্তি দ্বারা তোষিত হইয়া ত্রিযতমা লক্ষ্মীর সহিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ১৫

সধবা ব্রাহ্মণকন্যারা ত্রিবৃত্ত অর্থাৎ ত্রিগুণিত করিয়া সূত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই সূত্র ত্রিগুণ করিয়া ঐশ্ব্যি দিলে তাহাকে যজ্ঞোপবীত বলা হইবে। ১৬ বেদ ও প্রবরাহ্মদারী ঐশ্ব্যিযুক্ত সেই যজ্ঞোপবীত ত্রিগুণ করিয়া ধারণ করিবে এবং তাহা পৃষ্ঠদেশকে দ্বিভাগ করিয়া

যজুৰ্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ ।
 বামন্ধ্ষেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥
 মৃদুস্মচন্দনাদৈস্ত্ব ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজঃ ।
 ভালে ত্রিপুণ্ড্রং কৰ্ম্মাঙ্গং কেশপৰ্য্যাস্তমুজ্জ্বলম্ ॥ ১৯ ॥
 পুণ্ড্রমঙ্গুলিমানস্ত ত্রিপুণ্ড্রং তৎ ত্রিধা কৃতম্ ।
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাবাসং দৰ্শনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ২০ ॥
 ব্রাহ্মণানাং করে স্বৰ্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ ।
 গাত্রে তীৰ্থানি রাগাশ্চ নাভীষু প্রকৃতিস্ত্রিবিধা ॥ ২১ ॥
 সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ।
 তেবাং স্তনাস্তরে ধৰ্ম্মঃ পৃষ্ঠোহধৰ্ম্মঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২২ ॥
 ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজান্ ! পূজ্যা বন্দ্যাঃ সচ্ছক্তিভিঃ ।

গলদেশ হইতে নাভিমধ্য পর্যন্ত লম্বমান থাকিবে । ১৭ যজুৰ্বেদীরা
 এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন । সামবেদীদিগের যজ্ঞোপবীত
 নাভিস্থল অতিক্রম করিবে । ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে বিধি হইতেছে ।
 যজ্ঞোপবীত বাম দ্বন্ধে ধৃত হইলে বলদায়ক হয় । ১৮

ব্রাহ্মণেরা মৃত্তিকা, ভস্ম, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা তিলক ধারণ করি-
 বেন । তাঁহারা ললাটদেশ হইতে শিখা পর্যন্ত ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের অঙ্গস্বরূপ উজ্জ্বল
 ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন । ১৯ অঙ্গুলিপরিমিত পুণ্ড্র ত্রিগুণ করিলেই
 ত্রিপুণ্ড্র বলা যায় । এই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাসস্বরূপ ।
 ইহা দৰ্শন করিলে পাপধ্বংস হয় । ২০ স্বৰ্গ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই
 আছে, কারণ তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হস্তে হস্তা, গাত্রে সমুদায় তীৰ্থ ও
 ধৰ্ম্মাহুয়াগ এবং নাভিতে ত্রিগুণা প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে । ২১
 তাঁহাদের সম্বন্ধে সাবিত্রী কণ্ঠহারস্বরূপ ও অস্তঃকরণ ব্রহ্মস্বরূপ ।
 তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে ধৰ্ম্ম ও পৃষ্ঠদেশে অধৰ্ম্ম আছে । ২২ রাজান্ !

চতুর্থাধ্যায়ঃ

চতুরাশ্রমাকুশলা মম ধর্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ২৩ ॥
 বালাশ্চাপি জ্ঞানবুদ্ধান্তপোবুদ্ধা মম প্রিয়াঃ ।
 তেষাং বচঃ পালয়িতুং অবতারাঃ কৃতা ময়া ॥ ২৪ ॥
 মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
 কলিদোষহরং শ্রদ্ধা মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ২৫ ॥
 ইতি কঙ্কিবচঃ শ্রদ্ধা কলিদোষবিশাতনম্ ।
 প্রণম্য তং শুদ্ধমনাঃ প্রবর্যো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥ ২৬ ॥
 গতে রাজনি সঙ্কায়্যাং শিবদত্তশুকো বুধঃ ।
 চরিত্বা কঙ্কিপুত্রতঃ স্তত্বা তং পুত্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
 তং শুকং প্রাহ কঙ্কিস্ত সন্নিতং স্তুতিপাঠকম্ ।

ব্রাহ্মণেরা ভূদেব, অতএব তাঁহাদের পূজা করা ও সমুজ্জ্বল হইয়া
 তাঁহাদের সম্মাননা করা সকলেরই কর্তব্য, বিশেষত ব্রাহ্মণগণ গাইত
 প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিয়া আমার ধর্ম প্রচার করেন । ২৩
 ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহারা বালক, তাহারাও জ্ঞান বিষয়ে বুদ্ধ, তপস্যা-
 বিষয়ে বুদ্ধ এবং আমার প্রিয় । আমি তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন
 করিবার জন্যই ভূভলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । ২৪ যিনি ব্রাহ্মণদিগের
 এই মহাভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল পাপ ধ্বংস হয়
 এবং তিনিই কলিদোষ হইতে মুক্ত হন । কোন ভয় আর তাঁহার
 হৃদয়ে থাকে না । ২৫ পরম বৈষ্ণব রাজা, কঙ্কির মুখে কলি-দোষ-
 নাশক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় চিন্তে নমস্কার পূর্বক গমন
 করিলেন । ২৬

অনন্তর রাজা বিশাখবৃন্দ গমন করিলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল ।
 তখন পরম পণ্ডিত শিবদত্ত শূক সমস্ত দিন বিচরণ করিয়া কঙ্কির
 নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তব করিয়া সমুখে দাঁড়াইল । ২৭

স্বাগতং, ভবতা কস্মাৎ দেশাৎ কিং খাদিতং ততঃ ? ॥ ২৮

শুক উবাচ ।

শৃণু নাথ ! বচো মহাং কৌতূহলসমস্থিতম্ ।

অহং গতশ্চ জলধেমধ্যে সিংহলসংজ্ঞকে ॥ ২৯ ॥

যথারত্নং দ্বীপগতং তচ্চিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্ * ।

বৃহদ্রতস্য নৃপতেঃ কন্যায়াশ্চরিতামৃতম্ ॥ ৩০ ॥

কৌমুদ্যামিহ জাতায়া জগতাং পাপনাশনম্ ।

চরিতং সিংহলে দ্বীপে চাতুর্বর্ণ্যজনারুতে ॥ ৩১ ॥

প্রাসাদ-হৰ্ম্য-সদন-পুর-রাগ্নি-বিরাজিতে ।

রত্ন স্ফাটিক-কুড্যাঙ্গি-স্বর্ণভাতিবিভূষিতে † ॥ ৩২ ॥

কঙ্কি শুককে স্তুতি পাঠ করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য পূৰ্ব্বক কহিলেন,
তোমার কুশল ত ? তুমি কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া আসিলে ? ২৮

শুক কহিল নাথ ! আমি একটা কুতূহলের কথা বলিতেছি, শ্রবণ
করুন । আমি সাগর-বেষ্টিত সিংহলদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম । ২৯
দ্বীপের সমুদায় বৃক্ষান্ত অতীব চমৎকার । বিশেষত তদ্বীপস্থ বৃহদ্রত-
নামক ভূপতির একটা কন্যা আছেন । ঐ কন্যাটির চরিতামৃত
অতীব শ্রবণ-মধুর । ৩০ এই কন্যা কৌমুদীনাম্নী রাজমহিষীর গর্ভে
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । এই কন্যার চরিত্র শ্রবণ করিলে জগতের
পাপ দূর হয় ।

সিংহলদ্বীপ অতীব চমৎকার স্থান । এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি
বর্ণচতুষ্টয়ের বাস আছে । ৩১ এখানে রমণীয় প্রাসাদ, রমণীয় হৰ্ম্য,
রমণীয় গৃহ, রমণীয় নগর শোভা পাইতেছে । কোথাও রত্নময়
কোথাও স্ফটিকময় কুডা অপরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে । প্রত্যেক

* চরিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ ।

† স্বর্ণভাতিবিব্রাজিতে ইত্যপরে পঠন্তি ।

স্ত্রীভিরুত্তমবেশাভিঃ পদ্মিনীভিঃ সম্যবতে ।

সরোভিঃ সারসৈহংষ্টমরূপকূলজলাকূলে ॥ ৩৩ ॥

ভৃঙ্গরঙ্গপ্রসঙ্গাঢ্যে পদ্মৈঃ কঙ্করকুন্দকৈঃ * ।

নানাসুজলতাজাল-বনোপবন-মণ্ডিতে ॥ ৩৪ ॥

দেশে বৃহদ্রতো রাজা মহাবলপরাক্রমঃ ।

তস্য পদ্মাবতী কন্যা ধন্যা রেঞ্জে যশস্বিনী ॥ ৩৫ ॥

ভুবনে ছলভা লোকেহ প্রতিমা বরবর্ণিনী ।

কাম-মোহ-করী চারু-চরিত্রা চিত্র-নির্মিতা ॥ ৩৬ ॥

শিবসেবাপরা গৌরী যথা পূজ্যা তসম্মতা ।

স্থান রাশি রাশি স্বর্ণ সমূহে বিভূষিত আছে । ৩২ চতুর্দিকেই উজ্জ্বলবেশা পদ্মিনী কামিনীরা অবস্থান করিতেছে । স্থানে স্থানে সরোবর আছে । সারস ও হংসগণ তীরস্থ জলে ক্রীড়া করিতেছে । ৩৩ পদ্ম, কঙ্কর ও কুন্দপুষ্পে ভৃঙ্গগণ ক্রীড়া করিতেছে । চতুর্দিকে পদ্ম, চতুর্দিকে মনোহর লতাসমূহ, চতুর্দিকে বন ও চতুর্দিকে উপবন শোভা পাইতেছে । ৩৪

ঈদৃশ রমণীয় দেশে উক্ত মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রত বাস করেন । তাঁহার উল্লিখিত পদ্মা নামে ধন্যা যশস্বিনী যে একটা কন্যা আছেন, ৩৫ ঈদৃশ কনারঙ্গ ত্রিভুবনের মধ্যে ছলভা । তাঁহার সদৃশ পরম রমণীয় রূপমাধুরী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না । তাঁহার চরিত্র অতীব রমণীয় । বিধাতা তাঁহাকে অতি আশ্চর্যরূপে নির্মাণ করিয়াছেন । তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, মন্থথ-মনোমোহিনী সাক্ষাৎ রতি হইবেন । ৩৬ (বালাবস্থায় সখীগণের সহিত) শিব-সেবা-পরায়ণা গৌরী যেমন সকলের পূজ্যা ও সকলের সম্মাননীয় হইয়া-

* কঙ্করহস্তকৈঃ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

সখীভিঃ কন্যাভিঃ চ জপধ্যানপরায়ণা ॥ ৩৭ ॥

স্তাষা তাক্ষ হরেলক্ষ্মীং সমুদ্ভূতাং বরাদ্ধনাম্ * ।

হরঃ প্রাচুরভূৎ সাক্ষাৎ পার্শ্বত্যা সহ হর্ষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

না তমালোক্য বরদং শিবং গোঁরীসমস্থিতম্ ।

লঙ্কিতাধোমুখী কিঞ্চিম্বোবাচ পুরতঃ স্থিতা ॥ ৩৯ ॥

হরস্তামাহ স্তভসে ! তব নারায়ণঃ পতিঃ ।

পাণিঃ গ্রহীষ্যতি মুদা নান্যো যোগ্যো নৃপাত্মজঃ ॥ ৪০ ॥

কামভাবেন ভুবনে যে ছাং পশ্যন্তি মানবাঃ ।

তেনৈব বয়সী নার্যো ভবিষ্যন্ত্যপি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥

দেবান্সরাস্তথা নাগা গন্ধৰ্ব্বাশ্চারণাদয়ঃ ।

ক্ষয়া বন্তুং যথাকালে ভবিষ্যন্তি কিল স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ছিলেন, তাঁহার ন্যায় এই কন্যাও সখীগণের সহিত এবং আর আর কন্যাগণের সহিত জপ ও ধ্যানে তৎপর আছেন । ৩৭

ইতিমধ্যে যখন মহাদেব জানিতে পারিলেন যে, নারীজাতির শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পার্শ্বতীর্য সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন । ৩৮ পদ্মাবতী, গোঁরীর সহিত চন্দ্রশেখরকে বরদানার্থ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া লঙ্কায় অধোমুখে সমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না । ৩৯ তখন ভূতনাথ তাঁহাকে কহিলেন স্তভসে ! নারায়ণ তোমার পতি হইবেন, তিনি প্রহৃষ্ট চিত্তে তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন, অন্য অন্য রাজকুমার তোমার যোগ্য পাত্র নহে । ৪০ এই ভুবনের মধ্যে যে সকল মনুষ্য তোমাকে সকাম হৃদয়ে দর্শন করিবে, তাহারা সেই বয়সেই তৎক্ষণাৎ জীলোক হইবে । ৪১ দেবগণ, অসুরগণ, নাগগণ,

* বরাদ্ধনাম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

বিনা নারায়ণং দেবং ত্বংপাণিগ্রহণার্থিনম্ ।

গৃহং যাহি তপস্ত্যক্ত্বা ভোগায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥

মা ক্ষোভয় হরেঃ পত্নি ! কমলে ! বিমলং কুরু ।

ইতি দত্ত্বা বরং সোমস্তৃত্বৈবাস্তদর্থে হরঃ ॥ ৪৪ ॥

হরবরমিতি সা নিশম্য পদ্মা

সমুচিতমাত্মমনোরথপ্রকাশম্ ।

বিকসিতবদনা প্রণম্য সোমং

নিজজনকালয়মাবিবেশ রাগা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণে হরভাগবতে ভবিষ্যে হর-বর-প্রদান-
নামকশ্চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

। গন্ধর্বগণ, চারণগণ ও অন্য অন্য যে ব্যক্তি তোমার সহিত সংগ
করিতে অভিলাষ করিবে, সে যথাসময়ে নারীভাব প্রাপ্ত হইবে, ৪২
পরন্তু তোমার পাণি-গ্রহণার্থী নারায়ণের প্রতি এ শাপ ফলিবে না,
তদ্ব্যতীত সকল ব্যক্তির প্রতিই এই শাপ সফল হইবে। অতএব
তুমি এক্ষণে তপস্যা পরিত্যাপ করিয়া গৃহে গমন কর। অশেষ
সুখসন্তোগের আয়তন এই সুকোমল শরীর ৪৩ ক্ষুদ্র, ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ
করিও না। হরিপ্রিয়ে ! কমলে ! এই শরীর যাহাতে নির্মল থাকে,
তাহা কর। মৃত্যুঞ্জয় এইরূপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত
হইলেন ৪৪ অনন্তর পদ্মা মহেশ্বরের নিকট আপনার মনোরথানুযায়ী
সমুচিত বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টা ও বিকসিতমুখী হইলেন। তখন
তিনি সেই শঙ্করকে নমস্কার করিয়া স্বীয় জনকের আলয়ে প্রবেশ
করিলেন ৪৫

কঙ্কিপু্রাণ হর-বর-প্রদান-নামক চতুর্থ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

কক্কিপুৰাণম্ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

শ্লোক উবাচ ।

গতে বহুতিথে কালে পদ্মাং বীক্ষ্য বৃহদ্রতঃ ।
নিরুঢ়যৌবনাং পুত্ৰীং বিস্মিতঃ পাপশঙ্কয়া ॥ ১ ॥
কৌমুদীং প্রাহ মহিষীং পদ্মোদ্ভাহেহত্ৰ কং নৃপম্ ।
বরয়িষ্যামি শুভগে ! কুলশীলসমম্বিতম্ ॥ ২ ॥
স। তমাহ পতিং দেবী শিবেন প্রতিভাষিতম্ ।
বিষ্ণুরন্যাঃ পতিরिति ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোক কহিল । অনন্তর বহু দিন গত হইলে বৃহদ্রত রাজা স্বীয়
কন্যা পদ্মাকে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে
পাপাশঙ্কা করিতে লাগিলেন * ১। তিনি কৌমুদী-নারী মহিষীকে
কহিলেন, শুভগে ! কুলশীলসমম্বিত কোন্ রাজাকে কন্যা দান
করিয়া জানাহবে বরণ করি ? ২ দেবী কৌমুদী, পতিকে কহিলেন,
নাথ ! ভগবান্ ভবানীপতি বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু এই পদ্মার পতি

* নৃপাত্ম উপস্থিত থাকিতে কন্যা বিবাহাভিলাষিনী হইয়া
অবিবাহিতাবস্থায় যতবার শুভমতী হয়, তাহার পিতা মাতা ততবার
জীবহতাপাতকে পাতকী হইয়া থাকে । বৃহদ্রত রাজা, পাছে উক্ত
প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এইরূপ পাপ আশঙ্কা করিতে লাগি-
লেন । যথা “যাবন্তু কন্যানুতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকাশামপি
ঘাচামানাম্ । তাবন্তি হৃতানি হতানি তাতাং মাতাপিতৃভ্যাংমিত্তি
ধর্মবাদঃ” ১ ।

ইতি তস্য। শ্রুত্বা রাজা প্রাহ কদেতি তাম্।
 বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বগুহাবাসঃ পাণিমস্য। গ্রহীষ্যতি ॥ ৪ ॥
 ন মে ভাগ্যোদয়ঃ কশ্চিৎ যেন জামাতরং হরিম্।
 বরয়িষ্যামি কন্যার্থে বেদবত্যা। মুনের্যথা ॥ ৫ ॥
 ইমাং স্বয়ং বরাং পদ্মাং পদ্মামিব মহোদধেঃ।
 মথনেহস্তরদেবানাং তথা বিষ্ণুগ্রহীষ্যতি ॥ ৬ ॥
 ইতি ভূপগণান্ ভূপঃ সমাহুয় পুরস্কৃতান্।
 গুণশীলবয়োৰূপ বিদ্যাদ্রবিণ সংবৃতান্ ॥ ৭ ॥
 স্বয়ংবরার্থং পদ্মায়াঃ সিংহলে বহুমঙ্গলে।
 বিচার্য্য কারয়ামাস স্থানং ভূপনিবেশনম্ ॥ ৮ ॥
 তজ্জায়াত। নৃপাঃ সৰ্ব্বে বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ।

হইবেন, সন্দেহ নাই। ৩ রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! সৰ্ব্বগত বিষ্ণু কত দিন পরে ইহার পানি গ্রহণ করিবেন? ৪ আমার এমন কি সৌভাগ্য যে, হরিকে কন্তা দান করিয়া জামাতরূপে বরণ করিব। অতএব মুনিকন্তা বেদবতী যেমন (স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায়) আমি, ৫ সুরা-সুরগণ কর্তৃক সমুদ্রমহনকালে রক্তাকর হইতে সমুখিত পদ্মার ন্যায়, আমার এই পদ্মাকে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত করিব, বিষ্ণু গ্রহণ করিবেন। ৬

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া গুণবান্ সুশীল কৃতবিদ্যা ঐশ্বর্যশালী তরুণ রাজগণকে সম্মানপূৰ্ব্বক আহ্বান করিলেন। ৭ তিনি কন্যার স্বয়ংবরের নিমিত্ত সিংহলদ্বীপে বিবিধ-মাসলিক-কার্য্যামুষ্ঠানের আজ্ঞা দিলেন। পরে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজগণের, সংনিবেশার্থ যথোপযুক্ত স্থান নির্ধারিত করিলেন। ৮

নিজ্জসৈন্যৈঃ পৱিত্ৰতাঃ স্বৰ্ণৱত্ৰবিভূষিতাঃ ॥ ৯ ॥

ৱথান্ গজানশ্বৱান্ সমাক্ৰুতা মহাবলাঃ ।

শ্বেতচ্ছত্ৰকৃতছায়াঃ শ্বেতচামৰবীজিতাঃ ॥ ১০ ॥

শাস্ত্ৰান্ততেজসা দীপ্তা দেৱাঃ সেন্দ্রা ইবাভবন্ ।

কুচিৱাখঃ শ্ৰুকৰ্ম্মা চ মদিৱাক্ষো দৃঢ়াশুগঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণসারঃ পাৱদশ্চ জীমূতঃ ক্ৰূৰমৰ্দনঃ* ।

কাশঃ কুশাস্থূৰ্বশ্চমান্ কঙ্কঃ ক্ৰথননঞ্জয়ো ॥ ১২ ॥

গুৰুমিত্ৰঃ প্ৰমাথী চ বিজ্জন্তঃ সঞ্জয়োহক্ষমঃ* ।

এতে চান্যো চ বহবঃ সমায়ান্তা মহাবলাঃ ॥ ১৩ ॥

বিবিশুস্তে ৱত্ৰগতা স্বস্বস্থানেষু পূজিতাঃ ।

ৰাজাৱা ৱত্ৰস্থলে প্ৰবিষ্ট ও যথোপযুক্ত সৎকৃত হইয়া স্ব স্ব আননে উপবিষ্ট হইলেন । ইহাদেৱ সন্তোষ-সম্পাদনেৰ নিমিত্ত চতুৰ্দ্দিকে

অনন্তৰ বিবাহাৰ্থী ৱত্ৰগণ স্বৰ্ণ ও ৱত্ৰালঙ্কাৰে বিভূষিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসমূহ সমভিবাহাৰে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন । ৯ ইহাদেৱ মধ্যে কেহ বা ৱথে আৰোহণ, কেহ বা গজে আৰোহণ, কেহ বা উৎকৃষ্ট অশ্বে আৰোহণ পূৰ্ৱক আসিলেন । এই সকল ৱত্ৰকুমাৰ মহাবল পৰাক্ৰান্ত শ্বেতচ্ছত্ৰ-বিশিষ্ট ও শ্বেত চামৰে উপজীবিত । ১০ ৱত্ৰনন্দনেৱা অস্ত্ৰশস্ত্ৰেৰ তেজে প্ৰদীপ্ত হওয়াতে, দেৱগণে পৱিত্ৰ দেৱৰাজেৰ ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন । ইহাদেৱ নাম কুচিৱাখ, শ্ৰুকৰ্ম্মা, মদিৱাক্ষ, দৃঢ়াশুগ, ১১ কৃষ্ণসার, পাৱদ, জীমূত, ক্ৰূৰমৰ্দন, কাশ, কুশাস্থ, বশ্চমান, কঙ্ক, ক্ৰথন, সঞ্জয়, ১২ গুৰুমিত্ৰ, প্ৰমাথী, বিজ্জন্ত, সঞ্জয়, অক্ষম, এই সকল ভূপাল ও অস্ত্ৰান্ত ৱত্ৰসংখ্য মহাবল ভূপাল আগমন কৰিয়াছিলৈন । ১৩ এই সকল

* সঞ্জয়োহক্ষমঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বাদ্যতাণ্ডবসংহৃষ্টাশ্চিহ্নমাল্যাস্বরাদিরাঃ * ॥ ১৪ ॥
 নানাভোগস্থোদ্রিক্তাঃ কামরামা রতিপ্রদা ।
 তানালোক্য সিংহলেশঃ সাং কন্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১৫ ॥
 গোৱীং চন্দ্রাননাং শ্যামাং তারহারবিভূষিতাম্ ।
 মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ সৰ্ব্বাঙ্গালঙ্কৃতাং শুভায় ॥ ১৬ ॥
 কিং মায়াং মোহজননীং কিংবা কামপ্রিয়াং ভুবি ।
 রূপলাবণ্যসম্পত্ত্যা নচান্যামিহ দৃষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥
 স্বর্গে ক্ষিতৌ বা পাতালেহপ্যহং সৰ্ব্বত্রগো যদি ।
 পশ্চাদ্দাসীগণাকীর্ণা সখীভিঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১৮ ॥

নৃত্য গীত হইতে লাগিল । রাজগণের বিচিত্র মালা ও বিচিত্র
 বসনে স্বয়ং বরসভা অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিল । ১৪ নানা ভোগ ও
 নানা স্থখে আসক্ত রাজগণকে দেখিয়া সকলেরই নয়ন মন প্রফুল্ল
 হইতে লাগিল । সিংহলেশ্বর এই সকল রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া
 নিরুপম রূপবতী স্বীয় কন্যাকে (আনয়ন করিতে আদেশ করি-
 লেন) । ১৫ এই কন্যা গোৱাসী, চন্দ্রমুখী, শ্যামা, স্নলক্ষণা ও
 রমণীয় হারে বিভূষিতা । মণিমুক্তা ও প্রবাল দ্বারা ইহার সৰ্ব্বাঙ্গ
 বিভূষিত ১৬ (নিরুপম রূপবতী সেই কন্যাকে দেখিয়া আমার
 বোধ হইল যে,) এই কন্যা কি মোহজননী সাক্ষাৎ মায়া ? অথবা
 মন্থ-প্রণয়িনী, সাক্ষাৎ রতি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? আমি
 যদিও স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, তথাপি সেই
 কন্যার নায় রূপলাবণ্য আর কোথায়ও দেখি নাই । ১৭

এই কন্যার বধন বহির্গত হইল, তখন শত শত সখী তাহার

* চিত্রমালাস্বরাদি ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

দৌবারিকৈবেত্রহস্তৈঃ শাসিতান্তঃপুরবহিঃ ।

পুরোবন্দীগণাকীর্ণাং প্রাপয়ামাস তাং শনৈঃ ॥ ১৯ ॥

নূপুরৈঃ কিকিণীভিষ্চ কণন্তীং জনমোহিনীম্ !

• স্বাগতানাং নৃপাণাকু কুলশীলগুণান্ বহুন্ ॥ ২০ ॥

শৃণুস্তী হংসগমনা রত্নমালাকরগ্রহা ।

রুচিরাপাঙ্গভঙ্গেন প্রেক্ষস্তী লোলকুণ্ডলা ॥ ২১ ॥

নৃত্যং কুস্তলসোপানগণ্ডমণ্ডলমণ্ডিতা ।

কিকিৎস্মেরোল্লসদ্বক্সদশনদ্যোতদীপিতা ॥ ২২ ॥

বেদীমধ্যারুণক্ষৌমবসনা কোকিলস্বন ।

রূপালাবণ্যপণ্যেন ক্রেতুকামা জগজ্জয়ম্ ॥ ২৩ ॥

চতুর্দিকে বেঁঠন করিয়া চলিল, দাসীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । ১৮ পদ্মা এইরূপে বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন । বন্দীগণ অগ্রে অগ্রে চলিল । কন্যা ক্রমশঃ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৯

নূপুর ও কিকিণী ধ্বনিতে সভায় অপূর্ণ জনমোহন শব্দ হইতে লাগিল । যে সকল রাজা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কুল শীল ও গুণগ্রাম ২০ শ্রবণ করিতে করিতে লোলকুণ্ডলা ও মরালগমনা কন্যা করে রত্নমালা গ্রহণ পূর্বক অপূর্ণ-কটাক্ষ-বিক্ষেপে দর্শন করিতে লাগিলেন । ২১ চূর্ণকুস্তল দোহুলামান হওয়াতে তাঁহার গণ্ডস্থল অপূর্ণ কাস্তি ধারণ করিল । ইবং হাস্য দ্বারা বদনকমল উল্লসিত হওয়াতে দশন কাস্তি শোভা পাইতে লাগিল । ২২ এই কন্যার স্নেহ মধ্যস্থল বেদীর ন্যায় ক্ষীণ । ইনি অরুণবর্ণ পটবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন । ইহার কণ্ঠস্থর অবিকল কোকিলের সদৃশ । এই সকল দেখিয়া

সমাগতাং তাং প্রসমীক্ষ্য ভূপাঃ

সংমোহিনীং কামবিমূঢ়চিত্তাঃ ।

পেতুঃ ক্রিষ্ঠৌ বিশ্বতবদ্রশত্রাঃ

রথাস্থমন্তরিপবাহনান্তে ॥ ২৩ ॥

তস্যাঃ স্মরকো ভনিরীক্ষণেন

দ্বিযো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ ।

বুহনিতস্বস্তনভারনত্রাঃ

সুমধ্যমাস্তং স্মৃতিজাতরূপাঃ ॥ ২৫ ॥

বিলাসহাসব্যসনাতিচিত্রাঃ

কান্তাননাঃ শোণসরোজনেত্রাঃ ।

স্ত্রীরূপমাত্মানমবেক্ষ্য ভূপাঃ

তামনুগচ্ছন্ বিশদানুবৃত্তা ॥ ২৬ ॥

আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি রূপ-লাবণ্য-রূপ মূল্য দ্বারা
ত্রিলোক ক্রয় করিবার অভিলাষে আসিয়াছেন । ২৩

রথবাহন, অশ্ববাহন ও মন্তরিপবাহন রাজগণ সেই সম্বোধিত
কন্যাকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া মদনবশবর্তী হইয়া বদ্র ও অদ্র
শত্রু বিশ্বয়পূর্বক ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন । ২৪ রাজগণ
সকাম হইয়া কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে সকলেই নারী হইলেন ।
তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেমন কামিনীর অবয়ব অঙ্কিত হইল, তাঁহা-
দেরও অবয়ব সেইরূপ কামিনীর ন্যায় হইল । তাঁহাদের মধ্যস্থল
সুন্দর ও ক্ষীণ হইয়াগেল । তাঁহারা অপূর্ণ রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হই-
লেন । বিপুল, নিতম্ব ও স্তনভরে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ নম্র হইল । ২৫
তাঁহারা বিলাস হাস্ত ও নৃত্যগীতাদিতে, বিলক্ষণ পটু হইলেন । তাঁহা-
দের মুখ কামিনীর ন্যায় কমনীয় কান্তি ধারণ করিল । চক্ষুঃ পদ্মের

অহং বটস্থঃ পরিধর্ষিতান্না।

পদ্মাবিবাহোৎসবদর্শনাকুলঃ ।

তস্যা বচোহস্তহৃদি দুঃখিতায়াঃ

শ্রোতুং স্থিতঃ স্ত্রীহৃমিতেষু তেষু ॥ ২৭ ॥

জানীহি কন্ধে ! কমলাবিলাপং

শ্রুতং বিচিত্রং জগতামধীশ ! ।

গতে বিবাহোৎসবমঙ্গলে সা

শিবঃ শরণ্যং হৃদয়ে নিধায় ॥ ২৮ ॥

তান্দৃষ্ট্বা নৃপতীন্ গজাশ্বরথিতিস্ত্যক্তান্ সখিত্বং গতান্ *

স্ত্রীভাবেন সমন্বিতান্নুগতান্ পদ্মাং বিলোক্যাস্তিকে ।

ন্যায় হইল । রাজগণ আপনাদিগকে ললনা হইতে দেখিয়া পদ্মার
অনুবর্তিনী হইয়া তাঁহার সহচরী হইলেন । ২৬

আমি পদ্মার বিবাহোৎসব-দর্শনার্থ বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম । এই
সমস্ত ব্যাপার সন্দর্শনে আমার অন্তরাত্মা সাতিশয় ফুক হইল । রাজ-
গণ নারীরূপী হওয়াতে পদ্মা দুঃখিত হৃদয়ে খেদ করিয়া যে সকল
কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্যই তৎপরে সে স্থানে
আমি কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলাম । ২৭ কন্ধে ! আপনি জগতের অধী-
শ্বর বিষ্ণু, আপনার নিকট বলিতেছি, মামূল্য বিবাহোৎসব গত হইলে
আপনার কমলা শরণ্য শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যে সকল বিচিত্র
বিলাপ করিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ২৮

পদ্মা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বিবাহার্থী রাজগণ স্ত্রীরূপ ধারণ
করিয়া গজ অশ্ব ও রথিরূপ সৈন্য সামন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার

* গজাশ্বরথিতিস্ত্যক্তান্ সখিত্বং গতান্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

দীনা ত্যক্তবিভূষণা বিলিখতী পাদাস্কুলৈঃ কামিনী
ঈশং কৰ্ত্তুং নিজনাথমীশ্বরবচন্তথাং হরিং সাহস্মরং ॥২৯॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণেহম্ভভাগবতে ভবিষ্যে পদ্মাস্বয়ংবরে
ভূপতীনাং স্ত্রীত্বকথনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

সখীভাব অবলম্বন পূৰ্ব্বক অনুগত শু সমীপস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি
দুঃখিত হৃদয়ে বিভূষণ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক পাদাস্কুল দ্বারা ভূমিতে লিখিতে
লাগিলেন । পরে তিনি শিববাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়নাথ
ঈশ্বর হরির চিন্তায় মনঃসমাধান করিলেন ॥২৯

কঙ্কিপু্রাণে পদ্মার স্বয়ংস্বরে ভূপতিদের স্ত্রীত্বকথন
নামক পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুராণম্ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ততঃ সা বিস্মিতমুখী পদ্মা নিজজনৈবৃত্তা ।

হরিং পতিং চিন্তয়ন্তী প্রোবাচ বিমলাং স্থিতাম্ ॥ ১ ॥

পদ্মোবাচ ।

বিমলে ! কিং কৃতং ধাত্রা ললাটে লিখনং মম ।

দর্শনাদপি লোকানাং পুংসাং স্ত্রীভাবকারম্ ॥ ২ ॥

মমাপি মন্দভাগ্যায়াঃ পাপিন্যাঃ শিবসেবনম্ ।

বিফলত্বম্নুপ্রাপ্তং বীজমুগ্ধং যথোষরে ॥ ৩ ॥

হরিলক্ষ্মীপতিঃ সর্বজগতামধিপঃ প্রভুঃ ।

মৎকৃতেহপ্যভিলাষং কিং করিষ্যতি জগৎপতি ॥ ৪ ॥

যদি শস্তোর্বচো মিথ্যা যদি বিষ্ণুর্ন মাং স্মরেৎ ।

শুক কহিল । অনন্তর পরিজনগণ কর্তৃক পরিবৃত পদ্মা বিস্মিতা হইয়া স্বীয় পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে নমীপস্থ বিমলানাম্নী সখীকে কহিলেন ।

পদ্মা কহিলেন, বিমলে ! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছেন যে, আমাকে দর্শন করিলেই পুরুষ স্ত্রী হইয়া যাইবে । ২ আমি অতি মন্দভাগ্যা ও পাপিয়সী ! মরুভূমিতে উগ্ধ বীজের ন্যায় আমার শিব আরাধনা সকলি বৃথা হইল ! ৩ জগতের পালক জগতের অধীশ্বর প্রভু লক্ষ্মীপতি হরি কি আমাতে অভিলাষী হইবেন ? ৪ যদি শূলপাণির

। তদাহমনলে দেহং ত্যক্ত্যামি হরিভাবিতা ॥ ৫ ॥
 ক্ব চাহং মানুষী দীনা কাস্তে দেবো জনার্দনঃ ।
 নিগৃহীতা বিধাত্রাহং শিবেন পরিবক্ষিতা ॥ ৬ ॥
 বিষ্ণুনা চ পরিত্যক্তা মদন্যা কাত্র জীবতি ॥ ৭ ॥
 ইতি নানা বিলাপিন্যা বচনং শোচনাশ্রয়ম্ ।
 পদ্মায়াশ্চারুচেষ্ঠায়াঃ শ্রুত্বায়াতস্তবাস্তিকে ॥ ৮ ॥
 শুকস্য বচনং শ্রুত্বা কঙ্কিঃ পরমবিস্মিতঃ ।
 তং জগাদ পুনর্যাহি পদ্মাং বোধয়িতুং প্রিয়াম্ ॥ ৯ ॥
 মৎসন্দেশহরো ভূত্বা মদ্রপগুণকীর্তনম্ ।
 শ্রাবয়িত্বা পুনঃ কীর ! সমায়াস্যসি বান্ধব ! ॥ ১০ ॥
 সা মে প্রিয়া পতিরহং তস্যা দৈববিনির্মিতঃ ।

বাক্যই মিথ্যা হয়, যদি বিষ্ণু আমাকে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে
 আমি হরি ধ্যানপূর্বক অনলে জীবন বিসর্জন করিব। আমি অতিদীনা
 মানুষীই বা কোথায় ! ও দেব জনার্দনই বা কোথায় ! বিধাতা আমার
 প্রতি বিমুখ, নতুবা কিজন্য চন্দ্রশেখর আমাকে বঞ্চনা করিলেন। ৬
 বিষ্ণু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি। ঈদৃশ
 অবস্থায় আমি ভিন্ন অন্তে কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না। ৭
 আমি স্মৃতিরতা পদ্মার এইরূপ নানাপ্রকার শোকজনক বিলাপ শ্রবণ
 করিয়া আপনার নিকট আসিতেছি। ৮

কঙ্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন,
 তুমি প্রিয়তমা পদ্মাকে সাস্তুনা করিবার নিমিত্ত পুনর্বীর সেই স্থানে
 গমন কর। ৯ কীর ! তুমি আমার পরম বন্ধু, অতঃ তুমি আমার বার্তা-
 বাহক হইয়া পদ্মার নিকট আমার রূপগুণের বিবরণ শ্রবণ করাইয়া
 পুনর্বীর এখানে আসিবে। ১০ পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি পদ্মার

মধ্যস্থেন ত্বয়া যোগমাবয়োশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্বজ্ঞোহসি বিধিজ্ঞোহসি কালজ্ঞোহসি কথামৃতৈঃ ।

তামাশ্বাস্য মমাশ্বাসকথাস্তস্য্যাঃ সমাহর ॥ ১২ ॥

ইতি কন্ধেৰ্বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমহৰ্ষিতঃ ।

প্রণম্য তং প্রীতমনাঃ প্রযযৌ সিংহলং ত্বরণ ॥ ১৩ ॥

খগঃ সমুদ্রপারেণ স্নাত্বা পীত্বামৃতং পয়ঃ ।

বীজপূরফলাহারো যযৌ রাজনিবেশনম্ ॥ ১৪ ॥

তত্র কন্যাপুরং গত্বা বৃক্ষে নাগেশ্বরে বসন্ ।

পদ্মামালোক্য তাং প্রাহ শুকো মানুষভাষয়া ॥ ১৫ ॥

কুশলং তে বরারোহে ! রূপর্যোবনশালিনি ! ।

ত্বাং লোলনয়নাং মন্যে লক্ষ্মীরূপামিবাপরাম্ ॥ ১৬ ॥

পতি, ইহা বিধাতা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন। তুমি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পর মিলন করিয়া দিবে। ১১ তুমি সৰ্ব্বজ্ঞ, তুমি বিধিজ্ঞ ও তুমি সময়জ্ঞ হইতেছ। অতএব তুমি বাক্যরূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া আমার নিকট তাহার আশ্বাসবাক্য লইয়া আসিবে। ১২ শুক কঙ্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আত্মাদিত হইলেন এবং প্রীত মনে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর গমনে সিংহলাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ১৩

অনন্তর সেই পক্ষী সমুদ্রপারে গমনপূর্বক স্নান ও অমৃতময় জল পান করিয়া বীজপূর-নামক ফল আহার করিল। পরে রাজসদনে উপস্থিত হইয়া। ১৪ কন্যাস্তম্ভপুত্রে প্রবেশপূর্বক নাগেশ্বর বৃক্ষে উপবেশন করিল। স্মবুদ্ধি শুক পদ্মাকে অবলোকন করিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিল, ১৫ বরারোহে! তুমি ত কুশলে আছ? আমি দেখেছি তুমি নীরূপম-রূপবতী ও পূর্ণযোবনা। তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল (ও অতীব

পদ্মাননাং পদ্মগন্ধাং পদ্মনেত্রাং করাস্বজ্ঞে ।

কমলং কালয়ন্তীং ত্বাং লক্ষয়ামি পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥ ।

কিং ধাত্রা সর্বজগতাং রূপলাবণ্যসম্পদাম্ ।

নির্মিতাসি বরারোহে ! জীবামাং মোহকারিণি ! ॥ ১৮ ॥ ।

ইতি ভাবিতমাকর্ণ্য কীরস্যামিতমদ্ভুতম্ * ।

হসন্তী প্রাহ সা দেবী তং পদ্মা পদ্মমালিনী ॥ ১৯ ॥ ।

কন্তুং ? কস্মাদাগতোহসি ? কথং মাং শুকরূপধৃক্ ।

দেবো বা দানবো বা ত্বম্ ? আগতোহসি দয়াপরঃ ॥ ২০ ॥

শুক উবাচ ।

সর্বজ্ঞোহহং কামগামী সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

দেবগন্ধর্বভূপানাং সভাস্থ পরিপূজিতঃ ॥ ২১ ॥

মনোহারী ।) আমার বোধ হয়, তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী । ১৭ তোমার মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায়, তোমার গাত্রে পদ্মের ন্যায় গন্ধ, তোমার নয়ন-দ্বয় পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে । তোমার হস্তও (রক্ত) পদ্ম সদৃশ, তোমার হস্তে পদ্ম । এই সকল লক্ষণে আমার বোধ হয়, তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী । ১৭ বরারোহে ! তুমি সকল জীবেরই-মোহ সম্পাদন করিয়া থাক । আমার বোধ হয়, বিধাতা সমুদায় জগতের রূপলাবণ্যরাশি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে নির্মাণ করিয়া থাকিবেন । ১৮

পদ্ম-মালা-বিভূষিতা পদ্মা, শুকের এই অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্বক কহিলেন । ১৯ তুমি কে ? কোথা হইতে আগমন করিতেছ ? তুমি শুক-রূপ-ধারী দেব কি দৈত্য ? তুমি দয়াপর হইয়া কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ ? ২০

শুক কহিল । আমি সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ । আমি কাম-

* কীরস্যামৃতমদ্ভুতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

চৰামি স্বেচ্ছয়া থে ত্বাম্ ঈক্ষণার্থমিহাগতঃ ।
 ত্বামহং হৃদি সংতপ্তাং ত্যক্তভোগাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২ ॥
 হাস্যালাপ-সখীসঙ্গ-দেহাভরণ-বিজ্জিতাম্ ।
 বিলোক্যাহং দীনচেতাঃ পৃচ্ছামি শ্রোতুমীরিতম্ ।
 কোকিলালাপ-সন্তাপ-জনকং মধুরং যুছ ॥ ২৩ ॥
 তব দন্তোষ্ঠজিহ্বাশ্লুলিতাক্ষরপঙ্ক্তয়ঃ ।
 যৎকৰ্ণকুহরে মগ্নাস্তেষাং কিং বৰ্ণ্যতে তপঃ ॥ ২৪ ॥
 সৌকুমার্য্যং শিরীষস্য ক কাস্তিৰ্বা নিশাকরে ।
 পীযুষং ক বদন্ত্যেবানন্দং ব্রহ্মণি তে বুধাঃ * ॥ ২৫ ॥

গামী অৰ্থাৎ যখন যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিতে পারি। দেবসভা, পঞ্চৰ্ষভসভা ও রাজসভাতে আমার বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর। ২১ আমি স্বেচ্ছানুসাবে আকাশপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। অধুনা তোমাকে দৰ্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। তুমি প্রশস্তহৃদয়া হইয়াও এক্ষণে হৃদয়ে সাতিশয় সন্তাপযুক্তা হইয়াও ভোগশূন্যে বিমুখী হইয়াছ। ২২ হাস্য পরিহাস, কাহারো সহিত আলাপ, সখীসঙ্গ ও দেহাভরণ, এ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া দীনচেতাঃ হইয়া কোকিলকুজিত অপেক্ষাও মধুর ও যুছ তোমার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য (তোমার পরিতাপের কারণ) জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২৩ তোমারদন্ত ওষ্ঠ, ও জিহ্বাগ্র হইতে লুলিত অক্ষরপঙ্ক্তি, যাহার কৰ্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার তপস্যার কথা আর কি বর্ণনা করিব। ২৪ তোমার নিকট শিরীষপুষ্পের সৌকুমার্য্য ও নিশাকরের কান্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পণ্ডিতেরা অমৃত ও ব্রহ্মানন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও তোমার

* ব্রহ্মণি তেহধুনা ইতি বা পাঠঃ ।

তব বাহুল্যবদ্ধা যে পাস্যন্তি স্থধাননম্ ।
 তেষাং তপোদানজপৈর্ব্যর্থৈঃ কিং জনয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
 তিলকালকসংমিশ্রং লোলকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
 লোলেক্ষণোল্লনদ্বন্দ্বং পশ্যতাং ন পুনর্ভবঃ ॥ ২৭ ॥
 বৃহদ্রতম্বতে ! স্বাধিং বদ ভাবিনি যৎকৃতে * ।
 তপঃক্ষীগামিব তনুং লক্ষ্যামি রুজং বিনা ।
 কনকপ্রতিমা যদ্বং † পাংশুভিস্মলিনীকৃতা ॥ ২৮ ॥

পদ্মোবাচ ।

কিং রূপেণ কুলেনাপি ধনেনাভিজনেন বা ।
 সর্ব্বং নিষ্ফলতামেতি যস্য দেবমদক্ষিণম্ ॥ ২৯ ॥

নিকট অতি সামান্য । ২৫ যে পুণ্যাত্মা তোমার বাহুল্য দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমার বদনামৃত পান করিবেন, তাঁহার পক্ষে (স্বর্গলাভ) তপ জপ ও দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুই প্রয়োজন নাই । ২৬ বাঁহারা তোমার এই অলক-তিলক-সংমিশ্র চঞ্চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত বিলোললোচনা-লঙ্কিত মুখমণ্ডল দর্শন করিবেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না । ২৭ বৃহদ্রত-তনয়ে ! এক্ষণে তোমার মনোদুঃখের কারণ কি ? বল । ভাবিনি ! অধুনা মানসিক দুঃখের জন্য তোমার এই শরীর পীড়া বাতিরেকেও তপঃক্ষীগার হ্রায় লক্ষিত হইতেছে । বিশেষতঃ স্বর্গপ্রতিমা পাংশু দ্বারা মলিনীকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, তাহার হ্রায় (তোমার এই শরীরও মলিন হইয়াছে) । ২৮

পদ্মা কহিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু যাহার প্রতি অনুরক্ত নহেন,

* বদ ভাবিনি ! যৎ কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

† কনকপ্রতিমাঃ তদ্বৎ ইত্যপরে পাঠান্তি ।

শৃণু কীর ! সমাখ্যানং * যদি বাবিদিতং তব ।
 বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরে হরসেবাং করোম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
 তেন পূজাবিধানেন তুষ্টো ভূত্বা মহেশ্বরঃ ।
 বরং বরয় পদ্মে ! ত্বমিত্যাহ প্রিয়য়া সহ ॥ ৩১ ॥
 লঙ্জয়াধোমুখীমগ্রে স্থিতাং মাং বীক্ষ্য শঙ্করঃ ।
 প্রাহ, তে ভবিতা স্বামী হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩২ ॥
 দেবো বা দানবো বানো গন্ধৰ্বো বা তবেক্ষণাৎ ।
 কামেন মনসা নারী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 ইতি দত্ত্বা বরং সোমঃ প্রাহ বিষ্ণুর্চনং যথা ।
 তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ৩৪ ॥
 এতাঃ সখ্যা নৃপাঃ পূৰ্ব্বমাহুতা যে স্বয়ংবরে ।

তাহার পক্ষে রূপ, কুল, ধন উচ্চবংশে উৎপত্তি প্রভৃতি সকলই
 নিষ্ফল ৷২৯ কীর ! আমার বুভাস্ত যদি তোমার অবিদিত থাকে
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি অপৌগণ্ড, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায়
 শিবপূজা করিয়াছিলাম ৷৩০ মহেশ্বর সেই পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া
 পার্শ্বতীর সহিত আসিয়া কহিলেন, পদ্মে ! তুমি বরপ্রার্থনা কর ৷৩১
 পরে তিনি আমাকে সম্মুখবর্তিনী ও লঙ্জায় অধোমুখী দেখিয়া কহি-
 লেন, প্রভু নারায়ণ হরি তোমার স্বামী হইবেন ৷৩২ দেব দানব
 গন্ধৰ্ব বা অন্য যে কেহ সকাম হৃদয়ে তোমাকে অবলোকন করিবে,
 সে তৎক্ষণাৎ নারীরূপে পরিণত হইবে ৷৩৩ ভগবান্ মহেশ্বর, এইরূপ
 বর প্রদান করিয়া যেরূপ বিষ্ণুপূজার প্রকরণ বলিয়া দিয়াছেন,
 তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর ৷৩৪

* শৃণু কীর ! সমাখ্যানম্ ।

পিত্রা ধর্ম্মার্থিনা দৃষ্ট্ৱা রম্যাং মাং যৌবনান্বিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
 স্বাগতাস্তে সুখাসীন বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ ।
 যুবানো গুণবন্তশ্চ রূপদ্রবিণসম্মতাঃ ॥ ৩৬ ॥
 স্বয়ংবরগতাং মাং তে বিলোক্য রূচিরপ্রভাম্ ।
 রত্নমালাশ্রিতকরাং নিপেতুঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
 তত উথায় সংভ্রান্তাঃ সংপ্ৰেক্ষ্য স্ত্রীত্বমাত্মনঃ ।
 স্তনভারনিতম্বেন গুরুণা পরিণামিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
 হিয়া ভিয়া চ শত্রুণাং মিত্রাণামতিদুঃখদম্ ।
 স্ত্রীভাবং মনসা ধ্যাস্বা মামেবানুগতাঃ শুক ! ॥ ৩৯ ॥
 পরিচর্যা হরেরেতাঃ সখ্যঃ সর্বগুণান্বিতাঃ ।

এই যে আমার সখীদিগকে দেখিতেছ, ইঁহারা পূর্বে রাজা ছিলেন ।
 আমার পিতা আমাকে যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ ও রমণীযাকৃতি দেখিয়া
 ধর্ম্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এই সকল রাজাকে আমার স্বয়ংবরস্থলে সমবেশ
 করিয়াছিলেন । ৩৫ ইঁহারা যুবা, গুণবান্, রূপবান্ ও অভুল ঐশ্বর্য্য-
 সম্পন্ন ছিলেন । ইঁহারা আমার পাণি-গ্রহণ-বাসনায় সুখে আগন্ত ও
 স্বয়ংবরসভায় সুখাসীন হইলে ৩৬ আমি করে রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক
 মনোহর প্রভা বিস্তার করিয়া স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলাম । রাজ-
 গণ আমাকে দেখিয়াই পঞ্চশর-শরে জর্জরিত-কলেবর ইঁহারা ভূমিতে
 পতিত হইলেন । ৩৭ পরে তাঁহারা সসম্মমে উথিত হইয়া দেখেন যে,
 আপনাদের শরীরে সমুদায়ই স্ত্রীচিহ্ন আবির্ভূত হইয়াছে । গুরুতর
 নিতম্ব ও পীন-পয়োধর-দ্বয় শোভা পাইতেছে । ৩৮ শুক ! অনন্তর
 তাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রীভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শত্রু বা মিত্র সকলের
 নিকট লজ্জা ও ভয় প্রযুক্ত (পুনর্বার আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা
 করিলেন না) পরিশেষে তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে কিয়ৎকাল

যয়া সহ তপোধ্যানপূজাঃ কুর্বন্তি সম্মতাঃ ॥ ৪০ ॥

তদুদিতমিতি সংনিশম্য কীরঃ

শ্রবণস্থখং নিজমানসপ্রকাশম্ ।

সমুচিতবচনৈঃ প্রতোষ্য পদ্মাং

মুরহরযজনং পুনঃ প্রচক্ষে ॥ ৪১ ॥

ইতি কঙ্কিপু্রাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে শুকপদ্মা-

সংবাদে ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ।

মনে মনে চিন্তা করিয়া আমারই অনুগামী হইলেন। ৩৯ ইঁহারা এক্ষণে আমার সখী হইয়াছেন। ইঁহারা সর্বগুণে বিভূষিত ও আমার স্নেহের পাত্র। ইঁহারা আমার সহিত বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর পরিচর্যা, বিষ্ণুর ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন। ৪০ শুক পদ্মার নিকট শ্রবণ-স্থখ-জনক ও মনঃ-প্রীতি-কর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুচিত বচনে তাঁহার পরিতোষ সম্পাদনপূর্বক বিষ্ণুপূজা-বিষয়ক, কথায় প্রস্তাব করিল। ৪১

কঙ্কিপু্রাণে অনুভাগবতে পদ্মাশুক-সংবাদ নামক

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

বিষ্ণুৰ্চনং শিবেনোক্তং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং শুভে ! ।

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি শিবশিষ্যস্তমাগতা ॥ ১ ॥

অহং ভাগ্যবশাদত্র সমাগম্য তবাত্তিকম্ ।

শৃণোমি পরমাশ্চর্য্যং কীরাকারনিবারণম্ ॥ ২ ॥

ভগবন্তুক্তিযোগঞ্চ জপধ্যানবিধিং মুদা ।

পরমানন্দ-সন্দোহ-দান-দক্ষং শ্রুতিপ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥

শুক কহিল । কল্যাণিনি ! তুমি ধন্য! পুণ্যবতী, কারণ তুমি মহেশ্বরের শিষ্য হইয়াছ । এক্ষণে আমি তোমার নিকট শিব-প্রোক্ত বিষ্ণু-পূজার প্রকরণ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি । ১ আমি অদৃষ্টক্রমে অদ্য তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি । অধুনা আমি তোমার নিকট পরম আশ্চর্য্য (বিষ্ণুপূজা-বিবরণ) শ্রবণ করিব । তাহা শুনিলে পুনর্বার আর আমাকে পক্ষিদেহ ধারণ করিতে হইবে না । ২ ঐ বিষ্ণু-পূজাপ্রকরণে যাহাতে ভগবানের প্রীতি ভক্তি হয় ও যে রূপে বিষ্ণুর ধ্যান ও জপ করিতে হয়, তাহার বিধি আছে । এই বিষ্ণুপূজা প্রকরণ শ্রবণ-মধুর ও পরমশান্ত-সন্দোহ-দায়ক । ৩

পদ্মোবাচ ।

.ক্রীবিষ্ণোরর্চনং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্ ।
 যৎ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতস্য শ্রুতস্য গদিতস্য চ ॥ ৪ ॥
 সদ্যঃ পাপহরং পুং সাং গুরুগোত্রদ্ধাতিনাম্ ।
 সমাহিতেন মনসা শৃণু কীর ! যথোদিতম্ ॥ ৫ ॥
 কৃত্বা যথোক্তকর্ণাণি পূর্ব্বাহ্নে স্নানকুৎ শুচিঃ ।
 প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ স্পৃষ্টদ্বাপঃ স্বাসনে বসেৎ ॥ ৬ ॥
 প্রাচীমুখঃ সংযতাত্মা সাস্ত্রন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ।
 ভূতশুদ্ধিং ততোহর্ঘ্যস্য স্থাপনং বিধিবচ্চরেৎ ॥ ৭ ॥
 ততঃ কেশবকৃত্যাদি-ন্যাসেন তন্ময়ো ভবেৎ ।
 আত্মানং তন্ময়ং ধ্যাত্বা হৃদিস্থং স্বাসনে ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
 পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ !
 যথোপচারৈঃ সৎ পূজ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯ ॥

পদ্মা কহিলেন । শিব-কথিত বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতি অতীব পবিত্র ।
 শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিলে, অনুষ্ঠান করিলে বা কহিলেঃ মনুষ্যের
 গোহত্যা গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাতক পর্য্যন্ত সদ্যঃ অপনীত
 হয় । বিহঙ্গম ! শিব যে বিষ্ণুপূজা-বিবরণ বলিয়াছেন, এক্ষণে আমি
 তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, সমাহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর । ৫

মনুষ্য প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্য-কর্ম্ম-সমাধান-পূর্ব্বক শুচি হইয়া
 হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া জল-স্পর্শান্তর স্বীয় আসনে উপবেশন
 করিবে । ৬ তদনন্তর সংযতাত্মা হইয়া পূর্ব্ব মুখে উপবেশন পূর্ব্বক অঙ্গ-
 ন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও যথাবিধানে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে । ৭ তৎপরে
 কেশবকৃত্যাদি ন্যাস দ্বারা তন্ময় হইয়া আপনাকে বিষ্ণুময় ভাবনা
 করিয়া হৃদিস্থিত বিষ্ণুকে মনঃকল্পিত আসনে সংস্থাপন করিবে । ৮

ধ্যারেং পাদাদিকেশান্তং হৃদয়াশুভ্রমধ্যাগম্ ।

প্রসন্নবদনং দেবং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

ওঁ নমো নারায়ণায় সাহা ।

যোগেন সিদ্ধিবিরুদ্ধৈঃ পরিভাব্যমাণং

লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাচিতভক্তভৃঙ্গম্ ।

প্রোভুঙ্গরক্তনখরাস্মূলিপত্রচিত্রং

গঙ্গারসং হরিপদাশুভ্রমাশ্রয়েহহম্ ॥ ১১ ॥

শুশ্রুমুগিপ্রচয়ঘটিতরাজসংহ-

দিগ্জংহনুপুত্রযুতং পদপদ্মবস্ত্রম্ ।

পীতাম্বরাকলবিলোলবৎপতাকং

স্বর্ণত্রিবক্ত্রবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১২ ॥

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় বসন, ভূষণ প্রভৃতি উপচার দ্বারা পূজা করিয়াঃ স্বৎপদ্ম-মধ্যাগত প্রসন্নবদন ভক্তাভীষ্ট-ফলদায়ক সেই দেবকে পাদপদ্ম অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ১০ (ধ্যান সমাপ্তি হইলে “ওঁ নমো নারায়ণ সাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত স্ততিপাঠ করিবে।)

যোগসিদ্ধ পশ্চিমগণ দর্শনদা বাঁহার চিত্তা করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, বাঁহার ভক্তরূপ ভৃঙ্গেরা তুলসী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, বাঁহার সাতিশয় রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ পত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ১১ বিষ্ণুর যে চরণ-কমল-বস্ত্র, শুষ্কিত মণিমন্মুহুদ্বারা ঘটিত ও রাজহংসের ন্যায় শঙ্কায়মান শোভন হুপুরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, যাহা পীত বসনের চঞ্চল অচঞ্চল দ্বারা প্রচলিত পতাকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, যাহাতে স্বর্ণবর্ণনির্মিত ত্রিবক্ত্রবলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণ-কমলবস্ত্র স্মরণ করি। ১২

জজ্ঞে হৃপর্ণগলনীলমণিপ্ররদ্ধে

শোভাস্পদারুণমণিছ্যতিফুমধ্যে ।

আরক্তপাদতললম্বনশোভয়ানে

লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরে স্মরামি ॥ ১৩ ॥

তে জানুনী মখপতেভূজমূলসঙ্গ-

রঙ্গোৎসবাবৃততড়িঙ্গসনে বিচিত্রে !

চঞ্চলপতন্ত্রমুখনির্গতসামগীত-

বিস্তারিতাভ্রযশসী চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১৪ ॥

বিষোঃ কটিং বিধিকৃতান্তননোজ্জ্বলমিৎ

জীবাণুকোষগণসঙ্গদুকূলমধ্যাম্ ।

নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবস্ত্রাং

ধ্যায়ৈন্নিবদ্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্ ॥ ১৫ ॥

যাহা গরুড়ের গলদেশস্থ নীলকান্ত মণির সদৃশ, যাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবর্ণ-মণি-তুল্য চঞ্চুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার নিম্নে লম্ববান ঈষৎ রক্তবর্ণ পদতল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের লোচনের আনন্দদায়ক, হরির সেই জজ্ঞাভ্রয় স্মরণ করি । ১৩ উৎসবার্থ স্কন্ধদেশে অর্পিত বিছ্যাৎসদৃশ পীতবসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড়মুখে বিনির্গত সামগান দ্বারা যাহার মাহাত্ম্য বিস্তার হইতেছে, বিষ্ণুর সেই জাহ্নব্রয় স্মরণ করি । ১৪ যাহা বিধাতা যম ও কন্দর্পের আধার অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসনরূপে যেখানে অবস্থান করিতেছে, জীবগণের বীজের আধার-সংযুক্ত দুকূল যে স্থলে শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত বিষ্ণুর কটিদেশ চিন্তা করি । ১৫

শাতোদরং ভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশম্

আবর্তনাতিবিকসদ্বিধিজন্মপদ্মম্ ।

নাড়ীনদীগণরসোথনিতাস্ত্রিসিদ্ধুং

ধ্যায়েহৃৎকোষনিলয়ং তমুলোমরেখম্ ॥ ১৬ ॥

বক্ষঃ পয়োদিতনয়াকুচকুঙ্কুমেন

হারেণ কৌস্তভমণিপ্রভয়া বিভাতম্ ।

শ্রীবৎসলক্ষ্ম্য হরিচন্দনজপ্রশ্নন-

মালোচিতং * ভগবতঃ স্তভগং স্মরামি ॥ ১৭ ॥

বাহুস্বেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদি-

শোভাস্পাদৌ দুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ ।

তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ-

তেজোজিতৌ স্তললিতৌ মনসা স্মরামি ॥ ১৮ ॥

যাহাতে ত্রিবলি শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্তনদৃশ নাভিসরোবরে
ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ পদ্ম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে, যে স্থানে নাড়ীরূপ
নদীগণের রস দ্বারা অঙ্গরূপ সিদ্ধু উল্লসিত হইতেছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের
আধারস্বরূপ, যাহাতে স্তম্ভরোমরাজি শোভা সম্পাদন করিতেছে,
ভগবানের তাদৃশ ক্ষীণ উদর স্মরণ করি। ১৬ লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমদ্বারা,
হার দ্বারা ও কৌস্তভমণির প্রভা দ্বারা বিরাজমান শ্রীবৎসচিহ্নিত
হরিচন্দনজাত কুসুমমালা দ্বারা বিভূষিত পরম রমণীয় ভগবানের
বক্ষঃস্থল স্মরণ করি। ১৭ যে বাহুদ্বয়, স্বেশনিলয় ও বলয় অঙ্গদ
প্রভৃতি অলঙ্কারদ্বারা শোভমান; যে বাহুদ্বয়, দুর্দান্ত দৈত্যগণকে
বিনাশ করিয়াছে; যে বাহুদ্বয়, গদা ও সুদর্শন চক্রের তেজোদ্বারা
সকলকে অভিভব করিতেছে; ভগবানের সেই স্তললিত দক্ষিণ বাহু-

* হরসংবরণ প্রশ্নমালাচিতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

বার্মো ভুজো মুররিপোধ্বতপদ্মশাঙ্খো

শ্যামো করীন্দকরবন্মগিভূষণাট্যো ।

রক্তাঙ্গুলিপ্রচয়চূষিতজানুসম্ভ্যো

পদ্মালয়াপ্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি ॥ ১৯ ॥

কণ্ঠং মৃণালমমলং মুখপঙ্কজস্য

লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্ ।

কিংবা বিমুক্তিবসমন্তকসংফলস্য

বৃন্তং চিরং ভগবতঃ স্তভগং স্মরামি ॥ ২০ ॥

রক্তাঙ্গুজং দশনহাসবিকাশরম্যং

রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমলবাকুত্ৰাট্যম্ ।

সন্মানসৌন্দবচলেক্ষণপত্রচিত্রং

লোকাভিরাগমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ২১ ॥

শূরাভ্রজাবসথগন্ধবিদং স্ননাশং

ভ্রূপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্মদক্ষম্ ।

মৃগল মনোদ্বারা স্মরণ করি। ১৮ মুররিপুর যে বাম ভুজদ্বয় করিকর-
সদৃশ শ্যামবর্ণ ও শঙ্খ-পদ্মধারী, যাহাতে মণিভূষণ শোভা পাইতেছে,
যাহার রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসমূহ জানু স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়ার প্রিয়
সেই মনোহর করমৃগল স্মরণ করি। ১৯ মুখপদ্মের মৃণালস্বরূপ নির্মল-
লেখাত্রয়যুক্ত বনমালাবিভূষিত ও মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির মন্তরূপ রমণীয়
ফলের বৃন্তস্বরূপ পরম সুন্দর ভগবানের কণ্ঠ নিরন্তর ধ্যান করি। ২০
রক্তপদ্মসদৃশ, রক্তাধরৌষ্ঠ দ্বারা কমণীয়, হাস্য-কালে দশনবিকাশ
হওয়াতে পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনোপ্রীতিকর, চঞ্চল-নয়ন
পত্রদ্বারা চিত্রিত, লোকের মনোরঞ্জন হরির বদন-কমল স্মরণ করি। ২১
যাহা হইতে যমসদনের গন্ধ ও আত্মাণ করিতে হয় না, যাহার সন্নিধান

কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়প্রকাশং

সংচিস্তয়ামি হরিবক্তৃবিলাসদক্ষম্ ॥ ২২ ॥

কর্ণৌ লসন্মকরকুণ্ডলগণ্ডলোলৌ

নানাदिशाङ्ग नभसञ्च विकासगेहौ ।

লোলালকপ্রচয়চুশ্বনকুক্ষিতাণ্ডৌ

লগ্নৌহরের্মণিকিরীটতটে স্মরামি ॥ ২৩ ॥

ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগঙ্গ-

গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষিসখ্যাম্ ।

ব্রহ্মৈকধামমণিকাস্তিকিরীটযুগ্ধং

ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীবাহুদেবচিকুরং কুটিলং নিবন্ধং

নানাঙ্গগন্ধিকুশুমৈঃ স্বজনাদরেণ ।

উত্তম নাসিকা শোভা পাইতেছে, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয় হয়, যাহা হইতে মদন-মহোৎসব প্রকাশ হইয়া থাকে, যদ্বন্দর্শনে
কমলার হৃদয় বিকশিত হয়, হরির মুখপঙ্কজে যাহা শোভমান হইতেছে,
সেই ভ্রূপল্লব স্মরণ করি ॥২২ গণ্ডস্থলে চঞ্চল মকরাকার কুণ্ডল দ্বারা
যাহা বিভূষিত রহিয়াছে, যাহা দ্বারা নানাঙ্গিক ও আকাশমণ্ডল প্রকা-
শিত হয়, যাহার অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-সমূহ স্পর্শে কিঞ্চিৎ কুক্ষিতের
ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা মণিময়-কিরীট-প্রান্তে সংলগ্ন রহি-
য়াছে, হরির ঈদৃশ কর্ণদ্বয় স্মরণ করি ॥২৩ যাহা বিচিত্র তিলক দ্বারা বিভূ-
ষিত, প্রিয় ও মনোহর-গঙ্গ-বিশিষ্ট-গোরোচনায় রচিত পত্রাবলি দ্বারা
যাহা কামিনীর নয়ন সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, যাহা ব্রহ্মের একমাত্র
আশ্রয়, যেখানে মণিময় রমণীয় কিরীট রহিয়াছে, যাহা সকলেরই মন ও
নয়ন হরণ করে, ঈশ্বর হরির তাদৃশ ললাট স্মরণ করি ॥২৪ স্বজনগণ কর্তৃক

দীর্ঘং রমাহৃদয়গাশমনং ধুনন্তুঃ

ধ্যয়েৎস্ববাহরুচিরং হৃদয়াজ্জমধ্যে ॥ ২৫ ॥

মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং

হৃদ্ভ্রমশং শক্রচাপৈকমানম্ ।

লোকাভীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং

বিদ্যচেলক্কাশ্রয়েহং ত্রপূর্ব্বম্ ॥ ২৬ ॥

দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা

পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্ ।

লোভাক্রান্তং শোকমোহাদিবিদ্ধং

কৃপাদৃষ্ট্যাপাহি মাং বাসুদেব ! ॥ ২৭ ॥

যে ভক্ত্যাদ্যাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাঃ

ব্যক্তিঃ বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোকপুটৈঃ ।

সমাদরপূর্ব্বক নানা অগন্ধি কুসুম দ্বারা বদ্ধ, কুটিল, দীর্ঘ, লক্ষ্মীর মনো-
ভাব-নিবারণকারী, (বায়ু দ্বারা ঈষৎ) কম্পিত, কৃষ্ণমেঘের স্থায় রুচির,
শ্রীবাসুদেবের কেশপাশ হৃৎপদ্মमध्ये চিত্তা করি। ২৫ যাঁহার শরীর মেঘের
স্থায়, যাঁহার (নয়নদ্বয়) চন্দ্র ও সূর্যের স্থায়, ইন্দ্রধনুঃসদৃশ যাঁহার শোভন
জ্যুগল, যাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, যাঁহার পদ্মের সদৃশ সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়, যাঁহার
(পীত) বদন বিদ্যুৎসদৃশ, ঈদৃশ অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ
করি। ২৬ আমি অতি দীন ও বেদবিহিত-সেবাদিবিহীন। আমার
শরীর পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও মানসী
ব্যথা দ্বারা অভিভূত। অতএব বাসুদেব! কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাকে
রক্ষা কর। ২৭ যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর এই আদ্য মনোহর মূর্ত্তি
ধান করিয়া ষোড়শ-শ্লোক-রূপ গুপ্ত দ্বারা স্তব করিয়া নমস্কার ও

স্তত্বা নত্বা পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ

শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রাপ্যন্তি ॥ ২৮ ॥

পদ্মোরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্ ।

ধন্যং যশস্যামায়ুস্যং স্বৰ্গাং স্বস্ত্যয়নং পরম্ ॥ ২৯ ॥

পঠন্তি যে মহাভাগাস্তে মুচ্যান্তেহংহসোহখিলাৎ ।

ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফলপ্রদম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপুৰাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে হরিভক্তি-

বিবরণং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—o—

সমাপ্তশ্চায়াং প্রথমোঃ ।

—————

পূজা করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তির। শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে । ২৮

পদ্মা কর্তৃক কথিত শিবপ্রোক্ত এই (স্তব) অতিব পবিত্র ধন যশস্কর আয়ুস্য স্বৰ্গফলদায়ক ও পরম স্বস্ত্যয়ন । ২৯ এই স্তব, পরলোকে ও চৈহলোকে ধৰ্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ ফলপ্রদ । যে সকল মহাত্মারা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন । ৩০

কঙ্কিপুৰাণে অনুভাগবতেহরিভক্তি-বিবরণ-নামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

—o—

প্রথম অংশ সমাপ্ত ।

—————

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

প্রথমাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা কীরো ধীরঃ সতাং মতঃ ।
কঙ্কিদূতঃ সখীমধ্যে স্থিতাং পদ্মামথাত্রবীৎ ॥ ১ ॥
বদ পদ্মে ! সাস্তুপূজাং হরেরমুতকর্ষণঃ ।
যামাস্থায় বিধানেন চরামি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২ ॥

পদ্মোবাচ ।

এবং পাদাদি কেশান্তং ধ্যাত্বা তং জগদীশ্বরম্ ।
পূর্ণাত্মা দেশিকো মূলং মন্ত্রং জপতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩ ॥
জপাদনস্তরং দণ্ড-প্রণতিং মতিমাংস্চরেৎ ।

সূত কহিলেন । সাধুনমাদূত বিজ্ঞ কঙ্কিদূত, সখীগণ সমাবৃত
পদ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন । ১ পদ্মে !
অমুতকর্ষণ হরির পূজা—সমুদায় অশ্বের সহিত বর্ণন কর । আমি
যথাবিধানে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ভুবনত্রয় পরিভ্রমণ করিব । ২

পদ্মা কহিলেন । মন্ত্রজ্ঞ সাধক, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মা জ্ঞান
করিয়া এইরূপ চরণ অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ
করিবে । ৩ মতিমান্ বাক্তি জপ পরিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।

বিশ্বক্সেনাদিকানাস্তু দত্ত্বা বিষ্ণুনিবেদিতম্ ॥ ৪ ॥

তত উদ্বাস্য হৃদয়ে স্থাপয়েন্নমনা সহ ।

নৃত্যান্ গায়ন্ হরেন্নাম তং পশান্ সৰ্ব্বতঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥

ততঃ শেষং মন্তুর্কেন কৃৎস্না নৈবেদ্যভূগ্ভবেৎ ।

ইত্যেতৎ কথিতং কীর ! কমলানাথসেবনম্ ॥ ৬ ॥

সকামানাং কামপূরমকামামৃতদায়কম্ ।

শ্রোত্ৰানন্দকরং দেব-গন্ধৰ্ব-নর-হং-প্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥

শুক উবাচ ।

সগীরিতং শ্রুতং সাধ্বি ! ভগবদুক্তিলক্ষণম্ ।

ত্বংপ্রসাদাৎ পাপিনো মে কীরস্য ভূবি মুক্তিদম্ ॥ ৮ ॥

কিস্তু ত্বাং কাঞ্চনময়ীং প্রতিমাং রত্নভূষিতাম্ ।

সজীবামিব পশ্যামি হুল্লাসং রূপিণীং শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

পরে বিশ্বক্সেন প্রভৃতিকে পাদ্য অর্ঘ্য নৈবেদ্য প্রভৃতি দান করিয়া বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু ৪ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মনোদ্বারা সৰ্বব্যাপী সেই বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া মনে মনে নৃত্য গান ও হরিসঙ্কীর্ণনে প্রবৃত্ত হইবে। ৫ অনন্তর নির্মালা-শেষ মন্তুকে ধারণ করিয়া নৈবেদ্য ভোজন করিবে। কীর ! এই তোমার নিকট কমলাপতি পূজার বিবরণ कहিলাম। ৬ এইরূপ পূজা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয়, কামনাবিরহিত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। ইহা দেব গন্ধৰ্ব মনুষ্যগণের হৃদয়ানন্দদায়ক ও সকলেরই শ্রবণসুখজনক। ৭

শুক कहিল। পতিব্রতে ! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবিষয়ে যাহা বলিলে তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি পাপাত্মা পক্ষী হইয়াও তোমার প্রসাদে ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিব। ৮ পরন্তু আমি তোমাকে রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমা-

নান্যাং পশ্যামি সদৃশীং রূপশীলগুণৈস্তব ।
 নান্যো যোগ্যা গুণী ভর্তা ভুবনেহপি ন দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥
 কিন্তু পারে সমুদ্রস্য পরমাশ্চর্য্যরূপবান্ ।
 গুণবানীশ্বরঃ সাক্ষাৎ কচ্চিদৃষ্টোহতিমানুষঃ ॥ ১১ ॥
 নহি ধাতৃকৃতং মন্যে শরীরং নর্কসৌভগম্ ।
 যস্য শ্রীবাসুদেবস্য নাস্তরং ধ্যানযোগতঃ ॥ ১২ ॥
 ইয়া ধাতং তু যদ্রূপং বিষ্ণোরমিততেজসঃ ।
 তৎ সাক্ষাৎকৃতমিত্যেব ন তত্র কিয়দন্তরম্ ॥ ১৩ ॥

পদ্মোবাচ ।

ক্রহি তন্মম কিং কুত্র জাতঃ কীর ! পরাবরম্ ।
 জ্ঞানানি তৎকৃতং কস্ম্য বিস্তরেণাত্র বর্ণয় ॥ ১৪ ॥

সদৃশী দেখিতেছি। তোমার রূপ ত্রিভুবনে ছলভ। (আমার বোধ হয় ভূমি) লক্ষ্মী হইবে।৯ রূপ গুণ ও স্বভাবে তোমার সদৃশ অন্য রমণী দেখিতে পাই না এবং তোমার যোগ্য গুণবান্ স্বামীও ত্রিলোকের মধ্যে (এক ব্যক্তি ভিন্ন) অন্য কাহাকে দেখি না।১০ পরন্তু সমুদ্রপারে পরমাশ্চর্য্য-রূপ-সম্পন্ন, অলোকসাধারণ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কোন গুণবান্ পাত্র আমি দেখিয়াছি।১১ তাঁহার সর্ব্বদেহসুন্দর শরীর বিধাতৃকৃত বলিয়া বোধ হয় না। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ বাসুদেবের নহিত তাঁহার কোন ভেদ নাই।১২ ভূমি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন বিষ্ণুর যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাক, আমার বোধ হয়, সেই মূর্ত্তিই সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হয় না।১৩

পদ্মা কহিলেন। কীর! কি কহিলে? 'পুনর্বার বল, তিনি কোথায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন? যদি ভূমি বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত

বৃক্ষাদাগচ্ছ পূজাং তে কৰোমি বিধিবোধিতম্ ।

বীজপুৰফলাহারং কুরু সাধু পয়ঃ শিব ॥ ১৫ ॥

তব চক্ষুযুগং পদ্মরাগাদারুণমুজ্জ্বলম্ ।

রত্নসংঘটিতমহং কৰোমি মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

কঙ্করং সূর্য্যকাস্তেন মণিনা স্বর্ণঘটিনা ।

করোম্যাচ্ছাদনং চারু-মুক্তাভিঃ পঙ্কতিং তব ॥ ১৭ ॥

পতন্ত্রং কুঙ্কুমেনাঙ্গং সৌরভেনাতিচিহ্নিতম্ ।

কৰোমি নয়নানন্দদায়কং রূপমীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥

পুচ্ছমচ্ছমণিব্রাত্ত ঘর্ঘরেণাতিশব্দিতম্ ।

পাদয়োন্পূরালাপ-লাপিনং ত্বাং কৰোমাহম্ ॥ ১৯ ॥

তবামৃতকথাত্রাতত্যাঙ্ক্যাধি সাধি মামিহ ।

সখীভিঃ সংগীতাভিস্তে কিং করিষ্যামি তদ্বদ ॥ ২০ ॥

থাক, বল, তিনি কি কি কৰ্ম্ম করিয়াছেন । ১৪ তুমি বৃক্ষ হইতে নামিরা
আইস, আমি যথাবিধানে তোমার অতিথি সৎকার করি । এই
স্থানে বীজপুৰ ফল আছে, ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ নির্মল জল পান
কর । ১৫ পদ্মরাগ মণি হইতেও অরুণবর্ণ উজ্জ্বল তোমার চক্ষুদ্বয়
মনের মত রত্ন দিয়া বাঁধাইয়া দিব । ১৬ স্বর্ণযুক্ত সূর্য্যকাস্ত মণি দ্বারা
তোমার গলদেশ বিভূষিত করিব । তোমার পঙ্কদ্বয় মুক্তা দ্বারা
আচ্ছাদিত করিয়া দিব । ১৭ তোমার পালক ও শরীর সুরভি কুঙ্কম দ্বারা
চিহ্নিত করিয়া তোমার রূপ এরূপ করিব যে, দেখিলে সকলেরই নয়নের
আনন্দ জন্মিবে । ১৮ তোমার পুচ্ছ নির্মল মণি (গ্রথিত করিয়া দিব,
তাহাতে উড়িবার সময়) বর বর শব্দ হইবে । তোমার চরণদ্বয় এরূপ
বিভূষিত করিব যে, গমনকালে নুপুরধ্বনি হইবে । ১৯ তোমার বচনামৃত
শ্রবণে আমার সমুদায় মনোব্যথা দূর হইয়াছে । এক্ষণে আঞ্জা কর.

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা তদন্তিকমুপাগতঃ ।

কীরো ধীরঃ প্রসন্নাত্মা প্রবক্তৃমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

কীর উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ ত্রিশো মহাকারুণিকো বভৌ ।

শস্ত্রলে বিষ্ণুঘনশো গৃহে ধর্ম-রিরক্ষিসুঃ ॥ ২২ ॥

চতুর্ভির্ভাতৃভিজ্ঞাতি-গোত্রজৈঃ পরিবারিত ।

কৃতোপনয়নো বেদমধীত্য রামসন্নিধৌ ॥ ২৩ ॥

ধনুর্বেদঞ্চ গান্ধার্ব্যং শিবাদশ্বমসিং শুকম্ ।

কবচঞ্চ বরং লব্ধ্বা শস্ত্রলং পুনরাগতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশাখযুপভূপালং প্রাপ্য শিক্ষাবিশেষতঃ ।

ধর্ম্মানাখ্যায় মতিমান্ অধর্ম্মাংশ্চ নিরাকরেৎ ॥ ২৫ ॥

আমি সখীগণের সহিত প্রস্তুত আছি, তোমার কি করিতে হইবে বল ৷২০

শুক, পদ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল ২১

শুক কহিল । মহাকারুণিক ত্রীপতি, ব্রহ্মার প্রার্থনামুদ্যোতক ধর্ম্মস্থাপনের অভিলাষে শস্ত্রল গ্রামে বিষ্ণুঘন নামক ব্রাহ্মণের গৃহে (জন্ম পরিগ্রহ করিয়া) অবস্থিতি করিতেছেন ৷২২ তাঁহার চারি ভাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁহার সহচর হইয়া আছেন । প্রথমত তাঁহার উপনয়ন হইলে তিনি পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ২৩ এবং তিনি ধনুর্বেদ ও গান্ধার্ব্যবেদ শিক্ষা করিয়া শিতিকঠের নিকট অশ্ব খড়্গ শুক কবচ এবং বর লাভ করিয়া শস্ত্রল গ্রামে প্রত্যাগমন করেন ৷২৪ পরে সেই মতিমান্ কন্ধি, বিশাখযুপ নামক ভূপতিকে প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষাবিশেষ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকাশ পূর্বক অধর্ম্ম নিরাকরণ করিয়াছেন ৷২৫

ইতি পদ্মা তদাখ্যানং নিশম্য মুদিতাননা ।

প্রস্থাপয়ামাস শুকং কঙ্কেরানয়নাদৃতা ॥ ২৬ ॥

ভূষয়িত্বা স্বর্ণরত্নৈস্তমুবাচ কৃতাজ্জলি ॥ ২৭ ॥

পদ্মোবাচ ।

নিবেদিতং তু জানানি কিমন্যং কথয়াম্যহম্ ।

স্ত্রীভাবভয়ভীতাত্মা যদি নায়াতি স প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥

তথাপি মে কৰ্ম্মদোষাং প্রণতিং কথয়িষ্যসি ।

শিবেন যো বরো দত্তঃ স মে শাপোহভবৎ কিল ॥ ২৯ ॥

পুং সাং মদর্শনেনাপি স্ত্রীভাবং কামত শুক ! ।

ক্রত্বৈতি পদ্মামামন্ত্র্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥

উড্ডীয় প্রযযৌ কীরঃ শস্ত্রলং কঙ্কিপালিতম্ ।

তমাগতং সমাকৰ্ণ্য কঙ্কিঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥ ৩১ ॥

পদ্মা, শুকের নিকট এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া হৃষ্টা ও বিকসিত মুখী হইলেন । পরে কঙ্কিকে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে যত্নপূৰ্ণ শুককে পাঠাইলেন । ২৬ তিনি স্বর্ণ ও রত্ন দ্বারা শুককে বিভূষি করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ২৭

পদ্মা কহিলেন । আমার যাহা নিবেদন করিতে হইবে, তাহা তোমার অবিদিত নাই । তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমা স্ত্রীজাতি-সুলভ ভয়ে সৰ্বদাই ভীত । প্রভু যদিও না আইসেন তথাপি আমার প্রণাম জানাইয়া মদীয় কৰ্ম্মদোষে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিবে এবং জানাইবে যে, মহাদেব আমাকে যে বর দিয়াছেন তাহা শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল । ২৯ যে পুরুষ আমাকে সকাম হৃদ্য দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-অবয়ব প্রাপ্ত হয় । শুক এই কথনিয়া পদ্মাকে সম্ভাষণপূৰ্ণক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ৩০ উড্ডী হইয়া কঙ্কি কর্তৃক পালিত শস্ত্রল গ্রামে গমন করিল । পরপূরঞ্জ

ক্রোড়ে কৃতা তং দদর্শ স্বর্ণরত্নবিভূষিতম্ ।

সানন্দং পরমানন্দদায়কং প্রাহ তং তদা ॥ ৩২ ॥

কঙ্কিঃ পরমতেজস্বীতরঙ্গিম্মলং শুকম্ ।

পূজয়িত্বা করে স্পৃষ্ট্বা পয়ঃপানেন তর্পয়ন্ ॥ ৩৩ ॥

তন্মুখে স্বমুখং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ বিবিধাঃ কথাঃ ।

কস্মাদ্দেশাচ্চরিত্বা তং দৃষ্ট্বাপূর্ব্বং কিমাगतঃ ? ॥ ৩৪ ॥

কুত্রোষিতঃ কুতো লব্ধং মণিকাঞ্চনভূষণম্ ।

অহনিশং ত্বান্মিলনং বাঞ্ছিতং মম সর্ব্বতঃ ॥ ৩৫ ॥

তবানালোকনেনাপি ক্ষণং মে যুগবদ্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি কন্ধেব'চঃ শ্রুত্বা প্রণিপত্য শুকো ভূশম্ ।

কথয়ামাস পদ্মায়াঃ কথাঃ পূর্ব্বোদিতা যথা ॥ ৩৭ ॥

সংবাদমাশ্রয়ন্তু স্যা নিজালঙ্কারধারণম্ ।

কঙ্কি, শুকের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া ৩১ পরমানন্দদায়ক সেই শুকে ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন যে, সে স্বর্ণ ও রত্নে বিভূষিত হইয়াছে। তখন তিনি আনন্দপূর্ব্বক তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইলেন। ৩২ পরমতেজস্বী কঙ্কি, নির্দোষ শুকে প্রথমত ইতর অর্থাৎ বাম করে স্পর্শ করিয়া সংকার-পূর্ব্বক জলপান দ্বারা তর্পিত করিয়া ৩৩ তাহার মুখে মুখ দিয়া বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি অদ্য কোন্ দেশে বিচরণ করিয়া কি অপূর্ব্ব বস্তু দেখিয়া আসিলে ? ৩৪ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? কোথা হইতেই বা মণিকাঞ্চনরূপ ভূষণ লাভ করিয়াছ ? আমি দিবারাত্রি সর্ব্বতোভাবে তোমার সহিত মিলন কামনা করি। ৩৫ তোমাকে না দেখিলে এক ক্ষণও আমার পক্ষে যুগদৃশ বোধ হয়। ৩৬

শুক, কঙ্কির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূর্ব্বক,

সৰ্বং তদ্বর্ণয়ামাস তস্যাঃ প্রণতিপূৰ্বকম্ ॥ ৩৮ ॥
 ক্ৰতুহেতি বচনং কঙ্কিঃ শুকেন সহিতো মুদা ।
 জগাম হরিতোহশ্বেন শিবদন্তেন তন্মনাঃ ॥ ৩৯ ॥
 সমুদ্রপারমমলং সিংহলং জলসংকুলম্ ।
 নানাবিমানবহ্লং ভাস্বরং মণিকাঞ্চনৈঃ ॥ ৪০ ॥
 প্রাসাদসদনাগ্রেষু পতাকাভোরণাকুলম্ ।
 শ্রেণীসভাপণাট্টাল-পূরগোপূরমণ্ডিতম্ ॥ ৪১ ॥
 পুরস্ত্রী-পদ্মিনী-পদ্ম-গন্ধামোদ-দ্বিরেফিণীম্ ।
 পুরীং কারুমতীং তত্র দদর্শ পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ৪২ ॥

পূৰ্বে পদ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কথা কহিল ৩৭ এবং
 পদ্মা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পদ্মার সহিত যেরূপ কথোপকথন
 হইয়াছে, যেরূপে অলঙ্কার প্রদত্ত হইয়াছে, প্রণতিপূৰ্বক তৎসমুদায়ও
 বর্ণনা করিল ৩৮

কঙ্কি এই কথা শ্রবণ করিয়া তন্মনাঃ হইয়া শুকের সহিত শিবদন্ত
 অশ্বে আরোহণপূৰ্বক হরারিত হইয়া প্রকৃষ্ট হৃদয়ে (সিংহল দ্বীপে)
 যাত্রা করিলেন ৩৯ এই সিংহল দ্বীপ, সমুদ্রপারে অবস্থিত, নির্মল-
 জলমধ্যস্থিত, অসংখ্য জনগণে সমাবৃত, নানাবিধ আকাশযানযুক্ত
 মণিকাঞ্চনসমূহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ৪০ এই দ্বীপ; অট্টালিকা ও
 গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও তোরণ থাকাতে অতীব শোভা সম্পাদ
 করিতেছে । শ্রেণী অল্পসারে সংস্থাপিত সভাসমূহ, আপণসমূহ, নৌঃ
 সমূহ, পুরসমূহ, গোপুরসমূহ (পুরদ্বার) এই সমুদায় দ্বারা এই নগর
 সুশোভিত রহিয়াছে ৪১

(কঙ্কি সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে কারুমতী নামে পুর
 সন্দর্শন করিলেন । এই ছরীতে, পুরস্ত্রীৰূপ পদ্মিনীদিগের পদ্মগণে

মরাল-জাল-সঞ্চাল-বিলোল-কমলাস্তুরাম্ ।

উন্মীলিতাজমালালিকলিতাকুলিতং সরঃ * ॥ ৪৩ ॥

জলকুকুটদাতৃহ-নাদিতং হংসসারসৈঃ ।

দদর্শ স্বচ্ছপয়সাং লহরীলোলবীজিতম্ ॥ ৪৪ ॥

বনং কদম্বকুদাল-শালতালাত্রকেশরৈঃ ।

কপিথাশ্বথখর্জুর-বীজপূরকরঞ্জকৈঃ ॥ ৪৫ ॥

পুন্নাগপনসৈর্নাগরঙ্গৈরর্জুনশিংশপৈঃ ।

ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ নানারঙ্গৈশ্চ শোভিতম্ । †

বনং দদর্শ রুচিরং ফলপুষ্পদলারবৃতম্ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট্বা হৃষ্টতনুঃ শুকং স্করণঃ কঙ্কি পুরাস্তে বনে ।

১. ভ্রমরগণ আমোদিত হইতেছে । ৪২ এই পুরীর মধ্যে যে সমুদায় জলাশয় আছে, তাহার জল, মরালকুলের সঞ্চলন দ্বারা চঞ্চল । তিনি যে সরোবর সকল দেখিলেন, তাহা একুল-কমল-সমূহ-স্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলীকৃত । ৪৩ তাহার চতুর্দিকে হংস, সারস, জল-কুকুট ও দাতৃহসমূহ শব্দ করিতেছে । স্বচ্ছ সলিলের চঞ্চল তরঙ্গ-সঙ্গ (শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন) উপবীজিত হইতেছে । ৪৪ ঐ সমস্ত বন, কদম্ব, কুদাল, † শাল, তাল, আশ্র, বকুল, কপিথ, অশ্বথ, খর্জুর, বীজপূর, ‡ করঞ্জক ৪৫ পুন্নাগ, পনস, § নাগরঙ্গ, অর্জুন, শিংশপ, ক্রমুক, ¶ নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত । কঙ্কি ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত এই বন সন্দর্শন করিলেন । ৪৬ তিনি

* উন্মীলিতানি মালানি কলিতাকুলিতং সরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† কুদাল অর্থাৎ আবলুখ গাছ । ‡ বীজপূর—কলম্বালেবু ।

§ পনস—কাঁঠাল ।

¶ ক্রমুক—ব্রহ্মদাক বা সুপারি ।

প্রাহ প্রীতিকরং বচোহত্র সরসি স্নাতবামিত্যাদৃতঃ ।
 তৎ শ্রুত্বা বিনয়ান্বিতঃ প্রভুং তং যামীতি পদ্মাশ্রমং
 তৎ সম্বেশমিহ প্রয়াণমধুনা গত্বা স কীরোহবদৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপুৰাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
 কঙ্কেরাগমনবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

পুরীর সমীপবর্তী বনে দাঁড়াইয়া উক্ত সমুদায় দর্শনে ছষ্টচিত্ত হইয়া
 করুণাজ-হৃদয়ে শুককে সমাদরপূর্বক প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন যে,
 এই স্থানে আমার স্নান করিতে হইবে । শুক প্রভুর তাদৃশ অভিপ্রায়
 অবগত হইয়া বিনয়পূর্বক কহিল, এক্ষণে আমি পদ্মার আলয়ে গমন
 করি । পরে শুক পদ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কঙ্কির কথিত বাক্য ও
 আগমনবার্তা সমুদায় কহিল । ৪৭

কঙ্কিপুৰাণে অনুভাগবতে কঙ্কির আগমন-নামক
 প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

কল্কিঃ সরোবরাভ্যাসে জলাহরণবৰ্জনি ।

স্বচ্ছস্ফটিকসোপানে প্রবালাচিতবেদিকে ॥ ১ ॥

সরোজসৌরভব্যগ্রভ্রমবদ্ভু মরনাদিতে ।

কদম্বপোতপত্রালি-বারিতাদিত্যদর্শনে ॥ ২ ॥

সমুভাসাসনে চিত্রে সদশ্বেনাবতারিতঃ ।

কল্কিঃ প্রস্থাপয়ামাস শুকং পদ্মাশ্রমং মুদা ॥ ৩ ॥

স নাগেশ্বরমধ্যস্থঃ শুকো গত্ত্বা দদর্শতাম্ ।

সূত কহিলেন । অনন্তর কল্কি মনোহর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সরোবরের সমীপবর্তী জলানয়ন-পথে স্বচ্ছ স্ফটিক-ময়-সোপান-যুক্ত প্রবালালঙ্কৃত বেদিকায় উপর বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন, (দেখিলেন) সরসীস্থিত সরোজসমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুণ গুণ শব্দ করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অনতিদূর কদম্ব বৃক্ষসমূহের নবপল্লব নিকরদ্বারা সেই স্থানের আতপ নিবাসিত হইতেছে। অনন্তর তিনি প্রস্তুত হৃদয়ে পদ্মার আলয়ে শুককে প্রেরণ করিলেন । ৩

হর্ম্যাস্থাং বিধিগীপত্রশায়িনীং সখীভির্বৃত্তাম্ ॥ ৪ ॥

নিশ্বাসবাততাপেন শ্লায়তীং বদনাসুজম্ ।

উৎকিণ্ডন্তীং সখীদন্তকমলং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

রেবাবারিপরিপ্লবিতং পরাগাস্যং * সমাগতম্ ।

ধৃতনীলং রসগতং নিন্দন্তীং পবনং প্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

শুকঃ সক্রূণঃ সাধু-বচনৈস্তামতোষয়ৎ ।

স।, তমেহ্যেহি, তে স্বস্তি, স্বাগতং ? স্বস্তি মে শুভে ! ॥ ৭ ॥

গতে ত্বয়াতিব্যগ্রাহং শাস্তিস্তেহস্ত রসায়নাৎ ।

রসায়নং ছলভং মে, স্থলভং তে শিবাশ্রমে ॥ ৮ ॥

শুক, পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইয়া নাগকেশর বৃক্ষে উপবেশন পূর্বক দেখিল, যে, পদ্মা অট্টালিকার উপর পদ্ম-পত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ চতুর্দিকে বেঠন করিয়া রহিয়াছে । ৪ তাঁহার বদনকমল, (বিরহতাপ) সন্তপ্ত নিশ্বাসবায়ুদ্বারা শ্লান হইতেছে । তিনি সখীদন্ত চন্দনচর্চিত প্রকল্প কমল হস্তদ্বারা সঞ্চালন করিতেছেন । ৫ রেবাসলিলে সিক্ত (পদ্মপরাগযুক্ত) জলগর্ভ দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত সরসবায়ু, শুকলের প্রিয় হইলেও তিনি তাহার নিন্দা করিতেছেন । ৬

অনন্তর শুক সক্রূণ হৃদয়ে প্রিয়বাক্য দ্বারা পদ্মার পরিতোষ সম্পাদন করিল । পদ্মা কহিলেন, শুক ! তোমার মঙ্গল । হউক, নিকটে আইন, কুশল ত ? (শুক কহিল,) শোভনে ! আমার সমুদায় কুশল । ৭ (পদ্মা কহিলেন শুক !) তুমি যে অবধি গমন করিয়াছ, আমি সেই অবধি সাতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি । (শুক কহিল) এক্ষণে রসায়ন দ্বারা তোমার (সমুদায় সন্তাপ) শাস্তি হউক । (পদ্মা

ক মে ভাগ্যবিহীনায়াঃ ? ইহৈব বরবর্ণিনি !।

দেবি ! তৎ সরসস্তীরে প্রতিষ্ঠাপ্যাগতা বয়ম্ ॥ ৯ ॥

এবমন্যোন্যসংবাদ-মুদিতাঙ্গমনোরথে ।

মুখং মুখেন নয়নং নয়নে নাদৃতা দদৌ ॥ ১০ ॥

বিমলা মালিনী লোলা কমলা কামকন্দলা ।

বিলাসিনী চারুমতী কুমুদেত্যক্ট নায়িকাঃ ॥ ১১ ॥

সখ্য এতা মতাস্তাভিজলক্ৰীড়ার্থমুদ্যতা ।

পদ্মা প্রাহ, সরস্তীরমায়ান্তু সা ময়া স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যাখ্যায়াশু শিবিকামারুহ্য পরিবারিতা ।

কহিলেন, শুক!) আমার পক্ষে রসায়ন অতীব ছলভ । (শুক কহিল)
শিবশিষ্যে! রসায়ন তোমার ছলভ নহে; অতীব স্থলভ ৮ (পদ্মা
কহিলেন, শুক!) আমার অদৃষ্ট মন্দ, কিরূপে কোথায় আমার
অভীষ্ট স্থলভ হইতে পারিবে? (শুক কহিল,) বরবর্ণিনি! এই
স্থানেই তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে। দেবি! আমি তাঁহাকে
এই স্থানেই সরোবরতীরে রাখিয়া আগমন করিতেছি। ৯ পদ্মা ও
শুক পরস্পর এষ্টরূপ কথোপকথন হইলে পদ্মা স্বীয় মনোরথসিদ্ধি
বিষয়ে (আশা পাইয়া) আফ্লাদিতা হইলেন। পরে তিনি সমাদর
পূর্বক শুকমুখ আপন মুখে ও শুকনয়ন আপন নয়নে সমর্পণ করি-
লেন। ১০ বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী,
চারুমতী, ও কুমুদা, এই অষ্ট নায়িকা ১১ তাঁহার প্রিয়সখী ছিল।
তিনি এই অষ্ট নায়িকার সহিত জলক্ৰীড়া করিতে উচ্ছতা হইলেন।
তিনি কহিলেন, এই অষ্ট সখী আমার সহিত সরোবরতীরে আগমন
কর। ১২

পদ্মা এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিকাতে আয়োজন পূর্বক

সখীভিষ্চারুবেশাভিভূত্বা স্বাস্তঃপুরাদ্বহিঃ ।

প্রযযৌ ত্বরিতং দ্রষ্টুং ভৈষ্ণবী যদুপতিং যথা ॥ ১৩ ॥

জনাঃ পুমাংসঃ পথি যে পুরস্থাঃ

প্রহুদ্রবুঃ স্ত্রীত্বভয়াং দিগন্তরম্ ।

শৃঙ্গাটকে বা বিপণিস্থিতা যে

নিজাঙ্গনাস্থাপিতপুণ্যকার্যাঃ ॥ ১৪ ॥

নিবারিতাং তাং শিবিকাং বহন্ত্যঃ

নার্যোহতিমত্তা বলবত্তরাশ্চ ।

পদ্মা শুকোক্ত্যা তদুপর্যাপস্থা

জগাম তাভিঃ পরিবারিতাভিঃ ॥ ১৫ ॥

সরোজলং সারসহংসনাদিতং

প্রফুল্লপদ্মোদ্ভবরেণুবাসিতম্ !

উজ্জ্বলবেশ সখীগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং কষ্টিগী যেমন যদুপতির দর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার আয় তিনি কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন । ১৩ পথিমধ্যে চতুস্পথে বা বিপণিতে যে সকল পুরবাদী পুরুষ ছিল, তাহারা স্ত্রীলোক হইবার ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল । তাহাদের পত্নীরা (স্ব স্ব স্বামীকে নিরাপদে আসিতে দেখিয়া দেবপূজ্য প্রভৃতি) পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । ১৪ পথে এইরূপে পুরুষ সম্পর্ক রহিত হইল । (যৌবন-) মত্তা ও সাতিশয় বলবতী রমণীরা শিবিকা বহন করিতে লাগিল । পদ্মা, শুকের বাক্যানুসারে সেই শিবিকায় আরোহণ পূর্বক সখীগণপরিবৃত্তা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । ১৫

অনন্তর সেই (সুধাংশুবদনা) শোভনা ললনারা সারস ও হংস-

চেরুবির্গাহ্যাপ্ত স্বধাকরালসাঃ

কুমুদতীনাযুদয়ায় শোভনাঃ ॥ ১৬ ॥

তাসাং মুখানোদমদাক্ষভঙ্গাঃ

বিহায় পদ্মানি মুখারবিন্দে ।

লগ্নাঃ অগন্ধাধিকমাকলয্য

নিবারিতাশ্চাপি ন তত্যজুস্তে ॥ ১৭ ॥

হানোপহাসৈঃ সরসপ্রকাশৈঃ

বান্দ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ জলে বিহারৈঃ ।

করগ্রহৈস্তা জলযোধনার্তাঃ

চকর্ষ তাভিবর্নিতাভিরুচৈঃ ॥ ১৮ ॥

স। কামতপ্তা মনসা শুকোক্তিং

বিবিচ্য পদ্মা সখিভিঃ সমেতা ।

সমূহের স্তম্ভুর ধ্বনিযুক্ত, প্রফুল্লকমলসম্মত রেণুদ্বারা সুবাসিত, সরোবরগুলিতে অবগাহন করিয়া কুমুদতীকে বিকসিত করিবার অভি-
প্রায়ে কুমুদবান্ধবের প্রত্যাশায় বিচরণ করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ
তাহাদের বদনকমলের সৌরভে অন্ধ হইয়া প্রফুল্ল কমল পরিত্যাগ
পূর্বক সেই মুখপদ্মেই বসিতে আরম্ভ করিল। সীমন্তিনীরা পুনঃপুনঃ
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেও তাহারা মুখপদ্মের সৌরভাতিশয়
দেখিয়া পরিত্যাগ করিল না ॥ ১৭

পদ্মা, রসযুক্ত হাস্যপরিহাস দ্বারা, বান্দ্য দ্বারা, নৃত্য দ্বারা, করগ্রহ
দ্বারা ও অন্যান্য নানাপ্রকার জলবিহার দ্বারা জলযোধন * বিষয়ে
মত্ত সখীগণের মনোহরণ করিলেন। সখীগণ কর্তৃকও তাঁহার মন
অন্ত হইল ॥ ১৮

* জলযোধন অর্থাৎ জলে মাতা ও হাঁপাই ঝোড়া ।

জলাং সমুখায় মহাহ ভূষা

জগাম নির্দিষ্টকদম্বমণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥

স্বখে শয়ানং মণিবেদিকাগতং

কঙ্কিং পুরস্তাদতিসূর্য্যবর্চসম্ ।

মহামণিত্রাতবিভূষণাচিতং

শুকেন সার্কিঃ তমুদৈক্ষতেশম্ ॥ ২০ ॥

তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং

পীতাম্বরং চারুসরোজলোচনম্ ।

আজানুবাহুং পৃথুপীনবক্ষসং

শ্রীবৎসসংকৌস্তভ কান্তিরাজিতম্ ॥ ২১ ॥

তদদ্রুতং রূপমবেক্ষ্য পদ্মা

সংস্তম্ভিতা বিস্মৃতসংক্রিয়ার্ধা ।

অনন্তর স্মর-সন্তপ্ত হৃদয়া পদ্মা, মনে মনে শুকবাক্য আন্দোলন পূর্বক সখীগণ কর্তৃক পরিবৃত্তা হইয়া জল হইতে উদ্ভিতা হইলেন। পরে তিনি মহামূল্য ভূষণ পরিধান পূর্বক শুক-কথিত কদম্বতলে গমন করিলেন। ১৯ তিনি শূকের সহিত কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখবর্তী মণিবেদিকাতে কল্কি, শয়ন করিয়া স্বখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ, আদিভাতেজকেও পরাভব করিয়াছে। তাঁহার সর্কাস, মহামণিসমূহে বিভূষিত রহিয়াছে। ২০ সেই প্রভু কমলাপতি, তমাল-সদৃশ নীলবর্ণ, পীতবসন, রমণীয় পদ্ম-পলাসলোচন, অজানুলব্ধিত বাহু, পৃথু ও পীন বক্ষস্থল বিশিষ্ট, শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত ও কৌস্তভনগির কান্তিধারা বিরাজমান। পদ্মা, এই অদ্রুতরূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিতা ও সঙ্গোপিত হইয়া যথোপযুক্ত

হুপ্তং তু সংবোধয়িতুং প্রবৃত্তং
 নিবারয়ামাস বিশঙ্কিতাত্মা ॥ ২২ ॥
 কদাচিদেমোহতিবলোহতিরূপী
 মদদর্শনাং স্ত্রীহুমুপৈতি নাক্ষাৎ ।
 তদাত্ত্ব কিং মে ভবিতা ভবন্য
 বরণে শাপপ্রতিমেন লোকে ॥ ২৩
 চরাচরাত্মা জগতামধীশঃ
 প্রবোধিতস্তদ্যং বিবিচ্য ।
 দদর্শ পদ্মাং প্রিয়রূপশোভাং
 যথা রমা স্ত্রীমধুসূদনাগ্রে ॥ ২৪ ॥
 সংবীক্ষ্য মায়ামিব মোহিনীং তাং
 জগাদ কামাকুলিতঃ স কঙ্কিঃ ।
 সখীভিরীশাং সমুপাগতাং তাং
 কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্যাম্ ॥ ২৫ ॥

সংকার করিতে বিম্বতা হইলেন । শুক, কঙ্কিকে জাগরিত করিতে
 প্রবৃত্ত হইলে পদ্মা শঙ্কাকুল হৃদয়ে তাহাকে নিবেদন করিলেন । ২২ (ও
 কহিলেন) এই মহাবীর কমনীয়াকৃতি পুরুষ, যদি আমাকে দেখিয়া
 স্ত্রীলোকের অবয়ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে মহাদেবের বরে আমার কি
 লাভ হইল, তাঁহার বর আমার শাপস্বরূপ হইতেছে । ২৩ অনন্তর চরাচর
 জগতের অন্তরাত্মা জগদীশ্বর কঙ্কি, পদ্মার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে
 পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদন-মূর্ত্তির সম্মুখে যেমন
 লক্ষী অবস্থান করেন, তাহার স্থায় পরমরূপবতী সুলোচনা পদ্মা তাঁহার
 সম্মুখে দণ্ডায়মানা আছেন । ২৪ তিনি, সখীগণের সহিত সমুপস্থিতা ও
 কটাক্ষ-বিক্ষেপ-মাত্রে বিনম্রমুখী নাক্ষাৎ মায়ায় স্থায় সন্মোহজননী

হঁহৈহি স্বস্বাগতমস্ত ভাগ্যাৎ

সমাগমস্তে কুশলায় মে স্যাৎ ।

তবানেন্দুঃ কিল কামপূৰ-

তাপাপনোদায় স্বথায় কান্তে ॥ ২৬ ॥

লোলাক্ষি-লাবণ্য-রসামৃতং তে

কামাহিদক্ৰিয়া বিধাতুবস্য ।

তনোতু শান্তিঃ স্বকৃতেন কৃত্যা-

স্বদুৰ্ভাঃ জীবনমাপ্তিতস্য ॥ ২৭ ॥

বাহু তবৈতৌ কুরুতাং মনোজ্যৌ

হৃদি স্থিতং কামমুদন্তবাসম্ ।

চাৰ্কাযতো চারুনখাঙ্কুশেন

দ্বিপং যথা সাদিবিদীৰ্ণকুস্তম্ ॥ ২৮ ॥

স্তনাবিমাৰুথিতমস্তকৌ তে

কামপ্রতোদাবিব বাসসাক্তৌ ।

রাজকুমারী পদ্মাকে দেখিয়া সকাম হৃদয়ে कहিলেন । ২৫ কান্তে !
নিকটে আইস । তোমার আগমন মঙ্গলেব কারণ হউক । তোমা-
সহিত আমার সমাগম হইল । তোমার বদনেন্দু হইতে আমার স্মর-
তাপাপনোদন ও সুখবর্ধন হউক । ২৬ চঞ্চলনয়নে ! আমি জগতেব
বিধাতা হইলেও মন্থরূপ কাল সৰ্প আমাকে দংশন করিয়াছে । এক্ষণে
তোমার লাবণ্যরূপ অমৃত বাত্বিরেকে তাহার শান্তি হইবার উপায়ান্তর
নাই । এই শান্তি বহু পুণ্যদ্বারা বা পুৰুষার্থ-দ্বারাও দুৰ্ভব এবং ইহা
আশ্রিত ব্যক্তির জীবন-স্বরূপ । ২৭ যস্তা যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মত্ত মাংস-
স্কের কুস্ত বিদীৰ্ণ করে, তাহার ন্যায় তোমার এই মনোহর রমণীয় ও
আয়ত বাহুদয়, চারুনখরূপ অঙ্কুশদ্বারা আমার হৃদয়স্থিত মদনরূপ

মমোরসা ভিন্ননিজাভিমানো

স্ববর্তুলো ব্যাদিশতাং প্রিয়ং মে ॥ ২৯ ॥

কাস্তস্য সোপানমিদং বলিত্রয়ং

সূত্রেণ লোমাবলিলেখনক্ষিতম্ ।

বিভাজিতং বেদিবিলগ্নমধ্যমে !

কামস্য দুর্গাশ্রয়মস্তু মে প্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

রস্তোরু ! সন্তোগসুখায় মে স্যাৎ

নিতম্ববিশ্বং পুলিনোপমং তে ।

তম্বঙ্গি ! তম্বংশুকসঙ্গশোভং

প্রমত্তকামাবিমদোদ্যমগ্নম্ ॥ ৩১ ॥

মত্তমাতঙ্গকে ক্ষতবিক্ত ও নির্বাসিত করুক । ২৮ তোমার এই বসনা-
রূত স্ববর্তুল স্তনযুগল, মদনের প্রচোদের * ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া
রহিয়াছে । ইহারা আমার বক্ষঃস্থল দ্বারা খর্ষীকৃত হইয়া আমার মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ করুক । ২৯ প্রিয়তমে ! তোমার মধ্যদেশ যজ্ঞবেদির মধ্য-
দেশের ন্যায় ক্ষীণ । সূত্রদ্বারা বিভক্ত রোমাবলী-চিহ্ন-যুক্ত এই বলি-
ত্রয়, মদনের সোপান ও অবস্থানের দুর্গ-স্বরূপ হইতেছে । এই ক্ষণে
ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হউক । ৩০ রস্তোরু ! তোমার এই নিতম্ব-বিশ্ব
হৃদ-অংশুক-সংসর্গে শোভমান ও পুলিনসদৃশ । কুশাঙ্গি ! তোমার এই
নিতম্ব হইতে মদনমত্ত ব্যক্তির মদন-মত্ততা-কৃত উদ্যম হ্রাস হয় । এক্ষণে
ইহা আমার সন্তোগ-সুখের কারণ হউক । ৩১ আমার হৃদয়রূপ নির্মল
সলিলে অবস্থিত, অঙ্গুলিরূপ পত্রদ্বারা চিত্রিত, মরাল-সদৃশ-শব্দ-কারী
নৃপুংস দ্বারা শোভিত, পরম রমণীয় তদীয়পদপঙ্কজদ্বয় হইতে আমার
মদন-রূপ-বিষধর-দংশন-জনিত বিষের উপশম হউক । ৩২

পাদান্বুজং তেহস্মলিপত্রচিত্রিতং

বরং মরালকগনুপুরাবৃতম্ ।

কামাহির্দৃষ্টস্য মমাস্তু শান্তয়ে

হৃদি স্থিতং সদ্মঘনে স্তশোভনে ॥ ৩২ ॥

শ্রুত্বৈতদ্বচনামৃতং কলিকুলধ্বংসস্য কঙ্কেরলং

দৃষ্ট্বা সৎপুরুষত্বমস্য মুদিতা পদ্মা সখীতিবর্তা ।

কান্তং ক্রান্তমনাঃ কৃতাজ্জলিপুটা প্রোবাচ তৎ সমদরং

ধীরং ধীরপুরুষতং নিজপতিং নত্বা নমংকঙ্করা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে পদ্মা-কঙ্কি-

সাক্ষাৎ-সংবাদো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অনন্তর পদ্মা, কলি-কুল-ধ্বংসকারী কঙ্কির অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুরুষত্ব অক্ষত দেখিয়া সান্তিশয় আনন্দিতা হইলেন । পরে তাঁহার মন কঙ্কি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে তিনি সখীগণের সহিত মস্তক অবনত করণ পূর্বক নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে ধীরজন-সমাদৃত নিজপতি কল্কিকে সমাদর পূর্বক ধীরে ধীরে কহিলেন । ৩৩

কঙ্কিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয়ে অংশে পদ্মা-কঙ্কি-সাক্ষাৎ-

সংবাদ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মা পদ্মা তং হরিং মহা প্রেমগদগদভাষিণী ।

তুষ্টাব ব্রীড়িতা দেবী করুণাবরুণালয়ম্ ॥ ১ ॥

প্রসীদ জগতাং নাথ ! ধর্মবর্ষম্ ! রমাপতে ! ।

বিদিতোহসি বিশুদ্ধাত্মন ! বশগাং ত্রাহি মাং প্রভো ॥ ২ ॥

ধন্যাং কৃতপুণ্যাং উপোদানজপব্রতৈঃ ।

ত্বাং প্রতোষ্য ছুরাধ্যাং লব্ধং তব পদাম্বুজম্ ॥ ৩ ॥

আজ্ঞাং কুরু পদান্তোজং তব সংস্পৃশ্য শোভনম্ ।

সূত কহিলেন । অনন্তর দেবী পদ্মা, সেই করুণানিধি কল্কিকে
বিষ্ণু বিবেচনা করিয়া লজ্জিতা ও প্রেমগদগদভাষিণী হইয়া স্তব করিতে
লাগিলেন । ১ রমাপতে ! আপনি জগতের নাথ ও ধর্মের কণ্ঠকস্বরূপ ।
বিশুদ্ধাত্মন ! আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, প্রভো ! এক্ষণে আমি
আপনকার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন । ২ আমি
ধন্যা ও পুণ্যবতী, আপনি ছুরাধ্যা হইলেও আমি তপস্যা দান
জপ ও ব্রত দ্বারা আপনাকে পরিভূষ্ট করিয়া আপনকার পাদপদ্ম
ঘাত করিলাম । ৩ আপনি এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি আপনকার

ভবনং যামি রাজানমাখ্যাভূং স্বাগতং তব ॥ ৪ ॥

ইতি পদ্মা রূপসদ্মা গত্বা স্বপিতরং নৃপম্ ।

প্রোবাচাগমনং কঙ্কের্বিক্ষোরংশস্য দৌত্যকৈঃ ॥ ৫ ॥

সখীমুখেন পদ্মায়াঃ পাণিগ্রহণকান্যয়া ।

হরেরাগমনং শ্রুত্বা সহর্ষোহভূৎ বৃহদ্রতঃ ॥ ৬ ॥

পুরোধনা ব্রাহ্মণৈশ্চ পাত্রের্মিত্রৈঃ স্তম্ভলৈঃ ।

বাদ্যতাণ্ডবগীতৈশ্চ পূজায়োজনপানিভিঃ ॥ ৭ ॥

জগামানয়িতুং কঙ্কিং সার্কং নিজ্জনৈঃ শ্রুত্বাঃ ।

মণ্ডয়িত্বা কারুমতীং পতাকাশ্রবণতোরণৈঃ ॥ ৮ ॥

ততো জলাশয়াভ্যাসং গত্বা বিষ্ণুবণঃস্বতম্ ।

মণিবেদিকয়াসীনং ভুবনৈকগতিং পতিম্ ॥ ৯ ॥

সুকোমল পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া গৃহে গমন পূর্বক রাজার নিকট আপনকার শুভাগমন-বার্তা নিবেদন করি । ৪ নিক্রপম-রূপবতী পদ্মা, এই কথা বলিয়া পিতার নিকট গমন পূর্বক দূত দ্বারা বিষ্ণুর অংশ কল্কির আগমন-বৃত্তান্ত कहিলেন । ৫ বৃহদ্রত রাজা, পদ্মার সখীর নিকট যখন শুনিলেন যে, বিষ্ণু বিবাহার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার আঙ্কাদের পরিসীমা থাকিল না । ৬ পরে তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ পান্ড ও মিত্রগণের সহিত পূজার আয়োজন সমভিব্যাহারে লইয়া মাস্তলিক নৃত্য গীত ও বাদ্য (শ্রবণ ও দর্শন করিতে করিতে) ৭ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার অল্পগামী হইল । পতাকা ও শ্রবণময় তোরণসমূহদ্বারা কারুমতী পুরী বিভূষিতা হইল । ৮ অনন্তর বৃহদ্রত রাজা, জলাশয়ের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বিষ্ণু-বংশীয় পুত্র অগতির গতি জগৎপতি বিষ্ণু, মণিবেদিকাতে সমাসীন

ঘনাবনোপরি যথা শোভন্তে রুচিরাণ্যহো ।

বিদ্যাদিত্ত্রাযুধাদীনি তথৈব ভূষণান্যত ॥ ১০ ॥

শরীরে পীতবাসাগ্রঘোরভাসা বিভূষিতঃ

রূপলাবণ্যসদনে মদনোদ্যমনাশনে ॥ ১১ ॥

দদর্শ পুরতো রাজা রূপশীলগুণাকরম্ ।

সাক্ষঃ সপুলকঃ ক্রীশং দৃষ্ট্বা সাধু তমর্চয়ৎ ॥ ১২ ॥

জ্ঞানাগোচরমেতন্মে তবাগমনমীশ্বর ! ।

যথা মাত্তাত্পুত্রস্য যত্ননাথেন কাননে ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা তং পূজয়িত্বা সমানীয় নিজাশ্রমে ।

হৃদ্যাশ্রমাদসংবাধে স্থাপয়িত্বা দদৌ স্ত তাম্ ॥ ১৪ ॥

পদ্মাং পদ্মপলাশাক্ষীং পদ্মনেত্রায় পদ্মিনীম্ ।

আছেন।৯ মূলবর্ষণকারী কৃষ্ণমেঘের উপর যেমন মনোহর বিদ্যৎ
ইন্দ্রাযুধ প্রভৃতি শোভা পায়, তাহার ন্যায় (কৃষ্ণবর্ণ কল্কির অঙ্গে)
বিবিধ ভূষণ সমুদায় শোভা পাইতেছে।১০ রূপলাবণ্যের আলয় মদন
পরাজয়কারী তদীয় শরীর, পীতবসনের অগ্রভাগস্থিত ঘোর কাস্তিধারা
বিভূষিত হইয়াছে।১১

অনন্তর রাজা, রূপবান্ গুণসম্পন্ন সুশীল ক্রীপতি কঙ্কিকে সম্মুখে
দেখিয়া পুণ্যকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে
বধাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া (কহিলেন) ১২ জগদীশ্বর! যত্ননাথ
যেমন কানন মধ্যে মাত্তাতার পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন,
তাহার ন্যায় এখানে আপনকার আগমন আমার স্বপ্নেরও অগোচর।১৩
রাজা এই কথা বলিয়া পূজা করিয়া কঙ্কিকে হৃদ্যা ও প্রাসাদ-মালায়
সুশোভিত নিজ সদনে আনয়ন পূর্বক সযত্নে রাখিয়া কন্যাদান করি-
লেন।১৪ তিনি পদ্মবোনির আদেশ অনুসারে পদ্মপলাশলোচন পদ্ম-

পদ্মজাদেশতঃ পদ্মনাভায়াদাং যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥

কঙ্কিলক্কা প্রিয়াং ভার্যা সিংহলে সাধুসংকৃতঃ ।

সমুদান বিশেষজ্ঞঃ সমীক্ষ্য দ্বীপমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥

রাজানঃ স্ত্রীহমাপন্নাঃ পদ্মায়াঃ সখিতাং গতাঃ ।

দ্রষ্টুং সমীযুঃ স্তুরিতাঃ কঙ্কিং বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ॥ ১৭ ॥

তাঃ স্ত্রিয়োহপি তমালোক্য সংস্পৃশ্য চরণাস্বুভূম্ ।

পুনঃ পুংস্ত্বং সমাপন্না রেবাস্মানাতং তদাজ্ঞয়া ॥ ১৮ ॥

পদ্মাকঙ্কা গৌরকৃষ্ণৌ বিপরীতান্তরাবুভৌ ।

বহিঃস্ফূটৌ নীলপীত-বাসোব্যাঞ্জনৈ পশ্যতু ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা প্রভাবং কলকেষু রাজানঃ পরমাদ্ভুতম্ ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুচ্ছবুঃ শরণার্থিনঃ ॥ ২০ ॥

নাভ কঙ্কির নিকট, পদ্মপলাশনযনা পদ্মিনী পদ্মাকে যথানিয়মে সমর্পণ করিলেন। ১৫ বিশেষজ্ঞ কঙ্কি, প্রিয়তমা ভার্যাকে লাভ করিয়া সাধুগণ কর্তৃক উত্তম সংকৃত হইয়া সিংহল দ্বীপ উত্তমস্থান দেখিয়া কিছুদিন সেই স্থলে বাস কবিলেন। ১৬ যে সকল রাজা নারীর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখী হইয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বরাষিত হইয়া জগৎপতি কঙ্কিকে দেখিবার জন্ত আগমন করিলেন। ১৭ তাঁহারা কলকিকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে রেবানদীতে স্নান করিবামাত্র ক্লারীভাব পরিহার পূর্বক পুনর্বার পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলেন। ১৮ পদ্মা গৌরবর্ণা ও কলকি কৃষ্ণবর্ণ, এ উভয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন, এই জন্যই যেন পদ্মার নীলাম্বর ও কলকির পীতাম্বর-রূপ বাহ্যবর্ণ প্রকাশিত হইয়া সকলকে পরস্পর রূপের সমন্বয় দেখাইতেছে। ১৯ রাজগণ কলকির পরম অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া শরণাপন্ন হইয়া সান্তিশয় ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০

রাজ্ঞান উচুঃ ।

জয় জয় নিজমায়য়া কল্লিতাশেষবিশেষকল্পনা-
পরিণাম ! জলাপ্পু তলোকত্রয়োপকরণমাকলয্য মনুমনি-
শম্য পূরিতমবিজ্ঞনাবিভূর্তমহামীনশরীর ! ত্বং নিজ-
কৃতধৰ্ম্মসেতুসংরক্ষণকৃতাবতারঃ ॥ ২১ ॥

পুনরিহ দিতিজ-বল-পরিলজ্জিত-বাসব-সৃদনাদৃত-
জিত-ভুবন-পরাক্রম-হিরণ্যাক্ষ নিধন-পৃথিব্যুদ্ধরণ-সংক-
ল্পাভিনিবেশেন ধৃত-কোলাবতারঃ পাহি নঃ ॥ ২২ ॥

পুনরিহ জলধি-মথনাদৃত-দেবদানবগণ মন্দরাচলা-
নয়ন-ব্যাকুলিতানাং সাহায্যেনাদৃতচিহ্নঃ পর্বতোদ্ধ-
রণামৃতপ্রাশনরচনাবতারঃ কুর্মাकारः প্রসীদ পরেশ !
ত্বং দীননৃপাণাম্ ॥ ২৩ ॥

রাজগণ কহিলেন, কল্কে ! আপনার জয় হউক। আপনি নিজ
মায়াদ্বারা জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করিতেছেন এবং আপনার
মায়াবলেই তাহার পরিণতি হইতেছে। আপনি ত্রিভুবনের উপকরণ
সমুদায় জলপ্লাবিত হইয়াছে, দেখিয়া ও বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে না
শুনিয়া পক্ষী ও জনপ্রাণিশূন্য বিজন্ স্থানে মহামীনরূপে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। নিজকৃত ধৰ্ম্মরূপ সেতুরক্ষার নিমিত্তই আপনি ঈদৃশ
মীন অবতার হন। ২১ যখন দানবসেনাগণ দেবরাজকে পরাজয়
করিতে লাগিল, ও ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ, ঐ দেবরাজকে
সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার বিনাশ ও পৃথিবী-উদ্ধার-
করণ-সংকল্পে আপনি মহাবরাহ অবতার হইয়াছিলেন। অধুনা
আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন। ২২ পূর্বে যখন দেবগণ ও দানব-
গণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্স্থন্য মন্দরাচল স্থাপনের স্থান না পাওয়াতে
ব্যাকুলিতচিহ্ন হইয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদের সাহায্যদানে

পুনরহি ত্রিভুবনজয়িনো মহাবলপরাক্রমস্য হিরণ্য-
কশিপোরদিতানাং দেববরাণাং ভয়ভীতানাং কল্যা-
ণায় দিতিস্ততবধপ্রেম্পূত্রক্লণো বরদানাদবধাম্য ন
শস্ত্রাস্ত্ররাত্রিদিবাস্বর্গমর্ত্যপাতালতলে দেবগন্ধর্বকিন্নর-
নরনাগৈরগতি বিচিন্ত্য নরহরিরূপেণ নখাগ্রতিমারুঃ
দর্শদন্তুচ্ছদং ত্যক্তোষুং কৃতবানসি ॥ ২৪ ॥

পুনরহি ত্রিজগজ্জয়িনো বলেঃ সত্রে শক্রানুজো
বটুবামনো দৈত্যসংমোহনায় ত্রিপদভূমিঘাচ্ঞাচ্ছলেন

কৃতসঙ্কল্প হইয়া কুর্মাবতার হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা পর্কত ধারণ করেন।
দেবতাদিগের অমৃতপান-সম্পাদনের অভিপ্রায়েই আপনার কুর্মমূর্ত্তি
ধারণ করা হইয়াছিল। অধুনা পরমেশ্বর! আপনি এই দীন হীন
রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৩ যখন মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিভুবন-
বিজয়ী হিরণ্যকশিপু, প্রধান প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে
লাগিল, দেবতারাও যখন ঐ দৈত্যভয়ে সাতিশয় ভীত হইলেন,
তখন আপনি তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ঐ দৈত্যরাজের বধে কৃতসঙ্কল্প
হন, পরন্তু উক্ত দৈত্যরাজ এক্ষার বর দ্বারা অবধ্য অর্থাৎ ত্রাস্তা
তাহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, দেবতা গন্ধর্ব কিন্নর নর বা
নাগ, শস্ত্র দ্বারা বা অস্ত্র দ্বারা, রাক্ষসে বা দিবাতে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে বা
পাতালে (তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না)। আপনি এই
সমস্ত বিবেচনা করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। (দৈত্যরাজ
আপনাকে দেখিয়াই ক্রোধে) দন্ত দ্বারা অথবা দংশন পূর্বক (বন্ধপরি-
কর হইল)। আপনি নখাগ্র দ্বারা তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাকে
যমসদনের অতিথি করিলেন। ২৪ পুনর্ব্বার আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী
বলি রাজার যজ্ঞে দেবরাজের অনুজ হইয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক

বিশ্বকায়ন্তু চুৎসৃষ্ট জল-সংস্পর্শ বিরুদ্ধমনোহতিলাষস্তু
ভূতলে বলেদৌবারিকত্বমঙ্গীকৃতমুচিতং দানফলম্ ॥২৫॥

পুনরিত্ত্ব হৈহায়াদিনৃপাণাম্ অমিতবলপরাক্রমাণাং
নানামদোল্লজিতমর্যাদাবত্নানাং নিধনায় ভৃগুবংশজো
জামদগ্ন্যঃ পিতৃহোমধেনুহরণপ্রবুদ্ধমন্যুবাশাং ত্রিসপ্ত-
কৃত্বো নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথিবীং কৃতবানসি পরশুরামা-
বতারঃ ॥ ২৬ ॥

পুনরিত্ত্ব পুন্সন্ত্যবংশাবতংসস্য বিশ্রবসঃ পুত্রস্য
নিশাচরস্য রাবণস্য লোকত্রয়তাপনস্য নিধনমুররীকৃত্য
রবিকুলজাতদশরথাত্মজো বিশ্বামিত্রাদস্ত্রাণুপলভ্যবনে

উক্ত দৈত্যরাজকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ত্রিপাদ ভূমি যাক্রা
করিয়াছিলেন। পরে উৎসর্গার্থ জল পরিত্যাগ করিবামাত্র আপনার
মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে আপনি বিরটিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া
(এক এক পদ পরিমাণে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোক গ্রহণ করিয়া
দেবরাজকে প্রদান করিলেন)। পরে আপনি বলিকে পাতালতলে
প্রেরণ করিয়া ত্রিলোকদানের ফলস্বরূপ আপনি তাহার দৌবারিক
হইয়া থাকিলেন। ২৫ পরে অতুল-বল-পরাক্রমশালী হৈহয় প্রভৃতি
ভূপালগণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক মর্যাদা লঙ্ঘন
করিলে তাহাদের বধের নিমিত্ত পুনর্বার আপনি ভৃগুবংশাবতংস-জাম-
দগ্ন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে আপনি এই পরশুরাম অব-
তারে পিতার হোমধেনু-হরণ হেতু সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে
একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। ২৬ অনন্তর পুন্সন্ত্যবংশাবতংস
বিশ্রবা মুনির পুত্র নিশাচর রাবণের প্রতাপে লোকত্রয় তাপিত হইলে
তাহার বধোদ্দেশে আপনি সূর্য্যকুল-সন্তৃত রাজা দশরথের পুত্র হইয়া

সীতাহরণবশাৎ প্রবুদ্ধমনুনা অম্বুধিঃ বানরৈর্নিবধ্য
সগণং দশকঙ্করং হতবানসি রামাবতারঃ ॥ ২৭ ॥

পুনরিহ যদুকূল-জলধিকলানিধিঃ সকলস্ত্রগণসেবিত-
পাদারবিন্দদ্বন্দ্বুঃ বিবিধদানবদৈত্যদলন-লোকত্রয়ছরিত-
তাপনো বশুদেবাত্মজো রামাবতারো বলভদ্রসু-
মসি ॥ ২৮ ॥

পুনরিহ বিদিকৃত-বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শন-
সংস্থগঃ সংসারকর্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভীষবিলামচাতুরীং
প্রকৃতিবিমাননামসম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্তুমসি ॥ ২৯ ॥

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্র শিক্ষা
করিয়া যখন (পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে) বন গমন করেন, তখন উক্ত রাবণ
সীতাহরণ করিয়াছিল। তাহাতে আপনি রোষ-পরবশ হইয়া বানর-
সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সাগর বন্ধন করিয়া রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া-
ছিলেন। ২৭ পরে পুনর্বার আপনি যদুকূলরূপ সাগরের শশধরস্বরূপ
বশুদেবতনয় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ-দৈত্য-দানব-দলন দ্বারা
লোকত্রয় হইতে দূরত দূর করিয়াছিলেন। তাহাতে সমুদায় দেবগণ
সেই কৃষ্ণ অবতারের পদারবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন! সেই
সময় আপনি বলরামরূপেও অবতীর্ণ হন। ২৮ পুনর্বার আপনিই
বিধাতৃবিহিত বৈদিক-ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ যাগাদি-করণে নানাপ্রকার
তুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ পরিহার
করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের
অবমাননা করেন নাই। ২৯

বৌদ্ধেরা প্রাকৃতিক প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত আর
কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ আশ্রয়পদেশ-
রূপ বেদাদি গ্রন্থাদির মাননীয় নহে। ২৯

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধপাষণ্ডশ্লেচ্ছাদী-
নাঞ্চ বেদধর্মসেতুপরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপে-
ণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিরয়াহুত্বানসি তবানুকম্পাং কিমিহ
কথয়ামঃ ॥ ৩০ ॥

ক তে ব্রহ্মাদীনামবিদিতবিলাসাবতরণং
ক নঃ কামা বামাকুলিতমৃগতৃষ্ণার্তমনসাম্ ।
অহুপ্রাপ্য যুগ্মচরণ জলজালোকনমিদং
কৃপাপারাবারঃ প্রমুদিতদৃশাখ্যায় নিজান্ ॥ ৩১ ॥
ইতি শ্রীকল্কিপু্রাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে
নৃপাণাং স্তবো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এক্কে আপনি কলিকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড শ্লেচ্ছ
প্রভৃতির শাসনের নিমিত্ত কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক-ধর্মরূপ
নতু রক্ষা করিতেছেন । অত আপনি আমাদিগকে স্ত্রীত্বরূপ নরক
হইতে উদ্ধার করিলেন, অতএব আমরা আপনকার অনুগ্রহের কথা
কে বলিব । ৩০ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও যাহার লীলা অবগত হইতে
মর্থ নহেন ; তাদৃশ আপনার অবতারের বিষয় কোথায় ? এবং যাহারা
গমিনীদর্শনে মদনশরে জর্জরিত হয ও যাহাদের মন মৃগতৃষ্ণায় প্রপী-
ড়িত, তাদৃশ (নরাদম) আমরাই বা কোথায় ? আমাদের পক্ষে
আপনকার চরণকমল-দর্শন অতীব দুর্লভ । আপনি কৃপাসিদ্ধ । আমরা
আপনকার অনুগত । আপনি প্রীত নয়নে আমাদিগকে সমাশ্বাসিত
করুন । ৩১

কল্কিপু্রাণে অনুভাগবতে ভবিষ্যকথনে দ্বিতীয় অংশে
রাজগণের স্তবনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

ক্লিপুৰাম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

প্ৰথমোধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

শ্ৰুত্বা নৃপাণাং ভক্তানাং বচনাং পুরুষোত্তমঃ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রবিটশূদ্ৰ-বর্ণানাং ধৰ্ম্মমাহ যৎ ॥ ১ ॥

প্ৰবৃত্তানাং নিবৃত্তানাং কৰ্ম্ম যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

সৰ্ব্বং সংশ্ৰাবয়ামাস বেদানামনুশাসনম্ ॥ ২ ॥

ইতি কথৈৰ্বচঃ শ্ৰুত্বা রাজানো বিযদাশয়াঃ ।

প্ৰাণপত্য পুনঃ প্ৰাহুঃ পূৰ্ব্বাস্তু গতিমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

স্ত্ৰীত্বং বাপ্যথবা পুংস্ত্বং কস্য বা কেন বা কৃতম্ ।

জরা-যৌবন-বাল্যাদি স্তথচুঃখাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪ ॥

স্বত কহিলেন । পুরুষোত্তম কহি, ভক্ত ভূপতিগণের বাক্য শ্রব
করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধৰ্ম্ম কহিলেন
সংসারাসক্ত ও বীতরাগ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেদবিহিত যে যে ক
কথিত আছে, তৎসমুদায়ও তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন । ২ রাজ
কহিল নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্রহৃদয় হইলেন, পরে তাহা
কহিকে পুনর্বার নমস্কার করিয়া আপনাদের অতীত অবস্থা বিষয়ে প্ৰ
করিলেন (৩ কহিলেন) ৩ কাহা হইতে কি কারণে মনুষ্যগণ স্ত্রী পুং

কস্মাৎ কুতো বা কস্মিন্ বা কিমেতদিতি বা বিভো ! ।

অনির্ণীতানাবিদিতানাপি কস্মাণি বর্ণয় ॥ ৫ ॥

(তদা তদাকৰ্ণ্য কল্কিরনন্তঃ মুনিগম্মরং ।)

সোহপ্যনন্তো মুনিবরস্তীৰ্থপাদো বৃহদব্রতঃ ॥ ৬ ॥

কল্কেদর্শনতো মুক্তিমাকলষ্যাগতস্তরন ।

সমাগত্য পুনঃ প্রাহ কিং করিস্যামি কুত্র বা ।

যাস্যামীতি বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ হনন্ মুনিম্ ॥ ৭ ॥

কৃতং দৃষ্টং ত্বয়া সৰ্ব্বং জ্ঞাতং যাহ্নিবর্তকম্ ।

অদৃষ্টমকৃতঞ্চৈতি শ্রুত্বা হৃষ্টগনা মুনিঃ ॥ ৮ ॥

গমনায়োদ্যতং তং তু দৃষ্ট্বা নৃপগণাস্ততঃ ।

ভেদে বিভিন্ন হয় ? বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং সুখ দুঃখ শ্রুতিঃ কি কারণে কোথা হইতে হয় ? ইহার কারণ কি ? আপনি বলুন এবং অন্তান্ত যে যে বিষয় আমরা অপরিজ্ঞাত আছি, তাহাও আপনি বর্ণন করুন । ৫

(কল্কি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্ত নামক মুনিকে স্মরণ করিলেন ।) দীৰ্ঘকালব্যাপি তীর্থবানী এতধারী-মুনিবর অনন্তও স্মৃত হইবানাত্মক কল্কির দর্শনে মুক্তি হইবে, বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, কারণ তাঁহারও মুক্তি লাভ করিবার উপায়ান্তর ছিল না । তিনি কল্কির নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে ? কোথাই বা যাইতে হইবে ? আজ্ঞা করুন, কল্কি, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হান্য পূৰ্বক কহিলেন, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা ভুমি সমুদায়ই দেখিয়াছ ও সমুদায়ই জ্ঞাত আছ । অদৃষ্ট কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, কৰ্ম্ম না করিয়াও কেহ তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না । মহর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ৮ পরে তিনি

কঙ্কিং কমলপদ্মাক্ষং শ্রোতুর্বিস্মিতচেতসঃ ॥ ৯ ॥

রাজান উচুঃ ।

কিমেনেন নাপি কথিতং ত্বয়া বা কিমুতান্নুত ।

সর্ব্বং তং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথোপকথনং দ্বয়োঃ ॥ ১০ ॥

নৃপাণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা তানাহ মধুসূদনঃ ।

পৃচ্ছতামুং মুনিং শাস্তুং কথোপকথনাদৃতাঃ ॥ ১১ ॥

ইতি কল্কের্বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা তে নৃপসত্তমাঃ ।

অনন্তমাত্ঃ প্রণতাঃ প্রশ্নপারতীর্ষবঃ ॥ ১২ ॥

রাজান উচুঃ ।

মুনে ! কিমত্র কথনং কঙ্কিনা ধর্ম্মবর্ন্মণা ।

হুর্বোধঃ কেন বা জাতস্তত্ত্বং বর্ণয় নঃ শ্রভো ! ॥ ১৩ ॥

গমন করিতে উদ্ভূত হইলে রাজগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
বিস্মিতচিত্ত হইয়া পরস্পরলালোচন কল্কি কহিলেন ১৯

রাজগণ কহিলেন, এই মহর্ষি কি বলিলেন ? আপনিই বা তাহার কি
উত্তর দিলেন ? আপনাদের পরস্পর কোন বিষয়ের কথোপকথন
হইল ? তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি ১০ মধুসূদন কল্কি, রাজ-
গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমাদের যে বিষয়ে কথোপ-
কথন হইল, তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই প্রশান্ত-
হৃদয় মুনিকে জিজ্ঞাসা কর ১১ রাজগণ কল্কির এই বাক্য শুনিয়া
প্রশ্নের মর্ম্ম জানিবার অভিপ্রায়ে অনন্তকে প্রশ্নাম করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন ১২

রাজগণ কহিলেন, মহর্ষে ! ধর্ম্মের কঙ্কু স্বরূপ কল্কির সহিত
আপনকার যে কথোপকথন হইল, তাহা অতীব হুর্বোধ, তাহার কারণ
কি ? আপনি আমাদের নিকট তাহাচ গূঢ় বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ১৩

মুনিরুবাচ ।

পুরিকায়াং পুরি পুরা পিতা মে বেদপারগঃ ।

বিজ্ঞমো নাম ধর্মজ্ঞঃ খ্যাতঃ পরহিতে রতঃ ॥ ১৪ ॥

সোমা মম বিভো ! মাতা পতিধর্মপরায়ণা ।

তয়োব্রঃপরিণতোঁ কালে ষণ্ডাকৃতিস্ত্বহম্ ॥ ১৫ ॥

সংজাতঃ শোকদঃ পিত্রোলোকানাং নিন্দিতাকৃতিঃ ।

নামালোক্য পিতা ক্লীবং দুঃখশোকভয়াকূলঃ ॥ ১৬ ॥

তাক্ত্বা গৃহং শিববনং গত্বা তুষ্ঠাব শঙ্করম্ ।

সংপূজ্যেণং বিধানেন ধূপদীপান্বুলেপনৈঃ ॥ ১৭ ॥

বিজ্ঞম উবাচ ।

শিবং শাস্ত্রং সর্বলোকৈকনাথং

ভূভবাসং বায়ুকৌকীভূষম্ ।

মুনি কহিলেন, পূর্বকালে পুরিকা নামী পুরীতে বেদ বেদাঙ্গপারগ পরম ধর্মজ্ঞ পরহিতৈষী কোন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিজ্ঞম। তিনিই আমার পিতা। ১৪ আমার মাতার নাম সোমা। তিনি পতিধর্ম-পরায়ণা ছিলেন। আমার পিতামাতার বয়ঃপরিণতি হইলে আমার জন্ম হইল, কিন্তু আমি ক্লীব হইলাম। ১৫ তাহাতে পিতামাতার শোক ও দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। আমার আকৃতি দেখিয়া সকলেই নিন্দা করিতে লাগিল। আমার পিতা আমাকে ষণ্ডাকৃতি ক্লীব দেখিয়া দুঃখ শোক ও ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া ১৬ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক শিববনে গমন করিয়া ধূপ দীপ ও চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধানে শঙ্করের পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১৭

বিজ্ঞম কহিলেন, যিনি সর্বলোকের অধিতীয় নাথ, যিনি মঙ্গলদায়ক,

জটাজুটাবন্ধগঙ্গাতরঙ্গঃ

বন্দে সাম্ভ্রানন্দসন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যাदि बह्विभिः स्तोत्रैः स्तुतः न शिवदः शिवः ।

ब्रषाकृष्टः असन्नात्रा पितरं प्राह मे ब्रह्म ॥ १९ ॥

विज्रमो मे पिता प्राह मंपुंस्त्रुं तापतापितः ।

हसन् शिवो ददৌ पुंस्त्रुं পার্শ্বত্যা প্রতিমোদিতঃ ॥ ২০ ॥

মম পুংস্ত্রুং বরং লব্ধ্বা পিতায়াতঃ পুনর্গৃহম্ ।

পুরুষং মাং সমালোকা সহর্ষঃ প্রিয়য়া সহ ॥ ২১ ॥

ততঃ প্রবয়সৌ নৌ তু পিতরৌ দ্বাদশাব্দকে ।

বিবাহং মে কারয়িত্বা বন্ধুভিনুদমাপতুঃ ॥ ২২ ॥

যজ্ঞরাতন্ত্রতাং পত্নীং মানিনীং রূপশালিনীম্ ।

যিনি সমুদায় প্রাণীর আশ্রয়, বাস্তুকি বাঁহার কণ্ঠভূষণ স্বরূপ, বাঁহার জটাজুটে গঙ্গাতরঙ্গ বন্ধ রহিয়াছে, সাম্ভ্রানন্দ-সন্দোহ-দায়ক সেই শঙ্করকে নমস্কার করি। ১৮ মঙ্গলদায়ক মহাদেব, এইরূপ বহুবিধ স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলেন এবং তিনি ব্রষাকৃষ্ট হইয়া প্রগল্ভ মুখে আমার পিতাকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। ১৯ আমার পিতা বিজ্রম কহিলেন, আমার পুত্র ক্লীব হওয়াতে আমি সাতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছি। মহাদেব হাস্ত করিয়া আমাকে পুরুষ হইবার বর দিলেন। পার্শ্বতীও তৎকালে যে বিষয়ে অহুমোদন করিলেন। ২০ অনন্তর আমার পিতা আমার পুরুষ রূপে বর লাভ করিয়া পুনর্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন আমাকে পুরুষাকৃতি দেখিয়া আমার পিতা মাতা উভয়েরই আনন্দোৎসাহ আর পরিনীমা থাকিল না। ২১

অনন্তর আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে আমার বন্ধু পিতা মাতা আমার বিবাহ দিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরম আনন্দোদিত হইলেন। ২২

প্রাপ্যাহং পরিতুষ্ঠাত্মা গৃহস্থঃ স্ত্রীবশোহভবম্ ॥ ২৩ ॥

ততঃ কতিপয়ে কালে পিতরৌ মে মূর্তৌ নৃপাঃ ! ।

পারলৌকিককার্য্যাণি স্তুহুস্তি ব্রাহ্মণৈবৃতঃ ॥ ২৪ ॥

তয়োঃ কুত্বা বিধানেন ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্ ।

পিত্রৌবির্যোগতপ্তোহহং বিষ্ণুনেবাপরোহভবম্ ॥ ২৫ ॥

তুফৌ হরির্মৈ ভগবান্ জপপূজাদিকৰ্ম্মভিঃ ।

স্বপ্নে নামাহ মায়েয়ং স্নেহমোহবিনির্মিতা ॥ ২৬ ॥

অয়ং পিতেয়ং মাতেরি মমতাকুলচেতনাম্ ।

শোকদুঃখভয়োদেগজরামৃত্যুবিধায়িকা ॥ ২৭ ॥

ঐহিকৈতি বচনং বিষণাঃ প্রতিবাদার্থমুদ্যতম্ ।

আমি, মানিনী রূপযৌবনসম্পন্ন। যজ্ঞরাত-তনয়াকে পরী রূপে লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হৃদয়ে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া উঠিলাম। ২৩ অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে আমার পিতামাতা পরলোক গমন করিলেন। আমি স্তুহুদগ ও ব্রাহ্মণ্যে পরিবৃত হইয়া তাহাদের পারলৌকিক কার্য্য ন্যায়ান করিলাম। ২৪ অনন্তর আমি পিতামাতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম। পরে পিতৃমাতৃবিরোগে নস্তপ্তহৃদয় হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ২৫ ভগবান্ হরি আমার জপ পূজা প্রভৃতি কৰ্ম্ম দ্বারা পরিতুষ্ট হইলেন এবং তিনি স্বপ্নে আমার নিকট কহিলেন, এই সংসারে স্নেহ মমতা প্রভৃতি সমুদায় আমারই মায়া, ২৬ ইনি আমার পিতা ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় তাহাদের মন আবুলিত হয়, তাহারা আমার মায়াতে শোক দুঃখ ভয় উদেগ জরা মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ অনুভব করে। ২৭ আমি বিষ্ণুর এই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইবামাত্র

মানালাক্ষ্যাস্তহিতঃ স বিনিদ্রোহহং ততোহভবম্ ॥২৮॥
 সবিশ্বয়ঃ সভার্যোহহম্ তাত্৩১ তাং পুরিকাং পুরীম্ ।
 পুরুষোত্তমাখ্যং শ্রীবিষ্ণোরালয়ক্কাগমং নৃপাঃ ! ॥ ২৯ ॥
 তত্রৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নিশ্চয়াশ্রমমুত্তমম্ ।
 সভার্য্যঃ সানুগামাত্যঃ করোমি হরিসেবনম্ ॥ ৩০ ॥
 মায়াসংদর্শনাকাজ্জ্জ্বল হরিসদ্যনি নঃস্থিতঃ ।
 গয়ান্ নৃত্যান্ জপান্ নাম চিস্তয়ান্ শমনাপহম্ ॥ ৩১ ॥
 এবং বৃত্তে দ্বাদশাব্দে দ্বাদশায়াং পারণাদিনে ।
 স্নাতুকামঃ সমুদ্রেহহং বন্ধুভিঃ সহিতো গতঃ ॥ ৩২ ॥
 তত্র মগ্নঃ জলানধৌ লহরীলোলসংকূলে ।
 সমুখাতুমশক্তং মাং প্রতুদন্তি জলচরাঃ ॥ ৩৩ ॥
 নিমজ্জনোমর্জ্জনেন ব্যাকুলীকৃতচেতসম্ ।

তিনি অন্তর্হিত হইলেন, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল ৷২৮৥ অনন্তর আমি
 বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া পুরিকা পুরী পরিত্যাগ পূর্বক ভার্য্যার সহিত বিষ্ণু
 আশ্রয় পুরুষোত্তম নামক স্থানে আগমন করিলাম ৷২৯৥ আমি সেই পুরু-
 ষোত্তমের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তম আশ্রম নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যার সহিত ও
 অল্পচরবর্গের সহিত হরি সেবা করিতে লাগিলাম ৷৩০৥ আমি সেই
 বিষ্ণু আবাসে অবস্থিতি পূর্বক তাঁহার মায়া সন্দর্শনার্থী হইয়া নৃত্য
 গান ও জপ দ্বারা শমনভয় নাশক হরিকে চিস্তা করিতে লাগিলাম ৷৩১৥
 এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল । এক সময় দ্বাদশীর পারণা দিবসে
 আমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া স্নান করিবার অভিলাষে সাগর
 কূলে গমন করিলাম ৷৩২৥ অনন্তর আমি সমুদ্রে যেমন নিমগ্ন হইয়াছি
 অমনি ভীষন তরঙ্গমালা দ্বারা আকুলীকৃত হওয়াতে আর উত্থিত হইতে
 নমর্থ হইলাম না । মৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ আমাকে ঠোকরাইতে

জলহিল্লোলমিলনদলিতাঙ্গমচেতনম্ ॥ ৩৪ ॥

জলধেদক্ষিণে কূলে পতিতং পবনোরতম্ ।

মাং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা বৃদ্ধশর্ম্মা বিজোক্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

সক্ষ্যামুপাস্য সযুগং স্বপুত্রং মাং সমানয়ং ।

স বৃদ্ধশর্ম্মা ধর্ম্মাত্মা পুত্রদারধনাস্থিতঃ ।

কুত্সারগম্যস্ত মাং তত্র পুত্রবৎ পর্য্যাপালয়ং ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্ক তত্র দীনাত্মা দিগ্দেশাভিজ্ঞ এব ন ।

দম্পতী তৌ অপিতরৌ মত্বা তত্রাবসং নৃপাঃ ! ॥ ৩৭ ॥

স মাং বিজ্ঞায় বহুধা বেদধর্ম্মেষু নুষ্ঠিতম্ ।

প্রদদৌ স্বাং তুহিতরং বিবাহে বিনয়াস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

লাগিল । ৩৩ আমি একবার ডুবিয়া যাই, একবার ভাসিয়া উঠি । এই
রূপে আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইল । আমি জলহিল্লোলে অচে-
তন হইয়া পড়িলাম । আমার সমুদায় অঙ্গ অবশ হইল । (আমি
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম) ৩৪ অনন্তর আমি বায়ুবেগে চালিত হইয়া
সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে নীত হইলাম । আমি সেই খানে পড়িয়া আছি,
এমন সময় বৃদ্ধশর্ম্মা নামে এক জন ব্রাহ্মণ আমাকে তদবস্থ দেখিয়া ৩৫
সকরুণ হৃদয়ে সক্ষ্য উপাসনান্তর আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন ।
ধর্ম্মাত্মা ও স্বীপুত্র-ধনাস্থিত বৃদ্ধশর্ম্মা আমাকে নীরোগ করিয়া পুত্র-
নির্বির্শেষে পালন করিতে লাগিলেন । ৩৬ রাজগণ ! আমি সেই স্থানে
দিক্ দেশ কিছুই জানিতে পারিলাম না, স্মৃত্যুঃ স্মৃতিশয় তুঃখিতান্তঃ-
করণে সেই ব্রাহ্মণদম্পতিকেই পিতামাতা বিবেচনা করিয়া সেই
খানেই বাস করিতে লাগিলাম । ৩৭ সেই ব্রাহ্মণ, নানা প্রকারে
আমাকে দেখিলেন যে, আমি বেদবিহিত ধর্ম্মে দীক্ষিত । তখন
তিনি বিনয়াস্থিত হইয়া তাঁহার কন্ঠার সহিত আমার বিবাহ দিলেন । ৩৮

লব্ধ্বা চামীকরাকারাং রূপশীলগুণাস্থিতাম্ ।
 নাম্না চাক্রমতীং তত্র মণিনীং বিস্মিতোহভবম্ ॥ ৩৯ ॥
 তয়াহং পরিতুষ্টাত্মা নানাভোগসুখাস্থিতঃ ।
 জনয়িত্বা পঞ্চ পুত্রান্ সংমদেনাবৃতোহভবম্ ॥ ৪০ ॥
 জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব কমলো বিমলস্তথা ।
 বুধ ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ বিদিতাস্তনয়া মম ॥ ৪১ ॥
 স্বজনৈর্বক্ষুভিঃ পুত্রৈর্ধনৈর্নানাদিধৈরহম্ ।
 বিদিতঃ পৃচ্ছিতো লোকে দেবৈরিন্দ্রো যথা দিবি ॥ ৪২ ॥
 বুধস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য বিবাহার্থং সমুদ্যতম্ ।
 দৃষ্ট্বা দ্বিজবরস্ত্র্যক্টো ধর্ম্মসারো নিজাং স্ততাম্ ॥ ৪৩ ॥
 দিৎসুঃ কৰ্ম্মাণি বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যাদয়ান্যপি ।

এই ব্রাহ্মণ-কন্টার নাম চাক্রমতী । ইহার বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ ।
 ইনি রূপ, গুণ ও শীলতা কিছুতেই নূন নহেন । আমি এই সম্মান-
 বোগ্যা পত্নী লাভ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম । ৩৯ এই
 চাক্রমতী আমাকে সর্বদা পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । আমি সেই
 স্থানে বিবিধ সুখবস্ত্রোগ করিতে লাগিলাম । কালক্রমে আমার
 পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হইল । আমি নিরন্তর আনন্দ সাগরেই মগ্ন থাকি-
 লাম । ৪০ আমার পঞ্চ পুত্রের নাম—জয়, বিজয়, কমল, বিমল, ও
 বুধ । ৪১ আমার পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অনেক হওয়াতে এবং আমি
 নানাশ্রকার ধনের অধীশ্বর হওয়াতে, যেমন দেবরাজ দেবলোকে
 দেবগণের পূজ্য হন, তাহার তায় আমি নকলের পূজ্য ও সর্বত্র বিখ্যাত
 হইলাম । ৪২ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বুধ । আমি বুধের বিবাহ
 দিতে উদ্যত হইলাম । ধর্ম্মসার নামে কোন ব্রাহ্মণ আমাকে পুত্রের
 বিবাহ দিতে উদ্যত দেখিয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে স্বীয় কন্যা ৪৩ দান

বান্দ্যোগীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ স্ত্রীস্তুগৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অহং পুত্রাভ্যাদয়ে পিতৃদেবর্ষিতপর্ণম্ ।

কর্তুং সমুদ্রবেলায়াং প্রবিষ্টঃ পরমাদরাৎ ॥ ৪৫ ॥

বেলালোলায়িতনুর্জলাতুথায় সত্বরঃ ।

তীরে সখীন্ স্নানসন্ধ্যা পরান্ বীক্ষ্যাহমুন্মনাঃ ॥ ৪৬ ॥

সদ্যঃ সমভবঃ ভূপাঃ ! দ্বাদশ্যাং পারণাদৃতান্ ।

পুরুষোত্তমসংবাসান্ বিষ্ণুনেবার্থমুদ্যতান ॥ ৪৭ ॥

তেহপি নামগ্রতঃ কৃত্বা তদ্রূপবয়সাং বিধিমা

বিস্ময়াবিষ্টমনসং দৃষ্ট্বা মামক্ৰুবন্ জনাঃ ॥ ৪৮ ॥

করিতে অভিলাষী হইলেন । তিনি কন্যার বিবাহার্শ্ব বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা অভ্যাদয়িক কৰ্ম সম্পন্ন করিলেন । বিবধ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত কামিনীগণ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল । স্রমধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা [সকলের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল ।] ৪৪

আমিও পুত্রের অভ্যাদয়ার্শ্ব পিতৃতপর্ণ, দেবতপর্ণ ও ঋষিতপর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পরম-যত্নপূর্বক সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলাম । ৪৫ [অনন্তর সমুদ্রজলে তপর্ণ ও স্নান সমাধা করিয়া] ত্বরান্বিত জল হইতে উত্থানপূর্বক তীরভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, [পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-স্থিত] আমার পূর্ব-বন্ধুগণ স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন । আমি এতৎ দর্শনে বার পর নাই উদ্বিগ্ন হইলাম । ৪৬ ভূপালগণ ! পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর সেবা ও দ্বাদশীর পারণের আয়োজন করিতেছেন, দেখিয়া তৎক্ষণাৎ [আমার মনে যে কিরূপ বিস্ময় ও উদ্বেগের আবির্ভাব হইল, বলিতে পারি না ।] ৪৭ পূর্বে [দ্বাদশীর পারণদিনে স্নানের সময়] আমার যাদৃশ রূপ ও যাদৃশ বয়ঃক্রম ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই । পুরুষোত্তমবাসী লোকেরা সম্মুখে আমাকে তাদৃশ বিস্ময়াবিষ্ট

অনন্ত । বিষ্ণুভক্তোহসি জলে কিং দৃষ্টবানিহ ।
 স্থলে বা ব্যগ্রমনসঃ লক্ষ্যামঃ কথং তব ॥ ৪৯ ॥
 পারণং কুরু তদ ক্রহি ত্যক্ত্বা বিস্ময়মাত্মনঃ ।
 তানক্রবমহং, নৈব কিঞ্চিৎ দৃষ্টং শ্রুতং জনাঃ ! ॥ ৫০ ॥
 কামাত্মা তৎ রূপগধীর্মায়াসন্দর্শনাদৃতঃ ।
 তয়া হরের্মায়ায়াহং মূঢ়ো ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 ন শর্য্য বেদ্বি কুত্রাপি স্নেহমোহবশং গতঃ ।
 আত্মনো বিস্মৃতিরিয়ং কো বেদ বিদিতাং তু তাম্ ॥ ৫২ ॥
 ইতি ভাৰ্য্যাধনাগার-পুত্রোদ্বাহানুরক্তধীঃ ।
 অনন্তোহহং দীনমনা ন জানে স্বাপসম্মিতম্ ॥ ৫৩ ॥

[ও ব্যাকুলিত] দেখিয়া দ্বিজাসা করিলেন, ৪৮ অনন্ত ! কিজন্য
 তোমাকে ব্যাকুল দেখিতেছি ? তুমি পরম বৈষ্ণব । তুমি জলে বা
 স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ ? ৪৯ যদি দেখিয়া থাক, বল । বিস্ময় পরি-
 ত্যাগ করিয়া পারণা কর । আমি তাহাদিগকে কহিলাম, জনগণ !
 আমি কিছু দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই । ৫০ পরন্তু আমি সাতিশয়
 কামমোহিত ও আমার অন্তঃকরণ অতীব দুর্বল । আমি ভগবানের
 মায়া সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম । [আমি যার পর নাই মুর্থ ।]
 আমি এক্ষণে সেই হরির মায়াদ্বারা ইতিকর্ষবাতাবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ।
 আমার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুলিত হইতেছে । ৫১ আমি স্নেহ ও মোহের
 ঈদৃশ বশবর্তী হইয়াছি যে, কিছুতেই স্থস্থির হইতে পারিতেছি না ।
 ফলতঃ আমি যে কতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি
 না, কিন্তু আমি যে হরির মায়াজালে পতিত হইয়াছি, তাহা কেহই
 অনুভব করিতে পারিল না । ৫২

এইরূপে দ্বীপত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহাদি বিষয়ে আমার মন
 সাতিশয় গুরুত্ব ও ধাবমান হওয়াতে আমি যার পর নাই বিষন্ন ও

মাং বীক্ষ্য মানিনী ভার্য্যা বিবশং মূঢ়বৎ স্থিতম্ ।

ক্রন্দন্তী কিমহোহকস্মাৎ আলপন্তী মমাস্তিকে ॥ ৫৪ ॥

ইহ তাং বীক্ষ্য তাং স্তত্র স্মৃত্বা কাতরমানসম্ ।

হংসোহপ্যেকো বোধয়িতুম্ আগতো মাং সছুক্তিভিঃ ॥ ৫৫ ॥

ধীরো বিদিতসর্বার্থঃ পূর্ণঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ৫৬ ॥

সূর্য্যাকারং সত্ত্বসারং প্রশান্তং দান্তং শুদ্ধং লোকশোকক্ষয়িস্কুম্ ।

মমাগ্রে তং পুঙ্গয়িত্বা মদঙ্গাঃ পপ্রচ্ছস্তে মৎশুভধ্যানকামাঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে

অনন্ত-মায়াদর্শনং নাম চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ভূখিত হইতে লাগিলাম। আমি অনন্ত কি আর কেহ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। (পুরুষোত্তমের ঘটনা সমুদায়) আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। ৫৪ ইত্যবসরে অভিমানবতী মদীয় ভার্য্যা আমাকে বিবশ ও মূঢ়ের ভায় অবস্থিত দেখিয়া, হার! অকস্মাৎ কি হইল! বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৫৫ আমি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ব্বজীকে দেখিয়া আমার সেই সকল স্ত্রী-পুত্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি স্মরণপূর্ব্বক যার পর নাই কাতর ও ভূখিত হইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে একজন পরমহংস সছক্তি দ্বারা আমাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ৫৬ এই পরম-হংস ধীর, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ ও পরম ধার্মিক। ৫৬ ইনি সূর্য্যের ভায় তেজস্বী, সত্ত্বগুণাবলধী, শাস্ত, বিগুহ ও সকলের শোক হৃৎথের উপশমকারী। আমার আত্মীয়গণ, আমার সমুখবর্ত্তী সেই পরম-হংসের পূজা করিয়া কি রূপে আমার কুশল হয়, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৫৭

কল্কিপুরাণে অহুভাগবতে ভবিষ্যকথনে দ্বিতীয় অংশে

অনন্ত-মায়া দর্শন-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

উপবিষ্টে তদা হংসে ভিক্ষাং কৃত্বা যথোচিতাম্ ।

ততঃ প্রাহুন্ননন্তস্য শরীরারোগ্যকাম্যয়া ॥ ১ ॥

হংসস্তেবাং মতং জ্ঞাত্বা প্রাহ মাং পুরতঃ স্থিতম্ ।

তব চাক্রমতী ভার্য্যা পুত্রাঃ পঞ্চ বুধাদয়ঃ ॥ ২ ॥

ধনরত্নান্বিতং সদ্য সম্বাধং সৌধসংকুলম্ ।

তাত্ত্বা কদাগতোহসীহ পুত্রোদ্বাহদিনেন তু ॥ ৩ ॥

সমুদ্রতীরসঞ্চারঃ পুরাং ধর্মজনাদৃতঃ ।

নিমন্ত্য মামিহায়াতঃ শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪ ॥

সোমহর্ষণ কহিলেন । পরমহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপ-
বিষ্ট হইলে (পুরুষোত্তমস্থ ব্রাহ্মণেরা) কি উপায়ে আমার আরোগ্য
এব, জিজ্ঞাসা করিলেন । ১ পরমহংস তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত
হইয়া আমাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন,
অনন্ত ! চাক্রমতী নামে তোমার ভার্য্যা, বুধপ্রভৃতি পঞ্চ
পুত্র, ২ সৌধমালা-বিরাজিত নানাপ্রকার-ধন-রত্ন-যুক্ত পরস্পর সংশ্লিষ্ট
অপূর্ন গৃহ, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এখানে কবে আগমন
করিয়াছ ? অদ্য না তোমার পুত্রের বিবাহের দিন ? ৩ (তুমি
সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে বাস করিয়া থাক) অদাও তোমাকে সমুদ্র-
তীরে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি । সেখানকার সমুদায় ধার্মিক
লোকেই তোমার সমাদর করিয়া থাকেন । (তুমি পুত্রের বিবাহ

ত্বঞ্চ সপ্ততিবর্ষীয়স্তত্র দৃষ্টো ময়া প্রভো ! ।
 ত্রিংশদ্বর্ষীয়বৎ কস্ম্যাৎ ইতি মে সংভ্রমো মহান্ ॥ ৫ ॥
 ইয়ং ভার্য্যা সহায়্যা তে ন তত্রালোকিতা কচিৎ ।
 অহং বা ক কুতস্তস্ম্যাৎ কথং বা কেন কাশিতঃ ॥ ৬ ॥
 স এব বা ন বাপি ত্বং নাহং বা ভিক্ষুরেব সঃ ।
 আবয়োরিহ সংযোগশ্চেন্দ্রজাল ইবাভবৎ ॥ ৭ ॥
 তং গৃহস্থঃ স্বধর্ম্মজ্ঞো ভিক্ষুকোহহং পরাভ্রকঃ ।
 আবয়োরিহ সংবাদো বালকোন্মত্তয়োরিব ॥ ৮ ॥
 তস্মাদীশশ্র মায়েয়ং ত্রিজগন্মোহকারিণী !

উপলক্ষে) আমাকেও অন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি স্বীয়
 পুরী হইতে এখানে আসিয়াছ। দেখিতেছি, তোমার অন্তঃকরণ
 সাতিশয় শোকে সমস্ত হইয়াছে।৪ জ্ঞানিন্! আমি সেখানে
 দেখিয়াছি, তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক ও বৃদ্ধ, এখন তোমাকে এখানেই
 দেখিতেছি, তুমি ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা ইহারই বা কারণ কি? এ
 বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় হইয়াছে।৫ আমি দেখিতেছি, এই
 নারী তোমার ভার্য্যা ও সহায়্যা। ইহাকেত আমি সেখানে কখন
 দেখি নাই, (ইনিই বা কোথা হইতে আসিলেন,) আমিও কোথা
 হইতে কি রূপে কোথায় আসিলাম, কেই বা আমাকে এখানে
 আনিল?৬ তুমি কি সেই অনন্ত, না আর কেহ হইবে? আমিও কি
 সেই ভিক্ষুক না আর কেহ হইবে? তোমার ও আমার এই দুই
 জনের এ স্থলে মিলন ইন্দ্রজালের আয় বোধ হইতেছে।৭ তুমি
 স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আমি পরমার্থ-চিন্তা-তৎপর ভিক্ষু ব্রাহ্মণ, এ স্থলে
 আমাদের উভয়ের কথোপকথন, বালক ও উন্মত্তের কথোপকথনের
 ন্যায়, অসংবদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছে।৮ ব্রহ্মণ! আমার বোধ

জ্ঞানাপ্রাপ্যাবৈতলভ্যা মন্যেহ্মমিতি ভো বিজ্ঞ ! ॥ ৯ ॥

ইতি ভিক্ষুঃ সমাশ্রাভ্য যদন্তং প্রাহ্ বিস্মিতঃ ।

মার্কণ্ডেয় ! মহাভাগ ! ভবিষ্যৎ কথয়ামি তে ॥ ১০ ॥

প্রলয়ে যা ত্বয়া দৃষ্টা পুরুষশ্চোদরাস্তসি ।

স। মায়া মোহজনিকা পন্থানং গণিকা যথা ॥ ১১ ॥

তমো হ্যনন্তসন্তাপা নোদনোদ্যতমক্ষরী ।

যয়েদমখিলং লোকমারুত্যাবস্থয়া স্থিতমং ॥ ১২ ॥

লয়ে লীনে ত্রিজগতি ব্রহ্ম তন্মাত্রতাং গতঃ ।

নিরুপাধৌ নিরালোকে সিস্থক্ষুরভবৎ পরঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মণ্যপি দ্বিধাভূতে পুরুষপ্রকৃতী স্বয়া ।

হইতেছে; ইহা জগদীশ্বর বিষ্ণুরই মায়া, ইহাতেই ত্রিলোকীশ্বর লোক মুক্ত হইয়া আছে। সামান্য জ্ঞান দ্বারা ইহা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না, অবৈতজ্ঞান হইলে এই মায়া সমুদায় বৃত্তিতে পারা যায়। ৯ ভিক্ষু পরমহংস আমাকে এই কথা বলিয়া বিস্মিত অন্তঃকরণে মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহাভাগ মার্কণ্ডেয়! তোমার নিকট ভবিষ্যকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

শুনিয়া থাকিবে, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরস্থ-সলিলমধ্যে মায়া অবস্থান করিত, সেই মায়াই সকলকে মুক্ত করে। বারবিলাসিনী যেমন রাজপথে অবস্থান করে, তাহার তায় ১১ এই মায়া ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই মায়াই তমোগুণ-স্বরূপ হইয়া সকলকে মিথ্যা সংসারে পরিচালিত করে। এই মায়াই অশেষ সন্তাপের কারণ, কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। ১২ প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক লয় প্রাপ্ত হয়, যখন আলোক না থাকিতে চতুর্দিক অন্ধকারময় হয়, যখন দিগ্দেশকাল প্রভৃতির কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না, তখন পরমব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে অভি-

ভাস্য সংজনয়ামাস মহাস্তং কালযোগতঃ ॥ ১৪ ॥

কালম্ভাবকৰ্ম্মাত্মা মোহহঙ্কারস্ততোহভবৎ ।

ত্রিযুৎ বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্ম-ময়ঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৫ ॥

তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ যজ্ঞিরে গুণবন্তি চ ।

মহাভূতান্যপি ততঃ প্রকৃতো ব্রহ্মসংশ্রয়াৎ ॥ ১৬ ॥

লাঘী হইয়া তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । ১৩ প্রথমতঃ ব্রহ্ম, স্বীয় মাহাত্ম্য দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই অংশে বিভক্ত হন । অনন্তর কালের সাহায্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে মহত্তত্ত্ব উপপন্ন হয় ১৪ কাল ও অদৃষ্ট সহকৃত প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে । অহঙ্কারতত্ত্ব গুণ-ত্রয়-ভেদে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করে । পরে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সমুদয় জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন । ১৫ প্রথমতঃ এই অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় । পঞ্চতন্মাত্র

প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য । প্রলয়কালে ইহার নিরুপাধি ব্রহ্মে অভিন্ন রূপে অবস্থিতি করে । পুরুষ চেতনধরূপ, প্রকৃতি জড়ধরূপ । প্রকৃতি স্বয়ং কোন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে না, পুরুষ সংযোগেই মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির উৎপাদক হয় । প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভূত উপপন্ন হয় । নাশ্বোরা ইহাকেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া থাকেন । চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানের দ্বার বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, এই পাঁচটি কার্যের সাধন বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় শব্দে কথিত হয় । মন উভয়াঙ্গক ইন্দ্রিয় । সমুদায়ে এই একাদশ ইন্দ্রিয় । শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র । এই পাঁচটীকে পঞ্চতন্মাত্র বলা যায় । এই সকল সৃষ্টি বিষয়ে কাল সহকারী অর্থাৎ সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে কখনই কোন পদার্থ সৃষ্ট হয় না । ১৪

সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে । ব্রহ্মা রজোগুণময় হওয়াতে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু সত্ত্বগুণময় হওয়াতে রক্ষাকর্তা এবং মহেশ্বর তমোগুণময় হওয়াতে সংহার কর্তা হইয়াছেন । ১৫

জাতা দেবাস্থরনরা যে চান্ধে জীবজাতয়ঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসংভার-জন্মনাশক্রিয়াত্মিকাঃ ॥ ১৭

মায়য়া মায়য়া জীব-পুরুষঃ পরমাত্মনঃ ।

সংসারশরণব্যগ্রো ন বেদাত্মগতিং কচিৎ ॥ ১৮ ॥

অহো বলবতী মায়্যা ব্রহ্মাদ্যা যদ্বশে স্থিতাঃ ।

গাবো যথা নসি প্রোতা গুণবদ্ধাঃ খগা ইব ॥ ১৯ ॥

হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে । পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হওয়াতেই ঈদৃশ সৃষ্টি হইতেছে । ১৬

অনন্তর দেব অস্থর মনুষ্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরে সমুৎপন্ন ও বিনশ্বর অত্যাশ্র য়ে সকল জীব জন্তু বা পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলে উৎপন্ন হয় । ১৭ এই সকল জীব পরমাত্মার নান্যদ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত থাকাতে সংসারেই লিপ্ত ও সাংসারিক কার্যেই ব্যগ্র হইয়া থাকে, আপনার উদ্ধারের উপায় কিছুমাত্র চিন্তা করে না । ১৮ কি আশ্চর্য্য ! মায়্যা কি বলবতী ! মায়্যার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও এই মায়্যার বশবর্তী থাকিয়া নাসিকার বিদ্ধ বলীবর্দের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় (সংসারচক্রে)

শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ রসতন্মাত্র হইতে সলিল, এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় । এই মহাভূত উৎপত্তি সময়েও প্রথমতঃ পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক ইত্যাদি ক্রম আছে ।

সাংসারিকায় কথিত আছে যে, “মূলপ্রকৃতির বিকৃতিমহাদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃ-
তয়ঃ সপ্ত” ইত্যাদি । মূলপ্রকৃতিকে কেবল প্রকৃতি বলা যায়, উহা কাহারো বিকৃতি নহে । মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতির বিকৃতি ও অহঙ্কারের প্রকৃতি । অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের বিকৃতি । পঞ্চতন্মাত্র, ভৌতিক পরমাণু পঞ্চকের প্রকৃতি ও অহঙ্কারের বিকৃতি । এতদনুসারে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র, ইহা বা প্রকৃতিশব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে, সূতরাং এখানে প্রকৃতিশব্দের অর্থ কেবল মূলপ্রকৃতি নহে । উহা দ্বারা অষ্টতত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে । ১৬

তাং মায়াং গুণময্যাং যে তিতীর্ষন্তি মুনীশ্বরাঃ ।

শ্রবন্তীং বাসনানক্রাং ত এবার্থবিদো ভুবি ॥ ২০ ॥

শৌনক উবাচ ।

মার্কণ্ডেয়ো বসিষ্ঠশ্চ বামদেবাদয়োহপরে ।

শ্রুত্বা গুরুবচো ভূয়ঃ কিমাহুঃ শ্রবণাদৃতাঃ ॥ ২১ ॥

রাজানোহনন্তবচনম্ ইতি শ্রুত্বা স্মৃধোপমম্ ।

কিংবা প্রাহুরহো সূত ! ভবিষ্যমিহ বর্ণয় ॥ ২২ ॥

ইতি তদ্বচ আশ্রুত্যা সূত সংকৃত্য তং পুনঃ ।

কথয়ামাস কাম্পেয়ান শোকমোহবিঘাতকম্ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ ।

তত্রানন্তো ভূপগণৈঃ পৃষ্ঠঃ প্রাহ কৃতাদরঃ ।

তপসা মোহনিধনং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে! ১১ যে সকল মহর্ষিগণ ঈদৃশ বাসনা
রূপ নক্র-চক্র-প্রসবিনী মতাপ্রবাহবতী গুণময়ী মায়া- (রূপ মহানদী)
পার হইতে অভিলাষ করেন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারই সার্থক-জন্মা ও
তাঁহারই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। ২০

শৌনক কহিলেন। মার্কণ্ডেয় বসিষ্ঠ বামদেব ও অন্তান্ত ঋষিরা,
এই আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? অনন্তোপাখ্যান-
শুশ্রূষুঃ ২১ রাজগণ, অনন্তমুখে স্মৃধোসদৃশ এই বাক্য শুনিয়াই বা
কি বলিলেন? সূত! এই সকল ভবিষ্য কথার বর্ণন কর। ২২ সূত
এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক শৌনককে প্রশংসা করিয়া শোক-মোহ-নাশক
সেই সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞানের কথা পুনর্ব্বার বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে
আরম্ভ করিলেন। ২৩

সূত কহিলেন: অনন্তর রাজগণ সমাদরপূর্ব্বক অন্তকে জিজ্ঞাসা

অনন্ত উবাচ ।

অতোহহং বনমাংসাদ্য তপঃ কৃত্বা বিধানতঃ ।

নেন্দ্রিয়াণাং ন মনসো নিগ্রহোহভূৎ কদাচন ॥ ২৫ ॥

বনে ব্রহ্ম ধ্যায়তো মে ভার্যাপুত্রধনাদিকম্ ।

বিষয়কান্তরা শব্দতং সৎ স্মারয়তি মে মনঃ ॥ ২৬ ॥

তেষাং স্মরণমাত্রেন দুঃখশোকভয়াদয়ঃ ।

প্রতুদন্তি মম প্রাণান্ ধারণা ধ্যাননাশকাঃ ॥ ২৭ ॥

ততোহহং নিশ্চিতমতিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঘাতনে ।

মনসো নিগ্রহস্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অতো মামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহব্যগ্রচেতসম্ ।

তদধিষ্ঠাতৃদেবাশ্চ দৃষ্টু। মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৯ ॥

করিলে অনন্ত, তপস্তা দ্বারা মায়াপরিহার ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বৃত্তান্ত
কহিলেন । ২৪

অনন্ত কহিলেন । পরে আমি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তপস্তা
করিতে আরম্ভ করিলাম, কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিতে
পারিলাম না । ২৫ আমি অরণ্যে বসিয়া যখন পরম ব্রহ্মের
ধ্যান করি সেই সময় নিরন্তর স্ত্রীপুত্র ধন ও অত্যাশ্রয় সমুদায় বিষয়
আমার স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইতে থাকে । ২৬ আমার অন্তঃকরণে
স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য প্রভৃতি উদ্ভূত হইবামাত্র দুঃখ শোক ভয় প্রভৃতির আবি-
র্ভাব হয় এবং তাহাতে আমার অন্তরাশ্মা সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইতে থাকে,
অন্তরাঃ ধ্যান ধারণায় ব্যাঘাত হয় । ২৭ অনন্তর আমি ইন্দ্রিয় নষ্ট
করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম, ভাবিলাম, ইন্দ্রিয় নষ্ট করিলেই মনকে
বশীভূত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই । ২৮ আমি এইরূপ কৃতসঙ্কল্প
হইয়া যখন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ

রূপিণো মামথোচুস্তে ভোহনন্ত ! ইতি তে দশ ।

দিখাতার্কপ্রচেতোহশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বয়ং দেবাস্তব দেহে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

নথাগ্র কাণ্ডসংভিন্নান্ নাস্মান্ কর্তুনিহাইসি ॥ ৩১ ॥

ন শ্রেয়ো হি তবানন্ত ! মনোনিগ্রহ কৰ্ম্মণি ।

ছেদনে ভেদনেহস্মাকং ভিন্নমৰ্ম্মা মরিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

অস্মানাং বধিরানাঞ্চ বিকলেন্দ্রিয়জীবিনাম ।

বনেহপি বিষয়ব্যগ্রং মানসং লক্ষয়ামহে ॥ ৩৩ ॥

জীবস্যাপি গৃহস্থস্য দেহো গেহং মনোহনুগঃ ।

বুদ্ধির্ভার্য্য তদনুগা বয়মিত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥

দেবতারা সহসা উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । ২৯ সেই দশ ইন্দ্রিয়ের দশ জন অধিষ্ঠাতা স্ব স্ব রূপ ধারণপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন । তাঁহারা আমাকে কহিলেন, ওহে অনন্ত ! আমরা দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র । ৩০ আমরা দশ জন দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতী দেবতা । আমরা তোমার শরীরে প্রতিষ্ঠিত আছি । আমাদেরকে নথাগ্রদ্বারা ছিন্ন ও নষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না । ৩১ বিশেষতঃ তদ্বারা যে তোমার কোন শ্রেয় হইবে ও তাহাতে যে তুমি মন বশীভূত করিতে পারিবে, এরূপ নহে ; অবিকল্প ইন্দ্রিয় সকল ছিন্ন ভিন্ন করিলে তুমিই মৰ্ম্মে ব্যথা পাইয়া মরিয়া যাইবে । ৩২ আমরা দেখিতেছি, অন্ধ বধির ও বিকলেন্দ্রিয় জীবগণ যখন বিজ্ঞন অরণ্যে বাস করে, তখনও তাহাদের মন বিষয়ভোগলালসায় লোলুপ হইয়া থাকে । ৩৩ এই শরীর গৃহস্থরূপ, আত্মা গৃহস্থস্থরূপ, বুদ্ধি গৃহিণী-স্থরূপ, ও মন পরিচারকস্থরূপ । আমরাও বুদ্ধিরূপ ভার্য্যার অনুগত

কৰ্ম্মায়ত্তস্য জীবস্য মনো বন্ধবিমুক্তিকৃৎ ।

সংসারয়তি লুকস্য ব্রহ্মণো যস্য মায়ায়া ॥ ৩৫ ॥

তস্মান্মনোনিগ্রহার্থং বিষ্ণুভক্তিঃ সমাচর ।

সুখমোক্ষপ্রদা নিত্যং দাহিকা সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতপ্রদানন্দ-সন্দোহা হরিভক্তিকা ।

হরিভক্ত্যা জীবকোষ-বিনাশান্তে মহামতে ! ॥ ৩৭ ॥

পরিচারণ, জানিবে। ৩৪ . জীবগণ স্ব স্ব কৰ্ম্মের অধীন অর্থাৎ যিনি
যাদৃশ কৰ্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন। মনই
মুক্তি ও সংসার-বন্ধনের কারণ। জগদীশ্বরের মায়া অনুসারে মনই
লুক ব্যক্তিকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়। ৩৫ অতএব তুমি মনকে
বশীভূত করিবার জন্য বিষ্ণুতে ভক্তি স্থাপন কর। বিষ্ণু-ভক্তিই
নিরন্তর সমুদায় কৰ্ম্ম ধ্বংস করে এবং বিষ্ণুভক্তি হইতেই সুখ বা
মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। ৩৬ হরিভক্তি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত
জ্ঞান হয়, সুতরাং হরিভক্তিই আনন্দসন্দোহ-দায়িনী হইতেছে।
মহামতে ! হরিভক্তি দ্বারা জীবকোষ অর্থাৎ লিপ্সুশরীর ধ্বংস হইবে। ৩৭

পাপ পুণ্য রূপ কৰ্ম্মবশতঃ তদীয় ফলভোগের জন্য সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে
হয়। ঐ পাপ পুণ্যের ধ্বংস না হইলে মোক্ষ হয় না। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জু-
নকে বলিয়াছেন যে “জানার্গুঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভগ্নসাৎ কুরুতেহর্জুন !” অর্জুন !
জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কৰ্ম্মই ভগ্নসাৎ করে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইল পূর্বসঞ্চিত পাপ
পুণ্য ধ্বংস হয় এবং পরেও কোন কার্যে জ্ঞানীর পাপ বা পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে
না; সুতরাং সংসারবন্ধনের মূল পাপ পুণ্য না থাকিলে জন্মও হয় না। ৩৬

“পঞ্চ প্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমম্বিতম্। অপকীকৃতভূতাত্মং হৃদ্যাকং ভোগ-
সাধনম্ ॥” লিপ্সুশরীরে প্রাণ অপান সমান উদান বায়ু, এই পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি
এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি আছে। স্থূল শরীরের মধ্যে এই
অমিশ্রভূত নির্জিত হৃদয় শরীর অবস্থিতি করে। এই হৃদয় শরীর পুরুষ শব্দে অভি-
হিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর ধ্বংস হইলে হৃদয় শরীর ধ্বংস হয় না,

পরং প্রাপ্যসি নির্বাণং কঙ্কেরালোকনাং স্বয়া ।

ইত্যহং বোধিতস্তেন ভক্ত্যা সংপূজ্য কেশবম্ ॥ ৩৮ ॥

কঙ্কিং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কৃষ্ণং কলিকুলান্তকম্ ॥ ৩৯ ॥

দৃষ্টং রূপমরূপস্য স্পৃষ্টস্তৎপদপল্লবঃ ।

অপদস্য, শ্রুতং বাক্যম্ অবাচস্য পরাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যনন্তঃ প্রমুদিতঃ পদ্মানাথং নিজেশ্বরম্ ।

কঙ্কিং কমলপদ্মাক্ষং নমস্কৃত্য যযৌ মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

রাজানো মুনিবাক্যেন নির্বাণ-পদবীং গতঃ

কঙ্কিমভ্যর্চ্য পদ্মাঞ্চ নমস্কৃত্য মুনিব্রতাঃ ॥ ৪২ ॥

এক্ষণে তুমি কল্কিকে দর্শন কর, তদ্বারা পরম নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে ।

পরমহংস আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি ভক্তি-পূর্ব্বক কেশবের পূজা করিয়া ৩৮ কলি-কুল-নাশক কঙ্কির সন্দর্শনার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছি । ৩৯ এক্ষণে রূপহীন ঈশ্বরের রূপ সন্দর্শন করিলাম । পদহীন ব্রহ্মের পাদ-পল্লব স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইলাম । যিনি বাক্যহীন, সেই জগৎপতির বাক্য শুনিলাম । ৪০ অনন্ত মুনি এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে স্বীয় ঈশ্বর পদপলাশলোচন পদ্মানাথ কঙ্কিকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন । ৪১ রাজগণ এই রূপ মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের আশ্রয় ব্রত-নিয়মাদির অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা কঙ্কি ও পদ্মার পূজা করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হইলেন । ৪২

এই হৃদয় শরীরই লোকান্তরে বা বেহাঙের গমন করিয়া পূর্ব্বজন্মাজিত পাপ পুণ্যের কলভোগ করিয়া থাকে । মুক্তির সময় এই হৃদয় শরীর নষ্ট হয় স্বতরাং জন্মগরি-
খণ্ডের আর সম্ভাবনা থাকে না । ৩৭

শুক উবাচ ।

অনন্তশ্চ কথামেতামজ্ঞানধ্বান্ত নাশিনীম্ ।

মায়া নিয়ন্ত্রীং প্রপঠন্ শৃণ্বন্ বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

সংসারাদ্বি-বিলাসলালসমতিঃ শ্রীবিষ্ণুসেবাদরো
ভক্ত্যাখ্যানমিদং স্বভেদ-রহিতাং নির্মাণ্য ধৰ্ম্মাতনা ।

জ্ঞানোল্লাস-নিশাত-খড়্গমুদিতঃ সদ্ভক্তি-দুর্গাশ্রয়ঃ
ষড়বর্গং জয়তাদশেষজগতামাত্মস্থিতং বৈষ্ণবং ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুবাণেহ্নুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে

অনন্ত-মায়া-নিরসনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শুক কহিলেন। এই অনন্ত কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সংসারের
মায়া নিয়মিত হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হইয়া যায় ও সংসার-বন্ধন
হইতে মুক্তিলাভ হয়। ৪৩ যে ধৰ্ম্মাত্মা বৈষ্ণব, বিষ্ণুসেবা, পরায়ণ
হইয়াও সংসার-মাগরে বিলাস করিতে সালস থাকেন, তিনি এষ্ট
আখ্যান দ্বারা জগতের অভেদ-জ্ঞান-রূপ উল্লসিত নিশাত খড়্গ ধারণ
কক রিয়া উত্থানপূর্বক ভক্তিরূপ দুর্গের আশ্রিত হইয়া শরীরস্থিত কাম
ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এই ছয় রিপুকে পরাজয় করণ। ৪৪

কল্কিপুরাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে অনন্ত-মায়া-নিরসন-

নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গতে নৃপগণে কল্কিঃ পদ্ময়া সহ সিংহলাং ।
শম্ভুল গ্রাম-গমনে মতিং চক্রে স্বসেনয়া ॥ ১ ॥
ততঃ কল্কেরভিপ্রায়ং বিদিত্বা বাসবস্তুরন্থ ।
বিশ্বকৰ্ম্মাণমাছুয় বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বিশ্বকৰ্ম্মন্ ! শম্ভুলে ত্বং গৃহোদ্যানাট্ট-ঘট্টিতম্ ।
প্রাসাদহৰ্ম্য্য-সংবাধং রচয় স্বৰ্ণসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩ ॥
রত্নক্ষটিক-বৈদূৰ্য্য-নানামণি-বিনির্মিতৈঃ ।
তত্রৈব শিল্পনৈপুণ্যঃ তব বচাস্তি তৎ কুরু ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন । অনন্তর ভূপালগণ গমন করিলে কল্কি পদ্মার সহিত ও সেনাগণের সহিত সিংহল দ্বীপ হইতে শম্ভুলগ্রামে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন । ১ তখন দেবরাজ ইন্দ্র কল্কির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বকৰ্ম্মাকে আহ্বান পূৰ্ব্বক কহিলেন । ২

ইন্দ্র বলিলেন । বিশ্বকৰ্ম্মন্ ! তুমি শম্ভুল-গ্রামে গমন করিয়া স্বৰ্ণসমূহ দ্বারা প্রাসাদ হৰ্ম্য্য অট্টালিকা গৃহ উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ কর । ৩ রত্ন ক্ষটিক বৈদূৰ্য্য প্রভৃতি নানা মণি দ্বারা (নানা প্রকাব শিল্পকাৰ্য্য করিবে, এমন কি,) শিল্পবিদ্যাতে তোমার যতদূর নৈপুণ্য

শ্রদ্ধা হর্যেবচো বিশ্বকর্মা শর্ম্ম নিজং স্মরন্ ।

শম্ভুলে কমলেশস্ত্র স্বস্ত্যাদি-প্রমুখান্ গৃহান্ ॥ ৫ ॥

হংস-সিংহ-স্বপর্ণাদি-মুখাংশ্চক্রে স বিশ্বকৃৎ !

উপর্যুপরি তাপস-বাতায়ন-মনোহরান্ ॥ ৬ ॥

নানাবন-লতোদ্যান-সরোবাপী-সুশোভিতঃ ।

শম্ভুলশ্চাভবৎ কঙ্কের্ষথেন্দ্রস্য়ামরাবতী ॥ ৭ ॥

কঙ্কিস্ত সিংহলাদ্ দ্বীপাৎ বহিঃ সেনাগণৈর্বৃতঃ ।

তত্ত্বা কারুমতীং কূলে পাথোধেরকরোৎ স্থিতিম্ ॥ ৮ ॥

বৃহদ্রতস্ত কৌমুদ্যা সহিতঃ স্নেহকাতরঃ ।

পদ্মরা সহিতার্যাস্মৈ পদ্মানাথায় বিষণ্ণবে ॥ ৯ ॥

তাহা তাহা প্রকাশ করিতে ক্রটি করিও না।৪ তখন বিশ্বকর্মা দেববাজের বাক্য শ্রবণ পূর্বক আপনার মঙ্গল হইবে বিবেচনা করিয়া শম্ভুল গ্রামে কমলা-পতির নিমিত্ত স্বস্তিপ্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহ (প্রস্তুত করিলেন।)৫ কোন গৃহ হংসমুখ, কোনগৃহ সিংহমুখ, কোন গৃহ গরুড়মুখ, ইত্যাদি নানা গৃহ নানাপ্রকার হইল। গৃহ সকল দ্বিতল দ্বিতল প্রভৃতি উপর্যুপরি নিৰ্ম্মিত হইতে লাগিল এবং গ্রীষ্মনিবারণের ক্ষত বহনজ্য বাতায়ন শোভা সম্পাদন করিল।৬ নানা প্রকাব বন লতা, উদ্যান, সরোবর, দীঘিকা প্রভৃতি দ্বারা কঙ্কির শম্ভুল-গ্রাম ইন্দ্রের অনবাবতীর স্তায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। ৭

এদিকে সিংহল-দ্বীপে কঙ্কি, সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া কারুমতী নগরী হইতে বহির্গত হইলেন। পরে তিনি সমুদ্রের কূলে (সেনা-সন্নিবেশ করিয়া সেই দিন) অবস্থিতি করিলেন।৮ রাজা বৃহদ্রত, কল্যাণস্নেহে কাতর হইয়া কৌমুদী নাম্নী মহিষীর সহিত (সেই সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।) তিনি সন্দ্বষ্ট হৃদয়ে পদ্মাকে ও পদ্মনাথ

দদৌ গজানামযুতং লক্ষং মুখ্যঞ্চ বাজিনাম্ ।

রথানাঞ্চ দ্বিসাহস্রং দাসীনাং দ্বৈ শতে মুদা ॥ ১০ ॥

দত্ত্বা বাসাংসি রত্নানি ভক্তি-স্নেহাশ্রু-লোচনঃ ।

তয়োর্মুখালোকনেন নাশকং কিয়দীরিতুম্ ॥ ১১ ॥

মহাৰিষুদম্পতী তৌ প্রস্থাপ্য পুনরাগতৌ ।

পূজিতৌ কল্কিপদ্মাভ্যাং নিজকারুণ্যমতীং পুরীম্ ॥ ১২ ॥

কল্কিস্ত জলধৈরন্তো বিগাহ্য প্তনাগণৈঃ ।

পারং জিগমিষুং দৃষ্ট্বা জম্বুকং স্তম্ভিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

জলন্তম্ভমথালোক্য কল্কিঃ সবলবাহনঃ ।

প্রযযৌ পরমাং রাশেরুপরি শ্রী নিকেতনঃ ॥ ১৪ ॥

গত্বা পারং শুকং প্রাহ যাহি মে শম্ভুলালয়ম্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বকর্মকৃতং যত্র দেবরাজাজ্ঞয়া বহু ।

বিষ্ণুক ২ দশসহস্র গজ, লক্ষ উত্তম অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী দান করিলেন । ১০ তিনি বিবিধ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন দান করিয়া ভক্তি ও স্নেহপূর্ণ লোচনে জামাতা ও কন্যার বদনকমলে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না । ১১ তিনি কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিয়া তাঁহাদের কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহা-দিগকে (শম্ভুল গ্রামে) প্রেরণ পূর্ব্বক কারুণ্যমতী-নাম্নী স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন । ১২ অনন্তর কল্কি, সৈন্য সমূহের সহিত সাগব জলে অবগাহন করিয়া দেখিলেন যে, একটা শৃগাল জলের উপর দিয়া পারে যাইতেছে । তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন । ১৩ পরে সেই লক্ষ্মীপতি কল্কি, জলন্তম্ভ হইয়াছে, নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্য ও বাহন-গণের সহিত সাগরের উপর দিয়া চলিলেন । ১৪ তিনি সমুদ্র পার হইয়া শুককে কহিলেন ; শুক ! তুমি শম্ভুল গ্রামে আমার আলয়ে গমন কর । ১৫ সেখানে বিশ্বকর্মা দেবরাজের আজ্ঞানুসারে আমার

সন্ন সংবাধমমলং মৎপ্রিয়ার্থং স্ত্রশোভনম্ ॥ ১৬ ॥
 তত্রাপি পিত্রোজ্জাতিনাং স্বস্তি ক্রয়া যথোচিতম্ ।
 যদত্রাপি ! বিবাহাদি সৰ্ব্বং বক্তুং ত্বমৰ্হসি ॥ ১৭ ॥
 পশ্চাদ্যামি রতস্ত্রৈতৈস্ত্বমাদৌ যাহি শম্ভলম্ ॥ ১৮ ॥
 কল্কেৰ্বচনমাকৰ্ণ্য কীরো ধীরস্ততো যযৌ ।
 আকাশগামী সৰ্ব্বজ্ঞঃ শম্ভলং স্ত্রপূজিতম্ ॥ ১৯ ॥
 সপ্ত-যোজন-বিস্তীর্ণং চাতুৰ্ভুজনা কুলম্ ।
 সূর্য্য-রশ্মি-প্রতীকাশং প্রাসাদ-শত-শোভিতম্ ॥ ২০ ॥
 সৰ্ব্বভূ-সুখদং রম্যং শম্ভলং বিক্ললোহবিশং ॥ ২১ ॥

প্রিয়-কার্য সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্য স্ত্রশোভন নির্মল গৃহ প্রস্তুত
 করিয়াছেন। ১৬ তুমি সেখানে গিয়া আমার পিতা মাতার নিকট ও
 জ্ঞাতিগণের নিকট যথারীতি আমার কুশল-সংবাদ দিবে। পরে
 আমার বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্তও কহিবে। ১৭ আমি সেনা-
 সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ যাইতেছি, শম্ভলগ্রামে তুমি অগ্রে গমন
 কর। ১৮

পরমধীর সৰ্ব্বজ্ঞ কীর, কল্কির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আকাশ-
 পথে উড়ডীন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেবগণের আদরনীয় শম্ভল-
 গ্রামে উপস্থিত হইল। ১৯ এই শম্ভল-গ্রাম সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ।
 এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ বাস করিতেছে।
 সূর্য্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজঃসম্পন্ন শত শত সৌধসমূহ, চতুর্দিকে
 শোভা বিস্তার করিতেছে। ২০ এই নগর একরূপ ভাবে নির্মিত ও
 সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ফোন পথভূতেই কষ্ট হয় না। শুক এই
 নগরের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পোশ

গৃহাং গৃহান্তরং দৃষ্ট্বা প্রাসাদাদপি চান্বয়ম্ ।

বনাদবনান্তরং তত্র বৃক্ষানুবৃক্ষান্তরং ব্রজন্ ॥ ২২ ॥

শুকঃ স বিষ্ণুযশসঃ সদনং মুদিতোহব্রজৎ ।

তং গম্মা রুচিরালানৈঃ কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ ॥ ২৩ ॥

কল্ককেরাগমনং প্রাহ সিংহলাং পদ্ময়া সহ ॥ ২৪ ॥

ততস্ত্বরন্ বিষ্ণুযশাঃ সমানার্য্যপ্রজাজনান্ ।

বিশাখযূপ-ভূপালং কথয়ামাস হর্ষিতঃ ॥ ২৫ ॥

স রাজা কারয়ামাস পূর-গ্রামাদি মণ্ডিতম্ ।

স্বর্ণকুন্তৈঃ সদন্তোভিঃ পূরিতৈশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

কালাগুরু স্নগন্ধাট্যৈর্দীপলাজাক্ষুরাক্ষতৈঃ ।

কুসুমৈঃ স্নকুমারৈশ্চ রস্তা-পূগফলান্বিতৈঃ ।

করিতে লাগিল। ২১ শুক, এক গৃহ হইতে অত্র গৃহে (এক প্রাসাদ হইতে অত্র প্রাসাদে) কখন বা প্রাসাদের অগ্রভাগ হইতে আকাশে, কখন বা আকাশ হইতে উদ্যান, উদ্যান হইতে অত্র উদ্যানে, বৃক্ষ হইতে অত্র বৃক্ষে গমন করিতে লাগিল। ২২ শুক এই রূপে প্রমুদিতচিত্তে বিষ্ণুযশার গৃহে উপস্থিত হইল। পরে বিষ্ণুযশার সমীপে গমন করিয়া মিষ্ট আলাপ করণপূর্বক নানা বিধ প্রিয়কথা কহিয়া। ২৩ সিংহল দ্বীপ হইতে পদ্মার সহিত কল্কির আগমনবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ২৪ অনন্তর বিষ্ণুযশা ত্বরান্বিত হইয়া প্রহুৎসবদেবে বিশাখযূপনামক ভূপতির নিকট এবং মাত্র ও প্রধান প্রধান প্রজাগণের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ২৫

রাজা বিশাখযূপ (সন্ন্যাসী কল্কির আগমন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া) চন্দন-চর্চিত সলিল-পূর্ণ স্নবর্ণকুন্তদ্বারা গ্রাম ও নগর বিভূষিত করিলেন। ২৬ দেবতাদিগের ও মনোহরণকরী শম্ভলগ্রাম, অশ্বক

শুশুভে শম্ভলগ্রামো বিবুধানাং মনোহরঃ ॥ ২৭ ॥

তং কল্কিঃ প্রাবিশদ্ভীম-সেনাগণ বিলক্ষণঃ ।

কামিনী-নয়নানন্দমন্দিরাজ্জঃ কৃপানিধিঃ ॥ ২৮ ॥

পদ্ময়া সহিতঃ পিত্রোঃ পদয়োঃ প্রণতোহুপতৎ ।

স্মৃতিমুদিতা পুত্রং স্নুযাং শক্রং শচীমিব ।

দদৃশে স্মরাবত্যাং পূর্ণকামা দিতিঃ সতী ॥ ২৯ ॥

শম্ভল-গ্রাম-নগরী পতকা-ধ্বজ-শালিনী ।

অবরোধসুজঘনা প্রাসাদবিপুলস্তনী ।

ময়ূর-চূচকা হংস-সংঘ-হার-মনোহরা ॥ ৩০ ॥

পটবাসোদ্যোতধূম-বসনা-কোকিলস্বনা ।

প্রভৃতি স্নগন্ধ দ্রব্য দ্বারা, আলোকমালা দ্বারা, স্নগন্ধ সুদৃশ কুমু-
মালা দ্বারা, রম্ভা পুগ প্রভৃতি ফল দ্বারা, লাজ্জ অক্ষত নবপল্লব
প্রভৃতি দ্বারা (অদৃষ্টপূর্ব) শোভা ধারণ করিল ২৭ কামিনীগণেব
নয়নের আনন্দমন্দির-স্বরূপ পরম সুন্দর কৃপানিধি কল্কি, ভয়জনক
সেনাগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ২৮
তিনি পদ্মার সহিত একত্র হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিলেন।
দেবলোকে দিতি যেমন ইন্দ্র ও শচীকে দেখিয়া পূর্ণকামা ও আনন্দিত
হইয়াছিলেন, তাহার স্তায় সতী স্মৃতি, পুত্র কল্কিকে এবং পুত্রবধূ
পদ্মাকে দেখিয়া আনন্দিতা ও পূর্ণমনোরধা হইলেন। ২৯ পতাকা-
ধ্বজশালিনী শম্ভল নগরী রূপ রমণী ও, ঈশ্বর কল কিকে পতিস্বরূপ
পাইয়া শোভা ধারণ করিল। অস্তঃপুর তাহার জঘন স্বরূপ, প্রাসাদ
তাহার পীনস্তম্ব স্বরূপ, ময়ূর তাহার চূচক স্বরূপ, হংসমালা তাহার
মনোহর মুক্তাহার স্বরূপ, বিবিধ গন্ধ দ্রব্যের ধূমপটল তাহার বসন

পুগ—সুপারি। লাজ্জ—থৈ। অক্ষত—আতপ তওল। মাতুলিক কার্য্যে এই সমুদায়
অর্থ দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত করা আর্থ্য দিগের প্রাচীন রীতি ॥ ২৭ চূচক—কুচাভাগ ॥ ২৯

সহাসগোপুরমুখী বামনেন্দ্রো যথাস্থনা ।

কল্কিং পতিং গুণবতী প্রাপ্য রেজে তমীশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥

সরেমে পদ্ময়া তত্র বর্ষপুগানজ্ঞাশ্রয়ঃ ।

শম্ভুলে বিহ্বলাকারঃ কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ ॥ ৩২ ॥

কবেঃ পত্নী কামকলা স্তম্ভবে পরমেষ্ঠিনৌ ।

বৃহৎকীর্তিবৃহদ্বাহু মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৩৩ ॥

প্রাজ্ঞস্য সন্নতির্ভার্য্যা তস্মাৎ পুত্রৌ বভূবতুঃ ।

যজ্ঞবিজ্ঞৌ সর্বলোক-পূজিতৌ বিজিতেন্দ্রিয়ৌ ॥ ৩৪ ॥

সুমন্ত্রকস্ত মালিন্যাং জনয়ামাস শাসনম্ ।

বেগবন্তঞ্চ সাধুনাং দ্বাবেতাবুপকারকৌ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ কল্কিশ্চ পদ্মায়াং জয়ো বিজয় এব চ ।

স্বরূপ, কোকিলস্বর তাহার বাক্য স্বরূপ, গোপুর তাহার সহস্র বদন স্বরূপ, স্তুতরাং সেই শম্ভুল নগরী বামনয়না গুণবতী অঙ্গনা স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ৩১ অজ, সর্কীশ্রয়, পাপবিনাশন কল্কি, আত্ম কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সেই সম্ভুল নগরে পদ্মার সহিত আমোদ প্রমোদেই বহু বর্ষ অতিবাহন করিলেন। ৩২

কিছু কাল পরে কবির কামকলা-নাম্নী পত্নীতে বৃহৎকীর্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পরম ধার্মিক দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩৩ প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নতিও দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। ইহারা জিতেন্দ্রিয় ও সকল লোকের পূজিত। ৩৪ সুমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে, শাসন ও বেগবান্ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। এই দুই পুত্র সাধুদিগের উপকারী। ৩৫ কল্কি হইতে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামক দুই

দ্রৌপুত্রৌ জনয়ামাস লোকখ্যাতৌ মহাবলৌ ॥ ৩৬ ॥

ঐতৈঃ পরিবৃত্তোহমাতৈঃ সৰ্বসম্পৎসমম্বিতৌ ।

বাজিমেষবিধানার্থম্ উদ্যতং পিতরং প্রভুঃ ॥ ৩৭ ॥

সমীক্ষ্য কল্কিঃ প্রোবাচ পিতামহমিবেশ্বরঃ ।

দিশাং পালান্ বিজিত্যাহং ধনান্যাহত্যইতু্যত ॥ ৩৮ ॥

কারয়িষ্যাম্যশ্বমেধং যামি দিগ্বিজয়ায় ভোঃ । ॥ ৩৯ ॥

ইতি প্রণম্য তং প্রীত্যা কল্কিঃ পর পুরঞ্জয়ঃ !

সেনাগণৈঃ পরিবৃত্তঃ প্রযযৌ কীকটং পুরম্ ॥ ৪০ ॥

বুদ্ধালয়ং সুবিপুলং বেদধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ।

পিতৃদেবার্চনান্নীনং পরলোকবিলোপকম্ ॥ ৪১ ॥

পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিল। এই দুই পুত্র লোকবিখ্যাত ও মহাবল
পরাক্রান্ত। ৩৬

প্রভু কল্কি এই সমস্ত পরিবারে পরিবৃত্ত ও সর্ব-সম্পৎ-
সমম্বিত হইলেন। তিনি পিতামহ সদৃশ পিতাকে অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থানে
উদ্যত ৩৭ দেখিয়া কহিলেন, আমি দিকপালগণকে পরাজয় করিয়া
ধন সংগ্রহ পূর্বক ৩৮ আপনাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব, এক্ষণে
দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করি ৩৯ পরপুরঞ্জয় কল্কি, এই কথা বলিয়া
প্রীতিপূর্বক পিতাকে নমস্কার করিলেন। পরে তিনি সেনাসমূহে
পরিবৃত্ত হইয়া প্রথমত কীকটপুর (জয় করিবার নিমিত্ত) বহির্গত
হইলেন। ৪০ এই কীকটপুর, অতীব বিস্তীর্ণ নগর। ইহা বৌদ্ধ-
দিগের প্রধান আশ্রয়। এই দেশে বৈদিক ধর্ম্মের অস্থান নাই।
এখানকার লোকেরা পিতৃ অর্চনা বা দেব অর্চনা করেনা, এবং
পরলোকের ভয়ও রাখে না। ৪১ এই দেশের অনেকেই শরীরে

পরপুরঞ্জয়—যিনি শত্রুপুরী জয় করেন। ৪০

দেহাশ্রবাদবহলং কুলজাতিবিবর্জিতম্ ।

ধনৈঃ স্ত্রীভির্ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ স্বপরাভেদদর্শিনম্ ॥ ৪২ ॥

নানাজনৈঃ পরিবৃতং পানভোজনতৎপরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রদ্ধা জিনো নিজগণৈঃ কল্কেরাগমনং ক্রুধা ।

অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতং সংবভূব পুরাদ্বহিঃ ॥ ৪৪ ॥

গজরথতুরগৈঃ সমাচিতা ভূঃ

কনকবিভূষণ-ভূষিতৈর্বরাস্ত্রৈঃ ।

শতশতরথিভির্ধৃতাস্ত্রশস্ত্রৈঃ

ধ্বজপটরাজি-নিবারিতাতপৈর্বভৌ সা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপুরাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহে

কৌকটপুরগমনং নাম ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

আত্মাভিমান করে। তাহারা দৃশ্যমান শরীর ভিন্ন অল্প আত্মা স্বীকার করে না। তাহাদের কুলাভিমান বা জাত্যভিমান কিছুমাত্র নাই।

তাহারা ধনবিষয়ে স্ত্রীপরিগ্রহবিষয়ে বা ভোজনবিষয়ে সকলকেই সমান জ্ঞান করে, কাহাকেও উচ্চ বা নীচ বোধ করে না। ৪২ এই দেশে নানাপ্রকার মনুষ্য আছে। তাহারা সকলেই পান-ভোজনাদি-রূপ (ঐহিক-সুখ-সাধনেই কালাতিপাত করে।) ৪৩

অনন্তর জিন যখন শ্রবণ করিলেন যে, কল্কি অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া (যুদ্ধার্থ) আগমন করিয়াছেন, তখন তিনি ছুই অক্ষৌহিণী সেনার সহিত (সংগ্রাম করিবার জন্ত) নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৪ শত শত তুরগ দ্বারা শত শত রথদ্বারা শত শত

হস্তিদ্বারা স্বৰ্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত শত শত স্বৰ্ণ রথিদ্বারা অঙ্গ শস্ত্রধারী
(পদাতিসমূহ) দ্বারা ভূতল সমাচ্ছাদিত হইল।। সেনাগণের
পতাকাসমূহে আতপ নিবারিত হইতে লাগিল। তৎকালে যুদ্ধাধীরা
অভূতপূৰ্ব শোভা ধারণ করিল। ৪৫

| | রথ | হস্তী | অশ্ব | পদাতি | সমষ্টি |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| পত্তি | ১ | ১ | ৩ | ৫ | ১০ |
| সেনামুখ | ৩ | ৩ | ৯ | ১৫ | ৩০ |
| শূল | ৯ | ৯ | ২৭ | ৪৫ | ৯০ |
| গণ | ২৭ | ২৭ | ৮১ | ১৩৫ | ২৭০ |
| বাহিনী | ৮১ | ৮১ | ২৪৩ | ৪০৫ | ৮১০ |
| পুতনা | ২৪৩ | ২৪৩ | ৭২৯ | ১২১৫ | ২৪৩০ |
| চমু | ৭২৯ | ৭২৯ | ২১৮৭ | ৩৬৪৫ | ৭২৯০ |
| অনীকিনী | ২১৮৭ | ২১৮৭ | ৬৫৬১ | ১০৯৩৫ | ২১৮৭০ |
| অক্ষৌহিণী | ২১৮৭০ | ২১৮৭০ | ৬৫৬১০ | ১০৯৩৫০ | ২১৮৭০০ |

কল্কিপুৰাণে অনুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে বুদ্ধনিগ্রহে কীকটপুর-
গমন-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুৰাণম্ ।

দ্বিতীয়াংশঃ ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বজিষ্ণুঃ কল্কিঃ কল্কবিনাসনঃ ।

কালয়ামাস তাং সেনাং করিণীমিব কেশরী ॥ ১ ॥

সেনাঙ্গনাং তাং রতিসঙ্গরক্ষতীং

রক্তাক্তবস্ত্রাং বিবৃতোরুমধ্যাম্ ।

পলায়তীং চারুবিকীর্ণকেশাং

বিকূজতীং প্রাহ স কল্কিনায়কঃ ॥ ২ ॥

রে বৌদ্ধাঃ ! মা পলায়ধ্বং নিবৰ্ত্তধ্বং রণাঙ্গণে ।

যুধ্যধ্বং পৌরষং সাধু দর্শয়ধ্বং পুনর্মম ॥ ৩ ॥

জীনো হীনবলঃ কোপাৎ কঙ্কৈরাকর্ণ্য তদ্বচঃ ।

প্রতিযোদ্ধুং বৃষারুঢ়ঃ খড়্গচক্ষুর্ধরো যযৌ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন। অনন্তর সিংহ যেমন করিণীকে আক্রমণ করে,
তাহার ভ্রায়, পাপাপহারী সৰ্ববিজয়ী বিষ্ণু কল্কি, সেই বৌদ্ধসেনাকে
আক্রমণ করিলেন। ১ নায়করূপ সেনানায়ক কল্কি, রতিযুদ্ধসদৃশ
যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তবসনা অগুপ্তমধ্যদেশা পলায়মানা বিকীর্ণকেশা
চৌংকারকারিণী সেনারূপা অঙ্গনাকে কহিলেন ২ রে বৌদ্ধগণ !
তোমরা রণাঙ্গণে হইতে পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত হও, যুদ্ধ কর,
তোমাদের বতদূর ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইতে ক্রটি করিও না ৩
জিনে প্রথমত হীন হইয়াছিলেন, তিনি কল্কির এই বাক্য শ্রবণ

নানাগ্রহরণোপেতো নানায়ুধবিশারদঃ ।

কঙ্কিনা যুযুধে ধীরো দেবানাং বিশ্বয়াবহঃ ॥ ৫ ॥

শূলেণ তুরগং বিদ্ধা কঙ্কিং বাণেন মোহয়ন্ ।

ক্রোড়ীকৃত্য দ্রুতং ভূমের্নাশকং তোলনাদৃতঃ ॥ ৬ ॥

জিনো বিশ্বস্তুরং জ্ঞাত্বা ক্রোধাকুলিতলোচনঃ ।

চিচ্ছেদাস্তু তনুভ্রাণং কল্কেঃ শস্ত্রঞ্চ দাসবৎ ॥ ৭ ॥

বিশাখযুপোহপি তথা নিহত্য গবয়া জিনম্ ।

মুচ্ছিতং কল্কিনাদায় লীলয়া রথমারুহৎ ॥ ৮ ॥

লঙ্কসংজ্ঞস্তথা কল্কিঃ সেবকোৎসাহদায়কঃ ।

করিয়া ক্রোধভরে খড়্গাচর্ষ্য গ্রহণ পূৰ্ব্বক ব্ধাক্রুত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্ত কল্কির প্রতি ধাবমান হইলেন । ৪ তিনি বিবিধ অস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিতে পটু ছিলেন, সুতরাং বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । সেই সংগ্রামনিপুন জিন, একপ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তদদর্শনে দেবগণেরও বিশ্বয় জন্মিল । ৫ তিনি শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া শিলীমুখ দ্বারা কল্কিকে মোহিত ও অচেতন করিয়া ফেলিলেন । পবে তিনি স্বরাস্তিত হইয়া তাঁহাকে (হরণ করিয়া লইয়া বাইবার মানসে) ক্রোড়ে করিষা তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই তুলিতে পারিলেন না । ৬ তখন জিন, কল্কিকে বিশ্বস্তুরমূর্তি জানিতে পারিয়া ক্রোড়ে আকুলীকৃত-লোচন হইলেন । পরে তিনি কল্কিকে বন্দীর জ্ঞায় বিবেচনা করিয়া তাঁহার তনুভ্রাণ ও অস্ত্র শস্ত্র ছেদন করিয়া দিলেন । ৭

রাজা বিশাখযুপ, এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া জিনকে গদাঘাতে আহত করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মুচ্ছিত কল্কিকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় রথে আরুঢ় হইলেন । ৮ কল্কিও সজ্জা লাভ করিয়া অস্থ

সমুৎপত্য রথাং তস্মা নৃপস্ত জিনমাযযৌ ॥ ৯ ॥
 শূলব্যথাং বিহায়াজৌ মহাসত্ত্বস্তুরঙ্গমঃ ।
 রিস্তগৈব্রমণৈঃ পাদবিক্ষেপহননৈর্মুহঃ ॥ ১০ ॥
 দস্তাঘাতৈঃ সটাক্ষৈপৈর্বৌদ্ধসেনাগণাস্তরে ।
 নিজঘান রিপূন্ কোপাং শতশোহ্থ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥
 নিশ্বাসবাতৈরুড্ডীয় কেচিদ্বীপাস্তরেহপতৎ ।
 হস্তাশ্বরথসংবাধাঃ পতিতা রণমূৰ্দ্ধনি ॥ ১২ ॥
 গর্গ্যো জঘ্নুঃ যষ্টিশতং ভর্গ্যঃ কোটিশতায়ুতম্ ।
 বিশালাস্ত্র সহস্রাণাং পঞ্চাবিংশং রণে স্থব্রন্ ॥ ১৩ ॥
 অযুতে বে জঘানাজৌ পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কবিঃ ।

চরবর্গকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । পরে তিনি রাজা
 বিশাখবৃপের রথ হইতে লক্ষ-প্রদান করিয়া জিনের প্রতি ধাবমান
 হইলেন । ৯ মহাসত্ত্ব কঙ্কি তুরঙ্গম ও শূলব্যথা পরিহারপূর্বক সংগ্রাম-
 ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষপ্রদান দ্বারা ভ্রমণদ্বারা পদাঘাতদ্বারা ১০
 দস্তাঘাতদ্বারা কেশর-বিক্ষেপ-দ্বারা বৌদ্ধসেনাগণের মধ্যস্থিত শত শত
 সহস্র সহস্র বিপক্ষকে ক্রোধভরে বিনাশ করিল । ১১ কোন কোন বোদ্ধা,
 (উক্ত ভীষণ তুরগের) নিশ্বাসবায়ুদ্বারা উড্ডীয়ন হইয়া দ্বীপাস্তবে
 পতিত হইল, কেহ বা ঐ নিশ্বাসবাতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র হস্তী অশ্ব ও
 রথাদিতে প্রতিহত হইয়া রণভূমিতেই পতিত হইতে লাগিল । ১২
 গর্গ্য ও তদীয় অম্লচরবর্গ, অল্প সময়ের মধ্যে ছয় সহস্র বৌদ্ধসেনা
 বিনাশ করিলেন । সসৈন্য ভর্গ্যও এক কোটি এক নিযুত সৈন্য
 সংহার করেন । বিশাল ও তদীয় সেনারা, পঞ্চবিংশতি সহস্র বৌদ্ধ-
 সেনা পরাভব করিলেন । ১৩ কবি, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্রদ্বয়ে

দশলক্ষং তথা প্রাজ্ঞঃ পঞ্চলক্ষং স্তুমন্ত্রকঃ ॥ ১৪ ॥

জিনং প্রাহ হসন্ কঙ্কিস্তিষ্ঠাণ্ডে মম দুর্মতে !।

দৈবং মাং বিদ্ধি সর্বত্র শুভাশুভফলপ্রদম্ ॥ ১৫ ॥

মদ্বাণজালভিন্নাস্তে নিঃসস্তে বাস্তুসি ক্ষয়ম্।

ন যাবৎ পশ্য তাবৎ ত্বং বন্ধুনাং ললিতং মুখম্ ॥ ১৬ ॥

কঙ্কৈরিতীরিতং শ্রদ্ধা জিনঃ প্রাহ হসন্ বলী।

দৈবং ত্বদৃশং শাস্ত্রে তে বধোহয়মুররীকৃতঃ।

প্রত্যক্ষবাদিনো বৌদ্ধা বয়ং যুয়ং বৃথাশ্রমাঃ ॥ ১৭ ॥

যদি বা দৈবরূপস্ত্বং তথাপ্যেণ্ডে স্থিতা বয়ম্।

সাহায্যে ছই অযুত বিপক্ষসেনা সংহার করেন। এইরূপ প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ ও স্তুমন্ত্রক পঞ্চ লক্ষ সৈন্যকে পরাভব করিয়া রণশায়ী করিলেন। ১৪

অনন্তর কঙ্কি, হস্ত করিয়া জিনকে কহিলেন, রে দুর্মতে ! পলায়ন করিও না, সম্মুখে আইস। সর্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা অদৃষ্টস্বরূপ আমাকে বিবেচনা করিবে। ১৫ তুমি এখনই মদীয় শরনিকরদ্বারা বিদীর্ণবৈহ হইয়া পরলোকে গমন করিবে, তৎকালে কেহই তোমার সহগামী হইবে না। অতএব ইতিমধ্যে তুমি বন্ধু বান্ধবদিগের ললিত মুখ দেখিয়া লও। ১৬

বলবান্ জিন, কঙ্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পূর্বক কহিলেন, অদৃষ্ট কখনই প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ। আমরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করি না। শাস্ত্রে কথিত আছে, অদৃষ্ট (ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় মাত্রেই) আমাদের হইতে হত হইবে : ১৭ অতএব তোমরা বৃথা পরিশ্রম করিতেছ। যদিও তুমি

অর্থাৎ তুমি যেমন পাপাচারণ করিয়া আসিতেছ, আমি তদুপযুক্ত কল প্রদান করিব ॥ ১৫ ॥

যদি ভেত্তাসি বাণৌঘৈস্তদা বোদ্ধৈঃ কিমত্র তে ॥ ১৮ ॥

সোপালিন্তঃ ত্বয়া খ্যাতঃ ত্বযোবাস্তু স্থিরো ভব ।

ইতি ক্রোধাদ্ বাণজালৈঃ কল্কিং ঘোরৈঃ সমাধরণোৎ॥১৯

स तु वागमयं वर्षं क्वयं निन्नेहर्कवक्त्रिमम् ॥ २० ॥

ब्रह्म्यं वायव्यमाग्नेयं पार्जन्यं चान्द्रायुधम् ।

कल्केदर्शनमात्रेण निष्कलाग्रभवन् कणा९ ॥ २९ ॥

যথোষরে জীবমুপ্তং দানমশ্রোত্ৰিয়ে যথা ।

যথা বিধৌ সতাং দ্বেষাং ভক্তির্ধেন কৃতাপ্যহৌ ॥ ২২ ॥

କଳ୍ପକିନ୍ତୁ ତଂ ବୃଷାରୁଦ୍ରମବସ୍ମତ୍ୟ କଚେଽଗ୍ରହୀଂ ।

ততস্তৌ প়েততুভূমৌ তাত্ৰচুড়াবিব ক্ৰুধা ॥ ২৩ ॥

দৈবস্বরূপ হও; তথাপি আমরা এই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। যদি তুমি আমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা কি তোমাকে (ক্ষমা করিবে?) ১৮ তুমি যে আমার প্রতি তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা তোমার প্রতিই সংক্রান্ত হউক, স্থির হও। জিন, এই কথা বলিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা কল্কিকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। ১৯ সূর্য্য-দর্শনে যেমন হিমবর্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাব-
 ঞ্চায়, কল্কি হইতে সেই বাণবর্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ২০
 ব্রহ্মাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র আঘেয়াস্ত্র পার্জ্বল্যাস্ত্র ও অগ্ন্যাস্ত্র সমুদায় অস্ত্র,
 কলকির দর্শনমাত্রেই ক্ষণকালমধ্যে নিশ্ফল হইল। ২১ মরুভূমিতে
 উপ্ত বীজের জ্বায়, অপাত্রে দত্ত বস্তুর জ্বায়, সাধু লোকের দ্বেষ পূর্ব্বক
 বিষ্ণুতে অর্পিত ভক্তির জ্বায়, (জিনের সমুদায় অস্ত্র বিফল হইতে
 লাগিল।) ২২

অনন্তর কল্কি, লক্ষ্য প্রদানপূর্বক বৃষাকৃষ্ণ জিনের কেশ গ্রহণ

পতিয়া স কল্কিবচং জগ্রাহ তৎকরং করে ॥ ২৪ ॥

ততঃ সমুখিতৌ ব্যগ্রৌ যথা চানুরকেশরৌ ।

ধৃতহস্তৌ ধৃতকচৌ ঝঙ্কাবিব মহাবলৌ ।

যুযুধাতে মহাবীরৌ জিনকল্কী নিরায়ুধৌ ॥ ২৫ ॥

ততঃ কল্কী মহাযোধী পদাঘাতেন তৎকটম্ ।

বিভজ্য পাতয়ামাস তালং মত্তগজৌ যথা ॥ ২৬ ॥

জিনং নিপতিতং দৃষ্ট্বা বৌদ্ধা হাহেতি চুক্রুশুঃ ।

কল্কেঃ সেনাগণা বিপ্রা জহুযুনিহতারয়ঃ ॥ ২৭ ॥

জিনে নিপতিতে ভ্রাতা তস্মৈ শুদ্ধোদনো বলী ।

করিলেন। তখন তাম্রচূড় পক্ষীর আঁর উভয়েই ভূমিতে পতিত হইয়া
ক্রোধপূৰ্ব্বক (পাছড়া পাছড়ি ও ঝটাপটি করিতে লাগিলেন।) ২০
জিন, ভূমিতে পতিত হইয়া এক হস্তে কল্কির কেশ ও এক হস্তে
তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। ২৪ পরে চানুর-নামক দৈত্য ও কেশ-
বের আঁর উভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে উখিত হইলেন। উভয়ে
উভয়ের কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন। এই দুই মহাবীর নিরায়ুধ
হইয়া মহাবল ভল্লুক দ্বয়ের আঁর মল্ল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫
অনন্তর মত্ত মাতঙ্গ যেমন তালবৃক্ষ ভঙ্গ করে, তাহার আঁর, মহাযোদ্ধা
কল্কি, পদাঘাত দ্বারা জিনের কটদেশ ভঙ্গ করিয়া ভূতলে পতিত
করিলেন। ২৬ বৌদ্ধ-সেনারা জিনকে (রণভূমিতে) পতিত দেখিয়া
হা হা শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ! শত্রু নিপাত
হওয়াতে কল্কি-সেনাদিগের আঁর আত্মাদের পরিসীমা থাকিল
না। ২৭

এই রূপে জিন রণশায়ী হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহাবল শুদ্ধোদন,

পাদচারী গদাপাণিঃ কল্‌কিং হস্তং দ্রুতং বর্যো ॥ ২৮ ॥

কবিস্ত তং বাণবর্ষেঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ।

জগজ্জ পরবীরয়ো গজমারুত্য সিংহবৎ ॥ ২৯ ॥

গদাহস্তং তমালোক্য পত্তিৎ স ধর্ম্মবিৎ কবিঃ ।

পদাতিগো গদাপাণিস্তম্ভৌ শুদ্ধোদনাগ্রতঃ ॥ ৩০ ॥

স তু শুদ্ধোদনস্তেন যুযুধে ভীমবিক্রমঃ ।

গজঃ প্রতিগজেনেব দস্তাভ্যাং সগদাবুভৌ ॥ ৩১ ॥

যুযুধাতে মহাবীরৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ ।

কৃতপ্রতিকৃতৌ মৰ্ত্তৌ নদম্তৌ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৩২ ॥

কবিস্ত গদয়া গুর্ব্য্যা শুদ্ধোদনগদাং নদন্ ।

করাদপাশ্চাত্ত তয়া স্বয়া বক্ষস্তভাডুরং ॥ ৩৩ ॥

গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারী হইয়া কল্কিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ ধামমান হইল। ২৮ অনন্তর গজপৃষ্ঠে সমাক্রুত বিপক্ষ-বীর-সংহারক কবি, বাণবর্ষণ-দ্বারা শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছাদিত করিয়া সিংহেব ত্রায় গজ্জন করিতে লাগিলেন। ২৯ ধর্ম্মজ্ঞ কবি, শুদ্ধোদনকে গদাপাণি ও পাদচারী অবলোকন করিয়া (আপনিও হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) পাদচারী হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধোদনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩০ ভীমবিক্রম শুদ্ধোদন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গ যেমন বিপক্ষ মাতঙ্গের সহিত দস্তদ্বারা যুদ্ধ করে, তাহার ত্রায়, গদাযুদ্ধ-বিশারদ মহাবীর কবি ও শুদ্ধোদন, উভয়ে গদা দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ে রণমত্ততা-প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গদাদ্বারা গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩২ অনন্তর কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরুতর গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত হইতে গদা অপনয়ন

গদাঘাতেন নিহতো বীরঃ শুক্লোদনো ভুবি ।
 পতিত্বা সহসোথায় তং জয়ে গদয়া পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
 সতাড়িতেন তেনাপি শিরসা স্তম্ভিতঃ কবিঃ ।
 ন পপাত স্থিতস্তত্র স্থাণুবদ্বিহ্মলেদ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
 শুক্লোদনস্তমালোক্য মহাসারং রথায়ুতৈঃ ।
 প্রাবৃতং তরসা মায়া-দেবীমানেতুমাযবৌ ॥ ৩৬ ॥
 যস্থা দর্শনমাত্রেণ দেবাস্থরনরাদয়ঃ ।
 নিঃসারাঃ প্রতিকামাংকারা ভবন্তি ভুবনাশ্রয়াঃ ॥ ৩৭ ॥
 বৌদ্ধাঃ শৌক্লোদনাদ্যাগ্রে কৃৎবা তামগ্রত পুনঃ ।
 বোদ্ধুং সমাগতা স্লেচ্ছ-কোটিলক্ষশতৈর্বৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥

করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে অঘাত করিলেন । ৩৫
 বীর শুক্লোদন, গদাঘাতে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত
 হইলেন । পরে তিনি তৎক্ষণাৎ উথিত হইয়া স্বীয় গদা গ্রহণপূর্বক
 তদ্বারা কল্কির মস্তকে প্রহার করিলেন । ৩৪ কবি সেই গদা দ্বারা
 তাড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন না বটে, কিন্তু বিকলেদ্রিয় ও
 অচৈতন্ত প্রায় হইয়া স্থাণুর আয়ত্ত্ব হইয়া থাকিলেন । ৩৫ পবে
 শুক্লোদন তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত ও সহস্র সহস্র যথিকর্তৃক
 পরিবৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার জন্ত গমন
 করিলেন । ৩৬ এই মায়াদেবীকে দর্শন করিবামাত্র দেব অস্থর মনুষ্য
 প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ সমুদায় প্রাণীই নিস্তেজ ও প্রতিহারহীন নিশ্চেষ্ট
 হইয়া থাকে । ৩৭

অনন্তর শৌক্লোদন প্রভৃতি বৌদ্ধগণ, সেই মায়াদেবীকে সম্মুখে

সিংধ্বজোথিতরথাম্ ফেরু-কাক-গণারুতাম্ ।

সর্বাস্ত্রশস্ত্রজননীং ষড়্‌বর্গপরিসেবিতাম্ ॥ ৩৯ ॥

নানারূপাং বলবতীং ত্রিগুণব্যক্তিলক্ষিতাম্ ।

মায়াং নিরীক্ষ্য পুরতঃ কল্কিসেনা সমাপতৎ ॥ ৪০ ॥

নিঃসারাঃ প্রতিমাকারাঃ সমস্তাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪১ ॥

কল্কিস্তানালোক্য নিজান্ ভ্রাতৃজ্ঞাতিস্বহৃজ্জনান্ ।

মায়য়া জায়য়া জীর্ণান্ বিভূরাদীং তদগ্রতঃ ॥ ৪২ ॥

তামালোক্য বরারোহাং শ্রীরূপাং হরিরীশ্বরঃ ।

সাপ্রিয়েব তমালোক্য প্রবিষ্টা তস্ত্র বিগ্রহে ॥ ৪৩ ॥

তামনালোক্য তে বৌদ্ধা মাতরং কথিধা বরাঃ ।

রাখিয়া লক্ষ লক্ষ স্নেহ সেনাগণে পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ৩৮ মায়াদেবী, সিংধ্বজ স্নশোভিত রথে আরুঢ় হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রসব করিতে লাগিলেন। কাকগণ ও শৃগালগণ তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টিন করিয়া (ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।) কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, এই ষড়্‌বর্গ তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ৩৯ কল্কি-সেনাগণ, নানারূপ-ধারিণী বলবতী ত্রিগুণস্বরূপা মায়াদেবীকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পতিত হইল। ৪০ শস্ত্রপাণি যোদ্ধারা, নিস্তেজ ও প্রতিমাসদৃশ স্তরু হইয়া থাকিল। ৪১

অনন্তর বিভূ কল্কি, স্বীয় ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও স্বহৃদ্বর্গকে মায়ারূপ স্বীয় ভার্য্যা কর্তৃক অভিভূত ও জর্জরিত হইতে দেখিয়া তাহার সমীপবর্তী হইলেন। ৪২ ঈশ্বর হরি, শ্রীরূপা বরারোহা মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই মায়াও প্রিয়তমা ভার্য্যার হ্রাস তাহার শরীরে প্রবিষ্টা ও লীনা হইল। ৪৩ প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ, তাহাদের জননী সেই মায়াদেবীকে দেখিতে না পাইয়া বল ও পৌরুষহীন

ক্লরুহুঃ সংঘশো দীনাঃ হীনস্ববলপৌরুষাঃ ॥ ৪৪ ॥

বিস্ময়া বিষ্টমনসঃ ক গতেয়মথাক্রবন্ ।

| কঙ্কিঃ সমালোকনেন সমুত্থাপ্য নিজান্ জনান্ ॥ ৪৫ ॥

নিশাতমসিমাদায় স্নেচ্ছান্ হস্তং মনো দধে ।

স্বমন্ধং তুরগারুঢ়ং দৃঢ়হস্তধৃতচ্ছরম্ ॥ ৪৬ ॥

ধনুর্নিষঙ্গমনিশং বাণজালপ্রকাশিতম্ ।

ধৃতহস্ততনুত্রাণগোদাপুলিবিরাজিতম্ ॥ ৪৭ ॥

মেঘোপর্যুপ্ততারাত্তং দংশনস্বর্ণবিন্দুকম্ ।

কিরীটকোটবিন্যস্ত-মণিরাজিবিরাজিতম্ ॥ ৪৮ ॥

কামিনীনয়নানন্দসন্দোহরসমন্দিরম্ ।

বিপক্ষপক্ষবিক্ষেপক্ষিপুরুক্ষকটাক্ষকম্ ॥ ৪৯ ॥

হওয়াতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইয়া পুনঃপুন ঘাৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ৪৪ তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিল, (আমাদেব মাতা মায়াদেবী) কোথায় গমন করিলেন?

এ দিকে কল্কিও দৃষ্টিপাত দ্বার নিজ সেনাগণকে উত্থাপিত করিয়া ৪৫ সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণপূর্বক স্নেচ্ছগণকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি অথারুঢ় ও সমন্ধ হইয়া দৃঢ় হস্তে খড়্গমুষ্টি ধারণ করিলেন। ৪৬ শরসমূহ-সুশোভিত তুণীর ও শরাসন শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার শরীরে তনুত্রাণ ও অঙ্গুলিরাণ অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল। ৪৭ তনুত্রাণের উপরিভাগে স্বর্ণ-বিন্দু থাকতে মেঘোপরি বিন্যস্ত তারার আয় শোভা ধারণ করিল। কিরীটের অগ্রভাগে বিন্যস্ত নানা প্রকার মণি শোভা পাইতে লাগিল। ৪৮ তিনি বিপক্ষ-পক্ষকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্ত তাহাদের প্রতি রক্ষ

নিজভক্তজনোন্মাস-সংবাসচরণামুজম্ ।

নিরীক্ষ্য কক্ষিং তে বৌদ্ধান্তত্ৰুর্ধ্বনিন্দকাঃ ॥ ৫০ ॥

জহযুঃ সুরসংঘাঃ খে যাগাহুতিভূতাশনাঃ ॥ ৫১ ॥

স্ববলমিলনহর্ষঃ শত্রুনাশৈকতর্ঘ্যঃ

সমরবরবিনাসঃ সাধুসংকারকাশঃ !

স্বজনদুরিতহর্ভা জীবজাতস্ত্র ভর্তা

রচয়তু কুশলং বঃ কামপূরাবতারঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহমুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে

বৌদ্ধযুদ্ধো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তোহয়ং দ্বিতীয়াংশঃ ।

কটাক্ষ নিষ্ক্রেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদপদ্ম-সন্দর্শনে ভক্ত জনের মন উন্মাসিত হইল। ধর্মনিন্দক বৌদ্ধেরা কামিনীগণের নয়নানন্দ-ধারার রস-মন্দির-স্বরূপ সেই কল্কিকে অবলোকন করিয়া ভরে অভিভূত হইয়া পড়িল। ৫০

(ধর্মনিন্দকগণ পরাস্ত হওয়াতে) পুনর্বীর বজ্রস্থলে হুতাশনে অহতি প্রদত্ত হইবে বলিয়া দেবগণ পরম প্রীত হইলেন। ৫১ যিনি সুসজ্জিত-সৈন্যসমূহ-সমাগমে প্রহুষ্ঠ হইয়া সমস্ত শত্রু-সংহারে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যিনি মহাসংগ্রামে অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করেন, যিনি সাধুর্ন্দের সংকারাভিলাষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি অস্বীয়-বর্গের দুরিত দূর করেন, যিনি সমুদায় জীবের ভর্তা, যিনি সাধুগণের কামনা-পূরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ, সেই কল্কি তোমাদের মঙ্গল করুন। ৫২

কল্কিপুরাণে অমুভাগবতে দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধযুদ্ধনামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

প্রথমাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ কল্কিল্লেচ্ছগণান্ করবালেন কালিতান্ ।

বাণৈঃ সংতাড়িতানন্তান্ অনয়দ্ যমসাদলম্ ॥ ১ ॥

বিশাখযুপোহপি তথা কবিপ্রাজ্ঞমমৃতকাঃ ।

পার্গ্যভর্গ্যবিশালাদ্যা ল্লেচ্ছান্ নিন্যূর্যমক্ষয়ম্ ॥ ২ ॥

কপোতরোমা কাকাক্ষঃ কাককৃষ্ণাদয়োহপরে ।

বৌদ্ধাঃ শৌক্হোদনা যাতা যুযুধুঃ কল্কিসৈনিকৈঃ ॥ ৩ ॥

তেষাং যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং ভয়দং সর্বদেহিনাম্ ।

ভূতেশানন্দজনকং রুধিরারুণকর্দমম্ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন । অনন্তর কল্কি, ল্লেচ্ছগণের মধ্যে কতক-
গুলিকে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কতকগুলিকে করবালদ্বারা
ছেদন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । ১ এইরূপ বিশাখযুপ
কবি প্রাজ্ঞমমৃতক পার্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি (বীরগণও) ঐ ল্লেচ্ছ-
দিগকে যমালয়ে পাঠাইলেন । ২ কপোতরোমা কাকাক্ষ কাককৃষ্ণ
প্রভৃতি বৌদ্ধ ও শৌক্হোদনগণ আসিয়া কল্কিসেনার সহিত সংগ্রাম
করিতে লাগিল । ৩ এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইল যে, সর্ব প্রাণীর ভয়
জনিল । (এতদর্শনে সর্বসংহারক তমোময়) ভূতনাথ আনন্দিত
হইলেন । শোণিতদ্বারা রক্তবর্ণ কর্দমে (সংগ্রামভূমি আচ্ছন্ন হইল ।) ৪

গজাশ্বরথসংঘানাং পততাং রুধিরঅবৈঃ।

অবস্তী কেশশৈবালা বাজিগ্রাহা স্তগাহিকা ॥ ৫ ॥

ধনুস্তরঙ্গা দুস্পারা গজরোধঃপ্রবাহিণী।

শিরঃকুর্মা রথতরিঃ পাণিমীনাস্তগাপগা ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তা তত্র বহুধা হর্বয়স্তী মনস্বিনাম্।

দুন্দুভেয়রবা ফেরুশকুনানন্দদায়িনী ॥ ৭ ॥

গজৈর্গজা নরৈরশ্বাঃ খরৈরুচ্চৈ রথৈ রথাঃ।

নিপেতুর্বাণভিন্নাঙ্গাঃ ছিন্নবাহুজিহ্বাকঙ্করাঃ ॥ ৮ ॥

ভস্মনা গুণ্ঠিতমুখা রক্তবস্ত্রা নিবারিতাঃ।

বিকোর্গকেশাঃ পরিতো যান্তি সন্ন্যাসিনো যথা ॥ ৯ ॥

যে সকল গজ অশ্ব ও রথী পতিত হইতে লাগিল, তাহাদের শোণিত-প্রবাহে একটা নদী প্রবাহিত হইল। ঐ নদীতে কেশরাশি, শৈবালের ত্রায়, শোভা পাইতে লাগিল। অশ্বরূপ গ্রাহগণ স্রোতের মধ্যে মগ্ন হইল। ৫. শরাসনসকল, তরঙ্গের ত্রায়, লক্ষিত হইতে লাগিল। হস্তিসকল এই দুস্পার নদীর পুলিনের ত্রায় শোভা ধারণ করিল। এই শোণিত-নদীতে ছিন্ন মস্তক কূর্ণের ত্রায়, রথ নৌকার ত্রায়, ছিন্ন বাহু মীনের ত্রায়, ৬ দুন্দুভিধ্বনি (জলকল্লোল) শব্দের ত্রায়, শোভা পাইতে লাগিল। এই শোণিত-নদী-তীরে শৃগাল ও শকুনের আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। এতদর্শনে সাধুগণ স্ত্রীত হইলেন। ৭ গজাক্রুত যোদ্ধা গজাক্রুত যোদ্ধার সহিত, অশ্বাক্রুত যোদ্ধা অশ্বাক্রুত যোদ্ধার সহিত, উষ্ট্রাক্রুত যোদ্ধা উষ্ট্রাক্রুত যোদ্ধার সহিত, রথী রথীর সহিত, সংগ্রাম করিয়া শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ ও ছিন্নবাহু ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন। ৮ কতকগুলি যোদ্ধা (পরাস্ত ও ভীত হওয়াতে) রক্তবস্ত্র, ভস্মাচ্ছাদিতবদন ও আলুলায়িত-কেশ হইয়া সন্ন্যাসীর ত্রায় নিবারিত হইলেও দেশান্তরে গমন করিল। ৯

ব্যাঘ্রাঃ কেহপি পলায়ন্তে যাচন্ত্যন্তে জলং পুনঃ ।
 কল্কিসেনাশুগক্ষুধা স্নেছা নো শর্ম লেভিরে ॥ ১০ ॥
 তেষাং দ্বিয়ো রথারুঢ়া গজারুঢ়া বিহঙ্গমৈঃ ।
 সমারুঢ়া হয়ারুঢ়াঃ ঋরোষ্ট্রবৃষবাহনাঃ ॥ ১১ ॥
 যোদ্ধাঃ সমাযযুস্ত্যক্তা পত্যাপত্যসুখাশ্রয়ান্ ।
 রূপবত্যো যুবত্যোহতিবলবত্যঃ পতিব্রতাঃ ॥ ১২ ॥
 নানাভরণভূষাঢ্যাঃ সন্মদাঃ বিশদপ্রভাঃ ।
 খড়্গশস্ত্রিধনুর্বাণবলয়াস্তকরাশুজাঃ ॥ ১৩ ॥
 ঐশ্বর্য্যোহপ্যতিকামিন্যো পুংশ্চল্যশ্চ পতিব্রতাঃ ।
 যযুর্যোদ্ধুং কল্কিনৈন্যৈঃ পতীনাং বিধনাতুরাঃ ॥ ১৪ ॥

কেহ কেহ ব্যস্ত মনস্ত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা
 পুনঃপুন জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। এইরূপে কল্কি-সেনাগণের
 বাণদ্বারা বিদ্ধ স্নেছসেনারা কেহ কুশলে থাকিল না। ১০

(স্নেছসেনারা পরাস্ত হইলে) তাহাদের ভাষ্যারা কেহ রথ-
 রুঢ় হইয়া কেহ গজারুঢ় হইয়া কেহ বিহঙ্গমারুঢ় হইয়া কেহ অশ্বরুঢ়
 হইয়া কেহ গর্দভারুঢ় হইয়া কেহ উষ্ট্রারুঢ় হইয়া কেহ বৃষারুঢ়
 হইয়া ১১ পতির সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। এই সকল রূপবতী
 বলবতী পতিব্রতা যুবতী রমণীরা সন্তানস্ব বা সন্তানের আশ্রয়
 কামনা করিল না। ১২ এই সকল উজ্জ্বলকাস্তি কামিনীরা নানা-
 ভরণে ভূষিত বুদ্ধিসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া খড়্গ, শস্ত্র, শরাসন ও বাণ
 ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। ইহাদের রুরকমলে অপূর্ণ বলয় শোভা
 পাইতে লাগিল। ১৩ এই সকল রমণীস্বাকৃতি রমণীগণের মধ্যে কেহ
 বা ঐশ্বর্য্যী, কেহ বা পতিব্রতা, কেহ বা বারবিলাসিনী ছিল।
 ইহারা (পিতা বা) পতির নিধনে কাতর হইয়া কল্কিসেনার

যুদ্ভগ্নকাষ্ঠচিহ্নাণাং প্রভুতান্নায়াশাসনাৎ ।

সাক্ষাৎ পতীনাং নিধনং কিং যুবতোহপি সৈহিরে ॥১৫॥

তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপতীন্ বাণভিমান্ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ান্ ।

কৃৎৱা পশ্চাদ্যুযুধিরে কল্কিসৈন্যৈধ্বতায়ুধাঃ ॥ ১৬ ॥

তাঃ স্ত্রীরুদ্ধীক্য তে সর্বৈ বিস্ময়স্মিতমানসাঃ ।

কল্কিমাগত্য তে যোধাঃ কথ্যামাস্ত্বরাদরাৎ ॥ ১৭ ॥

স্ত্রীণামেব যুযুৎসুনাং কথাঃ শ্রুত্বা মহামতিঃ ।

কল্কিঃ সমুদিতঃ প্রায়াৎ স্বসৈন্যৈঃ সানুগো রথৈঃ ॥১৮॥

তাঃ সমালোক্য পশ্বেশঃ সর্বশস্ত্রাভ্যধারিণী ।

নানা-বাহন-সংরুঢ়াঃ কৃতবাহা উবাচ সঃ ॥ ১৯ ॥

সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইল। ১৪ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, লোকে মৃত্তিকা ভস্ম কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুর প্রভৃতা (রক্ষার জন্তও প্রাণপণ করে) যুবতীরা সমক্ষে প্রাণসম পতির মৃত্যু যে সহ্য করিবে, ইহা অসম্ভব। ১৫

অনন্তর মেচ্ছকামিনীরা স্ব স্ব ভর্তাদিগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ ও বেহুল দেখিয়া তাহাদিগকে পশ্চাত্তাগে রাখিয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কল্কিসেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ১৬ কল্কিসেনাগণ, সেই সকল অবলাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ১৭ হামতি কল্কি, যুদ্ধার্থিনী রমণীদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞপ্তি দিয়ে রণারুঢ় সেনাগণের সহিত ও অমুচরবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮ সেই পদ্মাপতি কল্কি, নানাপ্রকার অস্ত্র-ধারিণী নানা বাহনে সমারুঢ়া বাহরচনাপূর্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বস্বিতা সেই সকল মেচ্ছকামিনীকে অবলোকন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯

কঙ্কিরূবাচ ।

রে স্ত্রিয়ঃ ! শৃগুতাস্মাকং বচনং পথ্যমুত্তমম্ ।
 স্ত্রিয়া যুদ্ধেন কিং পুংসাং ব্যবহারোহত্র বিদ্যতে ॥২০॥
 মুখেষু চন্দ্রবিশেষু রাজিতালকপংক্তিষু ।
 প্রহরিষ্যন্তি কে তত্র নয়নানন্দদায়িষু ॥ ২১ ॥
 বিভ্রান্ততারভ্রমরং নবকোকনদপ্রভম্ ।
 দীর্ঘাপান্ধেক্ষণং যত্র তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি ॥ ২২ ॥
 বক্ষোজশস্ত্রু সত্তার হারব্যালবিভূষিতৌ ।
 কন্দর্পদর্পদলনৌ তত্র কঃ প্রহরিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
 লোললীলালকব্রাত-চকোরাক্রান্তচন্দ্রিকম্ ।
 মুখচন্দ্রে চিহ্নহীনং কস্তং হস্তমিহাইতি ॥ ২৪ ॥
 স্তনভার-ভরাক্রান্ত-নিতান্ত-ক্ষীণ-মধ্যমম্ ।

কলকিবলিলেন। অবলাগণ! আমি তোমাদিগকে হিত ও
 উত্তম বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ
 করা ব্যবহার নাই। ২০ তোমাদের এই চন্দ্র-সদৃশ বদনে অলক-রাজি
 শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহা দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়।
 এক্ষণে কোন্ পুরুষ এই মুখে প্রহার করিবে? ২১ এই মুখচন্দ্রে
 দীর্ঘাপান্ধ বিশিষ্ট প্রকুল-কমল-সদৃশ নয়নে তারারূপ ভ্রমর ভ্রমণ
 করিতেছে। কোন্ পুরুষ ঈদৃশ মুখে প্রহার করিবে? ২২ তোমাদেব
 এই কুচদ্বয়-রূপ শস্ত্র, তার-হাররূপ সর্পে বিভূষিত রহিয়াছে। এত-
 দর্শনে কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ হয়, অতএব কোন্ পুরুষ ঈদৃশ স্থানে
 প্রহার করিতে পারিবে? ২৩ চঞ্চল-অলক-রূপ চকোর দ্বারা যাহাব
 চন্দ্রিকা আক্রান্ত হইয়াছে, ঈদৃশ কলঙ্ক-হীন মুখচন্দ্রে কোন্ পুরুষ
 প্রহার করিতে সমর্থ হইবে? ২৪ তোমাদের এই স্তনভারাক্রান্ত

তনুলোমলতাবন্ধং কঃ পুমান্ প্রহরিশ্যতি ॥ ২৫ ॥

নেত্রানন্দেন নেত্রেণ সমাবৃতমনিন্দিতম্।

জঘনং স্তূঘনং রম্যং বাণৈঃ কঃ প্রহরিশ্যতি ॥ ২৬ ॥

ইতি কঙ্কেৰ্চচঃ শ্রুত্বা প্রাহস্ম প্রাহ্বাদৃতাঃ।

অস্মাকং ত্বং পতীন্ হংসি তেন নষ্টা বয়ং বিভো !।

হস্তং গতানামস্ত্রাণি করাণ্যেবাগতান্যুত ॥ ২৭ ॥

খড়গ-শক্তি-ধনুৰ্বাণ-শূল-তোমর-যষ্টিয়ঃ।

তাঃ প্রাহঃ পুরতো মূর্তাঃ কার্ত্তস্বরবিভূষণাঃ ॥ ২৮ ॥

শস্ত্রাণ্যুচুঃ।

যমাসান্য বয়ং নার্যো হিংসয়ামঃ স্বতেজসা।

নিতান্ত ক্ষীণ হৃদ-লোম-রাজি-বিরাজিত এই মধ্য-দেশে কোন্ পুরুষ
প্রহার করিতে পারিবে ? ২৫ তোমাদের এই নয়নানন্দ-দায়ক
অংশুক-সমাচ্ছাদিত দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্য পরম রমণীর স্তূঘন জঘনে
কোন্ পুরুষ বাণাঘাত করিতে সমর্থ হইবে ? ২৬

ম্লেচ্ছকামিণীগণ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তপূৰ্কক
কহিল, মহাত্মন ! আপনি যখন আমাদের পতিকে বিনাশ করিয়াছেন,
আমরা শুধনই বিনষ্ট হইয়াছি। স্ত্রীগণ এই কথা বলিয়া কল্কিকে
বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে লাগিল, তাহা তাহাদের হস্তেই থাকিল, (কোন ক্রমেই
তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল না।) ২৭ অনন্তর খড়্গ, শক্তি,
ধনু, বাণ, শূল, তোমর, যষ্টি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র মূর্তিমান হইয়া
সম্মুখে অবস্থান-পূৰ্কক স্তূৰ্ণ বিভূষিত সেই সকল ম্লেচ্ছকামিনীকে
কহিল। ২৮

অস্ত্রসকল কহিল, নারীগণ ! আমরা বাঁহা হইতে তেজঃ প্রাপ্ত

তমাত্মানং সৰ্ব্বময়ং জ্ঞানীত কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৯ ॥
 তমীশমাত্মনা নার্যাঃ ! চরামো যদনুজ্ঞয়া ।
 যৎকৃতা নামরূপাদিভেদেন বিদিতা বয়ন্ ॥ ৩০ ॥
 রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দাদ্যা ভূতপঞ্চকাঃ ।
 চরন্তি যদধিষ্ঠানাং সোহয়ং কল্কিঃ পরাত্মকঃ ॥ ৩১ ॥
 কালস্বভাবসংস্কার-নামাদ্যা প্রকৃতি পরা ।
 যশ্চৈক্সয়া সৃজত্যণ্ডং মহাহঙ্কারকাদিকান্ ॥ ৩২ ॥
 যন্মায়য়া জগদযাত্রা সর্গস্থিত্যন্তুসঙ্গিতা ।
 য এবাদ্যঃ স এবাস্তে তস্যায়ং সোহয়মীশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥
 অসৌ পতির্শ্বে ভার্য্যাহমশু পুত্রাপ্তবান্ধবাঃ ।

হইয়া প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে, ইহাকে সেই পরমাত্মা সৰ্ব্বময় জীব
 বলিয়া জানিবে ও দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। ২৯ নারীগণ! আমরা এই
 ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহা হইতেই আমরা
 নাম-রূপ প্রাপ্ত ও বিখ্যাত হইয়াছি। ৩০ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ
 এই পঞ্চ গুণের আধার পঞ্চভূত, ইহাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব
 কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এই কল্কি সেই পরমাত্মা। ৩১ তাঁহার
 ইচ্ছা অনুসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, নাম প্রভৃতির আদিভূত
 পমর প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন
 করিতেছে। ৩২ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ, তাঁহার মায়া ভিন্ন
 আর কিছুই নহে। তিনি সকলের আদি, তিনিই সকলের অন্ত।
 তাঁহা হইতে জগতের সমুদায় শুভ ঘটনা হইতেছে। সেই ঈশ্বরই
 ইনি। ৩৩

ঈনি আমার পতি, আমি ইহঁার ভার্য্যা, ইনি আমার পুত্র,
 ইনি আমার আত্মীয়, ইনি আমার বন্ধু; এই সমুদায় স্বপ্ন সপ্ন

স্বপ্নোপনাস্ত তন্নিষ্ঠা বিবিধাশ্চৈন্দ্রজালবৎ ॥ ৩৪ ॥

স্নেহমোহনিবন্ধানাং যাতায়াতদৃশাং মতম্ ।

ন কল্কিসেবিনাং রাগদ্বেষবিদ্বেষকারিণাম্ ॥ ৩৫ ॥

কুতঃ কালঃ, কুতো মৃত্যুঃ, ক যমঃ কাস্তি দেবতা ।

ন এব কল্কিভগবান্ মায়ায়া বহুলীকৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

ন শস্ত্রাণি বয়ং নার্য্যঃ সংপ্রহার্য্যা ন চ কচিৎ ।

শস্ত্রপ্রহৃত্ভেদোহয়মবিবেকঃ পরান্ননঃ ॥ ৩৭ ॥

কল্কিদানস্তাপি বয়ং হস্তং নার্য্যঃ কথোদ্ভূতম্ ।

হনিষ্যামো দৈত্যপতেঃ প্রহ্লাদস্ত যথা হরিম্ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যস্ত্রাণাং বচঃ শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো বিস্মিতমানসাঃ ।

ইন্দ্রজাল-সদৃশ বিবিধ ব্যবহার ইহা হইতেই প্রকাশিত হইতেছে । ৩৪
যাঁহারা স্নেহ ও মোহের অধীন হইয়া (জন্মমৃত্যুকে কেবল) যাতায়াত
ননে করেন, যাঁহারা রাগ-দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির উচ্ছেদ করিয়াছেন,
যাঁহারা কল্কির সেবক, তাঁহারা (উক্ত সমুদায় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপাব
সত্য বলিয়া) বোধ করেন না । ৩৫ কাল কোথা হইতে হইল ?
মৃত্যু কোথা হইতে আসিতেছে ? যম কে ? দেবতারা ই বা কে ?
একমাত্র ভগবান্ কল্কিই মায়াদ্বারা বহুলীকৃত হইয়াছেন । ৩৬

নারীগণ ! আমরা শস্ত্র নহি, এবং কোন ব্যক্তি আমাদের
কর্তৃক প্রহৃত হইতে পারে না । ইনি শস্ত্র, ইনি প্রহর্তা, এই বে ভেদ
ইহা কেবল পরমাত্মার মায়া মাত্র । ৩৭ দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথা-
জুসারে, হরি যখন নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে
যেমন আমরা আঘাত করিতে পারি নাই, সেইরূপ কল্কির সেবক
গণকেও আঘাত করিতে সমর্থ নহি । ৩৮

স্ত্রীগণ, অস্ত্র সমুদায়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াক্রান্ত

স্নেহমোহ-বিনিমুক্তাস্তং কল্কিং শরণং যযুঃ ॥ ৩৯ ॥

তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ প্রণতা জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।

প্রোবাচ প্রহসন্ ভক্তিয়োগং কল্মষনাশনম্ ॥ ৪০ ॥

কৰ্ম্মযোগঞ্চান্ননিষ্ঠং জ্ঞানযোগং তিদাশ্রয়ম্ ।

নৈকৰ্ম্ম্যালক্ষণং তাসাং কথয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪১ ॥

তাঃ স্ত্রিয়ঃ কল্কিগদিত-জ্ঞানেন বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।

ভক্ত্যা পরমবাপুস্তং যোগিনাং তুল'ভং পদম্ ॥ ৪২ ॥

দত্ত্বা মোক্ষং শ্লেচ্ছবৌদ্ধ-স্ত্রিয়াণাং

কৃত্বা যুদ্ধং ভৈরবং ভীমকৰ্ম্মা ।

হত্বা বৌদ্ধান্ শ্লেচ্ছনশ্র্যাংশ্চ কল্কি-

স্তেবাং জ্যোতিঃস্থানমপূৰ্য্য রেজে ॥ ৪৩ ॥

হৃদয় হইল। তখন তাহারা স্নেহ ও মোহ পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক সেই কল্কির শরণাগত হইতে লাগিল। ৩৯ পদ্মাপতি কল্কি, সেই সমুদায় শ্লেচ্ছকামিনীকে জ্ঞান ও নিষ্ঠা দ্বারা প্রণত হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পাপপুঞ্জ-বিনাশক ভক্তিয়োগ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪০ পরে তিনি আত্মনিষ্ঠ-জ্ঞানযোগ, ও ভেদজ্ঞানের কারণ কৰ্ম্মযোগ এবং কিসে অদৃষ্টাধীন হইতে না হয়, তাহা সেই সমুদায় স্ত্রীগণের নিকট কহিলেন। ৪১ পরে স্ত্রীগণ কল্কির বাক্যে জ্ঞান লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়া হইয়া, ভক্তি দ্বারা যোগীদিগের তুল'ভ পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হইল। ৪২

এই রূপে ভীমকৰ্ম্মা কল্কি, ভীষণ যুদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও শ্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি তাহাদের স্ত্রীগণকে যুক্তিপদ প্রদান করিয়া মৃত ঐ শ্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগকে জ্যোতিঃস্থান প্রেরণ করিয়া

যে শৃংগুস্তি বদন্তি বৌদ্ধনিধনং শ্লেচ্ছক্ষয়ং সাদরাৎ
 লোকাঃ শোকহরং সদা শুভকরং ভক্তিপ্রদং মাধবে ।
 তেষামেব পুনর্ন জন্মমরণং সর্বার্থসম্পৎকরং
 মারামোহবিনাশনং প্রতিদিনং সংসারতাপচ্ছিদম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীকল্কিপুবাণেহমুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

শ্লেচ্ছবিনাশ নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শোভা পাইতে লাগিলেন।৪৩ যাহারা এই শ্লেচ্ছক্ষয় ও বৌদ্ধ-
 বিনাশের বিষয় অঁদের পূর্বক কীর্তন বা শ্রবন করিবেন, তাঁহাদের
 সমুদায় শোক দূর হইবে।। তাঁহারা সর্বদা কল্যাণভাজন হইবেন ।
 মাধবের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি জন্মিবে; স্মরণে তাঁহাদের পুনর্বার
 জন্ম বা মৃত্যু হইবে না। এই বিষয় শ্রবণ দ্বারা সমুদায় সম্পত্তি লাভ
 হয়, মরামোহ নিরাকৃত হইয়া যায়, সংসারের তাপ আর সহ্য
 করিতে হয় না।৪৪

কল্কিপুবাণে অমুভাগবত ভবিষ্যে তৃতীয় অংশে শ্লেচ্ছবিনাশ নামক
 প্রথম অধ্যায় ।

সমাপ্তঃ ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো বোদ্ধান্ শ্লেচ্ছগণান্ বিজিত্য সহ সৈনিকৈঃ ।

ধনান্চাদায় রত্নানি কীকটাং পুনরাব্রজৎ ॥ ১ ॥

কল্কিঃ পরমতেজস্বী ধৰ্ম্মাণং পরিরক্ষকঃ ।

চক্রতীৰ্থং যমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ২ ॥

ভ্রাতৃভিলোকপালাভৈৰ্বহুভিঃ স্বজনৈৰ্বৃতঃ ।

সমায়াতান্ মুনীং স্তত্র দদৃশে দীনমানসান্ ॥ ৩ ॥

সমুদ্ভিয়াগতাংস্তত্র পরিপাহি জগৎপতে ! ।

ইত্যুক্তবস্তো বহুধা যে তানাহ হরিঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন । অনন্তর কল্কি, বোদ্ধগণকে ও শ্লেচ্ছগণকে পরাভয় করিয়া ধনরত্ন গ্রহণ পূর্বক সৈন্তগণের সহিত কীকট নগর হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ।১ পরে ধৰ্ম্মপরিরক্ষক সেই পরম-তেজস্বী চক্রতীৰ্থে সমাগত হইয়া, যথাবিধানে স্নান করিলেন ।২ তিনি লোকপাল সদৃশ ভ্রাতৃগণে এবং বহুসংখ্য আত্মীয় গণে পরিবৃত আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মহর্ষি দুঃখিত-হৃদয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ।৩ ইহঁরা ভয়হেতু কল্কির নিকট গমন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, জগৎপতে রক্ষা কর ! পরে হরি, তাঁহাদিগকে

বালিখিল্যাদিকানল্পকায়ান্ চীরজটাদিরান্ ।

বিনয়াবনতঃ কল্কিস্তানাহ কৃপণান্ ভয়াৎ ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্ মুয়ং সমায়াতাঃ কেন বা ভীষিতা বত ।

তমহং নিহনিষ্যামি যদি বা স্মাৎ পুরন্দরঃ ॥ ৬ ॥

ইত্যাশ্রত্য কল্কিবাক্যং তেনোল্লাসিতমানসাঃ ।

জগত্শুপুণ্ডরীকাক্ষং নিকুন্তুহিতুঃ কথাঃ ॥ ৭ ॥

মুনয় উচুঃ ।

শৃণু বিষ্ণুযশঃ-পুত্র ! কুন্তকর্ণাশ্রজাতজা ।

কুখোদরীতি বিখ্যাতা গগনাক্ষ-সমুখিতা ॥ ৮ ॥

কালকঞ্জশ্চ মহিষী বিকঞ্জজননী চ সা ।

হিমালয়ে শিরঃ কৃতা পাদৌ চ নিষধাচলে ।

শেতে স্তনং পায়য়ন্তী বিকঞ্জপ্রস্থিতস্তনী ॥ ৯ ॥

কহিলেন ঃ এবং বালখিল্য ংভূতি ক্ষুদ্রশরীরবিশিষ্ট জটাদারী, ছিন্ন-
বস্ত্র-পরিহিত যে সকল মহর্ষি, কাতর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের
নিষ্কটও তিনি বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন। ঃ আপনারা
কোথা হইতে আসিতেছেন ? আপনারা কাহা হইতে ভীত হইয়াছেন
বলুন ? তিনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রও হন, তথাপি আমি তাঁহাকে
বিনাশ করিব। ঃ তাঁহার। পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া হ্তচিহ্ন হইলেন, এবং রাক্ষসী নিকুন্তুহিতার কথা বলিতে
আরম্ভ করিলেন। ৭

মুনিগণ কহিলেন। বিষ্ণুযশস্তনয় ! বলিতেছি, শ্রবণ করুন
! কুন্তকর্ণের পুত্র নিকুন্তের একটী কন্যা আছে। সে আকাশমণ্ডলের
অর্ধেক পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার নাম কুখোদরী। ঃ এই রাক্ষসী,
কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের মহিষী। ইহার পুত্রের নাম বিকঞ্জ। এই
রাক্ষসী, হিমালয়ে মন্তক ও নিষধাচলে চরণ স্থাপন পূর্বক বিকঞ্জের

তস্মা নিশ্বাসবাতেন বিবশা বয়মাগতাঃ ।
 দৈবেনৈব সমানীতাঃ সংপ্রাপ্তাস্থং পদাম্পদম্ !
 যুময়ো রক্ষণীয়ান্তে রক্ষঃস্থ চ বিপৎস্থ চ ॥ ১০ ॥
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
 সেনাগণৈঃ পরিবৃত্তো জগাম হিমবদ্বিরিম্ ॥ ১১ ॥
 উপত্যকাং সমাসাদ্য নিশামেকাং নিনায় সঃ ।
 প্রাতর্জিগমিষুঃ নৈনৈর্দদৃশে ক্ষীরনিম্নগাম্ ॥ ১২ ॥
 শঙ্খনুধবলাকারাং ফেনিলাং বৃহতীং দ্রুতম্ ।
 চলন্তীং বীক্ষ্য তে সর্বের স্তম্ভিতা বিস্ময়ান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥
 সেনাগণ গজাস্বাদিরথযোঁধৈঃ সমাবৃত্তাঃ ।

নিকটে স্তন রাখিয়া শয়ন পূর্বক তাহাকে স্তন পান করাইতেছে ।৯
 আমরা তাহার নিশ্বাসবায়ুদ্বারাবিবশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি ।
 দৈবই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছে । তাহাহাতেই আমরা
 আপনকার চরণ প্রাপ্ত হইলাম । আপনকার কর্তব্য কৰ্ম্ম এই যে,
 বিপৎকালে রক্ষস হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন ।১০

পরপুরঞ্জয় কল্কি, মুনিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন ।১১ তিনি হিমালয়ের
 উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন । পরে
 যখন প্রাতঃকালে সৈন্যগণের সহিত যাত্রা করিতে অভিলাবী হইয়-
 ছেন, দ্রুদ্র সময়ে একটা ছুঙ্কের নদী দেখিতে পাইলেন ।১২

এই নদী শঙ্খের ন্যায় ও চক্রে ন্যায় ধবল্‌বর্ণ ও বৃহৎ । ইহাব
 চতুর্দিকে ফেনপুঞ্জ উথিত হইতেছে । এই নদীর ছুঙ্ক দ্রুততর বেগে
 গমন করিতেছে । কল্কির অনুচরগণ সকলেই দ্রুদ্র ছুঙ্কনদী দেখিয়া
 বিস্ময়বিষ্ট ও স্তম্ভিত-প্রায় হইল ।১৩ অনন্তর ভগবান্ কল্কি যদিও

কল্কিস্ত ভগবাং স্তত্র জ্ঞাতার্থোহপি মুনীশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

পপ্রচ্ছ কানদী চেয়ং কথং দুগ্ধবহাভবৎ ।

তে কল্কেস্ত বচঃ শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রাহুর্বাদরাৎ ॥ ১৫ ॥

শৃণু কল্কি পয়স্বত্যাঃ প্রভাবং হিমবদ্বারৌ !

সনয়েতাঃ কুথোদর্যাঃ স্তনপ্রস্রবণাদহ । ॥ ১৬ ॥

ঘটিকানপ্তকৈশ্চান্মা পরো যাস্মতি বেগিতম্ ।

হীনসারা তটাকারা ভবিষ্যতি মহামতে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা মুনীনাস্ত বচনং সৈনিকৈঃ সহ ।

অহো কিমস্মা রাক্ষস্যাঃ স্তনাদেকা দ্বিয়ং নদী ॥ ১৮ ॥

একং স্তনং পায়য়তি বিকঞ্জং পুত্রমাদরাৎ ।

ন জানেহস্মাঃ শরীরস্য প্রমাণং কতি বা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

তাহার কারণ জ্ঞাত ছিলেন তথাপি তিনি গজ, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সমুদায় যোদ্ধৃগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহর্ষিগণকে ১৪ জিজ্ঞাসা করিছেন যে, এই নদীর নাম কি? কিজন্যই বা ইহা দুগ্ধবহা হইয়াছে। মুনিগণ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্বক কহিলেন ১৫ কল্কি! এই দুগ্ধবতী নদীর উৎপত্তি বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করণ। কুথোদরী নামী রাক্ষসীর একটা স্তনেব দুগ্ধ এই হিমালয়ে পতিত হওয়াতে তাহা নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে ১৬ অনন্তর সাত ঘটিকা পরে আর একটা দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইবে। (রাক্ষসীর দ্বিতীয় স্তনের দুগ্ধে সেই নদীর উৎপত্তি) মহামতে! অনন্তর এই নদী জলহীন ও তটসদৃশ হইবে ১৭

কল্কি ও সেনাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই রাক্ষসীর স্তনদুগ্ধে এই বিস্তীর্ণ নদী জন্মিষাছে ১৮ এক স্তন বিকঞ্জকে আদর পূর্বক পান করায় (তাহাতে এই নদী

বলং বাস্মা নিশাচর্য্যা ইতুর্চুর্বিষ্ময়াস্বিতাঃ ।
 কল্কিঃ পরাত্মা সন্নহ্য সেনাভিঃ সহসা যযৌ ॥ ২০ ॥
 মুনিদর্শিতমার্গেণ যত্রাস্তে সা নিশাচরী ।
 পুত্রং স্তনং পায়য়ন্তী গিরিমুর্দ্ধি ঘনোপমা ॥ ২১ ॥
 স্বাসবাতাতিবাতেন দূরক্ষিপ্তবনদ্বিপাঃ ।
 যন্তাঃ কর্ণবিলাবাসং প্রস্রপ্তাঃ সিংহসংকুলাঃ ॥ ২২ ॥
 পুত্রপৌত্রপরিবৃত্তা গিরিগহ্বরবিভ্রমাঃ ।
 কেশমূলমূপালম্ব্য হরিণাঃ শেরতে চিরম্ ॥ ২৩ ॥
 যুকা ইব ন চ ব্যগ্রা লুক্কজাতঙ্কয়া ভ্রশম্ ।
 তামালোক্য গিরিমুর্দ্ধি গিরিবৎ পরমাদুতাম্ ॥ ২৪ ॥
 কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সর্বাংস্তানাহ সৈনিকান্ ।
 ভয়োদ্বিগ্ধান্ বুদ্ধিহীনান্ ত্যক্তোদ্যমপরিচ্ছদান ॥ ২৫ ॥

হইরাছে) ইহার শরীরের পরিমাণ কত তাহা বুদ্ধির অগম্য ৷২০ এই রাক্ষসীর বলই বা কত ? সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এইরূপ কহিলে, পরমাত্মা কল্কি সহসা স্রসজ্জ হইয়া ও সেনা লইয়া নিশাচরীর নিকট চচিলেন ৷২০ যে স্থানে নিশাচরী বাস করিছে, মুনিগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গমন করিয়া দেখিলেন, মেঘ-তুল্য রাক্ষসী গিরিশিখরে বসিয়া পুত্রকে স্তন্য পান করাইতেছে ৷২১ বহু হস্তিগণ তাহার নিশ্বাস বায়ুদ্বারা আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কর্ণকুহরে সিংহগণ নিদ্রা যাইতেছে ৷২২ হরিণগণ গিরি গহ্বর ভ্রমে পুত্রপৌত্রের সহিত তাহার লোমকূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ৷২৩ তাহারা ব্যাধ হইতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং যুকের (উকুন) ভায় লগ্ন হইয়া আছে। পদ্মনেত্র কল্কি গিরিশিখরে দ্বিতীয় পর্বতের স্তায় সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়কাতর হতবুদ্ধি এবং

কল্কিরূবাচ ।

গিরিভূর্গে বহ্নিভূর্গং কৃত্বা তিষ্ঠন্তু মামকাঃ ।

গজাশ্বরথযোধা যে সমায়ান্তু ময়া সহ ॥ ২৬ ॥

অহং স্বল্পেন সৈন্তেন যাম্যস্তাঃ সংযুথং শনৈঃ ।

প্রহর্তুং বাণসন্দোহৈঃ খড়্গাশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ২৭ ॥

ইতু্যক্তা স্থাপ্য পশ্চাত্ ন বাণৈস্তামহনদ্ বলী ।

সা ক্রোধোথায় সহসা ননর্দ পরমাদ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

তেন নাদেন মহতা বিব্রস্তাশ্চাভবন্ জনাঃ ।

নিপেতুঃ সৈনিকাঃ সর্বের্ মুচ্ছিতা ধরণীতলে ॥ ২৯ ॥

সা রথাংশ্চ গজাংশ্চাপি বিব্রতাস্থা ভয়ানকা ।

জঘাস প্রশ্বাসবাতৈঃ সমানীয় কুখোদরী ॥ ৩০ ॥

সেনাগণাস্তদ্রুদরং প্রবিষ্টাঃ কল্কিনা সহ ।

অস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে উদ্যত সৈনিকগণকে বলিতে লাগিলেন । ২৪-২৫

কল্কি কহিলেন, এই গিরিভূর্গে তোমরা অগ্নিদ্বারা ভূর্গ রচনা করিয়া বাস কর। গজারোহী, অশ্বারোহী, এবং রথারোহী যে সকল যোদ্ধা তাঁহারা আমার সহিত আসুন । ২৬

আমি অল্পসংখ্য সৈন্ত লইয়া বাণ সমূহ, খড়্গ, শক্তি ও পরশু-
দ্বারা প্রহার করিবার নিমিত্ত ইহার সম্মুখ ভাগে ক্রমে গমন করি-
তেছি । ২৭ কল্কি এই কথা কহিয়া এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ
রাখিয়া বাণদ্বারা রাক্ষসীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীও
ক্রোধে উঠিয়া সহসা অতি অদ্রুত ধনি করিল । ২৮ সেই মহৎ শব্দে
সকলেই ভীত হইয়া উঠিল। সেনাপতিগণ মুচ্ছিত হইয়া পৃথিবীতে
পতিত হইতে লাগিল । ২৯ তখন সেই ভয়ানক কুখোদরী মুখ
ব্যাদান করিয়া প্রশ্বাস (অর্থাৎ আবৃত্তি বায়ু) দ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্ব

যক্ষমুখবাতেন প্রবিশন্তি পিপীলিকাঃ ॥ ৩১ ॥

তদ্দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্ব্বা হাহাকারং প্রচক্ৰিরে ।

তত্রস্থা মুনয়ঃ শেপুর্জেশুচাত্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ৩২ ॥

নিপেতুরন্তে দুঃখার্থা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

রুরুদুঃ শিষ্টবোধা যে ভ্রূষুস্তমিশাচরাঃ ॥ ৩৩ ॥

জগতাং কদনং দৃষ্ট্বা সম্মারাত্মানমাত্মনা ।

কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুরারাতিনিমৃদনঃ ॥ ৩৪ ॥

বাণাগ্নিং চেলচর্ম্মাভ্যাং কস্মনৈর্যাণদারুভিঃ ।

প্রজ্বাল্যোদরমধ্যেন করবালং সমাদদে ॥ ৩৫ ॥

তেন খড়্গেন মহতা দাক্ষ্যং নির্ভিধ্য বন্ধুভিঃ ।

প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। ৩০ যেকপ ভল্লক মুখবাত দ্বারা আকর্ষণ করিলে সমস্ত পিপীলিকা তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেনাগণ কল্কির সত্চিত এইরূপ রাক্ষসীর উদবে প্রবেশ করিল। ৩১ তাহা দেখিয়া দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। মনিগণ শাপ প্রদান করিলেন এবং কোন কোন মহর্ষি কল্কির কুশল কামনায় মন্ত্র জপ করিতে আবিস্ত করিলেন। ৩২ অন্ত বৈদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা দুঃখিত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন, প্রভুতক বোদ্ধারা রোদন করিতে লাগিল। নিশাচরেরা হর্ষ প্রকাশ কবিত্তে অরিস্ত করিল। ৩৩ দেববৈরিনির্ঘাতক কল্কি এইরূপ জগতে দ্বঃখ দর্শন করিয়া আপনি আপনাকে স্মরণ করিলেন। ৩৪ তখন সেই অন্ধকারময় উদর মধ্যে বাণ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিলেন এবং বশু, চর্ম্ম ও রথকাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিলেন। ৩৫ যেকপ ইন্দ্র বজ্রদ্বারা কক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া ছিলেন, সর্ব্বেশ্বর পাণহস্তা কল্কি, সেইরূপ সেই বৃহৎ খজা দ্বারা রাক্ষসীর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বলবান্ অস্ত্রশস্ত্রধারী বহুগণ

বলিভিভ্রাতৃভির্বাহৈবৃতঃ শস্ত্রাস্ত্রপাণিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
 বহিবভূব সর্বেশঃ কল্কিঃ কল্কবিনাশনঃ ।
 সহস্রাক্ষো যথা বৃদ্ধকুক্ষিং দন্তোলি-নেমিনা ॥ ৩৭ ॥
 যোনিরক্ষাদ্গজরথাস্তুরগাশ্চাভবন্ বহিঃ ।
 নাসিকাকর্ণবিবরাং কেহপি তস্তাঃ বিনির্গতাঃ ॥ ৩৮ ॥
 তে দুর্গতাস্ততস্তম্যাঃ সৈনিকা রুধিরোক্ষিতাঃ ।
 তাং বিব্যাধুর্নিক্ষিপন্তীং তরসা চরণৌ করৌ ॥ ৩৯ ॥
 অমার সা ভিন্নদেহা ভিন্নকুক্ষিশিরোধরা ।
 নাদয়ন্তী দিশো দ্যৌঃ খং চূর্ণয়ন্তী চ পর্বতান্ ॥ ৪০ ॥
 বিকঞ্জোহপি তথা বীক্ষ্য মাতরং কাতরোহভবৎ ।
 স বিকঞ্জঃ ক্রুধা ধাবন্ সেবামধো নিমায়ধঃ ॥ ৪১ ॥
 গজমালাকুলো বক্ষোবাজিবাভিরাবৃতঃ ।
 মহাসপর্কতোষণীষঃ কেশরিণ

ও ভ্রাতৃগণের সহিত নিঃসৃত হইল।
 দ্বার দিয়াও কতকগুলি হস্তী, ঘোটক
 তখন শোণিতাক্ত কলেবর সৈনিকগণ
 হস্ত ও পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, তাহারা
 তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৯
 সকল শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে শব্দদ্বারা দশাশু
 লন দ্বারা পক্ষত চূর্ণ করিয়া রাক্ষসী প্রাণত্যাগ করিল। ৪০
 মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কাতর হইল এবং ক্রোধভরে অস্ত্র
 ব্যতিরেকেই সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বক্ষে হস্তীসমূহের
 মালা, সর্কাস্রে ঘোটকশ্রেণীর আভরণ, মস্তকে কতকগুলি বৃহৎ অজা-
 গরের উষ্ণীষ, এবং করাস্থলিতে সিংহসমূহ অঙ্গুরীররূপে রহিয়াছে। ৪১

মমর্দ কল্কিসেনাং তাং মাতুর্ব্যসনকর্ষিতঃ ।

স কল্কিস্তং ব্রাহ্মমস্ত্রং রামদত্তং জিঘাংসয়া ॥ ৪৩ ॥

ধনুষা পঞ্চবর্ষীয়ং রাক্ষসং শস্ত্রমাদদে !

তেনাস্ত্রেণ শিরস্তশ্চ চ্ছিন্ন। ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ৪৪ ॥

রুধিরাক্তং ধাতুচিত্রং গিরিশৃঙ্গমিবাদুতম্ ।

সপুত্রাং রাক্ষসীং হত্বা মুনীনাং বচনাদ্বিভূঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে নিবাসং সমকল্পয়ৎ ।

দেবানাং কুশুমাসারৈর্মুনিস্তোত্রৈঃ স্থপূজিতঃ ॥ ৪৬ ॥

নিনায় তাং নিশাং তত্র কল্কিঃ পরিজনাবৃতঃ ।

প্রাতর্দর্শ গঙ্গায়ান্তীরে মুনীগণান্ বহুন্ ।

তস্থাঃ স্নানবাজ্রবিষ্ণোরাহ্মনো দর্শনাকুলান্ ॥ ৪৭ ॥

সে মাতৃশেপে কাতর হইয়া কল্কির সেনাগণকে পীড়া দিতে লাগিল। কল্কিও সেই পঞ্চবর্ষীয় নিশাচরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত পরগুরামদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিলেন এবং সেই অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন। ৪৩-৪৪ মুনিগণের বাক্যে কল্কি গৈরিকাদি-চিত্রিত গিরিশৃঙ্গের আয় অতি অদ্ভুত, রুধিরলিপ্ত সপুত্র রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন। ৪৫ দেবগণ পুষ্পাষ্ট্র ও মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কল্কি তথা হইতে গমন পূর্বক হরিদ্বারস্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া সেনাসংস্থাপন করিলেন। ৪৬ বিষ্ণুর অবতার কল্কি, পরিজনদের সহিত সেই বাড়ি সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, মুনিগণ গঙ্গা-স্নানচ্ছলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। ৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতটনিকটপিণ্ডারকবনে
বসন্তঃ শ্রীমন্তঃ নিজগণরত্নং তং মুনিগণাঃ ।
স্তবৈঃ স্তব্ধা স্তব্ধা বিধিবহুদিতৈর্জহুতনয়াং
প্রপশ্যন্তঃ কল্কিং মুনিজনগণা দ্রষ্টুংগমন্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহমুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুখোদরী-
বধানস্তরং মুনিদর্শনং নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের অদূরে নিজগণের সহিত কল্কি বাস
করিতেছেন এবং জহু কন্যাকে দর্শন করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে মুনিগণ
আসিয়া দর্শন পূর্বক বিধিবোধিত স্ততিবাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ৪৮

কল্কিপুরাণে অমুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুখোদরীবধানস্তর
মুনিদর্শন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।



কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সুখাগতান্ মুনীন্ দৃষ্ট্বা কল্কিঃ পরমধৰ্ম্মবিৎ ।

পূজয়িত্বা চ বিধিবৎ সুখাসীনানুবাচ তান ॥ ১ ॥

কল্কিকরুবাচ।

কে যুয়ং সূৰ্য্যসঙ্কশা মম ভাগ্যাছুপস্থিতাঃ ।

তীৰ্থটিনোংসুকা লোকত্ৰয়াণামুপকারকাঃ ॥ ২ ॥

বয়ং লোকে পুণ্যবন্তো ভাগ্যবন্তো যশস্বিনঃ ।

যতঃ কৃপাকটাক্ষেণ যুগ্মাভিরবলোকিতাঃ ॥ ৩ ॥

ততস্তে বামদেবোহত্ৰি বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ ।

সূত কহিলেন, পরমধৰ্ম্মিক কল্কি মুনিগণকে সুখাগত
সুখাসীন দেখিয়া যথাবিধানে অৰ্চনা পূৰ্ণক কহিলেন ।১

কল্কি কহিলেন সাক্ষাৎ সূৰ্য্যের স্তায় তেজস্বী, তীৰ্থভ্রম
উৎসুক, ত্রিলোকের হিতসাধনে রত আপনারা কে? অদ্য আমি
ভাগ্যবশতঃ আপনারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ।২ অ
আমরা লোকমধ্যে পুণ্যবান্ ভাগ্যবান্ এবং যশস্বী হইলাম, বেছে
আপনারা অদ্য আমাদের কৃপা কটাক্ষ দ্বারা অবলোকন ক
লেন ।৩

অনন্তর বামদেব অত্রি বশিষ্ঠ গালব ভৃগু পরাশর না
অশ্বখামা পরশুরাম কৃপাচার্য্য ত্রিতঃ দুৰ্ব্বাসা দেবল কণ্ণ ৩

পরাশরো নারদোশ্বখামা রামঃ কৃপস্তিতঃ ॥ ৪ ॥

দুৰ্ব্বাসা দেবলঃ কণ্ণে। বেদপ্রমিতিরঙ্গিরাঃ ।

এতে চান্বেচ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

কৃত্বাগ্রে মরুদেবাপী চন্দ্রসূর্য্যকুলোদ্ভবৌ ।

রাজানৌ তৌ মহাবীৰ্য্যৌ তপস্যাভিরতৌ চিরম্ ॥ ৬ ॥

উচুঃ প্রহৃষ্টমনসঃ কল্কিং কল্কবিনাশনং ।

মহোদধেষ্টীরগতংবিষ্ণুং সুরগণা যথা ॥ ৭ ॥

মুনয় উচুঃ ।

জয়াশেষ জগন্নাথ বিদিতাখিলমানস ।

স্থিষ্টিস্থিতিলয়াধ্যক্ষ ! পরমাত্মন ! প্রসীদ নঃ ॥ ৮ ॥

প্রমিতি ও অঙ্গিরা এই সকল মুনিগণ এবং অত্যন্ত বহু বহু মহাব্রত ঋষিবর্গ ৫ চন্দ্রসূর্য্যকুলোৎপন্ন মহাবীৰ্য্যশালী তপস্যান্বিত মহারাজ মরু ও দেবাপিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া। ৬ পাপ-বিনাশন কল্কিকে বলিতে লাগিলেন। যেমন প্রহৃষ্টান্তঃকরণ দেবগণ মহাসাগরের তীরবর্তী বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত ঋষিগণ কল্কির নিকট (আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) ৭ মুনিগণ কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি সকলকে জয় করিয়াছ, তুমি ত্রিজগতের অন্তঃকরণবৃত্তি অবগত আছ, হে পরমাত্মন! তুমি অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক, এইক্ষণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও ৮

কালকৰ্ম্মগুণাবাস প্রসারিত নিজক্রিয় ।

ব্রহ্মাদিনুতপাদাজ্জ পদ্মানাথ প্রসীদ নঃ ॥ ৯ ॥

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ প্রাহ জগৎপতিঃ ।

কাবেতো ভবতামগ্রে মহাসত্ত্বো তপস্বিনো ॥ ১০ ॥

কথমাত্রোগতো স্তত্বা গঙ্গাং মুদিতমানসো ।

কা বা স্তুতিস্ত জাহব্যা যুযোনান্মনী চ কে ॥ ১১ ॥

তয়োগ্নিরূঃ প্রমুদিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ কৃতী ।

আদাবুবাচ বিনয়ী নিজবংশানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥

হে পদ্মানাথ! তুমি কালস্বরূপ, জগতের গুণ কৰ্ম্ম তোমাতেই
বিস্তারিত আছে, ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার পাদপদ্মের স্তব করিয়া
থাকেন, তুমি এইক্ষণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

জগৎপতি কল্কি এইরূপ মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে
লাগিলেন, মুনিগণ! তোমাদিগের সম্মুখে যে এই মহাবল পরাক্রান্ত
ও তপশ্চান্বিত ছই ব্যক্তিকে দেখিতেছি, ইহারা কে? ১০ ইহারা
কি নিমিত্ত গঙ্গার স্তব করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে এখানে আসিয়াছে?
(কল্কি সেই আগন্তুক দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন)
তোমরা কি নিমিত্ত জাহবীর স্তব করিতেছ, তোমরা কে এবং তোমা-
দের নাম কি? (এই সমুদায় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল) ১১।

অনন্তর উহাদিগের ছই ব্যক্তির মধ্যে কার্যাকুশল মরু সন্তুষ্ট
চিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয় বচনে আপন
বংশানুকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। ১২

মরুরূবাচ।

সৰ্ব্বং বেৎসি পরাভ্রাপি অন্তৰ্যামিন্ হৃদি স্থিতঃ ।
 তবাজ্জয়া সৰ্ব্বমেতৎ কথয়ামি শৃণু প্রভো ॥ ১৩ ॥
 তব নাভেরভূদ্রক্ষা মরীচিস্তৎস্বতোহভবৎ ।
 ততো মনুস্তৎস্বতোহভূদিক্শ্বাকুঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৪ ॥
 যুবনাশ্ব ইতি খ্যাতো মাক্ষাতা তৎস্বতোহভবৎ ।
 পুরুকুৎসস্তৎস্বতোহভূদনরণ্যো মহামতিঃ ॥ ১৫ ॥
 ত্রসদস্যঃ পিতা তস্মাৎ হর্য্যশ্বস্ত্যরুণস্ততঃ ।
 ত্রিশঙ্কুস্তৎস্বতো ধীমান্ হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৬ ॥
 হরিতস্তৎস্বতস্তস্মাদ্ ভরুকস্তৎস্বতো বৃকঃ ।
 তৎস্বতঃ সগরস্তস্মাদনমঞ্জাস্ততোহংশুমান্ ॥ ১৭ ॥
 ততো দিলীপস্তৎপুত্রো হৃগীরথ ইতি স্মৃতঃ ।

মরু কহিলেন, আপনি হৃদয়স্থ পরমাত্মা, অন্তৰ্যামী। প্রভো! আপনি সকলই জানেন। আপনার আজ্ঞায় সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৩ আপনার নাভি হইতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচি হইতে মনু, মনু হইতে সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু জন্মিয়াছিলেন। ১৪ ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মাক্ষাতা, মাক্ষাতার পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎস হইতে মহামতি অনরণ্য উৎপন্ন হন। ১৫ অনরণ্যের পুত্র ত্রসদস্য, তাঁহা হইতে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র ত্র্যাক্ষ। ত্র্যাক্ষের পুত্র ধীসম্পন্ন ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কু হইতে প্রতাপবান্ হরিশ্চন্দ্র জন্মিয়াছেন। ১৬ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। ১৭ অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তাঁহার পুত্র হৃগীরথ বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার অনীত বলিয়া এই গল্প

যেনানীতা জাহ্নবীয়ং খ্যাতা ভাগীরথী ভূবি ।
 স্তুতা নুতা পূজিতেয়ং তব পাদসমুদ্ভবা ॥ ১৮ ॥
 ভগীরথাৎ স্তুতস্তস্মান্নাভস্তস্মাদভূদ্ বলী ।
 সিন্ধুদ্বীপ স্তুতস্তস্মাৎ অযুতায়ুস্ততোহভবৎ ॥ ১৯ ॥
 ঋতুপর্ণস্তৎস্তুতোহভূৎ সূদাসস্তৎস্তুতোহভবৎ ।
 সৌদাসস্তৎস্তুতো ধীমানশ্বকস্তৎস্তুতো মতঃ ॥ ২০ ॥
 মূলকাৎ স দশরথস্তস্মাদেড়বিড়স্ততঃ ।
 রাজা বিশ্বসহস্তস্মাৎ খট্টাঙ্গো দীর্ঘবাহকঃ ॥ ২১ ॥
 ততো রঘুরজস্তস্মাৎ স্তুতো দশরথঃ কৃতী ।
 তস্মাদ্রামো হরিঃ সাক্ষাদাবিভূতো জগৎপতিঃ ॥ ২২ ॥
 রামাবতারমাকর্ণ্য কঙ্কিঃ পরমহর্ষিতঃ ।
 মরুৎ প্রাহ বিস্তরেণ শ্রীরামচরিতং বদ ॥ ২৩ ॥

ভাগীরথী নামে বিখ্যাত আছেন। আপনার চরণ সমুত্ত বলিয়া
 লোকে ইহার স্তব, প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে। ১৮ ভগীরথের
 পুত্র নাভ, নাভের পুত্র বলবান্ সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপ হইতে অযুতায়ু
 জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯ অযুতায়ু পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সূদাস,
 সূদাসের পুত্র সৌদাস, সৌদাসের পুত্র বৃক্সিম্পন্ন অশ্বক, ২০ অশ্বকের
 পুত্র মূলক, মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথ হইতে এড়বিড় জন্ম গ্রহণ
 করেন। এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের তনয় খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গের
 পুত্র দীর্ঘবাহ ছিলেন। ২১ দীর্ঘবাহর পুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ,
 অজের পুত্র দশরথ, দশরথ হইতে সাক্ষাৎ জগৎপতি হরি রামরূপে
 আবির্ভূত হন। ২২

কল্কি রামাবতারের কথা শুনিয়া সমধিক হর্ষলাভ করিলেন
 এবং মরুকে রামরচিত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিতে কহিলেন। ২৩

মৰুৰুবাচ ।

সীতাপতেঃ কৰ্ম বক্তুং কঃ সমর্থোহস্তি ভূতলে ।
 শেষঃ সহস্রবদনৈরপি লালায়িতো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
 তথাপি সেমুখী মেহস্তি বৰ্ণয়ামি তবাজ্ঞয়া ।
 রামশ্চ চরিতং পুণ্যং পাপতাপপ্রমোচনম্ ॥ ২৪ ॥
 অজ্ঞাদিবিবুধার্থিতোহজ্ঞনি চতুর্ভিরংশৈঃ কূলে
 রবেৰগন্ততাদজো জগতি বাতুধানক্ষয়ঃ ।
 শিশুঃ কুশিকজাধ্বরক্ষয়করক্ষয়ো যো বলাদ-
 বলী ললিতকন্ধরো জয়তি জানকীবল্লভঃ ॥ ২৫ ॥
 মূনেরনু সহানুজ্ঞো নিখিলশস্ত্রবিদ্যাতিগো
 যযাবতিবলপ্রভো জনকরাজরাজসভাম্ ।
 বিধায় জনমোহনদ্যুতিমতীৰ কামদ্রুহঃ
 প্রচণ্ডকরচণ্ডিমা ভবনভঞ্জে জন্মনঃ ॥ ২৬ ॥

মৰু কহিলেন এই ভূতলে সীতাপতির কৰ্ম সকল বলিতে
 কেহই সমর্থ হন না। এমন কি সহস্রবদন অনন্তদেবও এ বিষয়ে কুণ্ঠিত
 হন। ২৪ তথাপি আপনার অনুমতিতে স্বীয় বুদ্ধানুসারে পবিত্র,
 এবং পাপতাপমোচক শ্রীরামের চরিত্র বর্ণন করিতেছি। ২৪ পূৰ্বে
 ব্রহ্মাদি দেবতার প্রার্থনায় সূৰ্য্যবংশে চতুরংশ দশরথ হইতে রাক্ষ-
 সান্তক জানকীপতি রাম অবতাণ হন, যিনি শিশুকালে কৌশিকযজ্ঞে
 যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসীদিগকে বলদ্বারা নষ্ট করিয়া উৎকর্ষ প্রকাশ
 করিলেন। ২৫ যাঁহার মহিমায় কামনাপূর্ণ জগতে পুনর্জন্ম না হয়,
 যিনি সাতিশয় বলশালী ও প্রভাসম্পন্ন, তাদৃশ নিখিল শস্ত্র-
 বিদ্যার পারদর্শী রাম জনমোহন রূপ ধারণ করিয়া লক্ষণের সহিত
 মূনির সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় গমন করিলেন। ২৬

তমপ্রতিমতেজসং দশরথান্নজং সান্নজং
 মূনেরনু যথাবিধেঃ শশিবদাদিদেবং পরম্ ।
 নিরীক্ষ্য জনকো মূদা ক্ষিতিস্তপতিং সংমতং
 নিজোচিতপণক্ষমং মনসি ভৎসয়ন্নাযযৌ ॥ ২৭ ॥
 স ভূপরিপূজিতো জনকজ্যেষ্ঠিতৈরর্চিতঃ
 করালকঠিনং ধনুঃ করসরোরুহে সংহিতম্ ।
 বিভজ্য বলবদৃঢ়ং জয় রঘুবহেতুচ্চকৈ-
 ধ্বনিং ত্রিজগতীগতং পরিবিধায় রামো বভৌ ॥ ২৮ ॥
 ততো জনকভূপতিদশথান্নজ্ঞেভ্যো দদৌ
 চতস্র উষতীমূদা বরচতুর্ভ্য উদ্বাহনে ।
 স্বলংকৃতনিজান্নজাঃ পথি ততো বলং ভার্গব-
 শ্চকার উররৌ নিজং রঘুপতৌ মহোগ্রং ত্যজন্ ॥ ২৯ ॥

বিধাতার পক্ষাৎ যেমন চন্দ্র উপবিষ্ট হন তাহার জ্যৈষ্ঠ সেই
 অপ্রমিততেজা সলক্ষণ দাশরথি বিশ্বামিত্র মুনির পক্ষাৎ যথাবিধানে
 উপবিষ্ট হইলেন, আদিদেব পরম বস্ত্র সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিয়া জনক
 জানকীর যোগ্যবর বিবেচনা করিলেন এবং আত্মকৃতপণকে অনুচিত
 জ্ঞান করিয়া আপনাকে মনে মনে ভৎসনা করতঃ রামের নিকট
 গমন করিলেন । ২৭ পরে রাম জনকের সমাদরে ও জানকীর কটাক্ষে
 সংকৃত হইয়া সেই অত্যন্ত কঠিন ধনু করে গ্রহণ পূর্বক দুই খণ্ড করি-
 লেন, তখন “রামের জয়” এই উচ্চস্রনি ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিল।
 তাহাতে রাম অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন । ২৮ অনন্তর জনক
 রাজা রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতাকে উদ্বাহ বিধানে বরণ করিয়া অল-
 কৃত ও রমণীয় কল্যা চতুষ্টয় দান করিলেন, পরে পশ্চিমধ্যে পরশুরাম
 রঘুপতির প্রতি আপনার উগ্র পরাক্রম প্রকাশ করিলেন । ২৯

ততঃ স্বপূরমাগতো দশরথস্ত সীতাপতিং
 নৃপং সচিবসংযুতো নিজবিচিত্রসিংহাসনে
 বিধাতুমমলপ্রভং পরিজনৈঃ ক্রিয়াকারিভিঃ
 সমুদ্যতমতিং তদা দ্রুতমবারয়ৎ কৈকেয়ী ॥ ৩০ ॥
 ততো গুরুনিদেশতো জনকরাজকন্যায়ুতঃ
 প্রয়াগমকরোৎ স্বধীৰ্বদনুগঃ স্মিত্রাস্ততঃ ।
 বনং নিজগণং ত্যজন্ গৃহগৃহে বসনাদরাং
 বিস্মজ্য নৃপলাঞ্জনং রঘুপতিজ্জটীচীরধ্বক্ ॥ ৩১ ॥
 প্রিয়ানুজযুতস্ততো মুনিমতো বনে পূজিতঃ
 স পঞ্চবটিকাশ্রমে ভরতমাতুরং সঙ্গতম্ ।
 নিবার্য্য মরণং পিতুঃ সমবধার্য্য হুংখাতুর-
 স্তপোবনগতোহবসদ্রঘুপতিস্ততস্তাঃ সমাঃ ॥ ৩২ ॥
 দশাননসহোদরাং বিষমবাণবেধাতুরাং

অনন্তর দশরথ স্বীয় পুত্রীতে আগমন পূর্বক মন্ত্রীসহিত
 যন্ত্রণা করিয়া বিমলপ্রভ সীতাপতিকে সিংহাসনে অভিষেক করিতে
 ইচ্ছা করিলেন । এই সময়ে কৈকেয়ী শীঘ্র আসিয়া পরিজনবেষ্টিত
 উদ্যোগশালী দশরথকে বারণ করিল । ৩০ পরে পিতৃনিদেশ বশতঃ
 সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাম বনে গমন করিলেন । পরে অনুগামী
 পুণ্ডরীকাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহকের গৃহে গমন করতঃ রাজ-
 চিহ্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জটা বল্কুল ধারণ করিলেন । ৩১
 অনন্তর বনে জায়া এবং অনুজের সহিত মুনিদিগের ঋণ আচার
 করিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চবটীর আশ্রমে আগত হুংখিত
 ভরতকে নিবারণ করিয়া ও পিতার মরণ অবধারণ করিয়া শেষ
 বৎসরগুলি তপোবনে অতিবাহিত করিলেন । ৩২ পরে কামবাণ-

সমীক্ষ্য বররূপিণীং প্রহসতীং সতীং সুন্দরীম্ ।
 নিজাশ্রয়মভীপ্সতীং জনকজাপতিলক্ষ্মণাং
 করালকরবালতঃ সমকরোদ্বিরূপাং ততঃ ॥ ৩৩ ॥
 সমাপ্য পথি দানবং থরশরৈঃ শনৈর্নাশয়ন্
 চতুর্দশসহস্রকং সমহনৎ থরং সানুগম্ ।
 দশাননবশানুগং কনকচারু-চঞ্চলমুগং
 প্রিয়াপ্রিয়করো বনে সমবধীদ্বলাদ্রাক্ষসম্ ॥ ৩৪ ॥
 ততো দশমুখস্তুরংস্তমভিবীক্ষ্য রামং কুমা
 ব্রজস্তমুলক্ষ্মণং জনকজাং জহারাশ্রমে ।
 ততো রঘুতিঃ প্রিয়াং দলকুটীরসংস্থাপিতাং
 ন বীক্ষ্য তু বিমূর্ছিতো বহু বিলপ্য সীতেতি তাম্ ॥ ৩৫ ॥
 বনে নিজগণাশ্রমে নগতলে জলে পললে
 বিচিত্য পতিতং খগং পথি দদর্শ সৌমিত্রিণা ।

পীড়িত সুবেশা সুন্দরী হস্তযুক্তা এবং আপনার প্রতি সান্তিলাভ
 'রাবণভগিনী' স্বর্ণপাকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করিলেন,
 লক্ষ্মণও শান্তি করবাল দ্বারা রাক্ষসীকে বিরূপা করিয়াছিলেন । ৩৩
 পথিমধ্যে দানবকে নষ্ট করিয়া চতুর্দশ সহস্র সৈন্তের অধিপতি রাবণের
 বশীভূত থরদূষণকে অলুচরের সহিত সংহার করিলেন, পরে সীতাব
 প্রিয় কাননায় চঞ্চল স্বর্ণময় মৃগরূপী রাক্ষসকে বধ করিলেন । ৩৪
 অনন্তর পথে রাম লক্ষ্মণ গমন করিতেছেন দেখিয়া দশানন শীঘ্র
 আশ্রম হইতে সীতাকে হরণ করিল। রাম পূর্ণকুটীরে সীতাকে
 না দেখিয়া হা সীতা ! বলিয়া বহু বিলাপ করতঃ মুচ্ছিত হইলেন । ৩৫
 পরে ঋষদিগের আশ্রমে পুরুতপ্তহাতে জলে এবং গতে সর্বত্র সীতাকে
 অন্বেষণ করিয়া পথিমধ্যে মৃত্যুপ্রায় পতিত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন

জটায়ুবচনাং ততো দশমুখাহতাং জানকীং
 বিবিচ্য কৃতবান্ মৃতে পিতরি বহ্নিকৃত্যং প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥
 প্রিয়াবিরহকাতরোহনুজপুরঃসরো রাঘবো
 ধনুর্ধরধুরন্ধরো হরিবলং নবালাপিনম্ ।
 দদর্শ ধাবতাচলাদ্রবিজবালিরা জ্ঞানুজ-
 প্রিয়ং পবননন্দনং পরিণতং ততঃ প্রেষিতম্ ॥ ৩৭ ॥
 ততস্তদুদিতং মতং পবনপুত্রসুগ্রীবয়ো-
 স্তৃণাধিপতিভেদনং নিজনৃপাসনস্থাপিতম্ ।
 বিবিচ্য ব্যবসায়কৈর্নির্জসখাপ্রিয়ং বালিনং
 নিহত্য হরিভূপতিং নিজসখং স রামোহকরোৎ ॥ ৩৮ ॥
 অখোত্তরশ্রীমং হরির্জনকজাং সমন্বেষয়ন্
 জটায়ুবিহগোদিতৈর্জলনিধিং তরন্ বাযুজঃ ।

এবং তাঁহার নিকটে রাবণকর্তৃক সীতা হত হইয়াছেন এই কথা
 শুনিয়া পিতৃতুল্য সেই জটায়ুর মৃত্যু হইলে তাঁহার ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়া
 সম্পন্ন করিলেন। ৩৬ সীতাবিযোগে কাতর ধনুর্ধরধুরন্ধর সলঙ্ঘণ
 রাঘব নবপরিচিত বানর সৈন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং
 সূর্য্যপুত্র বালির কনিষ্ঠ সুগ্রীবের অমাত্য হনুমান্কে দেখিতে
 পাইলেন। ৩৭

অনন্তর সুগ্রীব এবং পবননন্দনের প্রার্থনাদ্বারা সপ্ততাল ভেদ
 করিলেন এবং বাণ দ্বারা বালিকে বধ করিয়া ও সুগ্রীবের সহিত
 সখ্যতা করিয়া তাঁহাকে বানররাজ্যে সংস্থাপন করিলেন। ৩৮

অনন্তর পবনতনয় হনুমান্ জানকীর অন্বেষণ করতঃ জটায়ুর
 বাক্যানুসারে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লঙ্কা পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক

দশাননপুরং বিশন্ জনকজাং সমানন্দয়ন্
 অশোকবনিকাশ্রমে রঘুপতিং পুনঃ প্রাযবৌ ॥ ৩৯ ॥
 ততো হনুমতা বলাদমিতরক্ষসাং নাশনং
 জ্বলজ্বলনসংকুলজ্জ্বলিতদগ্ধলক্ষ্মারপুরম্ ।
 বিবিচ্য রঘুনাথকো জলনিধিং রক্ষা শোষণন্
 ববন্ধ হরিশূতপৈঃ পরিত্যক্তো নগৈরীশ্বরঃ ॥
 বভঞ্জ পুরপত্তনং বিবিধসর্গদুর্গক্ষমং
 নিশাচরপতেঃ ক্রুধা রঘুপতিঃ কৃতী সদগতিঃ ॥ ৪০ ॥
 ততোহনুজযুতো যুধি প্রবলচণ্ডকোদণ্ডভৃৎ
 শরৈঃ খরতরৈঃ ক্রুধা গজরথাস্থহংসাকুলে ।
 করালকরবালতঃ প্রবলকালজিহ্বাগ্রতো
 নিহত্যবররাক্ষসান্ নরপতির্বভৌ সানুগঃ ॥ ৪১ ॥
 ততোহতিবলবানরৈর্গিরিমহীকুহোদ্যৎকরৈঃ

অশোকবনে সীতাকে সন্তুষ্টা দ্বারা আনন্দিত করিয়া পুনরায় রঘু-
 পতির নিকট আগমন করিলেন । ৩৯ পরে রাম হুম্মান কর্তৃক
 বস পূর্বক রাক্ষস বিনাশ এবং লক্ষ্মী দাহন অবগত হইয়া ক্রোধে
 পক্ষতদ্বারা সমুদ্র বন্ধন পূর্বক বানরযুগ্মের সহিত লক্ষ্মায় গমন করি-
 লেন এবং রাক্ষস পতির পুর প্রাচীর দুর্গ প্রভৃতি সমস্ত ভগ্ন
 করিলেন । ৪০

অনন্তর সলক্ষণ নরপতি রাম যুদ্ধে প্রবল অত্যাগ্র শরাসন ধারণ
 করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পরিবৃত্ত তীক্ষ্ণবাণ এবং করালকরবাল দ্বারা
 প্রবল রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া করাল কালের রসনাগ্রেণ স্ত্রায়
 শোভা পাইতে লাগিলেন । ৪১

অনন্তর নল অশ্বদ বানররাজ জুগ্রীব পবননন্দন হনুমান্

করালতরতাড়নৈর্জনকজারুবা নাশিতান্ ।

নিজস্মুরমরাদিনানতিবলান্ দশাশ্চানুগান্

নলাঙ্গদহরীধরাশুগন্ততর্করাজাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ততোহতিবললক্ষণজিহদশনাথশত্রুং রণে

জঘান ঘনঘোষণানুগগণৈরস্বকপ্রাশনৈঃ ।

প্রহস্ত-বিকটাদিকানপি নিশাচরান্ সঙ্গতান্

নিকুস্ত-মকরাক্কান্ নিশিতথড়গপাঠৈঃ ক্রুধা ॥ ৪৩ ॥

ততো দশমুখো রণে গজরথাস্থপভীষতৈ-

রলজ্যাগগকোটিভিঃ পরিব্রতো যুযোধায়ুধৈঃ ।

কপীশ্বরচম্পতেঃ পতিমনস্তদিব্যায়ুধং

রঘুহৃদমনিন্দিতং সপদি সঙ্গতো দুর্জয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দশাননমরিং ততো বিধিবরশ্রয়াবদ্ধিতঃ

জাঘবান্ ও অস্ত্রাচ্চ মহাবল বানরগণ, বৃক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা পর্বত

নিক্ষেপ দ্বারা ও ভীষণ প্রহার দ্বারা, জনকনন্দিনীর ক্রোধভরে পূর্বেই

নষ্টপ্রায় মহাবল পরাক্রান্ত দেবতাবৈরী রাবণাছুচর রাক্ষসগণকে

সংহার করিলেন । ৪২ পরে মহাবল লক্ষণ মহাবীরশব্দকারী শোণিত-

পায়ী অছুচরবর্গে পরিব্রত ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিলেন । পরে তিনি

ক্রোধপূর্বক প্রহস্ত নিকুস্ত মকরাক্ক বিকট প্রভৃতি উপস্থিত নিশাচর-

গণকেও নিশিত থড়গ দ্বারা সংহার করিলেন । ৪৩

অনন্তর দুর্জয় দশানন অলঙ্ঘনীয় কোটি কোটি গজাক্রু-

রথাক্রুদ অশ্বাক্রুদ ও পদাতি সৈন্যসমূহে পরিব্রত হইয়া সংগ্রাম স্থলে

বানরসেনার অধিপতি সুগ্রীবের প্রভৃ অসীম দিব্যাস্ত্রধারী যশস্বী

রঘুপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ

করিল । ৪৪ তখন রঘুবীর রাম, ব্রহ্মার নিকট বরলাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

মহাবলপরাক্রমং গিরিমিবাচলং সংযুগে ।
 জঘান রঘুনায়কো নিশিতশায়কৈরুদ্ধতং ।
 নিশাচরচম্পতিং প্রবলকুস্তকর্ণং ততঃ ॥ ৪৫ ॥
 তয়োঃ খরতরৈঃ শরৈর্গগনমচ্ছমাচ্ছাদিতং
 বভৌ ঘনঘটাসমং মুখরমভড়িৰহিভিঃ ।
 ধুমুগ্ধগমহাশনিধ্বনিভিরায়তং ভূতলং
 ভয়ঙ্করনিরন্তরং রঘুপতেশ্চ রক্ষঃপতেঃ ॥ ৪৬ ॥
 ততো ধরণিজারুবা বিবিধরামবাণৌজসা
 পপাত ভুবি রাবণস্ত্রিদশনাথবিদ্রাবণঃ ।
 ততোহতিকুতুকী হরিজ্জ্বলনরক্ষিতাং জানকীং
 সমর্প্য রঘুপুঙ্গবে নিজপুরীং যযৌ হর্ষিতঃ ॥ ৪৭ ॥

মহাবল পরাক্রম সংগ্রাম ভূমিতে অচলের স্থায় অচল উদ্ধত শত্রু
 রাক্ষসসেনাব অবীথর দশানন ও মহাবল কুস্তকর্ণকে নিশিত শরনিকর
 দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ৷৪৫

অনন্তর রাম ও দশানন পরস্পরের খরতর শরনিকর দ্বারা
 গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন ঘন ঘনঘটায়
 নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে
 সশব্দ অগ্নিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহাতে শব্দায়মান বিদ্যুতের স্থায়
 শোভা পাইতে লাগিল। বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ জ্যাঘোষ দ্বারা মহীতল
 আবৃত হইল। সে সময় সংগ্রাম স্থল অতীব ভীষণ আকার ধারণ
 করিল ৷৪৬ অনন্তর ত্রিদশনাথেরও ভয়জনক রাবণ, সীতার কোপ
 দ্বারা ও রামচন্দ্রের অস্ত্রতেজো দ্বারা আহঁত হইয়া ভূতলে পতিত
 হইল। তখন হনুমান্ অতীব আনন্দিত হইয়া অগ্নিতে বিগুদ্বা জান-
 কীকে রামের নিকট সমর্পণ পূর্বক নিজপুরীতে প্রতিগমন করিল ৷৪৭

পুরন্দরকথাদরঃ সপদি তত্র রক্ষঃপতিং
 বিভীষণমভীষণং সমকরোত্ততো রাঘবঃ ॥ ৪৮ ॥
 হরীশ্চরগণারূতোহবমিস্ত্যাত্যুতঃ সানুজো
 রথে শিবসথেরিতে স্তবিমলে লসৎপুষ্পকে ।
 মুনীশ্চরগণার্চিতো রঘুপতিস্বযোধ্যাং যযৌ
 বিবিচ্য মুনিলাঞ্ছনং ওহগৃহেহতিসখ্যং স্মরন্ ॥ ৪৯ ॥
 ততো নিজগণারূতো ভরতমাতুরং সানুয়ন্
 স্বমাতৃগণবাক্যতঃ পিতৃমিজাসনে উপতিঃ ।
 বশিষ্ঠমুনিপুঙ্গবৈঃ কৃতনিজাভিষেকো বিভূঃ
 সমস্তজনপালকঃ সুরপতির্বথা সংবভৌ ॥ ৫০ ॥
 নরা যচ্ছুনাকরা দ্বিজবরাস্তপস্তপরাঃ

অনন্তর রাম, দেবরাজের কথামুসারে অভীষণ বিভীষণকে তৎক্ষণাৎ
 রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৪৮

অনন্তর ত্রীরাম, বানররাজগণে পরিবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের
 সহিত গবন পরিচালিত স্তবিমল শোভমান পুষ্পক রথে আরোহণ-
 পূর্বক অযোধ্যায় গমন করিলেন । গমনকালে পথিমধ্যে বনপ্রবেশ
 কালীন নিজ মুনিবেশ এবং ওহ চণ্ডালের সহিত সখ্যভাব স্মরণ করিতে
 লাগিলেন । পরে মুনিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন । ৪৯

পরে তিনি অল্পজীববর্গে পরিবৃত হইয়া মনোহুঃখে কাতর
 ভরতকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । তিনি মাতৃগণের আজ্ঞামু-
 সারে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন পূর্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ।
 বশিষ্ঠ ঋত্বিত মহর্ষিগণ তাঁহার অভিষেক করিলেন । তিনি দেবরাজের
 ঋষি সঙ্গ লোকের অধীশ্বর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । ৫০

এইরূপ অতিবল পরাক্রম রঘুবীর রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ

স্বধৰ্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ স্বজননঙ্গতা নির্ভয়াঃ !

ঘনাঃ স্তবছবর্ষিণো বসুমতী সদা হর্ষিতা

ভবত্যতিবলে নৃপে রঘুপতাবভূৎ সজ্জগৎ ॥ ৫১ ॥

গতায়ুতসমাঃ প্রিয়ৈর্নিজগুণৈঃ প্রজা রঞ্জয়ন্

নিজাং রঘুপতিঃ প্রিয়াং নিজমনোভবৈর্মোহয়ন্ ।

মুনীন্দ্রগণসংসূতোহপ্যযজদাদিদেবান্মথৈ-

ধনৈর্বিপুলদক্ষিণৈরতুলবাজিমেবৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫২ ॥

ততঃ কিমপি কারণং মনসি ভাবয়ন্ ভূপতি-

র্জহৌ জনকজাং বনে রঘুবরস্তদা নিরুণঃ ।

ততো নিজমতং স্মরন্ সমনয়ৎ প্রচেতঃস্রতে

নিজাশ্রমমুদারধী-রঘুপতেঃ প্রিয়াং দুঃখিতাম্ ॥ ৫৩ ॥

করিলে, সমুদায় প্রজা ঐশ্বর্যশালী হইল। ব্রাহ্মগণ তপস্বীতে নিয়ত নিযুক্ত হইলেন। সকলেই স্বজনবর্গে মিলিত হইয়া নির্ভব-
চিতে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। দেবগণ নিয়মিত সময়ে স্তুতি করাতে বসুমতী হর্ষযুক্তা হইলেন। সমুদায় জগৎ সংপণে দণ্ডায়মান হইল। ৫১

এইরূপে রঘুপতি দশ সহস্র বৎসর অভিযান নিজ গুণগ্রান দ্বারা প্রজারঞ্জন করিলেন। তিনি মনোরথ পূরণ দ্বারা নিজপ্রিয়া জানকীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিপুল ধন দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বহু যজ্ঞ দ্বারা এবং তিনটা অশ্বনেধ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ৫২

অনন্তর রঘুপতি নির্দয় হইয়া অন্তঃকরণে কোন একটা কারণ চিন্তা করিয়া জানকীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পর্বে উদারচেতাঃ বান্দীকি, নিজকৃত রামায়ণ স্মরণ করিয়া দুঃখিতা রান-
প্রিয়া জানকীকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। ৫৩

ততঃ কুশলবোঁ হুতো প্রস্বষুবে ধরিত্রীহুতা
 মহাবলপরাক্রমো রঘুপতের্ষশোগায়নো ।
 স তামপি হুতাস্বিতাং মুনিবরস্তু রামান্তিকে
 সমর্পয়দনিন্দিতাং সুরবরৈঃ সদা বন্দিতাম্ ॥ ৫৪ ॥
 ততো রঘুপতিস্তু তাং হুতযুতাং রুদন্তীং পুরো
 জগাদ দহনে পুনঃ প্রবিশ শোধনায়ান্ননঃ ।
 ইতীরিতমবেক্ষ্য সা রঘুপতেঃ পদাজে নতা ।
 বিবেশ জননীযুতা মণিগণোজ্জ্বলং ভূতলম্ ॥ ৫৫ ॥
 নিরীক্ষ্য রঘুনায়কো জনকজাপ্রয়াণং স্মরন্
 বশিষ্ঠগুরুযোগতোহনুজযুতোহগমৎ স্বং পদম্ ।
 পুরঃস্থিতজনৈঃ স্বকৈঃ পশুভিরীশ্বরঃ সংস্পৃশন্
 মুদা সরযুজীবনং রথবরৈঃ পরীতো বিভূঃ ॥ ৫৬ ॥

পরে ধরিত্রীনন্দিনী সীতা, কুশ ও লব নামে দুইটি সহাবল
 পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন । ইহারা রঘুবীরের নিকট তদীয়
 যশোগান করেন । মুনিবর বাল্মীকি, ঐ দুইটি পুত্রের সহিত অন্নি-
 ন্দিতা সুরবন্দিতা সীতাকে শ্রীরামের নিকট সমর্পণ করিলেন । ৫৪

অনন্তর রঘুপতি, সম্মুখে রোদন পরায়ণা হুতসহিতা জানকীকে
 কহিলেন, তুমি আশ্বশুন্ধির নিমিত্ত (সকলের সম্মুখে) পুনর্ব্বার
 অগ্নিতে প্রবেশ কর । সীতা রঘুপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাঁহার পাদপর্শে প্রণাম পূর্ব্বক উপস্থিত জননী ধরণীর সহিত
 মণিগণদ্বারা সন্মুজ্জ্বল রসাতলে প্রবেশ করিলেন । ৫৫

রঘুপতি এইরূপে জনকনন্দিনীর তিরোধান অবলোকন করিয়
 এই ব্যাপার স্মরণ করিতে করিতে গুরুবশিষ্ঠের সহিত অমুজবর্গের
 সহিত পুরবাসী জনগণের সহিত পশু বর্গের সহিত প্রীতচিত্তে সরস

যে শৃংখলি রঘুবহস্য চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাৎ
 সংসারার্ণবশোষণঞ্চ পঠিতামামোদদং মোক্ষদম্।
 রোগাণামিহ শান্তয়ে ধনজনস্বর্গাদিসম্পত্তয়ে
 বংশানামপি স্বক্কে প্রভবতি ত্রীশঃ পরেশঃ প্রভুঃ ॥৫৭॥

ইতি কল্কপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয় অংশে
 সূর্য্যবংশামুবর্ণনে ত্রীরামচরিতং নাম
 তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

মদীর জল স্পর্শ করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণুর্ভ্রাম্যে
 গমন করিলেন। ৫৬

যাহারা এই কর্ণামৃত ত্রীরামচরিত সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন,
 ত্রীশ পরমেশ প্রভু রামের রূপায় তাঁহাদের অবাধে রোগ শান্তি
 হইবে, বংশ বৃদ্ধি হইবে, এবং ধনসম্পত্তি, জনসম্পত্তি ও স্বর্গাদি সম্পত্তি
 হইবে। ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণে আনন্দ হইবে, সংসারসাগর
 তৃষ্ণ হইবে এবং পরম পুরুষার্থ মুক্তিগদ লাভ হইতে পারিবে। ৫৭

কল্কপুরাণে তৃতীয়াংশে ত্রীরামচরিত নামক তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্তঃ।

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াঃশঃ ।



চতুৰ্থাধ্যায়ঃ ।

ৰামাৎ কুশোহভূদতিথি-স্ততোহভূম্মিষধান্নভঃ ।

তস্মাদভূৎ পুণ্ডরীকঃ ক্ষেমধন্বাহভবৎ ততঃ ॥ ১ ॥

দেবানীকস্ততো হীনঃ পারিপাত্ৰোহথ হীনতঃ ।

বলাহকস্ততোহর্কশ্চ রজনাভস্ততোহভবৎ ॥ ২ ॥

খগগাদ্বিধৃতস্তস্মাদ্ধিরণ্যানাভসংজ্ঞিততঃ ।

ততঃ পুষ্পো ধ্রুবস্তস্মাৎ স্তন্দনোহগ্নিবৰ্ণকঃ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ শীঘ্রোহভবৎ পুত্ৰঃ পিতা মেহতুলবিক্ৰমঃ ।

তস্মান্মরুৎ মাং কেহপীহ বুধঞ্চাপি স্তমিত্ৰকম্ ॥ ৪ ॥

ৰামেৰ পুত্ৰ কুশ, কুশেৰ পুত্ৰ অতিথি, অতিথিৰ পুত্ৰ নিষধ, নিষধেৰ পুত্ৰ নভ, নভেৰ পুত্ৰ পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকেৰ পুত্ৰ ক্ষেমধন্বা, ১ ক্ষেমধন্বাৰ পুত্ৰ দেবানীক, দেবানীকেৰ পুত্ৰ হীন, হীনেৰ পুত্ৰ পাৰিপাত্ৰ, পাৰিপাত্ৰেৰ পুত্ৰ বলাহক, বলাহকেৰ পুত্ৰ অৰ্ক, অৰ্কেৰ পুত্ৰ রজনাভ, ২ রজনাভেৰ পুত্ৰ খগগ, খগগেৰ পুত্ৰ বিধৃত, বিধৃতেৰ পুত্ৰ হিৰণ্যানাভ, হিৰণ্যানাভেৰ পুত্ৰ পুষ্প, পুষ্পেৰ পুত্ৰ ধ্রুব, ধ্রুবেৰ পুত্ৰ স্তন্দন, স্তন্দনেৰ পুত্ৰ অগ্নিবৰ্ণ, ৩ অগ্নিবৰ্ণেৰ পুত্ৰ শীঘ্ৰ। এই অতুল বিক্ৰম শীঘ্ৰ আমাৰ পিতা। আমি শীঘ্ৰেৰ পুত্ৰ। আমাৰ নাম মৰু। কেহ কেহ আমাকে বুধ, কেহ কেহ আমাকে স্তমিত্ৰ বলিয়া থাকে। ৪

কলাপগ্রামমাসাদ্য বিদ্ধি সত্তপসি স্থিতম্ ।

তদাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎ সত্যবতীহতাৎ ॥ ৫ ॥

প্রতীক্ষ্য কালং লক্ষাদং কলেঃ প্রাপ্তস্তবাস্তিকম্ ।

জন্মকোট্যংহসাং রাশের্নাশনং ধর্মশাসনম্ ।

যশঃকীর্তিকরং সর্বকামপূরং পরাশ্রয়নঃ ॥ ৬ ॥

কঙ্কিরুবাচ ।

জ্ঞাতস্তবান্বয়ং ত্বাঞ্চ নৃষ্যবংশসমুদ্ভবম্ ।

দ্বিতীয়ঃ কোহপরঃ শ্রীমান্ মহাপুরুষলক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

ইতি কঙ্কিবচঃ শ্রুত্বা দেবাপিগ্নধুরাক্ষরাম্ ।

বাণীং বিনয়সম্পন্নঃ প্রবক্তু মুশচক্রমে ॥ ৮ ॥

দেবাপিরুবাচ !

প্রলয়ান্তে নাভিপদ্মাৎ তবাভূচ্চতুরাননঃ ।

এতদিন আমি কলাপ গ্রামে অবস্থান পূর্বক তপস্যা করিতে ছিলাম। আমি সত্যবতীনন্দন ব্যাসের প্রমুখাৎ আপনকার অবতারের ব্রাহ্মান্ত শ্রবণ করিয়া ৫ কলির লক্ষ বৎসর সময় প্রতীক্ষা করিয়া আপনকার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আপনি পরমাত্মা, আপনকার সমীপে আগমন করিলে কোট জন্মের পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, ধর্মের বৃদ্ধি হয়, যশ ও কীর্তিবৃদ্ধি হয় এবং সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। ৬

কঙ্কি কহিলেন। এক্ষণে আমি তোমার বংশাবলী অবগত হইলাম; বুঝিলাম, তুমি নৃষ্যবংশ-সমুৎপন্ন ভূপতি। পরন্তু তোমার সহিত এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতেছি, ইনি শ্রীমান্ ও মহাপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত। ইনি কে? দেবাপি কঙ্কির ঈদৃশ মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয় সম্পন্ন বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

দেবাপি কহিলেন। প্রলয়াবসানে আপনার নাভিকমল হইতে

তদীয়তনয়াদত্ৰৈশ্চন্দ্রস্তস্মাত্তো বুধঃ ॥ ৯ ॥

তস্মাৎ পুরুষা যজ্ঞে যযাতির্নৃষস্ততঃ ।

দেবযান্যাং যযাতিস্ত যতুং তুর্ষস্মৈব চ ॥ ১০ ॥

শশ্বিষ্ঠায়াং তথা ক্রতু্যঞ্চানুং পুরুষ সংপতে ।

জনয়ামাস ভূতাদিভূতানীব সিন্ধুক্ষয়া ॥ ১১ ॥

পূর্বোজ্জন্মেজয়স্তস্মাৎ প্রচিহ্নানভবৎ ততঃ ।

প্রবীরস্তম্ননস্যৈবৈ তস্মাক্যভয়দোহৃভবৎ ॥ ১২ ॥

উরুক্ষয়াচ্চ ত্র্যকুণিস্ততোহভূৎ পুঙ্করাকুণিঃ ।

বৃহৎক্ষেত্রাদভূদ্বস্তী যমাম্না হস্তিনাপুরম্ ॥ ১৩ ॥

অজমীঢ়োহহিমীঢ়শ্চ পুরমীঢ়স্ত তৎসুতাঃ ।

অজমীঢ়াদভূদ্বক্ষস্তস্মাৎ সংবরণাৎ কুরুঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, ৯ বুধের পুত্র পুরুষা, পুরুষার পুত্র নহষ, নহষের পুত্র যযাতি। যযাতি দেবযানিতে যহ ও তুর্ষস্ম নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ১০ শাধুপালক! ঐ যযাতি শশ্বিষ্ঠাতে ক্রতু, অম্বু ও পুরু, এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। স্থইর সময় ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কর যেমন পঞ্চভূত উৎপাদন করে, তাহার ঠায় যযাতি উরু পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন। ১১ পুরু পুত্র জন্মেজয় জন্মেজয়ের পুত্র প্রচিহ্নান, প্রচিহ্নানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্বা, মনস্বার পুত্র অভয়দ, ১২ অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যকুণি, ত্র্যকুণির পুত্র পুঙ্করাকুণি, পুঙ্করাকুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তী রাজার নামেই হস্তিনাপুর নগর স্থাপিত হইয়া ছিল। ১৩

হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ়, অহিমীঢ় ও পুরমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় সংবরণ, সংবরণের তনয় কুরু, ১৪

কুরোঃ পরিক্ষিৎ স্বধনুর্জহুর্নিষধ এব চ ।
 সুহোত্রোহভুৎ স্বধনুষ্যচ্যবনাচ্চ ততঃ কৃতী ॥ ১৫ ॥
 ততো বৃহদ্রথস্তস্মাৎ কুশাগ্রাদৃষভোহভবৎ ।
 ততঃ সত্যজিতঃ পুত্রঃ পুষ্পবান্নহস্যন্ততঃ ॥ ১৬ ॥
 বৃহদ্রথান্যভার্য্যায়াং জরাসন্ধঃ পরন্তপঃ ।
 সহদেবস্ততস্তস্মাৎ সোমাপির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ১৭ ॥
 সুরথাদ্বিদূরথস্তস্মাৎ সার্কভৌমোহভবৎ ততঃ ।
 জয়সেনাদ্রথানীকোহভূদ্যুতায়ুশ্চ কোপনঃ ॥ ১৮ ॥
 তস্মাদ্বেবাতিথিস্তস্মাদৃক্ষস্তস্মাদিলীপকঃ ।
 তস্মাৎ প্রতীপকস্তস্মৈ দেবাপিরহমীশ্বর ॥ ১৯ ॥
 রাজ্যং শান্তনবে দত্ত্বা তপস্মৈকধিয়া চিরম্ ।

কুরুর তনয় পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিতের তনয় স্বধনু, জহু ও নিষধ।
 স্বধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র চ্যবন, ১৫ চ্যবনের পুত্র
 বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের তনয় ঋষভ, ঋষভের তনয়
 সত্যজিৎ সত্যজিতের তনয় পুষ্পবান্ পুষ্পবানের তনয় নহস্য ১৬

বৃহদ্রথের অন্য পত্নীতে শক্রসন্তাপকারী জরাসন্ধের উৎপত্তি
 হয়। জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি, সোমা-
 পির তনয় শ্রুতশ্রবাঃ ১৭ শ্রুতশ্রবার তনয় সুরথ, সুরথের তনয়
 বিদূরথ, বিদূরথের তনয় সার্কভৌম, সার্কভৌমের তনয় জয়সেন,
 জয়সেনের তনয় রথানীক। রথানীক হইতে কোপনস্বভাব যুতায়ু
 জন্ম হয় ১৮

যুতায়ুর তনয় দেবাতিথি, দেবাতিথির তনয় ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয়
 দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপক। হেঈশ্বর! আমি প্রতীপকের
 তনয় দেবাপি ১৯ আমি শান্তনুকে নিজরাজ্য প্রদান করিয়া কলাপ

কলাপগ্রামমাসাদ্য ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২০ ॥

মরুণানেন মুনিভিরেভিঃ প্রাপ্য পদান্বজম্ ।

তব কালকরালান্শাদ্যাশ্চাম্যাত্মবতাং পদম্ ॥ ২১ ॥

তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা কল্কিঃ কমললোচনঃ ।

প্রহস্ম মরুদেবাপী নমাস্ত্যস্ত সমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

কল্কিরুবাচ ।

মুবাং পরমধৰ্ম্মজ্ঞৌ রাজানৌ বিদিতাবুভৌ ।

মদাদেশকরৌ ভূত্বা নিজরাজ্যং ভবিষ্যথঃ ॥ ২৩ ॥

মরৌ ত্বামভিনেক্ষ্যামি নিজামোধ্যাপুরেহধুনা ।

হত্বা স্নেচ্ছানধৰ্ম্মিষ্ঠান্ প্রজাভূতবিহিংসকান্ ॥ ২৪ ॥

দেবাপে তব রাজ্যে ত্বাং হস্তিনাপুরপতনে ।

গ্রামে অবস্থান পূর্বক একমনে বহুকাল তপস্তা করিতে ছিলাম ।
এক্ষণে আপনকার দর্শনের নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি । ২০
আমি এই মরুর সহিত এবং এই সমস্ত মুনিগণের সহিত আপনকার
চরণসরোজ লাভ করিলাম, স্মৃতাং আমাদিগকে আর কালের কাল
কবলে পতিত হইতে হইবে না । আমরা আশ্রিতবৃদ্ধদিগের পদ •
প্রাপ্ত হইব । ২১

কমললোচন কল্কি, মরু ও দেবাপির দ্বৈদশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া হাত পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন । ২২

কল্কি কহিলেন । আমি জ্ঞাত আছি, তোমরা উভয়ে পবন
ধৰ্ম্মজ্ঞ রাজা । এক্ষণে তোমরা আমার আদেশানুসারে রাজা হইয়া
নিজ নিজ রাজ্য পালন কর । ২৩ মরো ! আমি এক্ষণে প্রজাপীড়ক
প্রাণিহিংসক অধাৰ্ম্মিক স্নেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে তোমার
নিজরাজধানী অমোধ্যাপুরীতে অভিযুক্ত করিব । ২৪ রাজর্ষি দেবাপে !

অভিসেক্ষ্যামি রাজর্ষে হত্বা পুরুষকান্ রণে ॥ ২৫ ॥

মধুরায়ামহং স্থিত্বা হরিষ্যামি তু বো ভয়ম্।

শয্যাকর্ণানুষ্ঠে মুখান্ একজজ্ঞান্ বিনোদরান্ ॥ ২৬ ॥

হত্বা কৃতং যুগং কৃত্বা পালয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ।

তপোবেশং ব্রতং ত্যক্ত্বা সমারূহ্য রথোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥

যুবাং শস্ত্রাশ্রকুশলৌ সেনাগণপরিচ্ছদৌ।

ভূত্বা মহারথৌ লোকে ময়া সহ চরিষ্যথঃ ॥ ২৮ ॥

বিশাখযুপভূপালস্তনয়াং বিনয়াশ্বিতাম্।

বিবাহে রুচিরাপাস্ত্রীং স্তন্দরীং ত্বাং প্রদাস্তি ॥ ২৯ ॥

নরো ভূপাল লোকানাং স্তস্তয়ে কুরু মে বচঃ।

রুচিরাশ্বত্বতাং শান্তাং দেবাপে ত্বং সমুদ্রহ ॥ ৩০ ॥

ইত্যাশ্বাসকথাঃ কল্কেঃ শ্রুত্বা তৌ মুনিভিঃ সহ।

আমি সংগ্রাম ভূমিতে পুরুষগণকে সংহার করিয়া তোমাকে তোমার নিজরাজধানী হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করিব। ২৫ আমিও মধুবা-
নগরীতে অবস্থান পূর্বক তোমাদের ভয় দূর করিব। আমি শয্যা-
কর্ণদিগকে উষ্ট্রমুখদিগকে একজজ্ঞদিগকে ২৬ সংহার পূর্বক সত্য
যুগ স্থাপন করিয়া প্রজাগণকে পালন করিব। তোমরাও তপস্বিদেব
ও ব্রত পরিত্যাগ করিয়া মহারথে আরোহণ কর। ২৭ কারণ তোমরা
শস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশল ও মহারথ। তোমরা আমার সহিত
(নুচ্ছ প্রভৃতি ধর্মবিদ্যেয়ী পামরদিগের উন্নয়নার্থ) বিচরণ করিবে। ২৮
নরো! বিশাখযুপ নামক ভূপতি, বিশয়সম্পন্ন রুচিরাপাস্ত্রী পবন-
স্তন্দরী স্বীয় স্তনয়ার সহিত তোমার বিবাহ দিবে। ২৯ নরো!
তুমি ভূপতি হইয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার বাক্য প্রতিপালন
কর। দেবাপে! তুমিও শান্তা নামী রুচিরাশ্ব তনয়াকে বিবাহ কর। ৩০

নর দেবাণি ও মুনিগণ, কল্কির এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ

বিস্মরাবিষ্টহৃদয়ো মেনাতে হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি ক্রবত্যভয়নে আকাশাং সূর্য্যসন্নিভৌ ।

রথৌ নানামণিত্রাত-ঘটিতৌ কামগৌ পুরঃ ।

সমায়াতৌ জ্বলদ্বিব্য-শস্ত্রাভ্যৈঃ পরিবারিতৌ ॥ ৩২ ॥

দদৃশুস্তে সদোমধ্যে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতৌ ।

ভূপা মুনিগণাঃ সভ্যাঃ সহর্ষাঃ কিমিতীরিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ককিরুবাচ ।

যুবামাদিত্যসোমেন্দ্র-যমবৈশ্রবণাস্রজৌ ।

রাজানৌ লোকরক্ষার্থমাবিভূতৌ বিদন্ত্যমৌ ॥ ৩৪ ॥

কালেনাচ্ছাদিতাকারৌ মম সঙ্গাদিহোদিতৌ ।

করিয়া বিস্মরাবিষ্টহৃদয় হইয়া নিঃসংশয় রূপে স্থির করিলেন যে, তিনিই হরি ও ঈশ্বর। ৩১

কল্কি এইরূপ অভয়বাক্য বলিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে আকাশ পথ হইতে দুইখানি কামগামী রথ সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। এই বগদ্বয় সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন নানাবিধ বর্ণিতম্, দ্বারা নির্ম্মিত ও সমুদ্রাদি দিব্য অস্ত্র শস্ত্র সমূহে পরিবারিত। ৩২ মুনিগণ ভূপাবগণ ও ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই, বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্ম্মিত রথ, সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্যাদিত হইলেন এবং ইহা কি? এইরূপ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩৩

কল্কি কহিলেন। সকলেই অবগত আছ যে, তোমরা উভয়ে রাজা এবং লোকরক্ষার নিমিত্ত ভূমণ্ডল পালনের নিমিত্ত সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র যম ও কুবেরের অংশে আবিভূত হইয়াছ। ৩৪ এতকাল তোমরা নিজ নিজ আকার গোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলে। এক্ষণে (আমার আবির্ভাবে) আমার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন

যুবাং রথাবারহতাং শক্রদত্তং মমাজ্জয়া ॥ ৩১ ॥

এবং বদতি বিশেষে পদ্মনাথে সনাতনে ।

দেবা ববধুঃ কুতুমৈস্তকুতুমুনয়োহগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥

গঙ্গাবারিপারিক্রিম-শিরোভূতিপরাগবান্ ।

শনৈঃ পর্বতজাসঙ্গশিধ্বং পবনো ববৌ ॥ ৩৭ ॥

তত্রায়াতঃ প্রমুদিততনুস্তপুচামীকরাভো

ধর্ম্মাবাসঃ সুরাচিরজটাচীরভৃদগুহস্তঃ ।

লোকাভীতো নিজতনুমরুনাশিতাধর্ম্মসংঘ-

স্তেজোরশিঃ সনকসদৃশো মক্ষরী পুষ্করাক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপু্রাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে চন্দ্র-

হর্য্যবংশাম্বুকীর্তনং নাম চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

করিয়াছ। অধুনা তোমরা আমার আদেশানুসারে ইন্দ্রদত্ত এই রথে আরোহণ কর। ৩১ পদ্মাপতি বিশ্বপতি সনাতন কল্ক এইবাক্য বলিতেছেন, ঐদৃশ সময়ে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ সম্মুখবর্তী হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৬ জাহ্নবীসলিল সঙ্গ দ্বারা পরিক্রিম মহেশ্বর শিরঃস্থিত বিভূতির পরাগ বিশিষ্ট ও পার্বতীর অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। ৩৭

অনন্তর সেই স্থানে এক ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার শরীরে আল্লাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কান্তি তপ্তকান্দন সদৃশ উজ্জ্বল। ইনি ধর্ম্মের একমাত্র আধার। ইনি অতি মনোহর চীবর ধারণ করিয়াছেন। ইহার হস্তে দণ্ড রহিয়াছে। ইনি লোকাভীত। ইহার শরীরের বায়ুদ্বারা পাপপুঞ্জ তিরোহিত হয়। ইনি সনকসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন। ইহার লোচনদ্বয় সরোজ-সদৃশ। ৩৮

কল্কিপু্রাণে তৃতীয়াংশে চন্দ্রহর্য্যবংশোম্বুকীর্তননামক চতুর্থাধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপূরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ কল্কিঃ সমালোক্য সদসাম্পতিভিঃ সহ ।

সমুখায় ববন্দে তং পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ ॥ ১ ॥

বৃদ্ধং সংবেশ্য তং ভিক্ষুং সৰ্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ।

পপ্রচ্ছ কো ভবানত্র মম ভাগ্যাদিহাগতঃ ॥ ২ ॥

প্রায়শো মানবা লোকে লোকানাং পারণেচ্ছয়া ।

চরন্তি সৰ্ব্বসুহৃদঃ পূর্ণা বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩ ॥

মল্লযু্যবাচ ।

অহং কৃতযুগং শ্রীশ তবাদেশকরং পরম্ ।

শুক কহিলেন । অনন্তর কল্কি ভিক্ষুককে দেখিবামাত্র সভাগণের সহিত গাত্রোথান করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় ঐভূতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন । পরে তিনি সমুদায় আশ্রমের পূজ্য ভিক্ষুককে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে উদ্ভূত হইয়াছেন । আপনি কে ? ২
যে সকল মনুষ্য নিষ্পাপ এবং ঈহারা পূর্ণ ও সকলের সুহৃৎ তাঁহারা
আগ্নাই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে পর্যাটন করেন । ৩

মল্লরী কহিলেন, শ্রীনাথ ! আমি একান্ত আপনকারি বশব্দ

তবাবির্ভাববিভবপ্রেক্ষণার্থমিহাগতম্ ॥ ৪ ॥
 নিরুপাধির্ভবান্ কালঃ সোপাধিত্বমুপাগতঃ ।
 ক্ষণদণ্ডলবাদ্যশ্চৈশ্মায়য়া রচিতং স্বয়া ॥ ৫ ॥
 পক্ষাহোরাত্রমাসর্তু-সংবৎসরযুগাদয়ঃ ।
 তবেক্ষয়া চরন্ত্যেতে মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ৬ ॥
 স্বায়ম্ভুবস্ত প্রথমস্ততঃ স্বারোচিষো মনুঃ ।
 তৃতীয় উত্তমস্তস্মাচ্চতুর্থস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
 পঞ্চমো রৈবতঃ ষষ্ঠশ্চাক্ষুযঃ পরিকীর্তিতঃ ।
 বৈবস্বতঃ সপ্তমো বৈ ততঃ সাবর্ণিরষ্টমঃ ॥ ৮ ॥
 নবমো দক্ষসাবর্ণির্ত্র্যক্ষসাবর্ণিকস্ততঃ ।
 দশমো ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥
 ঋদ্রসাবর্ণিকস্তত্র মনুর্কৌ দ্বাদশঃ স্মৃতঃ ।

সত্যযুগ। আমি আপনকার আবির্ভাব ও বিভব দর্শনের নিমিত্ত
 এখানে আগমন করিয়াছি। ৪ আপনি নিরুপাধি কালস্বরূপ।
 আপনি ক্ষণ দণ্ড লব প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা এক্ষণে সোপাধি হইয়াছেন।
 আপনকার নাবা দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ৫ আপনকার।
 সান্নিধ্যবশতঃ পক্ষ দিব্য রাত্রি মাস ঋতু সংবৎসর যুগ প্রভৃতি এবং
 চতুর্দশ মনু সকলেই নিয়মিতরূপে বিচরণ করিতেছে। ৬

প্রথমত স্বায়ম্ভুব নামক মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ নামক মনু,
 তৃতীয় উত্তম নামক মনু, চতুর্থ তামস নামক মনু ৭ পঞ্চম রৈবত
 নামক মনু, ষষ্ঠ চাক্ষুয নামক মনু, সপ্তম বৈবস্বত নামক মনু, অষ্টম
 সাবর্ণি নামক মনু, ৮ নবম দক্ষসাবর্ণি নামক মনু, দশম ত্র্যক্ষসাবর্ণি
 নামক মনু, একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণি নামক মনু, ৯ দ্বাদশ ঋদ্রসাবর্ণি

ত্রয়োদশমনুর্বেদসাবর্ণিলোকবিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥

চতুর্দশৈন্দ্রসাবর্ণিরেতে তব বিভূতয়ঃ ।

যান্ত্যয়ান্তি প্রকাশন্তে নামরূপাদিভেদতঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাব্দসহস্রেন দেবানাঞ্চ চতুষ্টয়ং ।

চত্বারি ত্রীণি হে চৈকং সহস্রগণিতং মতম্ ॥ ১২ ॥

তাবৎ শতানি চত্বারি ত্রীণি হে চৈকমেব হি ।

সক্ষ্যাক্রমেণ তেষান্তু সক্ষ্যাংশোহপি তথাবিধঃ ॥ ১৩ ॥

একসপ্ততিকং তত্র যুগং ভুঙ্তে মনুভূবি ।

মনুনামপি সর্বেষামেবং পরিণতির্ভবেৎ ।

দিবা প্রজাপতেস্তত্ত্ব নিশা সা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৪ ॥

নামক মনু, ত্রয়োদশ সর্বাঙ্গ বিখ্যাত বেদসাবর্ণি নামক মনু, ১০ চতুর্দশ ইন্দ্রসাবর্ণি নামক মনু। ইঁহারা সকলেই আপনকার বিভূতি স্বরূপ। ইঁহারা সকলে নামরূপাদি ভেদে গমন করিতেছেন, প্রকাশিত হইতেছেন। ১১

দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুষ্টয় হইয়া থাকে। ঐরূপ চারি সহস্র বৎসরে, তিন সহস্র বৎসরে, দুই সহস্র বৎসরে এবং এক সহস্র বৎসরে (ক্রমশঃ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ হয়) ১২ এই যুগচতুষ্টয়ের পূর্বে সক্ষ্যাক্রমশঃ চারিশত তিনশত দুইশত ও একশত বৎসর। এই চারিযুগের শেষ সক্ষ্যার পরিমাণও এইরূপ। ১৩ প্রত্যেক মনু, এক সপ্ততি যুগ পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন, সমুদায় মনুরই এইরূপ পরিণতি হইয়া থাকে। যতকাল চতুর্দশ মনুব অধিকার থাকে, তাহা ব্রহ্মার এক দিবস। এই কালের সপ্তদশ সময় ব্রহ্মার

অহোরাত্রঞ্চ পক্ষস্তে মাসসংবৎসরভবঃ ।
 সত্বপাধিকৃতঃ কালো ব্রহ্মণো জন্মমৃত্যুকৃৎ ॥ ১৫ ॥
 শতসংবৎসরে ব্রহ্মা লয়ং প্রাপ্নোতি হি স্থয়ি ।
 লয়াস্তে ত্রিমাভিমধ্যাহ্নস্থিতঃ সৃজতি প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥
 তত্র কৃতযুগং তেহং কালং সন্ধর্মপালকম্ ।
 কৃতকৃত্যাঃ প্রজা যত্র তন্মাম্ । মাং কৃতং বিহুঃ ॥ ১৭ ॥
 ইতি তত্রচ আশ্রত্য কল্কিনিজজনাবৃতঃ ।
 প্রহর্বমতুলং লব্ধ্বা শ্রুত্বা তত্রচনামৃতম্ ॥ ১৮ ॥
 অবহিতামুপালক্ষ্য যুগস্তাহ জমান্ হিতান্ ।
 যোদ্ধুকামঃ কলেঃ পূর্যাং হৃষ্টো বিশমনে প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥

এক রাত্রি ১১৪ এইরূপে কাল, দিবা রাত্রি পক্ষ মাস বৎসর স্বত্ব
 প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নিষ্পাদন করিয়া
 থাকেন ১৫ ব্রহ্মার শত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি আপনাতে লয়-
 প্রাপ্ত হন। অনন্তর প্রলয় কালের অবসান হইলে প্রভু ব্রহ্মা
 আপনকার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হন ১৬ ইহার মধ্যে আমি
 কালের অংশ কৃতযুগ। আমার অধিকারে উত্তম ধর্ম প্রতিপালিত
 হয়। আমি হইতে প্রজাগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কৃতকৃত্য হয়, বলিয়া
 আমি কৃতযুগ নামে বিখ্যাত হইয়াছি ১৭ কল্কি, অমুচরবর্গের
 সহিত সত্যযুগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারণর নাই আনন্দিত
 হইলেন ১৮ কলি সংহারে সমর্থ কল্কি, সত্যযুগের আগমন
 দেখিয়া কলির অধিকারে বিশমন নামক পুরীতে সংগ্রাম করিতে
 অভিলাষী হইয়া অমুগত জনগণকে কহিলেন ১৯ যে সকল বীর

গজরথতুরগামরাংশ্চ যোধান্
 কনকবিচিত্রবিভূষণাচিতাঙ্গান্ ।
 ধৃতবিবিধবরাজশস্ত্রপুগান্
 যুধি নিপুগান্ গণয়ধ্বমানয়ধ্বম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপুৰাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
 কৃতযুগাগমনং নাম পঞ্চমাধ্যায়ঃ ।

— — — — —

গজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করে, যাহারা রথে আরোহণ করিয়া
 যুদ্ধ করিতে সমর্থ, যাহারা পদাতি সৈন্য, যাহাদিগের শরীর স্তব্ধময়
 বিবিধ বিচিত্র বিভূষণে বিভূষিত, যাহারা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ
 করিতে সমর্থ, যাহারা সংগ্রামে নিপুণ, তাহা সৈন্যদল আনয়ন
 কর ও গণনা কর ৷২০

কঙ্কিপুৰাণ তৃতীয় অংশ পঞ্চম অধ্যায়
 সমাপ্ত

— — — — —

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি তৌ মরুদেবাপী শ্রুত্বা কন্ধেৰ্ষচঃ পুরঃ
কৃতোদ্ধাহৌ রথারুঢৌ সমারাতৌ মহাভুজৌ ॥ ১ ॥
নানায়ুধধরৈঃ সৈন্যৈরারতৌ শূরমানিনৌ ।
বন্ধগোধাঙ্গুলি ত্রাণৌ দংশিতৌ বন্ধহস্তকৌ ॥ ২ ॥
কাষণ্যসশিরস্ত্রাণৌ ধনুর্ধ্বধূরন্ধরৌ ।
অক্ষৌহিণীভিঃ বদ্ভিস্ত কম্পয়ন্তৌ ভুবং ভরৈঃ ॥ ৩ ॥
বিশাখযূপ ভূপস্ত গজলক্ষৈঃ সমারতঃ ।
অশ্বৈঃ সহস্রনিযুতৈ রথৈঃ সপ্তসহস্রকৈঃ ॥ ৪ ॥

* সূত কহিলেন। অনন্তর কৃতবিবাহ মহাবাহু মরু ও দেবাপি, কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূর্বক সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১ তাঁহারা উভয়ে অসংখ্য সৈন্য সমূহে পরিবৃত্ত ও নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী। তাঁহারা স্বয়ং মহাবীর বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হস্ত ও সমুদায় শরীর বর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁহাদের অঙ্গুলি সমূহে অঙ্গুলিত্রাণ রহিয়াছে। ২ তাঁহাদের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণে সুশোভিত রহিয়াছে। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা উত্তম ধনুর্ধারী। তাঁহারা ছয় অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ভূমণ্ডল পবি কম্পিত করিতেছেন। ৩ বিশাখযূপ নামক ভূপতি এক লক্ষ হস্তি দ্বারা, শত লক্ষ অশ্ব দ্বারা, সপ্ত সহস্র রথধারা পরিবৃত্ত ছিলেন। ৪

পদাতিভির্দ্বিলক্ষৈশ্চ সন্নৈধ্বতকামূর্কৈঃ ।

বাতোদ্ধতোত্তরোষগীবৈঃ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫ ॥

রুধিরান্বনহস্রাণাং পঞ্চাশদ্বিশ্বহরথৈঃ ।

গজৈর্দশশতৈশ্চ তৈর্নবলক্ষৈর্বতো বভৌ ॥ ৬ ॥

অক্ষৌহিণীভির্দশভিঃ কল্কিঃ পরপুরুষয়ঃ ।

সমাবৃততত্থা দেবৈরেবমিন্দ্রো দিবি স্বরাট্ ॥ ৭ ॥

ভ্রাতৃপুত্রস্বহৃদ্বিশ্চ মুদিতঃ সৈনিকৈর্বৃতঃ ।

বর্যো দিগ্বিজয়াকাঙক্ষী জগতামীশ্বরঃ প্রভূঃ ॥ ৮ ॥

কালে তস্মিন্ দ্বিজো ভূত্বা ধর্ম্যঃ পরিভ্রমৈঃ সহ ।

সমাজগাম কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৯ ॥

ঋতং প্রসাদমভয়ং স্তুতং মুদমথ স্বয়ম্ ।

যোগমর্থং ততোহদর্পং স্মৃতিং ক্ষেমং প্রতিশ্রয়ম্ ॥ ১০ ॥

তাহর সহিত দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য সূসজ্জিত হইয়া ধনুর্দারণ পূর্বক উপস্থিত হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা তাহাদের উষ্ণীষ ও উত্তরীয় বহন কম্পমান হইতেছিল। ৫ এতদ্ব্যতীত তাহার সহিত পঞ্চাশ সহস্র রক্তবর্ণ অশ্ব এবং দশ সহস্র মত্ত হস্তী বহুসংখ্য মহারথ এবং নয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। ৬ পরপুরুষয় কল্কি, এইরূপে দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দশ অক্ষৌহিণী সেনাগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭ জগতের ঈশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে ভ্রাতৃ-পুত্রগণে স্নহৃদগণে ও সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে বাত্রা করিলেন। ৮

এই সময় বলবান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত ধর্ম, ভ্রাক্ষণ বেশ ধারণ করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ৯ তাহার জন্ম-

নরনারায়ণো চোভো হরেরংশো তপোব্রতো ।

ধৰ্ম্মস্তেতান্ সমাদায় পুত্রান্ স্ত্রীশ্চাগতস্বরন ॥ ১১ ॥

শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি স্তুতিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতিঃ ।

বুদ্ধির্মেধা তিতিক্ষা চ হ্রীমূর্তিধৰ্ম্মপালকাঃ ॥ ১২ ॥

এতাস্তেন সহায়াতা নিজবন্ধুগণৈঃ সহ ।

কল্কিমালোকিতুং তত্র নিজকার্য্যং নিবেদিতুম্ ॥ ১৩ ॥

কল্কির্দ্বিজং সমাসাদ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ।

প্রোবাচ বিনয়াপন্নঃ কস্ত্বং কস্মাদিহাগতঃ ॥ ১৪ ॥

স্ত্রীভিঃ পুত্রৈশ্চ সহিতঃ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ।

কুশ্ব বা বিষয়াদ্রাজ্ঞস্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৫ ॥

পুত্রাঃ স্ত্রিয়শ্চ তে দীনাঃ হীনস্ববলপৌরুষাঃ ।

বৈষ্ণবাঃ সাধবো যদ্বৎ পাষণ্ডৈশ্চ তিরস্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

চরবর্গের মধ্যে ঈশ্বর প্রসাদ অত্যন্ত সুখ প্রীতি যোগ অর্থ অনহঙ্কার
স্বতি ক্ষেম প্রতিশ্রয় ১০ এবং হরির অংশ তপোনিষ্ঠ নরনারায়ণ
ছিলেন। এই সমুদায়কে গ্রহণ করিয়া এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া ধৰ্ম্ম সেই
স্থানে ওরাপূর্বক আগমন করেন ১১ শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি
ক্রিয়া উন্নতি বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা হ্রী, ধৰ্ম্মপালক এই অষ্টমূর্তি ১২
নিজ বন্ধুগণে পরিমৃত হইয়া কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং
নিজ কার্য্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত ধৰ্ম্মের সহিত সেই স্থলে আগমন
করিলেন ১৩ কল্কি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিনয়পূর্বক যথাবিধানে
তাঁহার পূজা করিলেন এবং কহিলেন, আপনি কে? কোথা হইতে
আগমন করিয়াছেন? ১৪ আপনি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রী ও
পুত্রগণের সহিত কোন্ রাজার অধিকার হইতে আগমন করিলেন,
তাঁহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকে বলুন ১৫ পাষণ্ড কর্তৃক পরাভূত

কঙ্কে রিতি বচঃ শ্রেয়া ধর্ম্যঃ শর্ম্য নিজং স্মরন্ ।

প্রোবাচ কমলানাথম্ অনাথস্তুতিকাতরঃ ॥ ১৭ ॥

পুত্রৈঃ স্ত্রীভিনির্জজ্ঞনৈঃ কৃতাজ্জলিপুটেহরিম্ ।

স্তত্বা নত্বা পূজয়িত্বা মুদিতং তং দয়াপরম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্য উবাচ ।

শৃণু কঙ্কে মমাখ্যানং ধর্ম্মোহহং ব্রহ্মরূপিণঃ ।

তব বক্ষঃস্থলাজ্জাতঃ কামদঃ সর্বদেহিমাম্ ॥ ১৯ ॥

দেবানাং গ্রণীর্হব্যকব্যানাং কামধুগ্বিভুঃ ।

তবাজ্জয়া চরাম্যেব সাধুকীর্তীকৃতম্বহম্ ॥ ২০ ॥

সোহহং কালেন বলিনা কলিনাপি নিরাকৃতঃ ।

বিষ্ণুপরাণ সাধুগণের ন্যায় আপনকার পুত্রগণ ও স্ত্রীগণ বলহীন পৌরুষহীন ও একান্ত কাতর হইয়াছেন। ১৬ অনাথ ও অতি কাতর ধর্ম্য, কমলানাথ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত উত্তর করিলেন। ১৭ প্রথমত তিনি, পুত্রগণ স্ত্রীগণ ও অমুচববর্গের সহিত কৃতাজ্জলিপুটে আনন্দময় দয়াময় হরির পূজা পূর্বক নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮

অনন্তর ধর্ম্য কহিলেন। কল্কে! আমার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পিতামহরূপী আপনকার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার নাম ধর্ম্য। আমি সকল প্রাণীর অভিপ্রেত সৈন্য করিয়া থাকি। ১৯ আমি দেবগণের অগ্রগণ্য। আমি যজ্ঞে হব্যকব্যের অংশভাগী। আমি যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া সাধুদিগের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি। আমি আপনকার আজ্ঞানুসারে নিয়ত সাধুদিগের কার্য্য করিয়া বিচরণ করি। ২০ এক্ষণে শক কাষোজ্জবর প্রভৃতি শ্লেচ্ছজাতিগণ কলির অধিকারে বাস করিতেছে।

শককাম্বোজশবরৈঃ সর্বৈরাবাসবাসিনা ॥ ২১ ॥

অধুনা তেহখিলাধার ! পাদমূলমুপাগতঃ ।

যথা সংসারকালাগ্নিনংতপ্তাঃ সাধবোহুদ্ভিতাঃ ॥ ২২ ॥

ইতি বাগ্ভিরপূর্বাভিধ্বংসেণ পরিতোষিতঃ ।

কল্কিঃ কল্কহরঃ শ্রীমানাহ সংহর্ষয়ন্ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

ধর্ম ! কৃতযুগং পশ্য মরুৎ চণ্ডাংশুবংশজম্ ।

মাং জানাসি যথা জাতং ধাতৃপ্রার্থিতবিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

কীটকে বৌদ্ধদলনমিতি মত্বা সুখী ভব ।

অবৈষ্ণবানামন্তেষাং তবোপদ্ৰবকারিণাম্ ।

জিহ্বাংস্ব্যামি সেনাভিশ্চর গাং ত্বং বিনির্ভয়ঃ ॥ ২৫ ॥

কা ভীতিস্তে ক মোহোহস্তি যজ্ঞদানতপোত্রিতৈঃ ।

সেই বলবান্ কলি কর্তৃক আমি কালক্রমে পরাভূত হইয়াছি। ১১

হে জগদাধার ! এক্ষণে সাধুগণ সংসাররূপ কালাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া
প্রপীড়িত হইরাছেন। এই জন্ত আমি আপনকার চরণোপান্তে
উপস্থিত হইলাম। ১২

পাপনাশক শ্রীমান্ কল্কি, ধর্মের এই অপূর্ব বাক্য শ্রবণে
পরিতুষ্ট হইয়া সকলের হর্ষোৎপাদনপূর্বক ধীরে ধীরে কহিলেন। ১৩
ধর্ম ! এই দেখ সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি সূর্য্যবংশীয়
রাজা। ইঁহার নাম মরু। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনামুসারে বেরূপে
শরীর ধারণ করিয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ১৪ কীটক দেশে
বৌদ্ধগণের দমন করিয়াছি, তুমি ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হইবে।
যাহারা বৈষ্ণব নহে যাহারা তোমার প্রতি উপদ্ৰব করিয়া থাকে,
আমি তাহাদের সংহারের নিমিত্ত সেনাগণের সহিত যাত্রা করিতেছি।
এক্ষণে তুমি নির্ভয় চিত্তে ভূতলে বিচরণ কর। ১৫ যখন আমি উপ-

সহিতঃ সংচর বিভো ! ময়ি সত্যে ব্যুপস্থিতে ॥ ২৬ ॥

অহং যামি ত্বরাগচ্ছ স্বপুত্রৈর্বাক্ষবৈঃ সহ ।

দিশাং জয়ার্থং ত্বং শত্রুনিগ্রহার্থং জগৎপ্রিয় ॥ ২৭ ॥

ইতি কল্কের্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্যঃ পরমহর্ষিতঃ ।

গন্তুং কৃতমতিস্তেন আধিপত্যমমুং স্মরন্ ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধাশ্রমে নিজজনানবস্থাপ্য স্থিরশ্চ তাঃ ॥ ২৯ ॥

সম্নকঃ সাধুসংকারৈর্বেদব্রহ্মমহারথঃ ।

নানাশাস্ত্রাশ্বেষণেষু সংকল্পবরকায়ূকঃ ॥ ৩০ ॥

সপ্তস্বরাস্থো ভূদেবসারথির্বহ্নিরাশ্রয়ঃ ।

ক্রিয়াভেদবলোপেতঃ প্রয়যৌ ধর্ম্মনায়কঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বিত হইয়াছি, যখন সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমার ভয় কি। তুমি কি জন্ত মোহাভিভূত হইতেছ। এক্ষণে তুমি যজ্ঞ দান তপস্শ্রা ও ব্রতের সহিত বিচরণ কর। ২৬ ধর্ম্ম! তুমি জগতের প্রিয়। তুমি পুত্রগণের সহিত ও বন্ধুগণের সহিত দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত এবং শত্রু দমনের নিমিত্ত যাত্রা কর, আমি তোমার সহিত গমন করিতেছি। ২৭

ধর্ম্ম, কল্কির এই বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপর নাই আনন্দিত হইয়া নিজ আধিপত্য স্মরণপূর্বক কল্কির সহিত গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ২৮ ধর্ম্ম যাত্রাকালে জীগণকে ও অনুচরগণকে সিদ্ধাশ্রমে রাখিয়া গেলেন। ২৯ ধর্ম্ম যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাধুদিগের সংকার তাঁহার সংগ্রামবেশ হইল। বেদ এবং ব্রহ্ম মহারণস্বরূপ উপস্থিত হইল। নানাবিধ শাস্ত্রাশ্বেষণ বিষয়ে বে কল্পন, তাহা তাঁহার শরাসন স্বরূপ হইল। ৩০ বেদের সপ্তস্বর তাঁহার রথের সপ্ত অশ্ব হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সারথি হইলেন। বহ্নি তাঁহার আশ্রয়

যজ্ঞদানতপঃপাত্ৰৈৰ্যমৈশ্চ নিয়মৈর্বৃতঃ ।

খশকাষোজকান্ সৰ্বান্ শরবান্ বৰ্ষকানপি ॥ ৩২ ॥

ভ্ৰেতুং কল্কির্যযৌ যত্র কলেরাবাসমীপিতম্ ।

ভূতবাসবলোপেতং সারমেয়বরাকুলম্ ॥ ৩৩ ॥

গোমাংসপুতিগন্ধাঢ্যং কাকোল্লু কশিবারতম্ ।

স্ত্রীণাং দুৰ্দ্যুতকলহবিবাদব্যসনাশ্রয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ঘোরং জগদ্ভয়করং কামিনীস্বামিনং গৃহম্ ।

কলিঃ শ্রুত্বোদ্যমং কল্কেঃ পুত্রপৌত্রবৃত্তং ক্রুধা ॥ ৩৫ ॥

পুরাদ্বিশসনাং প্রায়াং পেচকাক্ষরথোপরি ।

ধৰ্ম্মঃ কলিং সমালোক্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্থাৎ তাঁহার বসিবার আসন হইলেন। এইরূপে ধন্যরূপ সেনানা
বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ ভূরিবলে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। ৩১

এইরূপে কল্কি যজ্ঞ, দান, তপস্তা, যম, নিয়ম প্রভৃতি পাত্ৰগণে
পরিবৃত হইয়া খশ কাষোজ শর বৰ্ষক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠগণকে ৩২
পুরাজয় করিবার নিমিত্ত, কলির অভীষ্ট আবাসে গমন করিলেন।
কলির আবাস ভূতের আবাসরূপ হওয়াতে দৃষ্টীভূত হইয়াছিল।
ইহার চতুর্দিক কুল্লুরসমূহে সমাকুল। ৩৩ এই স্থানে গোমাংসের দুর্গন্ধ
সঞ্চারিত হইতেছে। এই স্থান, কাকগণ ও উল্লুকগণ বেঠেন করিয়া
রহিয়াছে। ইহা নারীদিগের কলহ বিবাদ নানাবিধ ব্যসন ও দূত-
ক্ৰীড়ার আশ্রয়। ৩৪ এই পুরী বোররূপ ও জগতের ভয়জনক। এই
পুরীতে সকলেই নারীগণের আচ্ছাবহ। কলি কল্কির যুদ্ধযাত্রার
উদ্যোগ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া ৩৫
পেচকাক্ষর থে আরোহণপূর্বক বিশসন নামক নগর হইতে বহির্গত
হইল। ধৰ্ম্ম কলিকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ৩৬

যুযুধে তেন সহন। কল্কিবাক্যপ্রচোদিতঃ ।

ঋতেন দম্ভঃ সংগ্রামে প্রসাদো লোভমাহ্বয়ং ॥ ৩৭ ॥

সময়াদভয়ং ক্রোধো ভয়ং স্তম্ভমুপাঘর্যো ।

নিরয়ো মুদমাসাদ্য যুযুধে বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥

আধির্যোগেন চ ব্যাধিঃ ক্ষেমেণ চ বলীয়সা ।

প্রশ্রয়েণ তথা মানির্জরা স্মৃতিমুপাহ্বয়ং ॥ ৩৯ ॥

এবং যতো মহাঘোরো যুদ্ধঃ পরমদারুণঃ ।

তং দ্রষ্টুমাগতা দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ খে বিভূতিভিঃ ॥ ৪০ ॥

মরুঃ খশৈশ্চ কাশ্যোজৈষু যুধে ভীমবিক্রমৈঃ ।

দেবাপিঃ সমরে চৈতৈর্বর্বরৈরেন্দ্রদৃগ্গণৈরপি ॥ ৪১ ॥

বিশাখযুপভূপালঃ পুলিন্দৈঃ স্বপচৈঃ সহ ।

কল্কির আজ্ঞানুসারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঋতের সত্তিত দম্ভের যুদ্ধ হইতে লাগিল । প্রসাদ লোভকে মুক্তার্থ আহ্বান করিলেন । ৩৭ অভয়ের সহিত ক্রোধের এবং স্তম্ভের সহিত ভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল । নিরয় প্রীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল । ৩৮ আধি বোগের সহিত এবং ব্যাধি বলবান্ ক্ষেমের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল মানি প্রশ্রয়ের সহিত জরা স্মৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ৩৯ এই রূপে পরম দারুণ মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব বিভূতি সহিত আকাশপথে আগমন করিলেন । ৪০

মরু, ভীম পরাক্রম খশ ও কাশ্যোজনিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । দেবাপি, চীন (চোল) বর্ষর ও তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । ৪১ বিশাখযুপনামক ভূপতি, পুলিন্দ ও স্বপচগণের সহিত মহাপ্রভাশালী বিবিধ দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা

যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈরশ্ত্রৈর্দ্যৈশ্চহ্যৈঃ ॥ ৪২ ॥
 কল্কিঃ কোকবিকোকাত্যাং বাহিনীভির্বরাযুধৈঃ ।
 তৌতু কোকবিকোকৌ চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতৌ ॥ ৪৩ ॥
 ভ্রাতরৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ মর্তৌ যুদ্ধবিশারদৌ ।
 একরূপৌ মহাসত্ত্বৌ দেবানাং ভয়বর্হনৌ ॥ ৪৪ ॥
 পদাতিকৌ গদাহস্তৌ বজ্রাঙ্গৌ জয়িনৌ দিশাম্ !
 শূরৈঃ পরিবৃতৌ যুত্ব্যজিতাবেকত্র বোধনাং ॥ ৪৫ ॥
 তাভ্যাং স যুযুধে কল্কিঃ সেনাগণসমম্বিতঃ ।
 শুভানাং কল্কিসৈন্তানাং সমরস্তমূলোহভবৎ ॥ ৪৬ ॥
 হ্রেষিতৈর্বৃংহিতৈর্দন্তশকৈর্ফংস্কারনাদিতৈঃ ।

সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ৪২ কল্কি, সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া
 বিবিধ উত্তম অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কোক ও বিকোকের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হইলেন। এই কোক ও বিকোক ব্রহ্মণ বরে অতিশয় দর্পাদিত
 হইয়াছিল। ৪৩ এই দুই ভ্রাতা দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় উন্নত
 এবং সংগ্রাম বিষয়ে উত্তম নিপুণ। এই দুই ভ্রাতা পরস্পর একান্ত-
 স্বরূপ মহাবলশালী এবং দেবতাদিগের ভয়জনক। ৪৪ ইহাদের শরীর
 বস্ত্রের ত্রাণ কঠিন। ইহারা দিগ্‌বিজয়ী। ইহারা দুই ভ্রাতা একত্র
 হইয়া সংগ্রাম করিলে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে। ইহারা উভয়ে
 মহাবীর সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া গদা হস্তে করি। পাদচারে যুদ্ধ
 করিতে আরম্ভ করিল। ৪৫ কল্কি সেনাগণে পরিবৃত হইয়া এই
 কোক ও বিকোকের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কল্কির
 সৈন্তসমূহ মধ্যে প্রধান প্রধান বোধগণ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪৬

অশ্বগণের হেহারব দ্বারা, করিগণের বৃংহিত দ্বারা, দন্ত শব্দ
 দ্বারা, শরাসনের টঙ্কার দ্বারা, শূরগণের বাহবেগ দ্বারা, মুঠাঘাত ও

শূরোংক্ৰুটৈর্বাংবেগৈঃ সংশকন্তলতাড়নৈঃ ॥ ৪৭ ॥

সংপুরিতা দিশঃ সৰ্ব্বা লোকা নো শশ্ম লেভিরে ।

দেবশ্চ ভয়সংক্রান্তা দিবি ব্যস্তপথা যযুঃ ॥ ৪৮ ॥

পাশৈর্দণ্ডৈঃ খড়্গশস্ত্র্যস্তিশূলৈ-

গদাঘাতৈর্বাণপাতৈশ্চ ঘোরৈঃ ।

যুদ্ধে শূরাশ্চিন্নবাহুজিহ্মধাঃ

পেতুঃ সংখ্যে শতশঃ কোটিশ্চ ॥ ৪৯ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেহমুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

কল্কিসেনাসংগ্রামো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

— —

চপটাঘাত দ্বারা, মহাশব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল । ৪৭ এই শব্দে দশ-
দিক্ পূরিত হইল । তখন কোন মনুষ্যই নিরুত্তি লাভ করিতে পারিল
না । দেবগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আকাশে বিপর্যস্ত পথে গমন করিতে
লাগিলেন । ৪৮

এই সংগ্রামে পাশাস্ত্র দ্বারা, দণ্ড দ্বারা, খড়্গ দ্বারা, শক্তি দ্বারা,
স্বষ্টি দ্বারা, শূল দ্বারা, গদা দ্বারা, ঘোর শরনিকর দ্বারা, কোটি কোটি
বীরগণের বাহু চরণ ও মধ্যদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভূমি ব্যাপ্ত
হইতে লাগিল । ৪৯

কল্কি পুরাণ, তৃতীয় অংশে, সংগ্রাম নামক ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাপ্তঃ ।

— — — — —

কঙ্কি পুরাণম্

তৃতীয়াংশঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধর্মঃ পরমকোপনঃ ।

কৃতেন সহিতো ঘোরং যুযুধে কলিনা সহ ॥১॥

কলির্দমিত্রবাণৈর্গাৈধর্মস্যাপি কৃতস্য চ ।

পরাদৃতঃ পুরীং প্রয়াৎ ত্যক্তা গর্দভবাহনম্ ॥২॥

বিচ্ছিন্নপেচকরথঃ অবদ্রক্তান্নসঞ্চয়ঃ ।

ছুছুগন্ধঃ করালাস্যাঃ স্ত্রীস্বামিকমগাদ্ গৃহম্ ॥৩॥

দম্ভঃ সন্তোগরহিতোক্তৃ তবাণগণাহতঃ ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন । এইরূপ মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে ধর্ম ধারণর
গাই ক্রোধপূর্বক সত্যযুগের সমভিব্যাহারে একত্র হইয়া কলির সহিত
যার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । ১ পরে ধর্ম ও সত্যযুগের ভীষণ
গাণসমূহ দ্বারা কলি, পরাদৃত হইয়া গর্দভবাহন পরিত্যাগ পূর্বক
নেজপুরীতে প্রবেশ করিল । ২ তাহার পেচকাক রথ ছিন্নভিন্ন হইল,
সমুদায় শরীরে রক্তস্রাব হইতে লাগিল । তাহার গাত্রে ছুঁচার গন্ধ
বহিতে লাগিল । তাহার মুখ অতীব ভীষণ আকার ধারণ করিল ।
কলি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া স্ত্রীস্বামিক গৃহে প্রবিষ্ট হইল । ৩

নিজ কুলের অঙ্গারস্বরূপ নিঃসার দম্ভঃ সন্তোগরহিত কর্তৃক

ব্যাকুলঃ স্বকুলান্গারো নিঃসারঃ প্রাবিশদগৃহম্ ॥৪॥
 লোভঃ প্রসাদাভিহতো গদয়া ভিন্নমস্তকঃ ।
 সারমেয়রথং ছিন্নং ত্যক্ত্বাগাদ্রধিরং বমন্ ॥৫॥
 অভয়েন জিতঃ ক্রোধঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ ।
 গন্ধাখুবাহং বিচ্ছিন্নং ত্যক্ত্বা বিশসনং গতঃ ॥৬॥
 ভয়ং স্মৃতলাঘাতাদাতাস্মর্যপতদ্ভূবি ।
 নিরয়ো মুদমুষ্টিভ্যাং পীড়িতো যমমাঘবৌ ॥৭॥
 আধিব্যাধ্যাদয়ঃ সর্বে ত্যক্ত্বা বাহনুপাদ্রবন্ !
 নানাদেশান্ ভয়োদ্বিগ্নাঃ কৃতবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥৮॥
 ধর্মঃ কৃতেন সহিতো গহ্না বিশসনং কলেঃ ।

নিকৃষ্ট বাণসমূহে আহত হইয়া ব্যাকুলিত হৃদয়ে নিজগৃহে প্রবেশ
 করিল। ৪ লোভপ্রসাদ কর্তৃক অভিহত হইল। শদাঘাতে তাহার
 মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার সারমেয় যুক্ত রথ চূর্ণ হওয়াতে সে তাহা
 পরিত্যাগ করিয়া রুধির বমন করিতে ২ পলায়ন করিল। ৫ অভয়ের
 সহিত সংগ্রামে ক্রোধ পরাজিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় কলুষিত
 হইয়া উঠিল। তাহার হৃগন্ধ মূষিকযুক্ত রথ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে সে
 তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশসন নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ৬ ভয়,
 স্মৃতির করতলাঘাতে গতাস্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নিরয়,
 প্রীতির মুষ্ট্যাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া যমসদনে গমন করিল। ৭
 আধিব্যাধি প্রভৃতি সকলেই সত্যযুগের শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত
 হইয়া নিজনিজ বাহন পরিত্যাগ পূর্বক ভয়াকুলিত চিত্তে নানা দেশে
 পলায়ন করিল। ৮

অনন্তর ধর্ম, কৃতযুগের সতি মিলিত হইয়া কলির প্রধান রাজ-

নগরং বাণদহনৈর্দদাহ কলিনা সহ ॥৯॥

কবির্বিপ্লুষ্ঠনর্বাস্তো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ ।

জগামৈকো রুদন্ দীনো বর্ষান্তরমলক্ষিতঃ ॥১০॥

মরুস্ত শককাষোজান্ জগ্নে দিব্যাস্ত্রতেজসা ।

দেবাপিঃ শবরাংশ্চোলান্ বর্ষরাং স্তদৃগণানপি ॥ ১১ ॥

দিব্যাস্ত্রশস্ত্রসম্পাতৈরর্দয়ামাস বীর্যবান্ ।

বিশাখযূপভূপালঃ পুলিন্দান্ পুরুমানপি ॥ ১২ ॥

জঘান বিনল প্রজ্ঞঃ খড়্গপাতেন ভূরিণা ।

নানাস্ত্রশস্ত্রবর্ষেস্তে যোধা নেশুরনেকধা ॥ ১৩ ॥

কল্কিঃ কোকবিকোকান্ধ্যাং গদাপাণিযুঁধ্যাং পতিঃ ।

যুযুধে বিষ্ণাসবিজ্ঞো লোকানাং জনয়ন্ ভয়ং ॥ ১৪ ॥

ধানী বিশসন নামক নগরে প্রবেশ করিলেন এবং শরাগ্নি দ্বারা কলির সহিত ঐ নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৯ কলির সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী পুত্র সমুদায়ই যমসদনের অতিথি হইল। সে একাকী দীন অন্তঃকরণে রোদন করিতে করিতে অলক্ষিতরূপে অন্যবর্ষে পলায়ন করিল।১০

এদিকে মরু দিব্যাস্ত্রসমূহের তেজোদ্বারা শক ও কাষোজ দিগকে নিপাতিত করিলেন। দেবাপিও শবর চোল ও বর্ষরদিগকে ঐরূপ উন্মূলিত করিলেন।১১ পরম তেজস্বী বিশাখযূপ ভূপতি, দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা পুলিন্দ ও পুরুসদিগকে পরাজয় করিলেন।১২ নির্মূলবুদ্ধিসম্পন্ন বিশাখযূপ, নিরস্তর খড়্গপ্রহার দ্বারা এবং বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল।১৩

গদা-প্রয়োগকুশল মহাযোদ্ধা কল্কি, গদা হস্তে লইয়া সমুদয়

বৃকাস্ত্ৰস্য পুত্রো তৌ নপ্তারৌ শকুনেহরিঃ ।

তয়োঃ কল্কিঃ স যুযুধে মধুকৈটভয়োৰ্যথা ॥ ১৫ ॥

তয়োগদাপ্ৰহাৰেণ চূৰ্ণিতাঙ্গস্য তৎপতেঃ ।

করাৎ চ্যুতাপতদ্ভূমৌ দৃষ্টোচূৰিত্যহো জনাঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ পুনঃ ক্রোধা বিষ্ণুর্জগজ্জিষ্ণুর্গহাভূজঃ ।

ভল্লকেন শিরস্তস্য বিকোকস্ত্যাচ্ছিনৎ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

মৃতো বিকোকঃ কোকস্য দৰ্শনাভুখিতো বলী ।

তদৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবাঃ কল্কিশ্চ পরবীরহা ॥ ১৮ ॥

প্রতিকৰ্ত্তুর্গদাপাণেঃ কোকস্ত্যাপ্যচ্ছিনচ্ছিরঃ ।

মৃতঃ কোকো বিকোকস্য দৃষ্টিপাতাৎ সমুখিতঃ ॥ ১৯ ॥

লোকের ভয় উৎপাদনপূৰ্ব্বক কোক ও বিকোকের সহিত সংগ্রাম
কৰিতে লাগিলেন । ১৪ এই ইদুব্রাতা বৃকাস্ত্ৰের পুত্র এবং শকুনির পৌত্র।
হরি, পুৰ্ব্বে যেমন নধু ও কৈটভের সহিত সংগ্রাম কৰিয়া ছিলেন,
সেই রূপ এই দুই মহাবীরের সহিত সংগ্রাম কৰিতে লাগিলেন । ১৫
পরে এই উভয়েৰ গদা প্রহার দ্বারা কল্কির অঙ্গ চূৰ্ণিত হইল।
তাঁহার হস্ত হইতে গদা প্রচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলেই
তাঁহাদেখিয়া আশ্চৰ্য্যান্বিত হইলেন । ১৬

অনন্তর ত্রিলোকবিজয়ী মহাভূজ জগৎপতি বিষ্ণু, পুনৰ্ধাব
ক্রোধাধ্বিত হইয়া ভল্লনামক অস্ত্র দ্বারা বিকোকের মস্তক ছেদন
কৰিলেন । ১৭ মহাবল বিকোকের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু সে ভ্রাতার
দৰ্শন মাত্রে মৃত্যু শয্যা হইতে উত্থিত হইল। এতদৰ্শনে দেবগণ এবং
বিপক্ষবীরসংহারক কল্কি বারপৰ নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ১৮
গদাপাণি কোক, বিকোকের পুনরুজ্জীবনের কারণ হওয়াতে কল্কি
কোকেরও মস্তক ছেদন কৰিলেন। কোক মৃত হইল বটে কিন্তু বিকো-
কের দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইল । ১৯

পুনস্তৌ মিলিতৌ তেন যুযুধাতে মহাবলৌ ।
 কামরূপধরৌ বীরৌ কালয়তু ইবাপরৌ ॥ ২০ ॥
 খড়্গচর্ম্মধরৌ কল্কিং প্রহরন্তৌ পুনঃপুনঃ ।
 কল্কিং ক্রুধা তয়োস্তদ্বদ্বাণেন শিরসী হতে ॥ ২১ ॥
 পুনলগ্নে সমালোক্য হরিশ্চিন্তাপরোহভবৎ ।
 বিশসন্তাবথালোক্য তুরগস্তাবতাড়য়ৎ ॥ ২২ ॥
 কালকল্মৌ দুরাধরৌ তুরগেণাদিতৌ ভূশন্ ।
 কল্কেস্তং জঘ্নতুর্ঝাণৈরমর্ষাতাত্রলোচনৌ ॥ ২৩ ॥
 তয়োভূজান্তরং মোহয়ঃ ক্রুধা সমদশদ্ ভূশন্ ।
 তৌতু প্রভিন্নাস্থিভূজৌ বিশস্তান্দকামূকৌ ।
 পুচ্ছং জগৃহতুঃ সপ্তেগোপুচ্ছং বালকাবিব ॥ ২৪ ॥

অনন্তর অভিলাষানুরূপ রূপধারী মহাবল কোক ও বিকোক, উভয়ে পুনর্বীর মিলিত হইয়া অপর কাল ও মৃত্যুর ভ্রায় কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ২০ তাহারা খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্বক কল্কির প্রতি পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে প্ররক্ত হইল । কল্কি ক্রোধপূর্বক ঝগ দ্বারা তাহাদের উভয়েরই মস্তক ছেদন করিলেন । ২১ উভয়ের মস্তক পুনর্বীর সংলগ্ন হইল, দেখিয়া হরি, যারপর নাই চিন্তাবিত হইলেন । পরে কল্কির অশ্ব, কোক ও বিকোককে প্রহার করিতে দেখিয়া কঠিন আঘাত করিল । ২২

অন্তক সদৃশ দুর্ধ্ব কোক ও বিকোক, কল্কির অশ্ব কর্তৃক অত্যন্ত প্রকৃত হওয়াতে অমর্ষভরে আরক্তনয়ন হইয়া তাহাকে শর-
 নিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল । ২৩ তৎকালে অশ্বও ক্রোধ পূর্বক কোক ও বিকোকের বাহমূল দংশন করিল । তাহাদের বাহর
 । অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল । অঙ্গদ ও কামরূক ভয় হইল । পরে বালক
 পরে বালক যেমন গোপুচ্ছ ধারণ করে, তাহার ভ্রায় তাহারা সেই

ধৃতপুচ্ছেঁ তু তৌ জ্ঞাত্বা সপ্তিঃ পরম কোপনঃ
পশ্চাৎ পদ্ম্যাং দৃঢ়ং জয়ে তয়োৰ্বক্ষসি বজ্রবৎ ॥ ২৫ ॥

তান্তপুচ্ছেঁ মৃচ্ছিতৌ তৌ তৎক্ষণাৎ পুনরুৎথিতৌ ।
পুরতঃ কল্কিমালোক্য বভাষাতে স্ফুটাক্ষরৌ ॥ ২৬ ॥

ততো ব্রহ্মা তমভ্যেত্য কৃতাজ্জলিপুটঃ শনৈঃ ।

প্রোবাচ কল্কিঃ নৈবামৃ শস্ত্রাশ্চৈৰ্ব্বধমহতঃ ॥ ২৭ ॥

করাঘাতাদেককালে উভয়োনির্মিতো বধঃ ।

উভয়োদর্শনাদেব নোভয়োশ্মরণং কচিৎ ।

বিদিত্বৈতি কুরুষ্বান্ন যুগপচ্চানয়োৰ্ব্বধম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা ত্যক্তশস্ত্রাস্ত্রবাহনঃ ।

তয়োঃ প্রহরতোঃ সৈরং কল্কির্দানবয়োঃ ক্রুধা ।

অশ্বের পুচ্ছেদেশ ধাবণ করিল। ২৪ অথ তাহাদিগকে পুচ্ছেধারণ
করিতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপরতস্থ হইল এবং পশ্চাৎ পদব্রজ দ্বারা
দৃঢ়রূপে বজ্রের আঘাত তাহাদের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ২৫
কোক ও বিকোক, মৃচ্ছিত হইয়া পুচ্ছ পরিত্যাগ পূর্বক (ভূমিতে
পতিত হইয়া) তৎক্ষণাৎ পুনরুৎথিত হইল। পরে তাহারা সম্মুখে
কল্কিকে দেখিয়া স্ফুটাক্ষরে পুনর্বীর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। ২৬

এই সময় ব্রহ্মা কল্কির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে
ধীরে ধীরে কহিলেন, এই কোক ও বিকোক অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা
নিহত হইবে না। ২৭ পরমায়ন! এককালে করাঘাত দ্বারা উভয়ের
বধ সাধন হইতে পাবে। এই উভয়ের মধ্যে একজনের দৃষ্টিপাত্রে
অস্ত্র এক জনের মৃত্যু হইবে না। আপনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ
উভয়ের বিনাশ করুন। ২৮

কল্কি, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ

মৃষ্টিভ্যাং বজ্রকল্লাভ্যাং বজ্রজ্জ শিরসী তয়োঃ ॥ ২৯ ॥

তৌ তত্র ভগ্নমস্তিকৌ ভগ্নশৃঙ্গাবগাবিব ।

পেততুর্দ্বিবি দেবানাং ভয়দৌ ভুবি বাধকৌ ॥ ৩০ ॥

তদৃক্ষুঃ মহদাশ্চর্যাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ।

ননৃতু জ্ঞগুস্তৃকু বুশ্চ মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।

দেবাশ্চ কুন্তুমাসারৈর্ববষুর্হর্বমানসাঃ ॥ ৩১ ॥

দিবি ছন্দুভয়ো নেত্ৰঃ প্রসমাশ্চাভবন্ দিশঃ ।

তয়োর্ব্বধপ্রমুদিতঃ কবির্দশসহস্রকান্ ।

সান্থান্ মহারথান্ সান্ধাদহনদ্ দিব্যাশায়কৈঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাক্তঃ শতসহস্রাণাং বোধানাং রণমূর্দ্ধনি ।

ক্ষয়ং নিন্তে স্তমস্তস্ত রথিনাং পঞ্চবিংশতি ॥ ৩৩ ॥

করিলেন। পরে তিনি অগ্নে অগ্নে প্রহারকারী দানবদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক এককালে বজ্রতুলা মুষ্টিদ্বয় প্রহার দ্বারা তাহাদের উভয়েরই মস্তকচূর্ণ করিলেন। ২৯ দেবলোকস্থিত দেবগণেরও ভয়জনক সকলের অনিষ্টকারী এই দানবদ্বয়, ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতযুগলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ৩০

ঈদৃশ মহৎ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, মুনীগণ স্তব করিতে লাগিলেন, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ প্রহুষ্ঠহৃদয় হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১

অনন্তর কবি, কোক ও বিকোকের বধদর্শনে আনন্দিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা অশ্ব ও রথের সহিত দশ সহস্র মহারথ বীরকে স্বয়ং বিনাশ করিলেন। ৩২ সেই রণভূমিতে প্রাক্ত এক লক্ষ ষোদ্ধাকে নিপাতিত করিলেন। স্তমস্তের হস্তেও পঞ্চবিংশতি

এবমন্তে গার্গভর্গ্য- বিশালাদ্যা মহারথান্ ।

নিজঘ্নুঃ সমরে ক্রুদ্ধা নিষাদান্ স্নেচ্ছবর্ষরান্ ॥৩৪॥

এবং বিজিত্য তান্ সর্বান্ কল্কিভূপগণৈঃ সহ ।

শয্যাকর্ণৈশ্চ ভল্লাটনগরং জেতুমাযযৌ ॥৩৫॥

নানাবাদৈর্যে লোকসংঘৈর্বরাস্ত্রৈঃ

নানাবস্ত্রৈর্ভূষণৈ ভূষিতাস্ত্রৈঃ ।

নানাবাহৈশ্চামরৈর্বীজ্যমানৈঃ

যাতৌ যোদ্ধুং কল্কিরতুগ্রসেনঃ ॥৩৬॥

ইতি কল্কিপুরাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

কোকবিকোকাদীনাং বধো নাম সপ্তমাধ্যায়ঃ।

রথী নিহত হইল ।৩৩ এইরূপ গর্গ্য ভর্গ্য বিশাল প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সময়ে স্নেচ্ছ বর্ষর ও নিষাদগণকে বিনাশ করিলেন ।৩৪

এইরূপে কল্কি, রাজগণের সহিত একত্র হইয়া উক্ত সমুদায় বিপক্ষগণকে পরাজয় পূর্বক শয্যাকর্ণদিগের অধিকৃত ভল্লাট নগর জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ।৩৫

অনন্তর কল্কি, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । তৎকালে নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল । নানাপ্রকার উত্তম উত্তম অস্ত্রসমূহ, নানাপ্রকার লোকসমূহ, তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল । তাঁহার সহিত নানাপ্রকার বাহন নীত হইতে লাগিল ! চতুর্দিকে চামরব্যজন হইতে আরম্ভ হইল ।৩৬

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ কোক বিকোক বধ নামক

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সেনাগণৈঃ পরিত্যক্তঃ কল্কিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।

ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড়্গধ্বজং সপ্তিবাহনঃ ॥ ১ ॥

স ভল্লাটেস্থরো যোগী জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ।

নিজসেনাগণৈঃ পূর্ণো বোদ্ধু কামো হরিং যযৌ ॥ ২ ॥

স হর্ষোৎপুলকঃ শ্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গঃ কৃষ্ণভাবনঃ ।

শশিধ্বজো মহাতেজা গজায়ুতবলঃ স্তম্ভীঃ ॥ ৩ ॥

তস্মৈ পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুত্রতপরায়ণা ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন । প্রভু নারায়ণ কল্কি, অস্বারোহণ পূৰ্ব্বক খড়্গ ধারণ করিয়া বৃহস্পতি সেনাগণের সহিত ভল্লাট নগরে গমন করিলেন ।১ পরমযোগী ভল্লাটের অধিপতি, কল্কিকে জগৎপতি হরি ও বিষ্ণুর পূর্ণাবতার অবগত হইরা সংগ্রাম করিবার মানসে নিজ সেনাগণের সহিত নির্গত হইলেন ।২ হর্ষভরে তাঁহার সর্দাঙ্গ লোমাক্তিত হইল । এই রাজা কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ ছিলেন । তিনি শুবুদ্ধি শ্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গ ও মহাতেজঃসম্পন্ন ছিলেন । তাঁহার নাম শশিধ্বজ ।৩

এই শশিধ্বজ ভূপতির পত্নীর নাম স্তম্ভা । ইনি মহাদেবী ও বিষ্ণুত্রতপরায়ণা ছিলেন । স্তম্ভাকে কল্কির সহিত যুদ্ধ

সুশান্তা স্বামিনং প্রাহ কল্কিনা যোদ্ধুযুদ্যতম্ ॥ ৪ ॥

নাথ কান্তং জগন্নাথং সৰ্ব্বান্তৰ্য্যামিনং প্রভুম্।

কল্কিং নারারণং সাক্ষাৎ কথং ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥ ৫ ॥

শশিধ্বজ উবাচ।

সুশান্তে পরমো ধৰ্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্গিতঃ।

যুদ্ধে প্রহারঃ সৰ্ব্বত্র গুরো শিষ্যে হরৈরিব ॥ ৬ ॥

জীবতো রাজভোগঃ স্রাৎ মৃতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।

যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ ॥ ৭ ॥

সুশান্তোবাচ।

দেব ত্বং ভূপতিত্বং বা বিষয়াবিকটকামিনাম্।

উন্মদানাং ভবেদেব ন হরেঃ পাদসেবিনাম্ ॥ ৮ ॥

করিতে উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, ৪ নাথ! যিনি জগতের নাথ, জগতের প্রার্থনীয় সৰ্ব্বান্তৰ্য্যামী প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই কল্কিকে আপনি কিরূপে প্রহার করিবেন? ৫

শশিধ্বজ কহিলেন, সুশান্তে! পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ পরম ধৰ্ম্ম স্থির করিয়াছেন যে, সংগ্রামস্থলে হরির স্তায় গুরুর শরীরে বা শিষ্যের শরীরে সৰ্বত্র প্রহার করা যাইতে পারে। ৬ যদি জীবিত থাকিয়া সংগ্রাম ভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পাবে, তাহা হইলে অথও রাজ্যভোগ হয়, যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গে আনন্দ-সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারে, অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক উভয়ই পরম সুখের কারণ। ৭

সুশান্তা কহিলেন। যাহাৰা কামী, যাহাদের চিত্ত সৰ্ব্বদা বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছে, যাহারা বিষয়মগ্নে উন্মত্ত, তাহাদের পক্ষেই যুদ্ধে জয় হইলে অথও রাজ্য, ও পরাজয় হইলে দেবত্বলাভ, পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনীয়, পরন্তু যাহারা হরির পদসেবা করেন, তাঁহা-

ত্বং সেবকঃ স চাপীশস্ত্বং নিকামঃ স চাপ্রদঃ ।

যুবয়োৰ্যুন্ধমিলনং কথং মোহাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

দ্বন্দ্বাভীতে যদি দ্বন্দ্বমীশ্বরে সেবকে তথা ।

দেহাবেশাল্লীলয়ৈব সা সেবা স্মাত্তথা মম ॥ ১০ ॥

দেহাবেশাদীশ্বরস্য কামাদ্যা দৈহিকা গুণাঃ ।

মায়াঙ্গা যদি জায়ন্তে বিষয়াশ্চ ন কিং তথা ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মতো ব্রহ্মতেশস্য শরীরিত্বৈ শরীরিতা ।

সেবকস্তাভেদদৃশস্ত্বেবং জন্মলয়োদয়াঃ ॥ ১২ ॥

সেব্যসেবকতা বিষ্ণোন্মায়া সেবেতি কীর্তিতা ।

দের পক্ষে উহা অকিঞ্চৎকর । ৮ আপনি সেবক, তিনি ঈশ্বর । আপনি নিকাম, তিনি ফলপ্রদানকর্তা নহেন । ঈদৃশ অবস্থায় বাহ্য মোহের কার্য, তাদৃশ উভয়ের যুদ্ধ সত্যটন কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে । ৯

শশিধ্বজ কহিলেন । সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বাভীত ঈশ্বর ও সেবক, উভয়ে দেহধারণ নিবন্ধন নায়া হেতু যদি উক্ত দ্বন্দ্বের আরোপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সংগ্রামাদি আমার পক্ষে লীলাহেতু সেবার মধ্যেই গণনীয় হইতেছে । ১০ ঈশ্বরের দেহাধ্যাস হে ১ মায়াঙ্গ কাম ক্রোধ প্রভৃতি দৈহিক গুণ সমুদায় যদি তাঁহাতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বিষয় সমুদায় আন্মোপিত না হইবে । ১১ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে যখন ব্রহ্মতা থাকে, তখন তিনি ব্রহ্ম, যখন শরীরিত্ব থাকে, তখন তিনি শরীরী । যে সেবকের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান বল এবং বুদ্ধিও এইরূপ অর্থাৎ উপাধিভেদে সেবকের নামভেদ মাত্র হইয়া থাকে । ১২ সেব্য সেবকভার ও সেবা, ইহা কেবল বৈষ্ণবী নায়া-

দৈতাদ্বৈতস্য চেষ্টেষা ত্ৰিবৰ্গজনিকা সতাম্ ॥ ১৩ ॥

অতোহহং কল্কিনা যোদ্ধুং যামি কাস্তে স্বসেনয়া ।

ত্বং তং পূজয় কাস্তেহদ্য কমলাপতিমীশ্বরম্ ॥ ১৪ ॥

অশাস্তোবাচ ।

কৃতার্থোহহং ত্বয়া বিষ্ণুসেবাসংমিলিতাত্মনা ।

স্বামিন্মিহ পরত্রাপি বৈষ্ণবো প্রথিতা গতিঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি তস্তা বস্তুবাগ্ভিঃ প্রণতায়াঃ শশিধ্বজঃ ।

আত্মানং বৈষ্ণবং মেনে সাক্ষাৎনেত্রো হরিং স্মরন্ ॥ ১৬ ॥

তামালিন্দ্য প্রমুদিতঃ শূরৈৰ্ববল্ভভিরাবৃতঃ ।

বদন্তাম স্মরন্ রূপং বৈষ্ণবৈৰ্যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৭ ॥

মাত্ৰের কার্য্য । এই দ্বৈতাদ্বৈত চেষ্টা সাধুদিগের পক্ষে ধৰ্ম্ম অর্থ কাম,
এই ত্ৰিবৰ্গের উৎপাদিকা । ১৩

কাস্তে ! এই কারণে আমি কল্কির সহিত সংগ্রাম করিবার
জন্ত সেনাগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছি । প্রিয়ে ! তুমি অন্য
দেই প্রভু কমলাপতির পূজা কর । ১৪

অশাস্তা কহিলেন । স্বামিন্ ! আপনি বিষ্ণুসেবা দ্বারা বিষ্ণুতেই
মিলিত হওয়াতে আমি কৃতার্থ হইলাম । ইহলোকে ও পরলোকে
একমাত্র বিষ্ণুভিন্ন গতান্তর নাই । ১৫ অশাস্তা প্রণতিপূৰ্ব্বক এইরূপ
মনোহর বাক্য বলিলে মহারাজ শশিধ্বজ অশ্রুপূৰ্ণলোচনে বিষ্ণুকে
স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে পরম বৈষ্ণব মনে করিলেন । ১৬
পরে রাজা শশিধ্বজ, প্রমুদিত হৃদয়ে প্রিয়তমা অশাস্তাকে আলিঙ্গন
করিয়া বহুসম্মত বীরগণে পরিবৃত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ ও হরিরূপ
স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের সমভিব্যাহারে
যাত্রা করিলেন । ১৭

গত্বা তু কল্কিসেনায়াং বিদ্রাব্য মহতীং চনুম্ ।

শব্যাকর্ণগণৈর্বীরৈঃ সন্নৈকরুদ্যতানুধৈঃ ॥ ১৮ ॥

শশিধ্বজস্ততঃ শ্রীমান্ সূর্য্যকেতুর্মহাবলঃ ।

মরুভূপেন যুযুধে বৈষ্ণবো ধ্বিনাং বরঃ ॥ ১৯ ॥

তস্তানুজো বৃহৎকেতুঃ কাস্তুঃ কোকিলনিষনঃ ।

দেবাপিনা স যুযুধে গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২০ ॥

বিশাখযূপভূপস্ত শশিধ্বজনূপেণ চ ।

যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ করিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২১ ॥

রুধিরাশ্বো বনুর্ধারী লঘুহস্তঃ প্রতাপবান্ ।

রজস্যনেন যুযুধে গর্গ্যঃ শাস্ত্রেন ধ্বিনা ॥ ২২ ॥

শূলৈঃ প্রাসৈর্গদাঘাতৈর্বাণশস্ত্রৈঃ ।

শশিধ্বজ, কল্কি সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কল্কির মহতী সেনাকে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন । মহাবীর সন্নদ্ধ শব্যাকর্ণগণ, অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল । ১৮

• মহাধনুর্ধারী মহাবল পরমবৈষ্ণব শশিধ্বজতনয় শ্রীমান্ সূর্য্যকেতু, সূর্য্যবংশীয় ভূপাল মরুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৯ সূর্য্যকেতুর কনিষ্ঠভ্রাতা বৃহৎকেতু, অত্যন্ত কমলীয়মূর্ত্তি কোকিলসদৃশ মধুরধ্বনিকারী ও গদাযুদ্ধবিশারদ ছিলেন । ইনি দেবাপির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । ২০ বিশাখযূপ ভূপতি, করিসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা শশিধ্বজ নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২১ লোহিতবর্ণ অশ্বে সমারুঢ় লঘুহস্ত ধনুর্ধারী প্রতাপবান্ গর্গ্য, ধূলিপটলের মধ্যে ধনুর্ধারী শাস্ত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । ২২ এইরূপে শূল দ্বারা প্রাস দ্বারা গদা দ্বারা বাণ দ্বারা শক্তি

ভল্লৈঃ খড়্গৈঃ ভূগুণ্ডীভিঃ কুন্তৈঃ সমভবদ্রুণঃ ॥২৩॥

পতাকাভিধ্বজৈশ্চিহ্নৈস্তোমরৈশ্ছত্রচামরৈঃ ।

প্রোদ্ধিতধূলিপটলৈরঙ্ককারো মহানভুং ॥২৪॥

গগনেহনুঘনা দেবাঃ কে বা বাসং ন চক্রিরে ।

গন্ধর্ব্বৈঃ সাধুসন্দর্ভৈর্গায়নৈরমৃতায়নৈঃ ॥২৫॥

দ্রক্ষুঃ সমাগতাঃ সর্ব্বৈ লোকাঃ সমরমদ্রুতম্ ।

শঙ্খদ্বন্দ্বভিসম্মাদৈরাশ্ফোটৈর্বৃংহিতৈরপি ॥২৬॥

হ্রেবিতৈর্যোধনোংক্রুতৈর্লোকা মূকা ইবাভবন্ ।

রথিনো রথিভিঃ শাকং পাদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥২৭॥

হয়া হ্যৈরিভাশ্চৈভৈঃ সমরোহমরদানবৈঃ ।

দ্বারা ঋষ্টি দ্বারা তোমর দ্বারা ভল্ল দ্বারা খড়্গ দ্বারা মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল ।২৩ পতাকা দ্বারা ধ্বজসমূহ দ্বারা রাজগণের স্ব স্ব চিহ্ন বিশেষ দ্বারা তোমর দ্বারা ছত্র দ্বারা চামর দ্বারা এবং সমুখিত ধূলিপটল দ্বারা সংগ্রাম ভূমিতে নিবিড় অঙ্ককার হইয়া উঠিল ।২৪ দেবগণ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ব্বগণ সাধুসন্দর্ভ দ্বারা মধুর গান করিতে (যুদ্ধ দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন) ।২৫ সমুদার লোকই সেই অদ্ভুত সমর দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিলেন । সংগ্রাম-ভূমিতে শঙ্খ দ্বন্দ্বভি নিশ্বন দ্বারা বীরগণের অশ্ফোট দ্বারা করিগণের বৃংহিত দ্বারা ২৬ অশ্বগণের হ্রেবারব দ্বারা বুদ্ধান্তের পরস্পর অভিধাত দ্বারা লোক সকলকে মুকের ভায়ে বোধ হইতে লাগিল, অর্থাৎ কেহ কাহারো কথা শুনিতে পাইল না । রথিগণ রথিগণের সহিত, পদাতি-গণ পদাতিগণের সহিত ২৭ অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত, দ্বিপগণ দ্বিপগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল । পূর্ব্বে যেরূপ দেবা-শুরের সংগ্রাম হইয়াছিল, এই যুদ্ধ সেইরূপ যমরাজের প্রজাসম্মা-র্ষ্য করিতে লাগিল ।২৮ শশিধ্বজের সেনাপতিগণ, কল্কির সেনা-

যথাভবৎ স তুঘনো যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥২৮॥
 শশিধ্বজচমুনাথৈঃ কঙ্কিসেনাধিপৈঃ সহ ।
 নিপেতুঃ সৈনিকা ভূমৌ ছিন্নবাহুজিহ্বকঙ্করাঃ ॥২৯॥
 ধাবন্তোহতিক্রবন্তশ্চ বিকূর্বন্তোহসংক্ৰান্তাঃ ।
 উপযুগ্মপরি সঙ্কুমা গজাশ্বরথমর্দিতাঃ ॥৩০॥
 নিপেতুঃ প্রধানৈ বীরাঃ কোটিকোটি সহস্রশঃ ।
 ভূতে সানন্দসন্দোহাঃ অবন্তো রুধিরোদকম্ ॥৩১॥
 উক্ষীষহংসাঃ সংছিন্নগজরোধোরথপ্লাবাঃ ।
 করোরুমীনাভরণা অসিকাঞ্চনবালুকাঃ ॥৩২॥

পতিগণ এবং অস্ত্রাস্ত্র সৈনিক পুরুষগণ ছিন্নবাহু ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক
 হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ২৯ কেহ কেহ আহত হইয়া
 ধাবমান হইতেছে, কেহ কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ বিকৃত-
 স্বরে আর্তনাদ করিতেছে, কোন কোন ব্যক্তির সর্বাঙ্গ শোণিতধারায়
 প্রাবিত হইয়াছে, কেহ কেহ উপযুগ্মপরি পতিত হইয়া ভূতল আচ্ছন্ন
 করিয়াছে, কেহ কেহ হস্তিপদে, অশ্বপদে ও রথচক্রে মর্দিত হইতেছে। ৩০
 এইরূপে সেই সংগ্রামে সহস্র সহস্র কোটি কোটি বীরপুরুষ নিপাত্ত
 হইল। সংগ্রামভূমিতে শোণিতের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল।
 এই শোণিতনদীপ্রবাহ, পিশাচ রাক্ষস শৃগাল গৃধ্র প্রভৃতি ভূতবর্গের
 আনন্দদায়ক হইল। ৩১ এই শোণিতপ্রবাহে উক্ষীষসমূহ নিপতিত
 হওয়াতে হংসের ভ্রায় প্রতীর্ণমান হইতে লাগিল। নিপতিত গজগণ
 পুলিনের ন্যায় বোধ হইল। রণসমূহ নৌকাসমূহের ন্যায় লক্ষিত
 হইতে লাগিল। ছিন্ন বাহু ও ছিন্ন পদ সকল মৎস্য সমূহের ন্যায়
 শোভিত হইল। অসিসমূহ কাঞ্চনবালুকার ন্যায় প্রতীর্ণমান হইতে

এবং প্রবৃত্তাঃ সংগ্রামে নদ্যঃ সদ্যোহতিদারুণাঃ ।
 সূর্য্যকেতুস্ত মরুণা সহিতো যুযুধে বলী ॥৩৩॥
 কালকল্লৌ ছুরাধৰ্ষো মরুং বাণৈরতাড়য়ৎ ।
 মরুস্ত তত্র দশভির্শ্মার্গণৈরদরদ্ভুশম্ ॥৩৪॥
 মরুবাণাহতো বীরঃ সূর্য্যকেতুরমৰ্ষিতঃ ।
 জঘান ভুরগান্ কোপাৎ পদোদঘাতেন তদ্রথম্ ॥৩৫॥
 চূর্ণয়িত্বাহথ তেনাপি তস্য বক্ষস্যতাড়য়ৎ ।
 গদাঘাতেন তেনাপি মরুমূচ্ছামবাপ হ ॥৩৬॥
 সারথিস্তমপোবাহ রথেনান্যেন ধৰ্ম্মবিৎ ।
 বৃহৎকেতুশ্চ দেবাপিং বাণৈঃ প্রাচ্ছাদয়দ্বলী ॥৩৭॥
 ধনুৰ্বিক্রম্য তরসা নীহারেণ যথা রবিম্ ।

লাগিল ১৩২ এইরূপে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামস্থলে অতিদারুণ নদী উৎপন্ন হইল ।

বলবান্ সূর্য্যকেতু, মরুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ১৩৩
 অন্তকসদৃশ চূর্ণ্য সূর্য্যকেতু, শরনিকর দ্বারা মরুকে আহত করিলেন ।
 মরুও দশটা বাণ দ্বারা সূর্য্যকেতুকে সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন ১৩৪
 বীর সূর্য্যকেতু, মরুর বাণসমূহে আহত হওয়াতে অমৰ্ষাঘিত হইয়া
 ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বসকল বিনাশ করিলেন এবং পদাঘাত দ্বারা
 তদীয় রথ ১৩৫ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । পরে গদাঘাত দ্বারা তাঁহার
 বক্ষস্থলে দারুণ আঘাত করিলেন । তাহাতে মরু মূচ্ছিত হইয়া
 নিপতিত হইলেন ১৩৬ ধৰ্ম্মজ্ঞ সারথি, নিজ প্রভু মরুকে অন্য এক
 খনি রথে উঠাইয়া লইয়া গেল । বলবান্ বৃহৎকেতু, শরসমূহ দ্বারা
 দেবাপিকে আচ্ছাদিত করিলেন ১৩৭ নীহার দ্বারা বেমন সূর্য্য
 আচ্ছন্ন হই, তাহার ন্যায় শরাচ্ছন্ন দেবাপি, তৎক্ষণাৎ শরাসন

স তু বাণময়ং বর্ষং পরিবার্য নিজায়ুধৈঃ ॥৩৮॥
 বৃহৎকেতুং দৃঢ়ং জঘ্নে কঙ্কপত্রৈঃ শ্বিলাশিতৈঃ ।
 ভিন্নং শূলমথালোক্য ধনুর্গৃহ্য পতঞ্জিভিঃ ॥৩৯॥
 শিতধারৈঃ স্বর্ণপুষ্কৈর্গার্কপত্রৈরয়োমুখৈঃ ।
 দেবাপিমাশুগৈর্জঘ্নে বৃহৎকেতুঃ সসৈনিকম্ ॥৪০॥
 দেবাপিস্তব্বনুর্দিব্যং চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 ছিন্নধন্বা বৃহৎকেতুঃ খড়্গপাণির্জিঘ্রাংসয়া ॥৪১॥
 দেবাপেঃ সারথিং সাশ্বং জঘ্নে শূরো মহামুধে ।
 স দেবাপিধনুস্ত্যক্ত্বা তলেনাহত্য তং রিপুম্ ॥৪২॥
 ভুজয়োরস্তরানীয় নিষ্পিপেষ স নির্দয়ঃ ।
 তং দ্ব্যক্টবর্ষং নিক্রাস্ত্বং মূচ্ছিতং শত্রুগাঢ়িতম্ ॥৪৩॥

গ্রহণপূর্বক নিজ শরনিকর দ্বারা বাণবর্ষণ নিবারণ করিলেন। ৩৮
 পরে তিনি শিলাযোগে শাণিত ও তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতু
 বধন দেখিলেন যে, তাঁহার শূলোস্ত পর্ষ্যস্ত ভগ্ন হইয়া গেল, তখন তিনি
 পুনর্বার শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরনিকর (যোজনা করি-
 লেন)। ৩৯ পরে ঐ স্বর্ণপুষ্ক-শ্বশোভিত গুণ্ডশক্ষ সমলঙ্কৃত লৌহমুণ্ড
 নিশিত বাণসমূহ দ্বারা দেবাপিকে আঘাত করিলেন। ৪০ দেবাপিও
 তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতুর সেই দিব্য শরাসন চ্ছেদন করিলেন ।
 বৃহৎকেতুর শরাসন ছিন্ন হওয়াতে তিনি দেবাপিকে বধ করিবার
 অভিপ্রায়ে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। ৪১ পরে সেই বীর সেই মহা সংগ্রামে
 দেবাপির অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। তখন দেবাপি শরাসন
 পরিত্যাগপূর্বক সেই শত্রুর প্রতি এক চপেটাঘাত করিয়া। ৪২
 তাহাকে ভুজঘরের মধ্যে আনিয়া নির্দয়রূপে নিষ্পেষিত করিলেন।

অনুজং বীক্ষ্য দেবাপিং মুষ্টিং সূর্য্যধ্বজোহবধীৎ ।
মুষ্টিনা বজ্রপাতেন সোহপতন্মূচ্ছিতো ভুবি ।
মূচ্ছিতস্য রিপুঃ ক্রোধাৎ সেনাগণমতাড়য়ৎ ॥৪৪॥

শশিধ্বজঃ সৰ্ব্বজগন্নিবাসঃ
কল্কিং পুরস্তাদভিসূর্য্যবৰ্চসম্ ।
শ্যামং পিম্পাস্মরমশ্মুজেক্ষণং
বহদ্রুজং চারুকিরীটভূষণম্ ॥৪৬॥
নানামণিভ্রাতচিতাঙ্গশোভয়া
নিরস্তলোকেক্ষণহৃভমোময়ম্ ।

অষ্টাবিংশতি বর্ষীয় বৃহৎকেতু, শক্রকটুক প্রপীড়িত হইয়া তৎকালে
মূচ্ছিত ও মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন ।৪৩

রাজা সূর্য্যকেতু, অনুজকে তাদৃশাবস্থা পন্ন দেখিয়া বজ্রপাত
সদৃশ মুষ্টি প্রহার দ্বারা দেবাপির মস্তকে প্রহার করিলেন। দেবাপিও
মূচ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। দেবাপির শক্র সূর্য্যকেতু,
দেবাপিকে মূচ্ছিত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সেনাগণের প্রতি
নির্দয় আঘাত করিতে লাগিলেন ।৪৪

এদিকে রাজা শশিধ্বজ, সংগ্রামভূমিতে সম্মুখে কল্কিকে
শন করিলেন। এই কল্কি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ও শ্যামবর্ণ।
ইনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। ইঁহার নয়নযুগল কমল-
সদৃশ। ইনি পিঙ্গলবর্ণ বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার
বাহুযুগল বৃহৎ। ইঁহার মস্তক মনোহর কিরীট দ্বারা অশোভিত
রহিয়াছে। ৪৬ ইনি বহুবিধ মণি সমূহে বিভূষিত অঙ্গের শোভা দ্বারা

বিশাখ যুপাদিভিরাবৃতং প্রভুং
দদর্শ ধর্ম্মেণ কৃতেন পূজিতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপু্রাণেহ্মুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজ
কল্কিসেনয়োযুদ্ধং নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ ।

সম্ভার লোকের নয়ন ও হৃদয়ের অন্ধকার নিরাস করিতেছেন।
বিশাখযুপ প্রভৃতি ভূপতিগণ ইঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছেন।
ধর্ম্ম ও সত্যযুগ ইঁহার পূজার ব্যাপ্ত আছেন।

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, শশিধ্বজের সহিত কল্কির
সংগ্রাম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

কঙ্কিপুৰাণম্

তৃতীয়াংশঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

হৃদি ধ্যানাস্পাদং রূপং কল্কেদৃষ্ট্বা শশিধ্বজঃ ।

পূর্ণং খড়্গধরং চারু তুরগাক্রটমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ধনুৰ্বাণধরং চারু-বিভূষণবরাদ্রকম্ ।

পাপতাপবিনাশার্থমুদ্যতং জগতাং পরম্ ॥ ২ ॥

প্রাহ তং পরমাত্মানং হৃষ্টরোমা শশিধ্বজঃ ।

এহ্যেহি পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রহারং কুরু মে হৃদি ॥ ৩ ॥

অথবাঅনু ! বাণভিয়া তমোহন্ধে হৃদি মে বিশ ।

নিগুণশ্চ গুণজ্জহ্মদৈবৈতশ্চাত্ত্রতাড়নম্ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন। রাজা শশিধ্বজ, হৃদয়ে ধ্যানের যোগ্য মনোহর তুরগাক্রট খড়্গধারী পূর্ণবতার কল্কির রূপ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ১ কারণ এই জগৎপতি কল্কি, ধনুৰ্বাণ ধারণ পূৰ্ব্বক মনোহর বিভূষণে বিভূষিত-শরীর হইয়া পাপতাপ বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। ২ শশিধ্বজ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া সেই পর-মাত্মাকে কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ ! আগমন কর। আমার হৃদয়ে প্রহার কর। ৩ অথবা পরমাত্মন। আমার বাণপাত ভয়ে তমস্তোম দ্বারা অন্ধী-কৃত মদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লুকায়িত হও। যিনি নিগুণ হইয়াও গুণজ, যিনি অদ্বয় হইয়াও অস্ত্রপ্রহারে উদ্যত হইয়াছেন, ৪

নিকামশ্চ জয়োদ্যোগসহায়ং যশ্চ সৈনিকম্ ।
 লোকাঃ পশ্যন্ত যুদ্ধে মে দৈবরথে পরমাত্মনঃ ॥ ৫ ॥
 পরবুদ্ধিৰ্বিদি দৃঢ়ং প্রহৰ্তা বিভবে ত্বয়ি ।
 শিববিষোৰ্ভেদকৃতে লোকং যাস্ত্যামি সংযুগে ॥ ৬ ॥
 ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা অক্রোধঃ ক্রুদ্ধবদ্বিভুঃ ।
 বাণৈরতাড়য়ৎ সংখ্যে ধৃতায়ুধমরিন্দমম্ ॥ ৭ ॥
 শশিধ্বজস্তংপ্রহারমগণয্য বরায়ুধৈঃ ।
 তং জল্পে বাণবর্ষণে ধারাভিরিব পৰ্ব্বতম্ ॥ ৮ ॥
 তদ্বাণবর্ষভিন্নান্তঃ কল্কিঃ পরমকোপনঃ ।
 দিব্যৈঃ শস্ত্রাস্ত্রসংঘাতৈস্তয়োবুদ্ধমবর্তত ॥ ৯ ॥

যিনি নিকাম হইয়াও জয়োদ্যোগেব নিমিত্ত সৈন্যসহায় করিয়াছেন,
 সেই পরমাত্মার সহিত দৈবরথ যুদ্ধে প্রস্তুত হইতেছি, সকলে দর্শনকরক । ৫
 তুমি বিভু, আমি তোমাতে দৃঢ় প্রহার করিব। পশ্যন্ত প্রহার করিলে, যদি
 আমার পর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে যাহারা শিব ও বিষ্ণুর ভেদ জ্ঞান
 করে, তাহারা যে লোকে গমন করিয়া থাকে, এই যুদ্ধে আমিও সেই
 লোকে গমন করিব । ৬

অস্ত্রধারী শত্রুসন্তাপকারী রাজা শশিধ্বজের এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া বিভু কল্কি, অক্রোধন হইয়াও ক্রুদ্ধের ত্রায় আকার প্রদর্শন
 করিলেন এবং সেই সংগ্রামস্থলে শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে প্রহাৰ
 করিতে লাগিলেন । ৭ রাজা শশিধ্বজ সেই প্রহার প্রহার বলিয়াই
 গণনা করিলেন না, প্রত্যাগত মেঘ যেমন পৰ্ব্বতের উপর জলবর্ষণ করে,
 তাহার ত্রায় তিনি বহুবিন্দু অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ৮ সেই বাণ-
 বর্ষণ দ্বারা শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়াতে কল্কি, যারপর নাই কুপিত
 হইলেন । পরে দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের মহাবুদ্ধি

ব্রহ্মাস্ত্রস্ত চ ব্রহ্মাস্ত্রৈ-র্বাযব্যস্ত চ পর্ষতৈঃ ।

আগ্নেয়স্ত চ পার্জন্তৈঃ পন্নগস্ত চ গারুড়ৈঃ ॥ ১০ ॥

এবং নানাবিধৈরস্ত্রৈরন্যোন্মভিজঘ্নতুঃ ।

লোকাঃ সপালাঃ সংক্রস্তা যুগান্তমিব মেনিরে ॥ ১১ ॥

দেবা বাণাশ্চিসংক্রস্তা অগমন্ খগমাঃ কিল ।

ততোহতিবিতথোদ্যোগৌ বাস্তুদেবশশিধ্বজৌ ॥ ১২ ॥

নিরস্ত্রৌ বাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে পরস্পরম্ ।

পদাঘাতৈস্তুলাঘাতৈর্মুক্তিপ্রহরণৈস্তথা ॥ ১৩ ॥

নিযুদ্ধকুশলৌ বীরৌ মুমুদাতে পরস্পরম্ ।

বরাহোদ্ধৃতশব্দেন তং তলেনাহনদ্ধরিঃ ॥ ১৪ ॥

হইতে লাগিল। ১০ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র, পার্শ্বতাস্ত্র দ্বারা বাযব্য অস্ত্র, পার্জন্ত অস্ত্র দ্বারা আগ্নেয় অস্ত্র, গারুড়াস্ত্র দ্বারা পন্নগাস্ত্র (খণ্ডিত হইতে লাগিল)। ১০ কল্কি ও শশিধ্বজ পরস্পর এইরূপে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকগণ ও লোকপালগণ সকলেই যারপর নাই ভীত হইলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, অন্য প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। ১১ যে সকল দেবগণ যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ আকাশপথে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাণাশ্চি দ্বারা ভীত হইতে লাগিলেন। এইরূপে কল্কি শশিধ্বজ উভয়ে, দেবাস্ত্রের প্রয়োগ বিফল হইল, দেখিয়া ১২ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক পরস্পর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাঘাত দ্বারা করতল প্রহার দ্বারা, মুষ্টি প্রহার দ্বারা (উভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল।) ১৩ উভয়েই বীর, উভয়েই নিযুদ্ধকুশল, স্মৃতরাং পরস্পরের বুদ্ধকৌশল দর্শনে প্রীত হইলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে বরাহ যখন পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন ষেকুপ শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ মহাশব্দে কল্কি করতল দ্বারা প্রহার

স মুচ্ছিতো নৃপঃ কোপাৎ সমুত্থায় চ তৎক্ষণাৎ ।

মুষ্টিভ্যাং বজ্রকল্লাভ্যামবধীং কল্কিমোহমা ।

স কল্কিস্তং প্রহারেণ পপাত ভূবি মুচ্ছিতঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মঃ কৃতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিতং জগদীশ্বরম্ ।

সমাগতো তমানেতুং কক্ষে তো জগৃহে নৃপ ॥ ১৬ ॥

কল্কিং বক্ষস্ব্যপাদায় লঙ্কার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ।

যুদ্ধে নৃপাণামন্তেষাং পুত্রৌ দৃষ্ট্বা স্তুর্ভুজয়ো ॥ ১৭ ॥

কল্কিং সুরাধিপপতিং প্রধানেন বিজিত্য

ধর্ম্মং কৃতঞ্চ নিজকক্ষযুগে নিধায় ।

করিলেন। ১৪ রাজা শশিধ্বজ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া কোষভরে বলপূর্ব্বক বজ্রসদৃশ মুষ্টিদ্বয় দ্বারা কল্কিব শরীরে প্রহার করিলেন। কল্কি সেই প্রহারে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পুতিত হইলেন। ১৫

ধর্ম্ম ও সত্যযুগ, জগদীশ্বর কল্কিকে মুচ্ছিত দেখিয়া লইবা যাইবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা শশিধ্বজ, ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে ছুই কক্ষে লইলেন। ১৬ পরে তিনি কল্কিকে বক্ষঃস্থলে লইয়া কৃতকৃত্য হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, অস্ত্র কোন রাজা তাহার পুত্রদ্বকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পরিবে না। ১৭

এইরূপে রাজা শশিধ্বজ, দেবগণেরও অধীশ্বর কল্কিকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া ধর্ম্ম ও সত্যযুগ উভকে উভয় কক্ষে গ্রহণ-পূর্ব্বক হর্ষভরে উল্লাসিত হৃদয় ও পুলকিত শরীর হইয়া দৈন্ত্যসমূহকে

হৰ্ষোল্লসদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমাথী

গত্বা গৃহং হরিগৃহে দদৃশে স্মশান্তাম্ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্ট্বা তস্যাঃ স্তললিতং বৈষ্ণবীনাঞ্চ মধ্যে

গায়ন্তীনাং হরিগুণকথাস্তামথ প্রাহ রাজা ।

দেবাদীনাং বিনয়বচসা সম্ভুলে জন্মবান-

বিদ্যালাভং পরিণয়বিধিং শ্লেচ্ছপাষণনাশম্ ॥ ১৯ ॥

কল্কিঃ স্বয়ং হৃদি সমায়মিহাগতোহন্ধা

মূচ্ছাচ্ছলেন তব ভক্তিসমীক্ষণার্থম্ ।

ধৰ্ম্মং কৃতঞ্চ মম কক্ষয়ুগে স্মশান্তে !

কান্তে বিলোকয় সমৰ্চয় সংবিধেহি ॥ ২০ ॥

বিমদ্বিত ও উৎসারিত করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহিষী স্মশান্তা হরিগৃহে অবস্থান করিতেছেন। ১৮ বৈষ্ণবীরা তাঁহার চতুর্দিকে হরিগুণ কথা গান করিতেছে। রাজা স্মশান্তার স্তললিত বদনকমল অবলোকন করিয়া কহিলেন, যিনি দেবতাদির বিনয়বচনে সম্ভুলগ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, (তিনি এই উপস্থিত হইয়াছেন)। ইনি এই এই রূপে বিদ্যালাভ করিয়াছেন, এই এই রূপে বিবাহ করিয়াছেন, এই এই রূপে পাষণ্ড ও শ্লেচ্ছগণকে উন্মূলিত করিয়াছেন। ১৯ স্মশান্তে ! বে কল্কি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি এক্ষণে তোমার শক্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত মায়া অবলম্বন করিয়া মূচ্ছাচ্ছলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কান্তে ! এই দেখ, ধৰ্ম্ম ও সত্যযুগ আমার উভয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ইহাদের পূজা কর। ২০

ইতি নৃপবচসা বিনোদপূর্ণা।

• হরিকৃতধর্মযুতং প্রণম্য নাথম্ ।

সহ নিজসখিভির্ননর্ত রামা

হরিগুণকীর্তনবর্তনা বিলজ্জা ॥ ২১ ॥

ইতি কল্কিপুরণেহম্ভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

ধর্মকল্কিকৃতানামানয়নং নাম

নবমাধ্যায়ঃ ।

— — —

সুশাস্তা, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই আনন্দিতা
হইলেন এবং হরি ধর্ম সত্য ও নিজ ভর্তাকে প্রণাম করিয়া লজ্জা
পরিত্যাগ পূর্বক নিজ সখীবর্গের সহিত একত্র হইয়া হরিগুণ কীর্তন
ও প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন । ২১

•

কল্কি পুরাণ, তৃতীয়াংশ, ধর্মকল্কিকৃতানয়ন

নামক নবম অধ্যায়

সমাপ্তঃ ।

— — —

কঙ্কিপূরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

সুশান্তোবাচ ।

জয় হরেহমরাধীশসেবিতং

পদাম্বুজং ভূরিভূষণম্ ।

কুরু মমাশ্রিতঃ সাধুসংকৃতং

ত্বচ্ছ মহামতে ! মোহমাত্মনঃ ॥১॥

তব বপুর্জগদ্রূপসম্পদা ।

বিয়চিহ্নং সত্যং মানসে স্থিতম্ ।

রতিপতেশ্বনোমোহদায়কং

কুরু বিচেষ্টিতং কামপূরণম্ ॥২॥

সুশান্তা কহিলেন । হরে ! জয় হউক্ । নিজ মোহাচ্ছন্নতা
পরিত্যাগ কর ! মহামতে ! সাধুগণ কর্তৃক ও সুরপতি কর্তৃক সেবিত
নানা বিভূষণে বিভূষিত এই অদীশ চরণকমল আমার সম্মুখে স্থাপন
কর । ১

তোমার এই শরীর জগতের উৎকৃষ্ট রূপসম্পত্তি দ্বারা বিরচিত
হইয়াছে । তোমার এইরূপ সাধুদিগের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে ।
তোমার এইরূপ দর্শনে রতিপতির মনেও মোহ উপস্থিত হয় । এক্ষণে
যাহাতে আমার কামনা পূর্ণ হয়, তাহা কর । ২

তব যশো জগৎ-শোকনাশনং

হৃদুকথামৃতপ্রীতিদায়কম্ ।

শ্রিতস্বধোক্ষি৩৭ চন্দ্রবন্মুখং

তব করোত্বলং লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩ ॥

মম পতিস্বয়ং সর্বদুর্জয়ো

যদি তবাপ্রিয়ং কৰ্ম্মণা চরেৎ ।

জহি তদাত্মনঃ শত্রুমুদ্যতং

কুরু কৃপাং নচেদীদৃগীশ্বরঃ ॥৪॥

মহদহং যুতং পঞ্চমাত্রয়া

প্রকৃতিজায়য়া নিৰ্ম্মিতং বপুঃ

তব নিরীক্ষণাল্লীলয়া জগৎ

স্থিতিলয়োদয়ং ব্রহ্মকল্পিতম্ ॥৫॥

তোমার যশোগান শ্রবণ করিলে জগতের শোক দূর হয়। তোমার এই চন্দ্রনদৃশ মুখ, মৃদুবাচ্যরূপ অমৃতবর্ষণ দ্বারা সকলকে প্রীত করে। তোমার এই মুখ শ্রিতস্বদ্বারাপ্লাবিত। তোমার এই বদনকমল, যাহাতে জগতের মঙ্গলকর হয় তাহা কর। ৩

আমার এই ভর্তা সকলের পক্ষেই দুর্জয়। যদি ইনি কার্য্যদ্বর, তোমার কোনরূপ অপ্রিয় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন. তাহা হইলে তুমি উপস্থিত শত্রুভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃপা কর। নচেৎ তোমাকে লোকে কি নিমিত্ত কৃপাময় ঈশ্বর বলিবে। ৪

তোমার প্রকৃতিরূপ জায়া হইতে মন্তব্য অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র প্রভিত্ত দ্বারা শরীর নিৰ্ম্মিত হইতেছে। তোমার ঈক্ষণ ও লীলা হেতু একে পরিকল্পিত এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে। ৫

ভূরিয়ম্মরুদ্রারিতেজসাং
 রাশিভিঃ শরীরেন্দ্রিয়াশ্চিতৈঃ ।
 ত্রিগুণয়া স্বয়া মায়য়া বিভো
 কুরু কৃপাং ভবৎসেবনার্থিনাম্ ॥৬॥
 তব গুণালয়ং নাম পাবনং
 কলিমলাপহং কীর্তয়ন্তি যে
 ভবভয়ক্ষয়ং তাপতাপিতা
 মুহুরহো জনাঃ সংসরন্তি নো ॥৭॥
 তব জন্ম সতাং মানবর্জনং
 দ্বিজকুলোদয়ং দেবপালকম্ ।
 কৃতযুগার্পকং ধর্ম্মপূরকং
 কলিকুলান্তকং শং তনোতু মে ॥৮॥
 মম গৃহং পতিপুত্রনপ্তৃকং
 গজরথৈধ্বজৈশ্চামরৈর্ধনৈঃ ।

প্রভো! শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকর্ষণ,
 এই পঞ্চভূত সমষ্টি দ্বারা এবং নিজ ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা তোমার
 সেবাপ্রার্থী জনগণের প্রতি কৃপা কর ।৬

যে সকল ব্যক্তি, সংসারতাপে তাপিত হইয়া কলিকলুষনাশক
 ভবভয়নিবারক অশেষগুণনিলয়, পরমপাবন ভবদীয় নাম কীর্তন করে,
 এই সংসারে তাহাদিগকে আর পুনর্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না ।৭

তোমার আবির্ভাব দ্বারা সাধুদিগের মানবৃদ্ধি, দ্বিজগণের
 অভ্যুদয়, দেবতাদিগের পালন, সত্যযুগের পুনরধিকার প্রাপ্তি, ধর্ম্মের
 বৃদ্ধি ও কলিকুলের সংহার হইতেছে। এক্ষণে তোমার ঐ আবির্ভাব
 দ্বারা আমার মঙ্গল হউক ।৮

মণিবরাসনং সংকুতিং বিনা

তব পদাজ্যয়োঃ শোভয়ন্তি কিম্ ॥৯॥

তব জগদ্বপুঃ সুন্দরস্মিতং

মুখমনিন্দিতং সুন্দরারবম্ ।

যদি ন মে প্রিয়ং বস্তুচেষ্টিতে

পরিকরোত্যহো মৃত্যুরস্বিহ ॥১০॥

হয়চরভয়হরকরহরশরণ-

থরতরবরশরদশবলমদন ।

জয়হতপরভরভববরনশন-

শশধরশতসমরসভরবদন ॥ ১১ ॥

আমার গৃহে আমার পতি পুত্র পৌত্র ইত্তি রথ ধ্বজ চামর
ঐশ্বর্য্য মণিময় আসন প্রভৃতি সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে । পবন
তোমার চরণকমল পূজা ব্যতিরেকে এতৎ সমুদায় কিছুই শোভা
পায় না ।৯

জগদাশ্রয় ! সুন্দরস্মিত সুশোভিত সর্কাস সুন্দর মনোহর
বাক্য বিভূষিত রমণীয় চেষ্টাযুক্ত ভবদীয় এই মুখ, যদি আনার প্রিয়
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে এখনই আমার মৃত্যু হউক ।১০

তুমি অশ্বে বিচরণ করিয়া থাক, তোমা হইতে সকলের ভয়
বিদূরিত হয় । তুমি ব্রহ্মা ও মাহেশ্বরের আশ্রয় । তুমি থরতর শব-
নিকর দ্বারা বহু বলশালী বীর দিগকে মথিত করিয়া থাক । যে
সকল বীর সংগ্রামে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি তাহাদের পালন
করিয়া থাক, তোমা হইতে ভবভয় বিদূরিত হয় । তোমার বদনকমল
শতশশধর সদৃশ সরস ।১১

ইতি পশ্চাঃ সূশান্তায়া গীতেন পরিতোষিতঃ ।
 উভস্থৌ রণশয্যায়াঃ কল্কিয়ুঃ স্তবীরবৎ ॥ ১২ ॥
 সূশান্তাং পুরতোদৃষ্ট্বা কৃতং বামে তু দক্ষিণে ।
 ধৰ্ম্মং শশিধ্বজং পশ্চাৎ প্রাহেতি ত্রীড়িতাননঃ ॥ ১৩ ॥
 কা ত্বং পদ্মপলাসাক্ষি ! মম সেবার্থমুদ্যতা ।
 কান্তে শশিধ্বজঃ শূরো মম পশ্চাচ্চপস্থিতা ॥ ১৪ ॥
 হে ধৰ্ম্ম হে কৃতযুগ ! কথমত্রাগতা বয়ম্ ।
 রণাঙ্গনং বিহায়াস্যাঃ শত্রোরন্তঃপুরে বদ ॥ ১৫ ॥
 শত্রুপত্ন্যাঃ কথং সাধু সেবন্তে নান্মরিং নৃদা ।
 শশিধ্বজঃ শূরমানী মূৰ্ছিতং হস্তি নো কথম্ ॥ ১৬ ॥

সূশান্তোবাচ ।

পাতালে দিবি ভূমৌ বা নরনাগহুৱাস্তরাঃ ।
 নারায়ণস্য তে কল্কে ! কেবা সেবাং ন কুর্কতে ॥ ১৭ ॥
 অনন্তর কল্কি এই প্রকার সূশান্তার গীতে পরিতোষিত হইয়া
 সংগ্রামস্থিত বীৱের আয় রণশয্যা হইতে উখিত হইলেন ৷ ১২ ৥ তিনি
 সম্মুখে সূশান্তাকে বানে মত্যযুগকে দক্ষিণে ধম্মকে এবং পশ্চাতে রাজা
 শশিধ্বজকে দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে কহিলেন ৷ ১৩ ৥ পদ্মপলাসাক্ষি !
 তুমি কে ? কি নিমিত্ত আমার সেবার জন্ত উদ্যত হইয়াছ ? মহাবীর
 শশিধ্বজ কি জন্ত আমার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছেন ? ১৪ হে ধৰ্ম্ম !
 হে কৃতযুগ ! আমরা বণভূমি পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত কিরূপে
 এই শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম বল ৷ আমি শত্রু, আমাদের
 শত্রুপত্নীরা কি জন্ত প্রীত হৃদয়ে সেবা কবিতোছে ? আমি মূৰ্ছিত
 হইয়াছিলাম, শূরমানী শশিধ্বজ কি জন্ত অনাকে বিনাশ করেনাই ৷ ১৬ ৥
 সূশান্তা কহিলেন । ভূতলবাসী স্বৰ্গবাসী বা রসাতলবাসী নমুনা
 দেবতা অসুর বা নাগ, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নারায়ণ কল্কির

বৎসেবকানাং জগতাং মিত্রাণাং দর্শনাদপি ।
 নিবর্তন্তে শত্রুভাবস্তস্মৈ সাক্ষাৎ কুতো রিপুঃ ॥১৮॥
 ব্রহ্মা সাক্ষিঃ মম পতিঃ শত্রুভাবেন সংযুগে ।
 যদি যোগ্যস্তদা নেতুং কিং সমর্থো নিজালয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 তব দাসো মম স্বামী অহং দাসী নিজা তব ।
 আবয়োঃ সং প্রসাদায় আগতোহসি মহাভূজ ॥ ২০ ॥

ধর্ম উবাচ ।

অহং ভবৈতরোভক্ত্যা নামরূপাত্মকীর্তনাৎ ।
 কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কলিঙ্কয় ॥২১॥
 কৃতযুগ উবাচ ।

অধুনাহং কৃতযুগং তব দাসস্য দর্শনাৎ ।
 হৃদ্যাপরো জগৎপূজ্যঃ সেবকস্যাস্য তেজসা ॥২২॥
 গেদা না কবে।১৭ জগৎ সাহাব সেবক, জগৎ বাঁহার মিত্ররূপ, বঁহার
 দর্শনে শত্রুভাব তিরোহিত হয়, কে কিকপে সাক্ষাৎ যদাক, তাঁহার
 শত্রু হইতে পারে।১৮ আমার স্বামী যদি শত্রুভাবে তোমার সহিত
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কি তেমোকে নিজালয়ে অনিন্দ
 করিতে পারিতেন।১৯ আমার স্বামী তোমাকে দাস, আমি তোমার
 নিজদাসী, মহাভূজ! আমাদেব প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি স্বয়ং এখানে
 আগমন করিয়াছ।২০

ধর্ম কহিলেন, কলিনাশন! ইঁহার উভয়ে আপনকার প্রাণ
 রূপ ভক্তি কবিতেছেন, বেকপ নাম কীর্তন কবিতেছেন, বেকপ গুণ
 করিতেছেন, তদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, যারপর নাই কৃতার্থ হইলাম।
 কৃতযুগ কহিলেন। অহ্য আমি আপনকার এই দাসকে দর্শন
 করিয়া সত্যযুগ বলিয়া গণিত হইলাম। আপনিও এই সেবকের ভেষ্য
 দ্বারা দীপ্ত ও জগৎপূজ্য হইলেন।২২

শশিধ্বজ উবাচ ।

দণ্ড্যং মাং দণ্ডয় বিভো মোদ্ধ ত্বাচ্ছদ্যতাযুধম্ ।

যেন কানাদিরাগেণ ত্বন্যা ত্বন্যপি বৈরিতা ॥২৩॥

ইতি কক্কির্কচস্তেবাং নিশম্য হর্ষিতাননঃ ।

ত্বয়া জিতোহস্মীতি নৃপং পুনঃ পুনরুবাচ হ ॥২৪॥

ততঃ শশিধ্বজো রাজা যুদ্ধাদাহুয় পুত্রকান্ ।

সুশান্তায় মতিং যুদ্ধা রমাং প্রাদাৎ স কক্কয়ে ॥২৫॥

তদৈত্য মরুদেবাপি শশিধ্বজসমাহৃতৌ ।

বিশাখযু পুত্রপুস্ত রুদ্রিবাশ্চ সংযুগাৎ ॥২৬॥

শয্যাকর্ণনৃপেণাপি ভল্লাটং পরমায়মুঃ ।

সেনাগণৈরসংখ্যাতৈঃ সা পুরী মর্দিতাভবৎ ॥২৭॥

গজাশ্বরথসংবাধৈঃ পত্তিচ্ছত্ররথধ্বজৈঃ ।

শশিধ্বজ কহিগেন, বিভো! আমি যুদ্ধ করিয়া আপনকার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছি। আপনি আমাদের আয়া, আমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রাগের বশীভূত হইয়া আপনকার সহিত শত্রুতা করিয়াছি। ২৩ কল্কি তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, তুমিই আমাকে জয় করিয়াছ। ২৪

অনন্তর রাজা শশিধ্বজ সংগ্রামস্থল হইতে পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া সুশান্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কল্কিকে রমানাগ্নী কন্যা প্রদান করিলেন। ২৫ তৎকালে মরু দেবাপি বিশাখযু ভূপতি ও রুদ্রিবাশ্চ, ইঁহারা শশিধ্বজ কর্তৃক আহৃত হইয়া সংগ্রাম স্থল হইতে ২৬ শয্যাকর্ণ নামক ভূপতির সহিত ভল্লাট নগরে গমন করিলেন। অসংখ্য সেনাসমূহ দ্বারা সেই পুরী বিমর্দিত হইতে লাগিল। ২৭ গজ, অশ্ব ও রথ সমূহের

কঙ্কিনাপি রময়াশ্চ বিবাহোঃসবসম্পাদম্ ॥২৮॥
 দ্রকুং সমীযুস্তুরিতা হর্ষাৎ সবলবাহনাঃ ।
 শঙ্খভেরীমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাঞ্চ নিষনৈঃ ॥২৯॥
 নৃত্যগীতবিধানৈশ্চ পুরস্তীকৃতমঙ্গলৈঃ ।
 বিবাহো রময়া কঙ্কিরভূদতিসুখাবহঃ ॥৩০॥
 নৃপা নানাবিধৈর্ভোজ্যৈঃ পূজিতা বিবিশুঃ সভাম্ ।
 ভ্রাক্ষণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাবরজাতয়ঃ ॥৩১॥
 বিচিত্রভোগাভরণাঃ কঙ্কিং দ্রকুমুপাবিশন্ ।
 তন্যাং সভায়াং শুশুভে কঙ্কিঃ কমললোচনঃ ॥৩২॥
 নক্ষত্রগণমধ্যস্থঃ পূর্ণঃ শশধরো যথা ।
 রেজে রাজগণাধীশো লোকান্ সর্বান্ বিমোহয়ন্ ॥৩৩॥

পবম্পব বিমর্দদ্বারা পবিত্র রণ সমূহব বিমর্দদ্বারা পদাতি রণ ও
 ধ্বজ পতাকাসমূহ দ্বারা কল্ক ও রম্য পবম্পর বিবাহোঃসব
 সম্পাদিত হইল ২৮ সকলে হর্ষহেতু বলবাহনের সহিত তাহা দর্শন
 করিবার জন্য স্বরাপূর্বক আগমন করিল। শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ ও অন্যান্য
 বাদিত্রসমূহের ধ্বনি দ্বারা ২৯ নৃত্যগীতাদির অমুষ্ঠান দ্বারা এবং
 পুরমহিলাকৃত মঙ্গলাচরণ দ্বারা রমা ও কঙ্কির বিবাহ অতীব
 সুখাবহ হইল ৩০ রাজগণ বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সংকৃত হইয়া
 সভায় প্রবেশ করিলেন। ভ্রাক্ষণগণ ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যগণ শূদ্রগণ এবং
 অন্যান্য জাতীর জনগণ ৩১ বিচিত্র ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত
 হইয়া কল্কির দর্শনার্থ সেই সভায় উপবেশন করিলেন। কমললোচন
 কল্কি সেই সভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ৩২ নক্ষত্রগণের মধ্যে
 পূর্ণচন্দ্র যেমন শোভা পায়, তাহার ন্যায় রাজগণের অধীশ্বর কল্কি

রমাপতিং কক্ষিমবেক্ষ্য ভূপঃ

সমাগতং পদ্মদলায়তেক্ষণম্ ।

জামাতরং ভক্তিরূপেন কৰ্ম্মণা

বিবুধ্য মধ্যে নিবসাদ্ তত্র হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণেহমুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কল্কিনা
রমাবিবাহো নাম দশমাধ্যায়ঃ ।

লোক সকলকে বিমোহিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । ৩৩

রাজা শশিধ্বজ, পদ্মপলাশ সদৃশ বিশাললোচন কল্কিকে সভায়
উপবিষ্ট দেখিয়া ভক্তিরূপ হৃদয়ে তাঁহাকে জামাতা বিবেচনা করিয়া
সেই স্থলে উপবিষ্ট থাকিলেন । ৩৪

কল্কিপুৰাণ তৃতীয়াংশ কল্কিরমা বিবাহ নামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।



কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

একাদিশোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

তত্রাহস্তে সভামধ্যে বৈষ্ণবং তং শশিধ্বজম্ ॥ ২ ॥

মুনিভিঃ কথিতাশেষ-ভক্তিব্যাসকৃতবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

হুশান্ত্যাক্ষ কৃতেনাপি ধৰ্ম্মেণ বিধিবদ্যুতাম্ ।

রাজান উচুঃ ।

যুবাং নারায়ণস্ম্যশ্চ কল্কেঃ শ্বশুরতাং গতৌ ।

বয়ং নৃপা ইমে লোকা ধাময়ো ব্রাহ্মণাশ্চ যে ॥ ৩ ॥

প্ৰেক্ষ্য ভক্তিবিতানং বাং হরৌ বিস্মিতমানসঃ ।

‘ উগ্রশ্রবা কহিলেন । মহর্ষিগণ যে পর্য্যন্ত ভক্তির সীমা বর্ণনা করিয়াছেন সেই সম্পূর্ণ ভক্তিপূর্ণদেহ পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ রাজাকে ১ এবং কৃতযুগের সহিত ও ধৰ্ম্মের সহিত মিলিতা হুশান্ত্যাকে দেখিয়া সমাগত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ কহিলেন । ২

রাজগণ কহিলেন : এক্ষণে আপনারা সাক্ষাৎ নারায়ণ কল্কিব শ্বশুর হইলেন । পরন্তু আমরা এই সমস্ত রাজগণ, এই সমস্ত ঋষিগণ, এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও এই সমস্ত বৈষ্ণৱ প্রভৃতি সাধারণ জনগণ ও হরিতে আপনাদের ভক্তিবিত্তার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি, এবং জানিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আপনারা এই পরমাত্মা বিষয়ক ভক্তি

পৃচ্ছামস্তামিযং ভক্তিঃ ক লক্কা পরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
কশ্চ বা শিক্ষিতা রাজন্ ! কিম্বা নৈসৰ্গিকী তব ।
শ্রোতুমিচ্ছাম হে রাজন্ ! ত্ৰিজগজ্জনপাবনীম্ ।
কথাং ভাগবতীং হৃদঃ সংসারাত্ৰমনাশিনীম ॥ ৫ ॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

স্ত্রীপুংসোরাবয়োস্তত্ত্বং শৃণুতামোঘবিক্রমাঃ ।
বৃত্তং মজ্জন্মকৰ্ম্মাদি স্মৃতিং তদ্বক্তিতলক্ষণাম ॥ ৭ ॥
পুরা যুগসহস্রান্তে গৃধ্রোহহং পুতিমাংসভুক্ ।
গৃধ্ৰীয়ং মে প্রিয়ারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পর্তো ॥ ৮ ॥
চচাৰ কামং সৰ্ব্বত্র বনোপবনসংকুলে ।

মৃতানাং পুতিমাংসোঘৈঃ প্রাণানাং বৃত্তিকল্পকো ॥ ৯ ॥
কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন ? ৪ রাজন্ এই ভক্তি কি কাহারো নিকট
শিক্ষিত হইয়াছে ? অথবা ইহা আপনাদের স্বাভাবিক ভক্তি । রাজন্ !
আপনকার নিকট আমরা এই ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তির কারণ জানিতে
ইচ্ছা করিয়াছি । ইহা শ্রবণ করিলেও ত্রিলোকীহ লোক পবিত্র হয়,
এবং ইহা হইতে সংসার প্রবৃত্তি উন্মূলিত হইয়া থাকে । ৫

হে অমোঘবিক্রম রাজগণ ! আমাদের স্ত্রী পুরুষের যেকপে
জন্মকৰ্ম্মাদি হইয়াছে এবং যেকপে ভক্তি ও স্মৃতি আবির্ভূত হইয়াছে,
তৎসমুদায় বর্ণিতেছি, শ্রবণ করুন । ৭

সহস্র যুগ অতীত হইল, পূৰ্বে আমি পুতিমাংসাসী গৃধ্র ছিলাম ।
এই আমার প্রিয়া শাস্তা, গৃধ্ৰী ছিলেন । ইনি অরণ্য মধ্যে এক মহা-
বৃক্ষে নীড় নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন । ৮ ইনি বন ও উপবন
সকল স্থান সমুদয়ে যথাক্রমে বিচরণ করিতেন । আমরা উভয়েই
মৃত জী গণের দুৰ্গন্ধ মাংসসমূহ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতাম । ৯

একদা লুন্ধকঃ ক্রুরো লুলোভ পিশিতাশিনৌ ।

আবাং বীক্ষ্য গৃহে পুষ্টং গৃধ্রং তত্রাপ্যযোজয়ৎ ॥ ১০ ॥

তং বীক্ষ্য জাতবিশ্রস্তৌ ক্ষুধয়া পয়িপীড়িতৌ ।

স্ত্রীপুংসৌ পতিতৌ তত্র মাংসলোভিতচেতসৌ ॥ ১১ ॥

বন্ধাবাবাং বীক্ষ্য তদা হর্ষাদাগত্য লুন্ধকঃ ।

জগ্রাহ কণ্ঠে তরসা চক্ষুঃপ্রাঘাতপীড়িতঃ ॥ ১২ ॥

আবাং গৃহীত্বা গণ্ডক্যাঃ শিলায়াং সলিলাস্তিকে ।

মস্তিষ্কং চূর্ণয়ামাস লুন্ধকঃ পিশিতাশনঃ ॥ ১৩ ॥

চক্রাক্ষিতশিলাগন্ধামরণাদপি তৎক্ষণাৎ ।

জ্যোতির্ময়বিমানেন সদ্যো ভূত্বা চতুর্ভুজৌ ॥ ১৪ ॥ ১

প্রাপ্তৌ বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্বলোকনমস্কৃতম্ ।

একদা কোন ক্রুরাশয় ব্যাধ আমাদের উভয়কে দেখিয়া ধবি
বার নিমিত্ত লোলুপ হইল। পরে সেই ব্যাধ আমাদেরকে বদ্ধ করিবার
অন্ত তাহার গৃহপালিত গৃধ্র ছাড়িয়া দিল। ১০ সে সময় আমরা সাত-
শয় ক্ষুধাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং আমরা সেই পালিত গৃধ্রকে
দেখিয়া বিশ্বস্তহৃদয় হইয়া মাংস লোভে তাহার সহিত সেই স্থানে
পতিত হইলাম। ১১ ব্যাধ আমাদেরকে বদ্ধ দেখিয়া হর্ষযুক্তহৃদয়ে
সেই স্থানে আগমনপূর্বক বেগে আমাদের গলদেশ ধারণ করিল।
আমরাও প্রাণপণে তাহার প্রতি চক্ষুর আঘাত করিতে লাগিলাম। ১২
পরে মাংসলোলুপ ব্যাধ আমাদের উভয়কে গ্রহণ করিয়া গঙ্গাজল
সন্নিধানে গণ্ডকীশিলাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমাদের উভয়েরই মস্তক
চূর্ণ করিল। ১৩ গঙ্গাতে এবং চক্রাক্ষিত শিলাতে মৃত্যু হওয়াতে
আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করিয়া জ্যোতির্ময় বিমানে
অরোহণপূর্বক ১৪ স্বর্গলোকপ্রপুঞ্জিত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলাম।

তত্র স্থিহ্মা যুগশতং ব্রহ্মাণা লোকমাগতো ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মলোকে পঞ্চশতং যুগানামুপভূজ্য বৈ।

দেবলোকে কালবশাদ্গতং যুগচতুঃশতম ॥ ১৬ ॥

ততো ভুবি নৃপাস্তাবৎ বন্ধুস্নুরহং স্মরন্।

হরেরনুগ্রহং লোকে শালগ্রামশিলাশ্রমম্ ॥ ১৭ ॥

জাতিস্মরত্বং গণ্ডক্যাঃ কিং তস্যাঃ কথয়াম্যহম্।

যজ্ঞলস্পর্শমাত্রেন মাহাত্ম্যং মহদদ্ভুতম্ ॥ ১৮ ॥

চক্রাক্ষিতশিলাস্পর্শমরণশ্চেদৃশং ফলম্।

ন জানে বাসুদেবস্য সেবয়া কিং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

ইত্যাবাং হরিপূজাসু হর্ষবিহ্বলচেতসৌ।

নৃত্যস্তাবনুগায়ন্তৌ বিলুষ্ঠন্তৌ স্থিতাবিহ ॥ ২০ ॥

সেই স্থানে শতযুগ বাস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম। ১৫ ব্রহ্ম-
লোকে পাঁচশত যুগ সুখ ভোগ করিয়া কালবশতঃ চারিশত যুগ
দেবলোকে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিলাম। ১৬ রাজগণ! তৎপরে আমি
এই মর্ত্যালোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, পরন্তু শালগ্রাম শিলার স্থান
ও হবির অনুগ্রহ, এতৎসমুদায়ই আমার স্মৃতিপথে জাগরুক রহি-
য়াছে। ১৭ গণ্ডকীতীর মরণে যে কিরূপ অদ্ভুত জাতিস্মরণ হইবে, তাহা
আর কি বলিব। তাহার জল স্পর্শ মাত্রে একটি অপূর্ণ মাহাত্ম্য
হয়। ১৮ চক্রাক্ষিত শিলা স্পর্শপূরক মৃত্যু হইলে যখন ঈদৃশ ফল
হইতেছে, তখন ভগবান্ বাসুদেবের সেবা করিলে যে কতদূর ফল
হইবে তাহা বলিতে পারি না। ১৯ আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া
ই বৈপূজ্য বিষয়ে একান্ত আশক্ত থাকিয়া হর্ষপূরিত হৃদয়ে কখন নৃত্য করি-
তেছি, কখন হরিগুণানুবাদ গান করিতেছি, কখন ভক্তিভাবে বিলুপ্তিত
হইতেছি। আমরা এইরূপে এখানে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি। ২০

কল্ কের্নারায়ণাংশস্ত অবতারঃ কলিক্রয়ঃ ।

পুরা বিদিতবীৰ্য্যস্ত পৃষ্ঠো ব্রহ্মমুখাৎ শ্রুতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি রাজসভায়াংসঃ শ্রাবয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ ।

দদৌ গজানামযুতমশ্বানাং লক্ষ্যমাদরাৎ ॥ ২২ ॥

রথানাং ষট্‌সহস্রন্তু দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ।

দাসীনাং যুবতীনাঞ্চ রমানাথায় ষট্‌শতম্ ॥ ২৩ ॥

রত্নানি চ মহার্ষ্যাণি দত্ত্বা রাজা শশিধ্বজঃ ।

মেনে কৃতার্থনাম্মানং স্বজনৈর্বাধিবৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

সভাসদ ইতি শ্রুত্বা পূর্বব্রহ্মোদিতাঃ কথাঃ ।

বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ পূর্ণং তং মেনিরে নৃপম্ ॥ ২৫ ॥

কল্কিং স্তবন্তো ধ্যায়ন্তো প্রশংসন্তো জগজ্জনাঃ ।

পুনস্তমাহুরাজানং লক্ষণং ভক্তিভক্তয়োঃ ॥ ২৬ ॥

নারায়ণাংশ কল্কি যে কলি নামের জন্ত অবতীর্ণ হইবেন, তাহা আমি পূর্বেই ব্রহ্মার মুখে শুনিয়া অবগত ছিলাম। আমি তাঁহার বীৰ্য্য সবিশেষ জ্ঞাত আছি। ২১ রাজা শশিধ্বজ এইরূপে সভামধ্যে আশ্ববৃদ্ধান্ত বর্ণন করিয়া রমানাথ কল্কিকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সমাদর-পূর্বক দশ সহস্র গজ একলক্ষ অশ্ব, ২২ ছয় সহস্র ছয় রথ, শত যুবতী দাসী ২৩ ও বহুসংখ্য মহামূল্য রত্ন প্রদানপূর্বক বাক্যবগণের সহিত আপনাকে কৃতার্থবোধ করিলেন। ২৪

সভাসদগণ রাজার এইরূপ পূর্বজন্ম বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া মনে করিলেন। ২৫ পরে তত্রতা জনগণ সকলেই কল্কির স্তব করিতে লাগিলেন ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার রাজা শশিধ্বজের নিকট ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

নৃপা উচুঃ ।

ভক্তিঃ কা শ্রাদ্ভগবতঃ কো বা ভক্তো বিধানবিৎ ।
 কিং কৰোতি কিমশ্রুতি ক্ব বা বসতি বক্তি কিম্ ॥২৭॥
 এতান্ বর্ণয় রাজেন্দ্র ! সৰ্ব্বং হং বেৎসি মাদরাৎ ।
 জাতিস্মরহাৎ কৃষ্ণা জগতাং পাবনেচ্ছয়া ॥ ২৮ ॥
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ ।
 সাধুবাদৈঃ সমামল্য তানাহ ব্রহ্মণোদিতন্ ॥ ২৯ ॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

পুরা ব্রহ্মসভানধ্যে মহর্ষিগণসংকুলে ।
 শনকো নারদঃ প্রাহ ভবদ্ধিৰ্যাস্ত্রিহোদিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 তেষামনু গ্রহেণাহং তত্রোষিত্বা শ্রুতাঃ কথাঃ ।

বাতগণ কহিলেন । ভগবদভক্তি কাহাব নাম, কাহাকেই বা
 বিধানজ্ঞ ভক্ত বলা যায়তে পারে । ই ভক্ত ব্যক্তি কি কার্য্য করে,
 কি আহার করে, তোপায় বাস করে, কিরূপ বশ্য কহে । ২৭ রাজেন্দ্র,
 আপনি সমুদায় অবগত আছেন, অতএব আপনি আদবপূরক এতৎ
 সমস্ত বর্ণন করুন । রাজা তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল
 বদন হইলেন এবং সাধুবাদ প্রদানপূর্বক তাহাদিগের সম্ভাবণ করিয়া
 জাতিস্মরতা হেতু কৃষ্ণনাম দ্বাৰা জগৎ পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে
 পূৰ্বে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আবশ্য
 কবিলেন । ২৯

শশিধ্বজ কহিলেন । পূৰ্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম সভা মধ্যে মহর্ষি-
 গণ উপস্থিত আছেন, ঈদৃশ সময়ে আপনাবা আমাকে যে কথা
 জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই কথা শনক নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
 হিলেন ৩০ আনিও তৎকালে সেই স্থলে ছিলাম স্মৃতবাং আনি

যাস্তাঃ সংকথয়ামীহ শৃণুধ্বং পাপনাশনাঃ ॥ ৩১ ॥

সনক উবাচ ।

কা ভক্তিঃ সংসৃতিহরা হরৌ লোকনমস্কৃতা ।

তামাদৌ বর্ণয় মুনে নারদাবহিতা বয়ম্ ॥ ৩২ ॥

নারদ উবাচ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য পরয়া ধিয়া ।

গুরাবপি যুসেদেহং লোকতন্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ৩৩ ॥

গুরৌ প্রসম্নে ভগবান্ প্রসীদতি হরিঃ স্বয়ম্ ।

প্রণবাগ্নিপ্রিয়ামধ্যে নহোহর্ণং তন্মিদেশতঃ ॥ ৩৪ ॥

ঔহাদের অল্পগ্রহে তৎসমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম। পাপ-
নাশক সবস্তগণ। আমি যে যে কণা শুনিরাছিলাম, তাহা এক্ষণে
আপনাদেব নিকট বসিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩১

সনক জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি নারদ! হবিত্তে কিরূপ
ভক্তি করিলে সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়, কিরূপ ভক্তি
প্রশংসনীয়? আপনি তাহা অগ্রে বর্ণন করুন, আমরা অবহিত হৃদয়ে
শ্রবণ করিতেছি। ৩২

নারদ কহিলেন। লোকতন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক উত্তম বুদ্ধিমান
চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা স্বক্ এই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন সংযত
করিয়া পরম জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক গুরু চরণে দেহ অর্পণ করিবেন। ৩৩
গুরু যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে অরং ভগবান হবিও প্রসন্ন হইয়া
ধাকেন। গুরুর আজ্ঞাক্রমে প্রণব ও অগ্নিপ্রিয়ার মধ্যে, নমঃ এই বর্ণ। ৩৪

* মস্তোদ্ধার যথা, ও নমঃ স্বাহা ।

অৱেদনশ্ৰীয়া বুদ্ধ্যা দেশিকঃ স্তসমাহিতঃ ।
 পাদ্যাৰ্ঘ্যাচমনীয়াদৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৩৫ ॥
 পূজয়িত্বা বাসুদেবপাদপদ্মং সমাহিতঃ ।
 সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরং রম্যং স্নরেৎ হংপদ্মমধ্যগম্ ॥ ৩৬ ॥
 এবং ধ্যাত্বা বাক্যমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়গণৈঃ সহ ।
 আত্মানমৰ্পয়েদ্বিহ্বান্ হরাবেকান্তভাবিৎ ॥ ৩৭ ॥
 অস্তানি দেবাস্তেষাস্ত নামানি বিদিতান্যুত ।
 বিষ্ণোঃ কঙ্কেরনস্তশ্চ তাগ্ৰেবাগ্নম্ বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥
 সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সেবকোহহমগ্ৰে তস্মাৎসমূৰ্ত্তয়ঃ ।
 অবিদ্যোপাধয়ো জ্ঞানাদদন্তি প্রভবাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
 ভক্তশ্চাপি হরৌ দ্বৈতং সেব্যসেবকবভদ্রা ।
 নান্যদ্বিনা তমিত্যেব কচ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনন্তহৃদয়ে স্মরণ করিবে। পরে শিষ্য স্তসমাহিত হৃদয়ে পাদ্য অৰ্ঘ্য
 ও অচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা এবং স্নানীয় বস্ত্র বিভূষণ দ্বারা ৩৫ উত্তম
 নিবিষ্টচিত্তে বাসুদেবের পাদপদ্ম পূজা করিবে। পরে হৃদয় কমল-মধ্যগত
 রমণীয় সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর বাসুদেবকে চিন্তা করিবে। ৩৬ এইরূপ
 ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ও একান্ত ভাবজ ব্যক্তি বাক্য মন বুদ্ধি ও
 ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মাকে হরিতে সমৰ্পণ করিবে। ৩৭ অন্তান্ত দেব-
 মূৰ্ত্তি, কল্কিমূৰ্ত্তি অনন্ত বিষ্ণুর অঙ্গ স্বরূপ। সেই সমুদায় নাম আপ-
 নারা পরিজ্ঞাত আছেন। তন্নিম্ন আর কিছুই নাই। ৩৮ কৃষ্ণ সেব্য,
 আত্ম সেবক, সকল জীব কৃষ্ণেব অঙ্গমূৰ্ত্তি হইতেছেন। জ্ঞানীরা
 বলেন, অবিদ্যোপাধিবশতঃ এই সমুদায়ের উত্তর হইতেছে। ৩৯
 যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষেও সেব্যসেবকরূপ দ্বৈতভাব উদ্ভিত হইতেছে।
 কলত হাঁর ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তু কোথাও নাই। ৪০

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্মামানি চ গায়তি ।

তৎ কৰ্ম্মাণি কৰোত্যেব তদানন্দসুখোদয়ঃ ॥ ৪১ ॥

নৃত্যত্যাঙ্কতবদ্রোতি হসতি প্রৈতি তন্মনাঃ ।

বিলুষ্ঠত্যাশ্ববিস্মৃত্যা ন বেতি কিয়দন্তরম্ ॥ ৪২ ॥

এবং বিধা ভগবতো ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

পুনাতি সহস্রা লোকান্ স দেবাস্তরমানুষান্ ॥ ৪৩ ॥

ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা ।

শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাদ্যানাং বরাপি বা ॥ ৪৪ ॥

ভক্তাঃ সত্ত্বগুণাধাসাৎ রজসেন্দ্রিয়লালসাঃ ।

তমসা ঘোরসংকল্পা ভজন্তি দ্বৈতদৃগ্জনাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্ত ব্যক্তি সেই হরিকে স্মরণ করেন, হরিনাম গান করেন, হরির উদ্দেশে কৰ্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখোদয় হয়। ৪১ ভক্ত ব্যক্তি উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য করেন, রোদন করেন, হাস্ত করেন, তন্মনা হইয়া গমন করেন, আশ্ববিস্মৃতি হেতু বিলুপ্তি হন, কোথাও কোন ভেদ দর্শন করেন না। ৪২

এইরূপ অব্যভিচারিত ভগবদ্ভক্তি, দেবগণকে অসুরগণকে ও মনুষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে। ৪৩ যিনি নিত্য প্রকৃতি, যিনি ব্রহ্মসম্পৎ, তিনিই ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এই ভক্তিই বেদাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব স্বরূপ। ৪৪

যাহাদিগের দ্বৈতজ্ঞান আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তিতে সত্ত্বগুণের অধ্যাস হয়, তাহারা ভক্ত হন, যে সকল ব্যক্তিতে রজোগুণের অধ্যাস হয়, তাহারা ইন্দ্রিয়ব্যাপারে লালস হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তিতে তমোগুণের আবির্ভাব হয়, তাহারা ঘোর কাণ্ডে

সদ্ধামিগুণতামেতি রজস। বিষয়স্পৃহা।

তমস। নরকং যান্তি সংসারে দ্বৈতধর্ম্মিণি ॥ ৪৬ ॥

উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং বা পথ্যং পুতমভীপ্সিতম্।

ভক্তানাং ভোজনং বিষোনৈবেদ্যং সাত্ত্বিকং মতম্ ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং শুক্রশোণিতবর্দ্ধনম্।

ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৮ ॥

অতঃপরং তামসানাং কটুশ্লোষণবিদাহিকম্।

পুতিপ্যূষিতং ক্ষেয়ং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

সাত্ত্বিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসস্ত রাজসঃ।

তামসং দ্যুতমদ্যাদিসদনং পরিকীর্ত্বিতম্ ॥ ৫০ ॥

রত হইয়া থাকে। ৪৫ সংসারের মধ্যে বাহ্য বা দৈতজ্ঞানসম্পন্ন সাত্ত্বিকের মধ্যে সব্বগুণের আবির্ভাব হইলে নিগুণতা প্রাপ্ত হয়, রজোগুণের আবির্ভাব হইলে বিষয়ভোগে স্পৃহা হইয়া থাকে, তমোগুণের আধিক্য হইলে নরকগামী হয়। ৪৬

উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট অপথ্য অভীপ্সিত ও পবিত্র বিষুনৈবেদ্য যে ভক্তগণ ভোজন করেন, তাহারই নাম সাত্ত্বিক আহার। ৪৭ বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক, বাহ্যতে শুক্রশোণিত বৃদ্ধি হয় বাহ্যতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, বাহ্যতে শরীর নীরোগ থাকে, তাদৃশ বিত্ত্ব ভোজনকে রাজস ভোজন বলা যায়। ৪৮ অতঃপর তামস আহাব বলিতেছি। বাহ্য কটু ঝাল অন্ন উষ্ণ দধি ভুগ্নক ও পূষ্যবিত, তাহা তামস আহার ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয়। ৪৯

যাঁহারা সব্বগুণাবলম্বী, তাঁহারা বনে বাস করেন, যাঁহারা রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা গ্রামে বাস করেন, যাঁহারা তমোগুণাবলম্বী তাঁহারা দ্যুতালয়ে বা সুরালয়ে বাস করেন। ৫০

ন দাতা স হরিঃ কিঞ্চিৎ সেবকস্ত ন যাচকঃ ।

তথাপি পরমা প্রীতিস্তয়োঃ কিমিতি শাস্বতা ॥ ৫১ ॥

ইতোতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্ত বিষ্ণো

গুণকথনং সনকো বিবুধ্য ভক্ত্যা ।

সবিনয়বচনৈঃ স্মরষিবর্ধ্যং

পরিণুহেন্দ্রপুরং জগাম শুদ্ধঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহ্মভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

নৃপগণশিক্ষকসংবাদে জাতিস্মরণকথনং

নাম একাদশোধ্যায়ঃ ।

হ'রী কাছাকেও কিছু হাতে কবিতা দেন না সেবকও হারিব নিকট কিছু
যাচ'ঞা করেন না,তথাপি তাহাদের পরস্পর পরস্পর প্রীতি নিয়ত লক্ষিত
হইতেছে, ইহা সামান্য অদ্ভুত ব্যাপার নহে ।৫১

বিশুদ্ধহৃদয় দেবর্ষি সনক এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বর বিষ্ণুব গুণ-
কথন শ্রবণ করিয়া বিনয় বচনে স্তুতি পাঠপূর্বক ইন্দ্র পুরীতে গমন
করিলেন ।৫২

কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, জাতিস্মরণ কথন-নামক

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

শশিধ্বজ উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং ভূপাঃ কথনীয়োরু কৰ্ম্মণঃ ।

কথা ভক্তস্য ভক্তেশ্চ কিমন্যং কথয়াম্যহম্ ॥ ১ ॥

ভূপা উচুঃ ।

ত্বং রাজন্ বৈষ্ণবশ্ৰেষ্ঠঃ সৰ্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ।

তবাবেশঃ কথং যুদ্ধরঙ্গে হিংসাদিকৰ্ম্মণি ॥ ২ ॥

প্রায়শঃ সাধবো লোকে জীবানাং হিতকারণঃ ।

প্রাণবুদ্ধিধনৈর্বাগ্ভিঃ সৰ্ব্বেষাং বিষয়াত্মনাম্ ॥ ৩ ॥

শশিধ্বজ কহিলেন । ভূপালগণ ! যাঁহাদের অসাধারণ কৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করা কৰ্ত্তব্য, তাদৃশ ভক্তগণের ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, অনুরূপ ককন ।১

রাজগণ কহিলেন । রাজন্ ! আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনি সৰ্ব্ব প্রাণীর কল্যাণ সাধনে রত আছেন । (অহিংসাই আপনকার পরম ধৰ্ম্ম ।) কিজন্তু আপনকার হিংসাদি দোষ দূষিত যুদ্ধাদি কার্যে প্রবৃত্তি হইল । ২ আমরা দেখিয়াছি, সাধুগণ প্রায়ই প্রাণ দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা ধন দ্বারা বাক্য দ্বারা বিষয়লিপ্ত জীবগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ৩

শশিধ্বজ উবাচ ।

দ্বৈতপ্রকাশিনী যা তু প্রকৃতিঃ কামরূপিণী ।

সা সূত্রে ত্রিজগৎ কৃৎস্নং বেদাংশ্চ ত্রিগুণাশ্চিকা ॥৪॥

তে বেদাস্ত্রিজগৎধর্ম্মশাসনাধর্ম্মনাশনাঃ ।

ভক্তিপ্রবর্তকা লোকে কামিনাং বিষয়ৈষিণাম্ ॥৫॥

বাৎস্তায়নাদিমুনয়ো মনবো বেদপারগাঃ ।

বহন্তি বলিমীশশ্চ বেদবাক্যানুশাসিতাঃ ॥ ৬ ॥

বয়ং তদনুগাঃ কর্ম্মধর্ম্মনিষ্ঠা রণপ্রিয়াঃ ।

জিঘাংসন্তু জিঘাংসামো বেদার্থকৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭ ॥

অবধ্যস্য বধে যাঁবা স্তাবান্ বধ্যস্য রক্ষণে ।

শশিধ্বজ কহিলেন। সব রজঃ তনঃ, এই ত্রি গুণাশ্চিকা যে প্রকৃতি, তাঁহা হইতেই দ্বৈতভাব প্রকাশ হইতেছে। এই প্রকৃতিতে কামরূপিণী অর্থাৎ সঙ্কল্লাশ্চিকা। এই প্রকৃতি হইতেই সমুদার বেদ ও ত্রিজগৎ প্রসূত হইয়াছে।৪ যাহারা বিষয়াভিলাষী কামী লোক বেদ তাহাদেব নিমিত্ত ত্রিজগতের ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক অধর্ম্ম নাশ করিয়া ভক্তির উদ্ভব করিয়া দিতেছে।৫ বেদপারগ বাৎস্তায়ন প্রভৃতি মহাবিগণ ও মনুয্যগণ বেদ বাক্যের অনুবর্তী হইয়া সেই ভগবান্ ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করেন।৬ আমরা তাঁহাদেব অনুবর্তী হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে রত থাকিয়া সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমরা বেদেব তাৎপর্য্য অনুসারে যুদ্ধ স্থলে আততায়ীর প্রাণ বিনাশ করি।৭

সর্ব্ব বেদার্থ বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে ষাট্শ পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা

ইত্যাং ভগবান্ ব্যাসঃ সৰ্ববেদার্থতং পরঃ ॥৮॥
 প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি তত্রাধর্ম্যঃ প্রবর্ততে ।
 অতোহত্র বাহিনীঃ হত্বা ভবতাং যুধি দুর্জয়াম্ ॥৯॥
 ধর্ম্যং কৃতঞ্চ কল্কিস্ত সমানীয়াগতা বয়ম্ ।
 এষা ভক্তির্মম মতা তবাভিপ্রেতমীরয় ॥১০॥
 অহং তদনুবক্ষ্যামি বেদবাক্যানুসারতঃ ।
 যদি বিষ্ণুঃ স সর্বত্র তদা কং হন্তি কো হতঃ ॥১১॥
 হন্তা বিষ্ণুর্হতো বিষ্ণুর্বধঃ কস্যাস্তি তত্র চেৎ ।
 যুদ্ধযজ্ঞাদিষু বধো ন বধো বেদশাসনাৎ ॥১২॥
 ইতি গায়ন্তি মুনয়ো মনবশ্চ চতুর্দশ ।

করিলেও সেইরূপ পাপ হইয়া থাকে। ৮ এইরূপ আচরণ না করিলে
 এতদূর্ব অধর্ম্য হয় যে, তাহাব প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই কারণে আমি
 সংগ্রাম স্থলে আপনাদের দুর্জয় সেনা সমূহ সংহাব করিয়া। ৯ ধর্ম্যকে
 সত্যযুগকে এবং কল্কিকে লইয়া আগমন করিয়াছি। আমাব বিবে-
 চনায় এইরূপ ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এ বিষয়ে আপনকার অভিপায়
 কি তাহা বলুন। ১০ তৎপরে আমি বেদবাক্যানুসারে উত্তর করিব।
 সকল স্থলেই বিষ্ণু আছেন, এই সিদ্ধান্ত যদি স্থির হয়, তাহা হইলে
 কে কাহাকে বিনাশ করে? অর্থাৎ কেহ বিনাশ করেও না, কেহ
 বিনষ্ট হয় না। ১১ যিনি বধ কবিতেন, তিনিও বিষ্ণু, যিনি হত
 হইতেন, বলিতেছি, তিনিও বিষ্ণু, অতএব কাহার বধ হইবে।
 দিশেষত বেদের শাসন আছে যে যুদ্ধ স্থলে ও যজ্ঞ স্থলে বধ বধেব
 মধ্যে গণ্য নহে। ১২ মহাবিশ্ব ও চতুর্দশ মনু এইরূপই কীর্তন করি-

ইথং যুক্রৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ভজ্যামো বিষ্ণুমীশ্বরম্ ॥১৩॥

অতো ভাগবতীং মায়ামাশ্রিত্য বিধিনা যজন্ ।

সেব্যাসেবকভাবেন স্মখীভবতি নান্যথা ॥১৪॥

ভূপা উচুঃ ।

নিমেত্ৰ'পস্য ভূপাল ! গুরোঃ শাপাৎ মৃতস্য চ ।

তাদৃশে ভোগায়তনে বিরাগঃ কথমুচ্যতাম্ ॥১৫॥

শিব্যশাপাৎ বশিষ্ঠস্য, দেহাবাপ্তির্মৃতস্য চ !

শ্রুতে কিল মুক্তানাং জন্ম ভক্তবিমুক্ততা ॥১৬॥

অতো ভাগবতী মায়া দুর্কোধ্যা বিজিতাশ্রনাম্ ।

বিমোহয়ন্তি সংসারে নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ ॥১৭॥

রাছেন । আমরাও এইরূপে যুদ্ধ দ্বারা ও যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বর বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি । ১৩ এইরূপে ভাগবতী মায়া অবলম্বন-পূর্বক সথাবিধানে সেবা সেবক ভাবে পূজা করিয়া সাধক স্মখী হন, অন্যরূপে স্মখী হইতে পারা যায় না । ১৪

রাজগণ কহিলেন । রাজন্ ! নিমি রাজা গুরু বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন । পরন্তু তাদৃশ ভোগায়তন শরীরে তাঁহার কিজন্য বিরাগ উপস্থিত হইল ? অর্থাৎ যজ্ঞাবসানে দেবতার প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেহে প্রবেশ করিতে অসুমতি করেন, তখন কিজন্য ত্যক্ত দেহে প্রবিষ্ট হইতে তিনি সম্মত হইলেন না । ১৫

শুনিয়াছি, মহর্ষি বশিষ্ঠ উক্ত শিষ্যের শাপে দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন, তিনি পুনর্বীর দেহপরিগ্রহ করেন । ভক্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । অতএব মুক্ত ব্যক্তির কিরূপে পুনর্বীর জন্ম হইতে পারে । ১৬ এখানে ভগবানের মায়া জ্ঞানীদিগেরও দুর্জয় । এই মায়া নানাত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রজালের ন্যায় সংসারে বিমোহিত করিয়া রাখে । ১৭

ইতি তেষাং বচো ভূয়ঃ শ্ৰুত্বা রাজা শশিধ্বজঃ ।

প্রোবাচ বদতাং শ্ৰেষ্ঠো ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥১৮॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

বহুনা জন্মনামন্তে তীৰ্থক্ষেত্ৰাদিবোগতঃ ।

দৈবান্দ্রবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদৰ্শনম্ ॥১৯॥

ততঃ সালোক্যতাপ্ৰাপ্য ভক্তন্ত্যাদৃতচেতসঃ ।

ভুক্তা ভোগাননুপমান্ ভক্তো ভবতি সংস্থিতৌ ॥২০॥

রজোযুগঃ কৰ্ম্মপরাঃ হরিপূজাপরাঃ সদা ।

তন্মানানি প্রণায়ন্তি তদ্রূপস্মরণোৎসুকাঃ ॥২১॥

অবতারানুকরণপৰ্ব্বব্রতমহোৎসবাঃ ।

ভগবদ্ভক্তিপূজাঢ্যাঃ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ ॥২২॥

বাক্যবিন্যাস কুশল রাজা শশিধ্বজ, তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিপ্রণব হৃদয়ে পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ১৮

শশিধ্বজ কহিলেন । তীর্থ ক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন ফলে বহুজন্মের পর দৈব অমুগ্রহে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় । ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । ১৯ পরে বিফুলোকে গমন করিয়া আদরপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানকে ভজনা করে । এইরূপে জীব অনুপম ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া সংসার মধ্যে ভক্ত হয় । ২০ যাহারা রজোগুণাবলম্বী, তাঁহারা কন্ধ্যামুঠানে নিয়ত থাকিয়া সৰ্বদা হরির পূজা করেন এবং সৰ্বদা হরিনাম গান করেন এবং সৰ্বদা হরিরূপ স্মরণে উন্মুগ্ন থাকেন । ২১ তাঁহারা ভগবানের অবতারের অনুকরণ একাদশী প্রভৃতি পক্ষের পক্ষের ব্রত, মহোৎসব ভগবানের প্রতি ভক্তি, ভগবানের পূজা, এই সমুদায় কার্যেই আনন্দে সংপ্লুত থাকেন । ২২ সেই সমুদায় ভক্ত ব্যক্তি ভোগের ফলোদয় প্রত্যক্ষ কবি-

অতো মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি দৃষ্টমুক্তিফলোদরাঃ ।

মুক্তা লভন্তে জন্মানি হরিভাবপ্রকাশকাঃ ॥২৩॥

হরিরূপাঃ ক্ষেত্রতীর্থপাবনা ধর্মতৎপরারঃ ।

নারাসারবিদঃ সেব্যসেবকা দ্বৈতবিগ্রহাঃ ॥২৪॥

যথাবতারঃ কৃষ্ণস্য তথা তৎসেবিনামিহ ।

এবং নিমোন'মিষতা লীলা ভক্তস্ত লোচনে ॥২৫॥

মুক্তস্যাপি বশিষ্ঠস্য শরীরভজনাদরঃ ।

ঐতরঃ কথিতং ভূপা মাহাত্ম্যং ভক্তিভক্তুর্যোঃ ॥২৬॥

সদ্যঃপাপহরং পুংসাং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্ ।

সর্বোদ্ভিগ্নস্বদেবানামানন্দসুখসঞ্চয়ম্ ।

রাহেন, এই জন্য তাঁহারা মোক্ষ প্রার্থনা করেন না। ভক্তেরা স্বর্গভোগ পূর্বক জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। ২৩ ভক্তেরা হরির রূপান্তর। তাঁহারা ক্ষেত্র ও তীর্থ সমুদায় পবিত্র করেন। তাঁহারা ধর্ম্মাহুষ্ঠানে তৎপর থাকেন। তাঁহারা সার অসার সমুদায় জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সেব্য ও সেবক এই মূর্ত্তিদ্বয়ে থাকেন। ২৪ যেমন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহার সেবকগণও সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ তিনি যে ভক্তবৃন্দের লোচনে নিমেষ রূপে অবস্থান করেন, তাহা তাঁহার লীলামাত্র। ২৫ বশিষ্ঠ মুক্ত হইয়াও যে শরীর পরিগ্রহে উদ্বুধ হন, তাহারও কারণ এই। রাজগণ! এই আপনাদের নিকট ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ২৬ ইহা শ্রবণ করিলে মহাবীর সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় এবং ইহা হইতে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে ইন্দ্রিয়ামিষ্টতা দেবগণের আনন্দ ও সুখসন্মোহ সংবদ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে

কামৰাগাদিদোষঘ্নং মায়ামোহনিবারণং ॥ ২৭ ॥
 নানাশাস্ত্রপুৰাণবেদবিমলব্যাখ্যায়ুত্ৰ্যস্তোনিধিঃ
 সংমথ্যাতিচিৰং ত্ৰিলোকমুনয়ো ব্যাসাদয়ো ভাবুকাঃ ।
 কৃষ্ণে ভাবমনন্যমেবমমলং হৈয়ঙ্গবীনং নবং
 লঙ্কা সংসৃতিনাশনং ত্ৰিভুবনে শ্ৰীকৃষ্ণতুল্যায়তে ॥২৮॥

ইতি শ্ৰীকল্ক পুৰাণেহুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
 ভক্তিভক্তমাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশাধ্যায়ঃ ।

—:—

কামৰাগ প্রভৃতি সমুদায় দোষ বিদূৰিত হয় । ইহা হইতেই মায়া
 মোহ সমুদায় নিবারিত হইয়া যায় । ২৭

বেদবাস প্রভৃতি ত্ৰিলোকস্থিত ভাবুক মুনিগণ, বেদ পুৰাণ ও
 নানা শাস্ত্রের নিৰ্ম্মল ব্যাখ্যাকৰূপ অমৃতনাগর কহন করিয়া সংসার বন্ধন
 বিমোচক ঐকান্তিক ভাব রূপ নূতন নিৰ্ম্মল হৈয়ঙ্গবীন অৰ্থাৎ সৰ্ব্বো-
 চ্চাত স্ত লাভ করিয়া ত্ৰিভুবনের মধ্যে শ্ৰীকৃষ্ণসদৃশ হন । ২৮

—:—

কল্কিপুৰাণ তৃতীয়াংশ ভক্তিভক্তমাহাত্ম্য নামক
 দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

— — —

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশ ।

ত্ৰয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইতি ভূপঃ সভায়াং স কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ ।

শশিধ্বজঃ প্রীতমনাঃ প্রাহ কঙ্কিং কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১ ॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

স্বং হি নাথ ! ত্ৰিলোকেশ এতে ভূপাস্থদাশ্রয়াঃ ।

মাং তথা বিদ্ধি রাজানং ত্বম্বিদেশকরং হরে ॥ ২ ॥

তপস্তুপুং যামি কামং হরিদ্বারং মুনিপ্রিয়ং ।

এতে মৎপুত্ৰোপোত্ৰাশ্চ পালনীয়াস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ৩ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন । রাজা শশিধ্বজ প্রীত হৃদয়ে সভাস্থিত জন-
গণের নিকট নিজ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কৃতাজলিপুটে কল্কিকে
কহিতে লাগিলেন ।১

রাজা শশিধ্বজ কহিলেন । হরে ! তুমি ত্রিলোকের নাথ ! এই
সমুদায় রাজা তোমার আশ্রিত । এই রাজগণ ও আমি তোমার আজ্ঞা
পালনে উন্মুগ্ন আছি জানিবে ।২ আমি এক্ষণে মুনিগণের প্রিয় হবি-
দ্বারে তপস্বী করিতে গমন করিতেছি । এই সমুদায় আমার পুত্র পৌত্র
তোমারই আশ্রিত । তুমিই ইহা সিংহকে প্রতি পালন করিবে ।

মমাপি কামং জানাসি পুরা জাম্বুবতো যথা ।

নিধনং দ্বিবিদস্তাপি তদা সৰ্বং সুরেশ্বর ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা গন্তমুদযুক্তং ভার্য্যা সহিতং নৃপম্ ।

লজ্জয়াধোমুখং কল্কিং প্রোত্ভূপাঃ কিমিত্যুত ॥ ৫ ॥

হে নাথ ! কিমনেনোক্তং যং শ্রুত্বা ত্বমধোমুখঃ ।

কথং তদক্রুহি কামং নঃ কিং বা নঃ শাধি সংশয়াং ॥ ৬ ॥

অমুং পৃচ্ছত বো ভূপা যুস্মাকং সংশয়চ্ছিদম্ ।

শশিধ্বজং মহাপ্রাজ্ঞং মদুত্তিকৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৭ ॥

ইতি কল্কেৰ্বচঃ শ্রুত্বা তে ভূপাঃ প্রোক্তকারিণঃ ।

রাজানং তং পুনঃ প্রোত্ভূঃ সংশয়াপন্নমানসঃ ॥ ৮ ॥

স্ববনাথ । আমার যাগ অভিপ্রায়, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। পূৰ্বজন্মে তুমি যে, জাম্বুবান্ ও দ্বিবিদ নামক বানরকে বিনাশ করিয়াছিলে তাহাও তোমার শ্রবণ আছে। ৪ রাজা শশিধ্বজ এই কথা বলিয়া ভার্য্যার সহিত গমন কবিতে উদ্যত হইলে কল্কি লজ্জাভরে অবনত-মুখ হইলেন। তখন রাজগণ তাহার কারণ জানিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন : ৫ নাথ ! রাজা শশিধ্বজ কি বাক্য কহিলেন ? আপনি কি নিমিত্ত তাহা শুনিয়া অধোমুখ হইলেন ? তাহা আপনি আমাদের নিকট বলুন, আমাদের সংশয় দূর করুন। ৬

কল্কি কহিলেন। রাজগণ ! আপনারা এই শশিধ্বজ রাজার নিকটেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন, ইনিই আপনারদের সংশয় দূর করিবেন। এই রাজা শশিধ্বজ উত্তম জ্ঞানী ও ইনি আমার প্রতি ৭ কগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন। ৭ রাজগণ কল্কি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্বাক্যানুসারে সংশয়াপন্ন হৃদয়ে বাক্য শশিধ্বজকে পুনর্বার কহিলেন। ৮

নৃপা উচুঃ ।

কিং হুয়া কথিতং রাজন্ ! শশিধ্বজ মহামতে ।

কথং কল্কিস্তদ্বদিদং শ্রুত্বৈবাত্তদধোমুখঃ ॥৯॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

পুরা রামাবতারেণ লক্ষ্মণাদিস্তজ্জিৎবধম্ ।

মোক্ষফালক্ষ্য দ্বিবিদো রাক্ষসস্তাৎ স দারুণাৎ ॥১০॥

অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীরবধেনৈকাহিকো জ্বরঃ ।

লক্ষ্মণস্য শরীরেণ প্রবিষ্টো মোহকারকঃ ॥১১॥

তং ব্যাকুলমভিপ্রেক্ষ্য দ্বিবিদো ভিষজাং বরঃ ।

অশ্বিৎশেন সংজাতঃ শ্রাবয়ামাস লক্ষ্মণম্ ॥১২॥

লিখিত্বা রামভদ্রস্য সংজ্ঞাপত্রীমতদ্রিতং ।

লক্ষ্মণং দর্শয়ামাস উর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ মহাভূজঃ ॥১৩॥

রাজগণ কহিলেন । শশিধ্বজ ! আপনি মহামতি ও রাজা । আপনি এক্ষণে কি কথা কহিলেন এবং আপনার কথা শুনিয়া কল্কি কিনিমিত্ত বা অধোমুখ হইলেন ।৯

শশিধ্বজ কহিলেন । পূর্বে যখন রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ বধ করেন । তাহাতে দারুণ রাক্ষসভাব হইতে ইন্দ্রজিৎের মুক্তি হয় ।১০ অগ্নিশালায় ব্রহ্মবধ করাতে ঐকাহিক জ্বর লক্ষ্মণের শরীরে প্রবিষ্ট হইল । তাহাতে লক্ষ্মণের মোহাদি হইতে লাগিল ।১১ অশ্বিনীকুমারের বংশ সম্ভূত ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিধ নামক বানর লক্ষ্মণকে সাতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া একটি মন্ত্র শুনাইল ।১২ এবং ঐ মন্ত্রটি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের সমক্ষে উর্দ্ধস্থানে রাখিয়া লক্ষ্মণকে

লক্ষ্মণো বীক্ষ্য তাং পত্নীং বিজুরো বলবানভূৎ ।
 স ততো দ্বিবিদং প্রাহ বরং বরয় বানর ॥১৪॥
 দ্বিবিদস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ হৃষ্টবৎ ।
 ত্ততো মে মরণং প্রার্থ্যং বানরত্বাচ্চ মোচনম্ ॥১৫॥
 পুনস্তং লক্ষ্মণঃ প্রাহ মম জন্মান্তরে তব ।
 মোচনং ভবিতা কীশ ! বলরামশরীরিণঃ ॥১৬॥
 সমুদ্রস্যোন্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥১৭॥
 ইতি মন্ত্রাঙ্করং দ্বারি লিখিত্বা তালপত্রকে ।
 যন্তু পশ্যতি তস্যাপি নশ্যতৈত্য়াকাহিকোজ্বরঃ ॥১৮॥
 ইতি তস্য বরং লব্ধ্বা চিরায়ুঃ সুস্থবানরঃ ।
 বলরামান্নভিন্নাত্মা মোক্ষমাপাকুতোভয়ম্ ॥১৯॥

দেখাইল ১৩ লক্ষ্মণ ঐ পত্র দেখিয়া অররহিত ও বলবান্ হইলেন । পরে
 লক্ষ্মণ দ্বিবিদ নামক বানরকে কহিলেন, বানর! তুমি বর প্রার্থনা
 কর ১৪ দ্বিবিদ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে লক্ষ্মণকে কহিল,
 আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার হস্তে আমার মৃত্যু হয়
 এবং বানরতাব হইতে মুক্ত হই ১৫ পরে লক্ষ্মণ কহিলেন, আমি
 জন্মান্তরে বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইব । সেই সময় আমার হস্তে তোমার
 বানরত্ব মোচন হইবে । ১৬

সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামে বানর আছে । লিখিত এই
 মন্ত্রটী যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার ঐকাহিক জ্বর দূর হয় ১৭ যে ব্যক্তি
 তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া দ্বারদেশে রক্ষা করে এবং দর্শন করে, তাহার
 ঐকাহিক জ্বর দূর হয় ১৮

দ্বিবিদ বানর লক্ষ্মণের নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া সুস্থশরীরে
 বহুকাল জীবনধারণ করিল । বহুকাল পরে বলরামের অস্ত্র দ্বাৰা

তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ ।
 বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেহভূৎ স্ববাঞ্ছয়া ॥২০॥
 জাম্বুবান্শচ পুরা ভূপা বামনস্তং গতে হরৌ ।
 তস্যাপ্যর্দ্ধগতং পাদং তত্র চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥২১॥
 মনোজবং তং নিরীক্ষ্য বামনঃ প্রাহ বিস্মিতঃ ।
 মভো বৃণু ববং কামমৃক্ষাধীশ মহাবল ॥২২॥
 ইতি তং হৃষ্টবদনো ব্রহ্মাংশো জাম্বুবান্মুদা ।
 প্রাহ ভোশ্চক্রদহনাৎ মম মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥২৩॥
 ইত্যুক্তে বামনঃ প্রাহ কৃষ্ণজন্মনি মে তব ।
 মোক্ষশ্চক্রেণ সংভিন্নশিরসঃ সংভবিষ্যতি ॥২৪॥

তাহার শরীর ধ্বংস হওয়ার ঠিক সে মুক্তিলাভ করে । ২০ এইরূপ আপনাব
 চৈছান্মাসারে সূতপুত্র লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে বলরামের অস্ত্র দ্বারা
 নিহত হইয়াছিলেন । ২০

রাজগণ ! পূর্বে বিষ্ণু যখন বামন অবতার হন, তখন যে সময়ে
 তিনি ত্রিপাদ দ্বারা সৰ্বলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে
 জাম্বুবান্ তাঁহার উদ্ধৃষ্ট চরণ প্রদক্ষিণ করেন । ২১ বামন তাঁহাব
 মনের জ্ঞায় ক্রততর বেগ দেখিয়া বিস্মিত রূপে কহিলেন, শ্বক্ষপতে !
 তুমি মহাবলপরাক্রান্ত হইতেছ । তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা
 কর । ২২ ব্রহ্মার অংশ সম্ভূত জাম্বুবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষি
 মুখে কহিল, আমাকে এই বর দিউন যে, আপনকার চক্রদ্বারা যেন
 আমার মৃত্যু হয় । ২৩ বামন এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি যখন
 কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন আমার চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছেদিত
 হইবে । তখন তুমি মুক্তিলাভ করিবে । ২৪ পণ্ডে যখন কৃষ্ণ অবতীর্ণ

মম কৃষ্ণাবতারে তু সূর্য্যভক্তস্য ভূপতেঃ ।
 সত্রাজিতস্ত মণ্যর্থৈ দুৰ্ব্বাদঃ সমজায়ত ॥২৫॥
 প্রসেনস্য মম ভ্রাতুৰ্বধস্ত মণিহেতুকঃ ।
 সিংহান্তস্যাপি মণ্যর্থৈ বধো জাম্বুবতা কৃতঃ ॥২৬॥
 দুৰ্ব্বাদভয়ভীতস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
 মণ্যম্বেষণচিত্তস্য ঋক্ষোভূদ্রবণা বিলে ॥২৭॥
 স নিজেসং পরিজ্ঞায় তচ্চক্রঃ স্তবক্ষনম্ ।
 মুক্তো বভূব সহসা কৃষ্ণং পশ্যন্ সলক্ষণম্ ॥২৮॥
 নবদুৰ্ব্বাদলশ্যামং দৃষ্ট্বা প্রাদাম্বিজান্নজাম্ ।
 তদা জাম্বুবতঃ কন্যাং প্রগৃহ্য মণিনা সহ ॥২৯॥
 দ্বারকাং পুরমাগত্য সভায়াং মামুপাশ্রয়ৎ ।

হইয়াছিলেন, তখন আমি সত্রাজিৎ নামে রাজা ছিলাম। আমি
 হৃষ্যের আরাধনা করিতাম। সেই সময় আমি হইতে মণির নিমিত্ত
 কৃষ্ণের একটি কলঙ্ক হয়। ২৫ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রসেন ছিল।
 একটি সিংহ মণির নিমিত্ত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করে।
 ঐ সিংহও ঐ মণির নিমিত্ত জাম্বুবান্ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ২৬
 অসীম তেজঃসম্পন্ন কৃষ্ণ কলঙ্কভয়ে ভীত হইয়া মণির অন্বেষণ করিতে
 লাগিলেন পরে একটি গুহার মধ্যে জাম্বুবানের সহিত তাঁহার সংগ্রাম
 হইল। ২৭ জাম্বুবান্ আপনার প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণের
 চক্রে তাঁহার মস্তক ছেদিত হইল। জাম্বুবান্ লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণকে দর্শন
 করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিল। ২৮ পরন্তু ঐ ঋক্ষরাজ
 কৃষ্ণের নবদুৰ্ব্বাদল সদৃশ শ্যামমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মণির সহিত জাম্বু-
 বতী নামী কন্যা দান করিল। ২৯ কৃষ্ণ পুনর্বার দ্বারকায় আগমন
 করিয়া সভামধ্যে আমাকে আশ্রয় করিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি

আহুঃ মহ্যং প্রদদৌ মণিঃ স্মৃণিগণার্চিতম্ ॥৩০॥
 সোহহং তাং লজ্জয়া তেন মণিনা কন্যাকাং স্বকাম্ ।
 বিবাহেন দদাবৈশ্ম লাভণ্যাজ্জগৃহে মণিম্ ॥৩১॥
 তাং সত্যভামামাদায় মণিঃ ময্যর্প্য স প্রভুঃ ।
 দ্বারকামাগত্য পুনর্গজাহ্বয়মগাদ্বিভুঃ ॥ ৩২ ॥
 গতে কৃষ্ণে মাং নিহত্য শতধন্যগ্রহীন্মণিম্ ।
 অতোহহমিহ জানামি পূর্ব্বজন্ম নি যৎ কৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
 মিথ্যাভিশাপাৎ কৃষ্ণস্য নৈবাত্মোচনং মম ।
 অতোহহং কন্ধিরূপায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
 দত্ত্বা রমাং সত্যভামারূপিণীং যামি সদ্গতিম্ ॥ ৩৪ ॥
 স্মদর্শনাদ্ভ্রাণেন মরণং মম কাঙ্ক্ষিতম্ ।

মহর্ষিগণের ও ছল্লভ সেই মণি আমাকে প্রদান করেন। ৩০ তৎকালে
 আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সেই মণি এবং সত্যভামা নাম্নীকন্যা
 কৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। কৃষ্ণ উভয়ো লাভণ্য দর্শন করিয়া উভবই
 গ্রহণ করিলেন। ৩১

কিছুদিন পরে প্রভু কৃষ্ণ আমার নিকট মণি রাখিয়া সত্যভামাকে
 লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। ৩২ কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলে
 শতধন্য নামে রাজা আমাকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ করিলেন।
 অতএব পূর্ব্বজন্মে কন্ধি বাহা বাহা করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি পবি-
 জ্ঞাত আছি। ৩৩ আমি কৃষ্ণের মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছিলাম তজ্জন্ত সে জন্মে
 আমার মুক্তি হয় নাই। এই জন্ত আমি এই জন্মে কল্কিরূপ পরমাত্মা
 কৃষ্ণকে সত্যভামারূপিণী রমানাগ্নী কন্তা দিয়া সন্ততি লাভ করিতেছি। ৩৪
 আমিও কামনা করিয়াছিলাম যে, স্মদর্শনাদ্ভ্রাণে আমার মৃত্যু হয়।

মরণেহুদিতি জ্ঞাত্বা রণে বাজ্জামি মোচনম্ ॥ ৩৫ ॥
 ইত্যসৌ জগতামাশঃ কল্কিঃ শ্বশুরঘাতনম্ ।
 শ্রুত্বৈবোধোমুখস্তস্থৌ হ্রিয়া ধৰ্ম্মভিয়া প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥
 অত্যাশ্চর্য্যমপূৰ্ব্বমুত্তমমিদং শ্রুত্বা নৃপা বিস্মিতা
 লোকাঃ সংসদি হৰ্ষিতা মুনিগণাঃ কল্কেণ্ডৰ্গাকৰ্ষিতাঃ ।
 আখ্যানং পরমাদরেণ সুখদং ধন্যং বশস্ত্রং পরং
 শ্রীমদুপশশিধ্বজেরিতবচো মোক্ষপ্রদং চাভবৎ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুৰাণেহনুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

শশিধ্বজেরিতচক্রমরণাখ্যানং নাম
 ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মুক্তি হইবে, ইহা জানিয়া তাহাই কামনা
 করিয়াছিলাম । ৩৫

জগতের অধীশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে শ্বশুর বধ শ্রবণ করিয়া
 ধৰ্ম্মভয়ে ও লজ্জাক্রমে অধোবদন হইয়া থাকিলেন । ৩৬ অত্যাশ্চর্য্য
 অপূৰ্ব্ব মনোহর এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত রাজগণ বিস্মিত
 হইলেন, সদস্ত্র জনগণ আনন্দলাভ করিল, মহর্ষিগণ কল্কির গুণে
 আকৃষ্ট হইলেন । শ্রীমান্ ভূপতি শশিধ্বজ কর্তৃক কথিত এই উপা-
 খ্যান যিনি শ্রবণ করেন, তিনি সুখী ধন্য পরম বশস্বী ও মোক্ষভাজন
 হইতে পারেন । ৩৭

কল্কিপুৰাণ তৃতীয়াংশ শশিধ্বজ কথিত চক্রমরণ নামক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

চতুৰ্দশাধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততঃ কল্কিন্মহাতেজাঃ শ্বশুরং তং শশিধ্বজম্ ।
সমামন্ত্য বচশ্চিত্ৰৈঃ সহ ভূতৈৰ্যযৌ হরিঃ ॥ ১ ॥
শশিধ্বজো বরং লব্ধ্বা যথাকামং মহেশ্বরীম্ ।
স্তত্ৰা মায়াং ত্যক্তমায়ঃ সপ্রিয়ঃ প্রযযৌ বনম্ ॥ ২ ॥
কল্কিঃ সেনাগণৈঃ সাদ্ধং প্রযযৌ কাঞ্চনীং পুরীম্ ।
গিরিভূর্গাবতাং গুপ্তাং ভোগিভির্বিষবর্ষিভিঃ ॥ ৩ ॥
বিদার্য্য ভূর্গং সগণঃ কল্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন । অনন্তর মহাতেজা কল্কি বিচিত্র বাক্য-
দ্বারা স্বশুর শশিধ্বজকে পরিতুষ্ট করিয়া সম্ভাষণপূর্বক রাজগণের সহিত
গমন করিলেন ।১ রাজা শশিধ্বজও কল্কির নিকট যথাভিলষিত
বর লাভ করিয়া মহেশ্বরী মহামায়ার স্তব দ্বারা মায়াপাশ হইতে মুক্ত
হইয়া প্রিয়তমা ভাৰ্য্যার সহিত বনগমন করিলেন ।২

অনন্তর কল্কি সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনীপুৰীতে
গমন করিলেন । এই পুরী গিরিভূর্গ দ্বারা পরিবৃত ও বিষবর্ষণকারী
সর্পগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত ।৩ পরপুরঞ্জয় অচ্যুত কল্কি, নিজ সেনা-
গণের সহিত সেই কঠিন ভূর্গভেদ করিয়া শরনিকর দ্বারা বিষবর্ষণ

ছিত্ত্বা বিষায়ুধান্ বাণৈস্তাং পুরীং দদৃশেহচ্যুতঃ ॥৪॥
 মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যাং নাগকন্ঠাগণাবৃতাম্ ।
 হরিচন্দনবৃক্ষাঢ্যাং মনুজৈঃ পরিবৰ্জিতাম্ ॥ ৫ ॥
 বিলোক্য কল্কিঃ প্রহসন্ প্রাহ ভূপান্ কিমিত্যহো ।
 সৰ্পশ্চেষ্টয়ং পুরী রম্যা নরাণাং ভয়দায়িনী ।
 নাগনারীগণাকীর্ণা কিং যাস্ত্রানো বদন্তিহ ॥ ৬ ॥
 ইতিকৰ্ভব্যতাব্যগ্রং রমানাথং হরিং প্রভূম্ ।
 ভূপাংস্তদনুরূপাংশ্চ থে বাগাহাশরীরিণী ॥ ৭ ॥
 বিলোক্য নেমাং সেনাভিঃ প্রবেষ্টুং ভোক্তুমহঁসি ।
 ত্বাং বিনান্তে মরিষ্যন্তি বিষকন্ঠাদৃশাদপি ॥ ৮ ॥

সৰ্পসমূহ সংহারপূৰ্ব্বক পুৰীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ও এবং দেখিলেন, সেই পুরী বহুবিধ মণিসমূহ ও কাঞ্চনরাশি দ্বারা বিভূষিত। তাহার স্থানে স্থানে নাগকন্ঠাগণ রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। পরন্তু সেখানে একটীও মনুষ্য নাই।

কল্কি এই সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া হস্ত-পূৰ্ব্বক রাজগণকে কহিলেন, দেখ, কি আশ্চর্য্য! ইহা সৰ্পগণের পুরী। এই পুৰী অতীব রমণীয়। মনুষ্যগণের পক্ষে এই স্থান অতীব ভয়ানক। ইহার মধ্যে কেবল নাগকন্ঠাগণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আর যাইব কি না? তোমরা বল। ৬ রমানাথ প্রভু হরি এবং রাজগণ সে স্থলে কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, ৭ এই পুরীমধ্যে সেনাগণের সহিত প্রবেশ করা আপনকার উচিত হইতেছে না, কারণ ইহার অভ্যন্তরবস্তিনী বিষকন্ঠার দৃষ্টিপাত দ্বারা একমাত্র আপনি ব্যতিরেকে সকলেই কালকবলে পতিত হইবে।

আকাশবাণীমাকর্ষ্য কল্কিঃ শুকসহায়কৃৎ ।

যযাবেকঃ খড়্গধরস্তুরগেণ স্বরাশ্রিতঃ ॥ ৯ ॥

গহ্বা তাং দদৃশে বীরো ধীরাণাং ধৈর্য্যনাশিনীম্ ।

রূপেণালক্য লক্ষ্মীশং প্রাহ প্রহসিতাননা ॥ ১০ ॥

বিষকন্ঠোবাচ ।

সংসারেহস্মিন্ মম নয়নয়োর্বীক্ষণক্ষীণদেহা

লোকা ভূপাঃ কন্তি কতি গতা যুতুমত্যাগ্রবীৰ্য্যাঃ ।

সাহং দীনাশ্রয়শ্রনরপ্রেক্ষণপ্রেমহীনা ।

তে নেত্রাজঘরসম্বধাপ্লাবিতা স্বাং নমামি ॥ ১১ ॥

কাহং বিষেক্ষণা দীনা কামুতেক্ষণসঙ্গমঃ ।

ভবেহস্মিন্ ভাগ্যহীনায়াঃ কেনাহো তপসা কৃতঃ ॥ ১২ ॥

কল্কি এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া স্বরাপূর্বক খড়্গধারী হইয়া একাকী অশ্রু আরোহণ করিয়া শুক পক্ষীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ৯ কিয়দূর গমন করিয়া বীর কল্কি একটা অপূর্ব কন্ঠা দেখিতে পাইলেন। এই কন্যাকে দর্শন করিলে জ্ঞানী-দিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। এই কন্যা অশরূপ রূপসম্পন্ন রম্যনাথ কল্কিকে দর্শন করিয়া স্তম্ভাশ্রমুখে বলিতে লাগিল। ১০

বিষকন্ঠা কহিল। এই জগতের মধ্যে মহাবীৰ্য্যশালী কতশত রাজা ও অপরাপর মনুষ্য আমার দৃষ্টিপাত দ্বারা ধ্বস্তদেহ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। অতএব আমি অতীব দুঃখিনী। দেবতা অশ্রুর মনুষ্য কাহারো সহিত আমার প্রেমের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আমি আপনকার দৃষ্টিপাত রূপ অমৃত দ্বারা প্লাবিত হইলাম। আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ১১ এই সংসার মধ্যে আমি বিষদৃষ্টি দীনা ও অতিশয় দুর্ভাগা। আপনকার দৃষ্টি অমৃতময়। আমি এমন কি তপস্তা করিয়াছিলাম যে আপনকার সহিত সমাগম হইল। ১২

কল্কিকুবাচ।

কাসি কন্যাসি স্ত্রোণি কস্মাদেবা গতিস্তব।

ক্ৰহি মাং কৰ্মণা কেন বিষনেত্রং তবাভবৎ ॥ ১৩ ॥

বিষকন্ঠোবাচ।

চিত্রগ্রীবস্তা ভার্য্যাহঃ গন্ধৰ্ব্বস্ত মহামতে।

স্লোলোচনেতি বিখ্যাতা পত্ন্যরত্যন্তকামদা ॥ ১৪ ॥

একদাহং বিমানেন পত্যা পীঠেন সঙ্গতা।

গন্ধমাদনকুঞ্জেষু রেমে কামকলাকুলা ॥ ১৫ ॥

তত্র যক্ষমুনিং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকারমাতুরম্।

রূপযৌবনপূৰ্বেণ কটাক্ষেণাহসং মদাৎ ॥ ১৬ ॥

সোপালম্ভং মুনিঃ শ্রুত্বা বচনঞ্চ মমাপ্রিয়ম্!

শশাপ মাং ক্রুধা তত্র তেনাহংবিষদৰ্শনা ॥ ১৭ ॥

কল্কি কহিলেন, স্ত্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি জন্তু তোমার ঈদৃশ অবস্থা হইয়াছে। তুমি এমন কি কৰ্ম্ম করিয়াছিলে যে, তাহাতে তোমার বিষদৃষ্টি হইয়াছে। ১৩

বিষকন্ঠা কহিল। মহামতে! আমি চিত্রগ্রীব নামক গন্ধৰ্ব্বের ভার্য্যা। আমার নাম স্লোলোচনা। আমি ভক্তার সাতিশয় মনোরঞ্জন করিতাম। ১৪ একদা আমি ভক্তার সহিত বিমানে আরোহণপূৰ্ব্বক গন্ধমাদন পৰ্ব্বতের কুঞ্জ মধ্যে গমন করিয়া কোন প্রস্তর পীঠে উপবেশনপূৰ্ব্বক বিহারাদি করিতে ছিলাম। ১৫ ঈদৃশ সময়ে আমি সেই স্থানে যক্ষমুনিকে বিকৃতাকার ও আতুর দেখিয়া রূপযৌবন গৰ্বে গৰ্ব্বিত হইয়া কটাক্ষপাতপূৰ্ব্বক উপহাস করিয়াছিলাম। ১৬ মহর্ষি আমার মুখে সেই অবজ্ঞাত্মক অশ্রিয় উপহাস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে আমাকে শাপ প্রদান করিলেন। সেই শাপেই আমি

নিক্ষিপ্তাহং সৰ্পপুৰে কাঞ্চন্যাং নাগিনীগণে ।
 পতিহীনা দৈবহীনা চরামি বিষবার্ষণী ॥ ১৮ ॥
 ন জানে কেন তপসা ভবদৃষ্টিপথং গতা ।
 ত্যক্তশাপামৃতাক্ষাহং পতিলোকং ব্রজাম্যতঃ ॥ ১৯ ॥
 অহো তেষামস্ত শাপঃ প্রসাদো মা সতামিহ ।
 পত্ন্যঃ শাপাদৃষেষ্মোক্ষাং তব পাদাজ্জদর্শনম্ ॥ ২০ ॥
 ইতুভ্যক্তা সা যযৌ স্বৰ্গং বিমানেনার্কবৰ্চ্চসা ।
 কল্কিস্ত তৎপুরাধীশং নৃপং চক্রে মহামতিম্ ॥ ২১ ॥
 অমৰ্ষস্তৎসুতো ধীমান্ সহস্রো নাম তৎসুতঃ ।
 সহস্রতঃ স্ততশ্চাসীদ্রাজা বিশ্রুতবানসিঃ ॥ ২২ ॥

বিষদৃষ্টি হইয়া রহিয়াছি। ১৭ অনন্তর আমি কাঞ্চনী নায়ী এই সৰ্প-
 পুৰীতে নাগিনীগণ মধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলাম। আমি দৃষ্টি দ্বারা
 বিষ বর্ষণ করিয়া থাকি। আমি অতীব ভাগ্যহীনা এবং পতিহীনা
 হইয়া একাকিনী এখানে বিচরণ করি। ১৮ আমি বুদ্ধিতে পারিতোছি
 না, আমি এমন কি তপস্তা করিয়াছিলাম যে, আপনকার দৃষ্টিপথে
 পতিত হইলাম। আপনকার দর্শনে আমার শাপমোচন হওয়াতে
 আমার দৃষ্টি এক্ষণে অমৃতবার্ষণী হইয়াছে। অধুনা আমি পতিসন্নিধানে
 গমন করি। ১৯ কি আশ্চর্য্য! সাধুদিগের প্রসন্নতা অপেক্ষা শাপই
 শ্রেয়স্কর, কারণ জ্বির শাপ হওয়াতে শাপ মোচনকালে আপকার
 চরণকমল দর্শন হইল। ২০

বিষকন্ডা এই কথা বলিয়া সূর্য্যের স্তায় তেজঃসম্পন্ন বিমানে
 আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। কল্কিও মহামতি নামক রাজাকে
 সেই কাঞ্চনীপুরীর অধীশ্বর করিলেন। ২১ মহামতির পুত্র অমৰ্ষ,
 অমৰ্ষের পুত্র ধীমান্ সহস্র, সহস্র হইতে অসিনানক বিপ্লবাত

বৃহন্নলানাং ভূপানাং সংভূতা যস্য বংশজাঃ ।
 তং মনুং ভূপশার্দূলং নানামুনিগণৈর্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥
 অযোধ্যায়াং চাভিষিচ্য মথুরামগমদ্ধরিঃ ।
 তস্ত্রাং ভূপং সূর্য্যকেতুনভিষিচ্য মহাপ্রভম্ ॥ ২৪ ॥
 ভূপং চক্রে ততো গহ্বা দেবাপিং বারণাবতে ।
 অরিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দঞ্চ গজাস্থয়ম্ ॥ ২৫ ॥
 পঞ্চদেশেশ্বরং কৃহ্মা হরিঃ শম্ভুলমাযযৌ ।
 শৌস্তং পৌণ্ড্রং পুলিন্দঞ্চ সুরাস্ট্রং মগধস্থথা ।
 কবিপ্রাজ্ঞস্মন্তেভ্যঃ প্রদদৌ ভ্রাতৃবংশলং ॥ ২৬ ॥
 কীকটং মধ্যকর্ণাটমক্ষুমোদ্রং কলিঙ্গকম্ ।
 অঙ্গং বঙ্গং স্বগোত্রৈভ্যঃ প্রদদৌ জগদীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

রাজা জম্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২২ ষাঁচাব বংশে বৃহন্নলনাক রাজা;
 গণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই রাজশার্দূল মনুকে অযোধ্যা রাজ্যে
 অভিষিক্ত করিয়া; হরি মুনিগণে পরিবৃত হইয়া মথুরায় গমন করিলেন।
 পরে তিনি মহাপ্রভ রাজ্যে সূর্য্যকেতুকে সেই মথুরা রাজ্যে অভিষিক্ত
 করিয়া ২৩২৪ পরে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে দেবাপিকে
 রাজ্য করিয়া তাঁহাকে অরিস্থল বৃকস্থল মাকন্দ হস্তিনাপুর বারণাত, ২৫
 এই পঞ্চ দেশের অধীশ্বর করিয়া হরি শম্ভুল দেশে গমন করিলেন।
 পরে ভ্রাতৃবংশল হরি, কবি প্রাজ্ঞ ও স্মন্তকে শৌস্ত পৌণ্ড্র পুলিন্দ ও
 মগধদেশ প্রদান করিলেন। ২৬ অনন্তর জগদীশ্বর জ্ঞাতিদিগকে কীকট
 মধ্যকর্ণাট অক্ষু ওড় অঙ্গ বঙ্গ, এই সমুদায় দেশ প্রদান করিলেন। ২৭

স্বয়ং শম্ভুলমধ্যস্থঃ কঙ্ককেন কলাপকান্ ।
 দেশং বিশাখযূপায় প্রাদাৎ কঙ্কিঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৮ ॥
 চোলবর্করকর্বাখ্যান্ দ্বারকাদেশমধ্যগান্ ।
 পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ কঙ্কিঃ কৃতবর্ষপূরঙ্কতান্ ॥ ২৯ ॥
 পিত্রে ধনানি রত্নানি দদৌ পরমভক্তিতঃ ।
 প্রজাঃ সমাশ্বাস্ত হরিঃ শম্ভুলগ্রামবাসিনঃ ॥ ৩০ ॥
 পদ্ময়া রময়া কঙ্কির্হস্থো মুমুদে ভূশম্ ।
 ধর্মশচতুষ্পাদভবৎ কৃতপূর্ণং জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥
 দেবা যথোক্তফলদাশ্চরন্তি ভুবি সর্বতঃ ।
 সর্বশস্যো বসুমতী হৃষ্টপুঙ্ক্তজনাবতা ।
 শাঠ্যচৌর্য্যানুতৈর্হীনা আধিব্যাধিবিবর্জিতা ॥ ৩২ ॥

পরে প্রতাপবান্ কঙ্কি স্বয়ং শম্ভুল নগরে অবস্থান করিয়া বিশাখ-
 যূপকে কঙ্ককদেশ ও কপালদেশ প্রদান করিলেন। ২৮ অনন্তর তিনি
 কৃতবর্ষ প্রভৃতি পুত্রগণকে দ্বারকার, অন্তঃপাতী চোল বর্কর ও কর্ক
 দেশ প্রদান করিলেন। ২৯ তিনি পরমভক্তিপূর্বক পিতাকে ধন ও
 রত্ন দিলেন। পরে সেই শম্ভুল গ্রামবাসী প্রজাগণকে আশ্বাস প্রদান
 করিয়া ৩০ গৃহাশ্রমে অবস্থানপূর্বক রমা ও পদ্মার সহিত পরম
 আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। জগত্ত্রয় সত্যযুগে পূর্ণ
 হইল। ৩১ দেবগণ যথোক্ত ফলদায়ী হইয়া ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিচরণ
 করিতে লাগিলেন। পৃথিবী সর্ব শস্ত্রে পরিপূর্ণ হইল। সকল স্থলে
 সমুদায় লোকই হৃষ্টপুঙ্ক্ত হইয়া উঠিল। শঠতা চৌর্য্য মিথ্যা কথা মিথ্যা
 ব্যবহার আধি ব্যাধি, এ সমুদায় ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইল। ৩২

বিপ্রা বেদবিদঃ স্মমঙ্গলযুতা নার্যাস্ত চাৰ্য্যা ত্রৈতৈঃ
পূজাহোমপরাঃ পতিব্রতধরা যাগোদ্যতাঃ ক্ষত্ৰিয়াঃ ।
বৈশ্যা বস্তুবু ধৰ্ম্মতো বিনিময়েঃ শ্ৰীবিষ্ণুপূজাপরাঃ
শূদ্রাস্ত দ্বিজসেবনাক্ষরিকখালাপাঃ সপৰ্য্যাপরাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্ৰীকল্ক পুৰাণেহুভাগবতে ভবিষ্য তৃতীয়াংশে

বিষকৃত্যামোক্ষ কৃতধৰ্ম্ম প্রবৃত্তিকথনং

নাম চতুর্দশাধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে নিরত হইলেন । রমণীগণ মাস্ত্রল্য কার্যে
নিরত সদাচারপরায়ণ ত্রতনিষ্ঠ পূজা হোম প্রভৃতিতে তৎপর ও
পতিব্রতা ধৰ্ম্মপরায়ণ হইল । ক্ষত্ৰিয়গণ যাগাদি করিতে লাগিলেন ।
বৈশ্যগণ শ্ৰীবিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইয়া ধৰ্ম্মানুসারে দ্রব্যের বিনিময় দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল । শূদ্রগণ দ্বিজসেবা পরায়ণ হইয়া
হরিকথালাপ ও হরিপূজা করিয়া কালযাপন করিতে আরম্ভ
করিল । ৩৩

—:—

কল্কিপুৰাণ তৃতীয়াংশ বিষকৃত্য মোচন নামক

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

— —

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

শশিধ্বজো মহারাজঃ শ্রুত্বা মায়াং গতঃ কুতঃ ।

কা বা মায়াশ্রুতিঃ সূত বদ তত্ত্ববিদাং বর ।

বা ত্বংকথা বিষ্ণুকথা বক্তব্য৷ সা বিশুদ্ধয়ে ॥১॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্ব্বে মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ।

শুকঃ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা মায়াস্তবমনুভবম্ ॥২॥

শৌনক কহিলেন । হুত ! মহারাজ শশিধ্বজ মায়াস্তব কবিবা কোথায় গমন করিলেন ? তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে । অতএব মায়াস্ততি কিরূপ, তাহা তুমি বল । মায়ার কথা ও বিষ্ণুকথা ভিন্ন নহে, অতএব পাপমোচনের নিমিত্ত তুমি সেই মায়ার স্তুতি বাক্য বল ।১

উগ্রশ্রবা কহিলেন । মুনিগণ ! মহর্ষি মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিতে বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব তাঁহার নিকট অতীব উত্তম মায়াস্তব কীর্তন করিয়াছিলেন । আনি এক্ষণে সেই মায়াস্তব বলিতেছি শ্রবণ করুন ।২

তৎ শৃণু প্রবক্ষ্যামি যথাধীতং যথাশ্রুতম্ ।

সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং পাপতাপবিনাশনম্ ॥৩॥

শুক উবাচ ।

ভল্লাটনগরং ত্যক্ত্ব। বিষ্ণুভক্তঃ শশিধ্বজঃ ।

আত্মসংসারমোক্ষায় মায়াস্তবমলং জগৌ ॥৪॥

শশিধ্বজ উবাচ ।

ওঁ হ্রীংকারাং সত্ত্বসারাং বিশুদ্ধাং

ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাম ।

তস্মীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রকক্ষাং

বন্দে বন্দ্যাং দেবগন্ধর্বসিন্ধৈঃ ॥৫॥

আমি যাহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, যাহা শ্রবণ করিলে মানব
দিগের সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, যাহা হইতে সমুদায় পাপ তাপ নিবৃত্তি
হয়, তাদৃশ মায়াস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।৩

শুকদেব কহিলেন । বিষ্ণুভক্ত রাজা শশিধ্বজ, ভল্লাট নগর
পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত মারাত্মক করিতে
আরম্ভ করিলেন ।৪

শশিধ্বজ কহিলেন । যিনি হ্রীং বীজস্বরূপা, যিনি শুদ্ধসত্ত্বময়ী,
যিনি বিশুদ্ধস্বরূপা, যাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন
হইয়াছেন, যিনি বেদচতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য, যিনি সূক্ষ্ম ও স্বাহাধ্বরূপা,
বাঁহীর কক্ষমধ্যে ভূতপঞ্চক ও তন্মাত্র অবস্থান করিতেছে, যিনি
দেবগণ গন্ধর্বগণ ও সিদ্ধগণের আরাধ্য, সেই ভগবতীকে নমস্কার

লোকাভীতাং দ্বৈতভূতাং সমীড়ে
 ভূতৈর্ভব্য্যং ব্যাসশাতাতপাদ্যৈঃ ।
 বিদ্বদাভীতাং কালকল্লোললোলাং
 লীলাপাঙ্গক্ষিপ্তসংসারদুর্গাম্ ॥৬॥
 পূর্ণ্যং প্রাপ্য্যং দ্বৈতলভ্য্যং শরণ্যাম্
 আদ্যে শেষে মধ্যতো যা বিভাতি ।
 নানারূপৈর্দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যৈ-
 স্তামাধারাং ব্রহ্মরূপাং নমামি ॥৭॥
 যস্য ভাসা ত্রিজগদ্ভাতি ভূতৈ-
 র্ভাত্যেতত্তদভাবে বিধাতুঃ ।
 কালো দৈবং কৰ্ম চোপাধয়ো যে
 তস্য্যং ভাসা তাং বিশিষ্টাং নমামি ॥৮॥

করি।৫ যিনি লোকাভীত, যাঁহাতে দ্বৈতভাব আরোপিত হইতেছে,
 ব্যাস শাতাতপ প্রভৃতি মহর্বিগণ যাঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন,
 জানীরা যাঁহার স্তবপাঠ করেন, যিনি কালকল্লোলে লোলায়মানা
 হইতেছেন, যাঁহার কটাকুলীলায় জীবগণ সংসারসাগরে নিক্ষিপ্ত
 হইতেছে, আমি তাঁহার স্তব করি।৬ যিনি পূর্ণভাবে লভ্য এবং
 দ্বৈতভাবেও লভ্য, যিনি শরণাগতের পালনকর্ত্রী, যিনি সৃষ্টির প্রথমে
 মধ্যে ও অন্তে সর্বকালেই বিদ্যমান আছেন, যিনি দেব তির্য্যাক্
 মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশমান হইতেছেন, যিনি সকলের
 আধার, যিনি ব্রহ্মরূপা, সেই ভগবতীকে নমস্কার করি।৭ যাঁহার
 আভাসে জগৎব্রহ্ম ভূতপঞ্চক স্বরা প্রকাশমান হইতেছে, যাঁহার

ভূমৌ গন্ধো রসতাপ্সু প্রতিষ্ঠা
 রূপং তেজস্যেব বায়ৌ স্পৃশত্মম ।
 থে শব্দো বা যচ্চিদাভাস্তি নানা
 তামভ্যেতাং বিশ্বরূপাং নমামি ॥৯॥
 সাবিত্রী ত্বং ব্রহ্মরূপা ভবানী
 ভূতেশস্য শ্রীপতেঃ শ্রীশ্বরূপা ।
 শচী শক্রস্যাপি নাকেশ্বরস্য
 পত্নী শ্রেষ্ঠা ভাসি মায়ে জগৎস্ব ॥১০॥
 বাল্যে বালা যুবতী যৌবনে ত্বং
 বার্কাক্যে যা স্থবির৷ কালকল্প৷ ।
 নানাকারৈর্থাগযোগৈরূপাস্য৷
 জ্ঞানাতীতা কামরূপা বিভাসি ॥১১॥

আভাস ব্যতিরেকে কাল দৈব কর্ম এতৎসমুদয় ভাব কিছুই প্রকাশ-
 মান হয় না, সেই সর্বশ্রেষ্ঠা সর্ববিধায়িনী ভগবতীকে নমস্কার করি ৯

যাঁহার চিদাভাসে ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে
 স্পর্শ, আকাশে শব্দ প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্য প্রকাশমান হইতেছে,
 সেই বিশ্বে অমূল্যবিশিষ্ট! বিশ্বরূপা ভগবতীকে নমস্কার করি ১০ তুমি
 ব্রহ্মার অঙ্গস্বরূপা সাবিত্রী। তুমি ক্রতুর কুদ্রাগী, নারায়ণের লক্ষ্মী,
 ও ত্রিদশনাথ ইশ্বরের শ্রেষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রাগী। মায়ে! তুমি বিশ্বমর
 দ্যোতমান৷ হইতেছে ১১ তুমি বাল্যাবস্থায় বালিকাস্বরূপা। তুমি
 যৌবনকালে যুবতীস্বরূপা। তুমি নারীদিগের বৃদ্ধাবস্থায় স্থবির৷রূপা
 হইতেছ। (ব্রহ্মণীমাত্রেই তোমার আবির্ভাব আছে।) তুমি কাল-

বরেণ্যা স্বং বরদা লোকসিদ্ধ্যা।

সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা স্নকন্যা।

চণ্ডী তুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা।

নানাদেশে রূপবেশৈর্কিভাসি ॥১২॥

তব চরণসরোজং দেবি ! দেবাদিবন্দ্যং

যদি হৃদয়সরোজে ভাবয়ন্তীহ ভক্ত্যা।

শ্রুতিযুগকুহরে বা সংশ্রুতং ধর্মসম্পৎ

জনয়তি জগদাদ্যে সর্বসিদ্ধিঞ্চ তেষাম ॥১৩॥

মায়াস্তবমিদং পুণ্যং শুকদেবেন ভাসিতম্।

মার্কণ্ডেয়াদবাপ্যাপি সিদ্ধিং লেভে শশিধ্বজঃ ॥১৪॥

স্বরূপা। তুমি কামরূপা। তুমি নানাবিধ যাগ যোগ দ্বারা উপাস্য-
মানা হইতেছ। তুমি জ্ঞানের অতীত হইয়া শোভমানা হইয়া
থাক। ১১ তুমি বরেণ্যা বরদা। তুমি লোকদিগকে সিদ্ধি প্রদান
করিয়া থাক। তুমি সাধ্বীধন্যা লোকমান্যা স্নকন্যা চণ্ডী তুর্গা
কালিকা ইত্যাদি নানাবিধ কালিক নামে নানাদেশে নানারূপে
নানাবেশে প্রকাশমানা হইতেছ। ১২ জগদাদ্যে! দেবি! যদি
কেহ আপনার হৃদয় কমল মধ্যে দেবাদিবন্দিত তোমার চরণযুগল
ভক্তিপূর্বক ভাবনা করে, অথবা যদি কেহ কর্ণকুহরে তোমার নাম
শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার ধর্মসম্পৎ লাভ হয়, এবং সে সর্ব-
বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ১৩

শুকদেব, এই পবিত্র মায়াস্তব কীর্তন করিয়াছিলেন। রাজা
শশিধ্বজ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই মায়াস্তব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি-

কোকামুখে তপস্তপ্তা হরিং ধ্যাভা বনান্তরে ।
সুদৰ্শনেন নিহতো বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥১৫॥

ইতি শ্ৰীকল্কিপুৰাণেহ্মভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে
মায়ান্তবো নাম পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ।

চাল কবেন ১৪ রাজা শশিধ্বজ অরণ্যমধ্যে কোকামুখ নামক স্থানে
তপস্যা কৰিয়া হবিধান পূৰ্ব্বক সুদৰ্শন চকু দ্বাৰা নিহত ইহঁৱা
বৈকুণ্ঠমে গমন কৰিলেন ১৫

কল্কিপূৰ্বান; মায়ান্তব নাম চ পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শশিধ্বজবিমোক্ষণম্ ।
কল্কোঃ কথামপ্রতিমাং শৃণুস্ত বিবুধৰ্যভাঃ ॥১॥
বেদো ধৰ্ম্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ ।
হৃতাঃ পুৰুষাঃ অসংতুটাঃ কল্কো রাজনি চাভবন্ ॥২॥
নানাদেবাদিলিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষু চ ।
ইন্দ্রজালিকবদ্রস্তিকল্পকাঃ পূজকাজনাঃ ॥৩॥
ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ ।
তিলকাচিতসৰ্ব্বাঙ্গাঃ কল্কো রাজনি কুত্রচিৎ ॥৪॥

- • উগ্রশ্রবা কহিলেন । ব্রাহ্মণগণ ! আমি এই আপনাদের নিকট
রাজা শশিধ্বজের মুক্তির বিবরণ কহিলাম । বিবুধগণ ! অতঃপৰ
পুনৰ্ভাৱ কল্কিকৰ অদ্বুত উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কৰুন । ১ কল্কি
রাজসিংহাসনে উপবেশন কৰিলে বেদ ধৰ্ম্ম সত্যযুগ দেবগণ ও স্থাবৰ
জঙ্গম সমুদায় জীবগণ, সকলেই হুটপুট ও অসন্তুষ্ট হইলেন । ২ পূৰ্বযুগে
পূজক ব্রাহ্মণেরা নানাপ্রকার ভূষণদ্বারা বিভূষিত দেবমূৰ্ত্তি সমুদায়ে
ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার কৰিয়া (লোক সকলকে মুগ্ধ কৰিতেন,
এক্ষণে আর তাদৃশ ঐন্দ্রজালিক ব্যবহার) । ৩ থাকিল না । এক্ষণে
আর কোথাও মায়ামোহ বিভূষিত সাধুবঞ্চক পাষণ্ড রহিল না । কল্কি

শান্তলে বসতন্তস্য পদ্ময়া রময়া সহ ।

প্রাহ বিষ্ণুবশাঃ পুত্রং দেবান্ যচ্চুং জগদ্ধিতান্ ॥৫॥

তৎ শ্রদ্ধা প্রাহ পিতরং কল্কিং পরমহর্ষিতঃ ।

বিনয়াবনতো ভূত্বা ধর্ম্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥৬॥

রাজসূর্যৈর্বাজপেয়ৈরশ্বমেধৈর্শ্মহামথৈঃ ।

নানাযাগৈঃ কস্মতস্ত্রৈরীজে ক্রতুপতিং হরিম্ ॥৭॥

রূপরামবর্শিষ্ঠাদ্যৈর্ব্যাসধোম্যাকৃতব্রণৈঃ ।

অশ্বখামমধুচ্ছন্দো মন্দপালৈর্শ্মহাত্মনঃ ॥৮॥

গঙ্গাবমুনয়োর্মধ্যে স্নাত্বাবভূথমাদরাৎ ।

দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ॥৯॥

চত্বৈর্ষশ্চোষ্যৈশ্চ পৈতৃশ্চ পূপশক্ষুলিবাচকৈঃ ।

মধুমাংসৈর্মূলকলৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্বিজান্ ॥১০॥

রাজা হইলে সকলেই সর্বাঙ্গে তিলকধারণ করিতে লাগিলেন ।৪

এইরূপে কল্কি পদ্মা ও রমার সহিত শান্তলগ্রাম বাস করিতে লাগিলেন । একদা তাঁহার পিতা তাঁহাকে কহিলেন যে, দেবতারা জগতের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব দেবতাদের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান কর ।৫ কল্কি পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন, আমি ধর্ম্য কাম ও অর্থ কাম সিদ্ধির নিমিত্ত ।৬ কস্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজসূর্য যজ্ঞদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা ও অন্যান্য নানাবিধ মহামথদ্বারা যজ্ঞপতি হরির অর্চনা করিব !৭ পরে কল্কি রূপ রাম ব্যাস বর্শিষ্ঠ ধোম্য অকৃতব্রণ অশ্বখামা মধুচ্ছন্দ মন্দপাল প্রভৃতি সহর্ষিগণকে ।৮ ও বেদপারগ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অর্চনাপূর্বক গঙ্গা যমুনার মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন ।৯ পরে তিনি বহুবিধ চর্ক্য চোষ্য লেহ্য পেষ, পূপ

ভোজয়ামাস বিধিবৎ সৰ্ব্বকৰ্মসমুদ্ভিঃ ।
 যত্র বহিৰ্বৃতঃ পাকে বরুণো জলদো মরুৎ ॥১১॥
 পরিবেষ্টা দ্বিজান্ কামৈঃ সদম্মাদৈরতোযয়ৎ ।
 বাদৈয়নৃত্যৈশ্চ গীতৈশ্চ প্রতিযজ্ঞমহোৎসবৈঃ ॥১২॥
 কল্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ প্রহর্ষঃ প্রদদৌ বসু ।
 স্ত্রীবালস্থবিরাদিভ্যঃ সৰ্বেভ্যশ্চ যথোচিতম্ ॥১৩॥
 রস্তা তালধরো নন্দী হুহুর্গায়তি নৃত্যতি ।
 দত্তা দানানি পাত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ঈশ্বরঃ ॥১৪॥
 উবাস তীরে গঙ্গায়াঃ পিতৃবাক্যানুমোদিতঃ ।
 সভায়াং বিষ্ণুশশসঃ পূর্বরাজকথাঃ প্রিয়াঃ ॥১৫॥

কথয়ন্তো হসন্তশ্চ হর্বয়ন্তো দ্বিজা বুধাঃ ।

শঙ্কু লি ষাবক সন্য মাংস ফল মূল ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণ-
 গণকে ১০ যথাবিধানে ভোজন করাইলেন । এই যজ্ঞের সমুদায় অংশ
 সুসম্পন্ন হইল । এষ্ট যজ্ঞে অগ্নি পাচক, বরুণ জলদায়ক, বায়ু ১১
 পরিবেশনকর্তা হইলেন । কমললোচন কল্কি যথাভিলষিত উত্তম
 অন্নাদি দ্বারা নৃত্য গাত ও বাদ্য দ্বারা প্রতিযজ্ঞে অমুষ্ঠিত বহুবিধ
 মহোৎসব দ্বারা ১২ সকলের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিলেন । তিনি আবার
 বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই যথোচিত ধন প্রদান করিলেন ১৩

রস্তা নৃত্য করিতে লাগিলেন । নন্দী বাজাইতে ও তাল দিতে
 লাগিল । হুহু নামক গন্ধর্ব্ব গান করিতে আরম্ভ করিল । সেই জগদীশ্বর
 কল্কি, ব্রাহ্মণগণে ও সংপাত্র বিশেষে ধন বিতরণ করিয়া ১৪ পিতার
 অমুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন । এদিকে
 বিষ্ণুশশর সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বতন রাজগণের শ্রবণমনোহর
 চরিত কীর্তন করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন, হাস্য করিতেছেন,

তত্রাগতস্তম্বরুণা নারদঃ সুরপূজিতঃ ॥ ১৬ ॥

তং পূজয়ানাস মুদা পিত্রা সহ যথাবিধি ।

তৌ সংপূজ্য বিষ্ণুযশাঃ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ।

নারদং বৈষ্ণবং শ্রীত্যা বীণাপাণিং মহামুনিম্ ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুযশা উবাচ ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং মম জন্মশতার্জিতম্ ।

ভবদ্বিধানাং পূর্ণানাং যন্মে মোক্ষায় দর্শনম্ ॥ ১৮ ॥

অদ্যাগ্নয়শ্চ স্নাতাস্তৃপ্তাশ্চ পিতরঃ পরম্ ।

দেবশ্চ পরিসম্বৃষ্টাস্ত্বাবেক্ষণপূজনাং ॥ ১৯ ॥

যৎপূজয়াং ভবেৎ পূজ্যো বিষ্ণুর্জন্ম ন দর্শনাং ।

পাপক্ষয়ং স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥ ২০ ॥

এমত সময় দেবপূজিত মহর্ষি নাবদ ও তুষ্টক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৫-১৬ মহাযশা বিষ্ণুযশা শ্রীত হৃদয়ে সেই দুইজন মহর্ষিব যথাবিধানে পূজা করিলেন। তিনি উত্তমরূপে তাঁহাদের পূজা করিয়া বিনয়ান্বিত হৃদয়ে বিষ্ণুভক্ত বীণাপাণি মহামুনি নারদকে শ্রীতিপূর্বক কহিতে লাগিলেন। ১৭

বিষ্ণুযশা কহিলেন। আমার কি সৌভাগ্য! আমার শতজন্মো-
পার্জিত ভাগ্য কি অদ্বিত! আপনারা পূর্ণ, আমার মুক্তির নিমিত্তই
আপনাদের দর্শন লাভ হইল। ১৮ অদ্য আপনকার দর্শন ও পূজা
দ্বারা আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইলেন, আমি যে অগ্নিতে আততি
প্রদান করিয়াছি, তাহা সফল হইল। অদ্য দেবগণও পরিতুষ্ট
হইলেন। ১৯

যাঁহার পূজা কবিলে বিষ্ণু পূজিত হন, যাঁহার দর্শনে আর জন্ম
হয় না, যাঁহার স্পর্শে পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, তাঁদৃশ সাধুসমাগম কি

সাধুনাং হৃদয়ং ধর্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ ।
 কৰ্ম্মক্ৰিয়াণি কৰ্ম্মাণি যতঃ সাধুহরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
 মন্ত্ৰে ন ভৌতিকো দেহো বৈষ্ণবস্ত জগজ্জয়ে ।
 যথাবতারে কৃষ্ণস্ত সতো ভূষ্টবিনিগ্রহে ॥ ২২ ॥
 পৃচ্ছামি ত্বামতো ব্রহ্মন্ মায়াসংসারবারিধৌ ।
 নৌকয়া বিষ্ণুভক্ত্যা চ কর্ণধারোহসি পারকৃৎ ॥ ২৩ ॥
 কেনাহং যাতনাগারাং নির্বাণপদমূভমম্ ।
 লপ্যাম্যহ জগদবন্ধো কৰ্ম্মণা শৰ্ম্ম তদ্বদ ॥ ২৪ ॥

নারদ উবাচ ।

অহো বলবতী মায়া সৰ্ব্বাশ্চর্য্যময়ী শুভা ।
 পিতরং মাতরং বিষ্ণুর্নৈব মুঞ্চতি কহিচিৎ ॥ ২৫ ॥
 পূর্ণো নারায়ণো যস্ত স্তুতঃ কল্কিজ্জগৎপতিঃ ।

অদ্বুত! ২০ সাধুদিগের হৃদয়ই ধর্ম, সাধুদিগের বাক্যই সনাতন দেবতা, সাধুদিগের কৰ্ম্মই কৰ্ম্মকর্ম্মের কারণ, অতএব সাধুই স্বয়ং হরির মূর্ত্তি। ২১ ভূষ্ট নিগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণ অবতারে কৃষ্ণের নিত্য শরীর যেমন ভৌতিক নহে, সেইরূপ বোধ হয় এই ত্রিলোকে বৈষ্ণবশরীরও ভূতপঞ্চক দ্বারা বিনির্ম্মিত নহে। ২২ ব্রহ্মন্! মায়ায় সংসার সাগরে আপনি বিষ্ণু-ভক্তিরূপ নৌকাদ্বারা পারকর্ত্তা হইতেছেন। এই কারণে আপনকার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২৩ জগদ্বন্ধো! আমি কোন কৰ্ম্মদ্বারা এই সংসাররূপ যাতনাগার হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া শ্রেয়ঃসাধন উত্তম নির্বাণপদ লাভ করিতে পারিব, তাহা বলুন। ২৪

নারদ কহিলেন। মায়া কি শোভনা! মায়া কি বলবতী! মায়া কি সকলের বিশ্বয়করী! কি আশ্চর্য্য! বিষ্ণু পিতামাতাকেও এই মায়া হইতে মুক্ত করিতেছেন না। ২৫ পূর্ণ নারায়ণ জগৎপতি

তং বিহায় বিষ্ণুযশা মন্তো মুক্তিমভীপ্সতি ॥ ২৬ ॥

বিবিচ্যেখং ব্রহ্মস্বতঃ প্রাহ ব্রহ্মযশঃস্বতম্ ।

বিবিক্তে বিষ্ণুযশসং ব্রহ্মসংপদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৭ ॥

নারদ উবাচ ।

দেহাবসানে জীবং সা দৃষ্ট্বা দেহাবলম্বনম্ ।

মায়াহ কৰ্ত্তুমিচ্ছন্তং যশ্মে তৎ শৃণু মোক্ষদম্ ॥ ২৮ ॥

বিন্ধ্যাদ্রৌ রমণী ভূত্বা মায়োবাচ যথেষ্টয়া ।

মায়োবাচ ।

অহং মায়া ময়া ত্যক্তঃ কথং জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ২৯ ॥

জীব উবাচ ।

নাহং জীবাম্যহং মায়ে কায়েহস্মিন্ জীবনাত্রয়ে ।

অহমিত্যনুধাবুদ্ধিৰ্বিনা দেহং কথং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

কল্কি যাহার পুত্র, সেই বিষ্ণুযশা পুত্রকে ছাড়িয়া আমার নিকট মুক্তি প্রত্যাশা করিতেছেন । ২৬ ব্রহ্মপুত্র নারদ, এই পর্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশাকে নিৰ্জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত এই বাক্য কহিলেন । ২৭

নারদ কহিলেন । দেহ ধ্বংস হইলে জীব পুনৰ্ব্বার দেহ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, দেখিয়া মায়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ইহা শ্রবণ করিলে মুক্তিলাভ হয় । ২৮ বিকৃত পৰ্ব্বতে মায়া স্বেচ্ছাক্রমে রমণীরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন ।

মায়া কহিলেন । আমি মায়া, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি কিরূপে জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ । ২৯

জীব কহিলেন । মারে ! আমি জীবনধারণ করিনা, শরীরই জীবনের আশ্রয় । অহং এই অভিমান দ্বারা ভেদজ্ঞান ব্যতিরেকে কিরূপে দেহ ধারণ করিতে পারে । ৩০

মায়োবাচ ।

দেহবন্ধে যথাল্পেষাং তথা বুদ্ধিঃ কথং তব ।

মায়াদীনং বিনা চেষ্টাং বিশিষ্টাং তে কুতো বদ ॥৩১॥

জীব উবাচ ।

মাং বিনা প্রাজ্ঞতা মায়ে প্রকাশবিষয়স্পৃহা ॥ ৩২ ॥

মায়য়া জীবতি নরশ্চেষ্টতে হতচেতনঃ ।

নিঃসারঃ সারবদ্ভাতি গজভুক্তকপিথবৎ ॥ ৩৩ ॥

জীব উবাচ ।

মম সংসর্গজাতা ভ্রং নানা নামস্বরূপিণী ।

মাং বিনিন্দসি কিং মূঢ়ে স্মৈরিণী স্বামিনং বধা ॥৩৪॥

মমভাবে তবাভাবঃ প্রোদ্যৎসূর্য্যো তমো যথা ।

নায়া কহিলেন। দেহধারণ হইলে দেহ সম্পর্কে যেমন ভেদ জ্ঞান হয়, সেইরূপ বুদ্ধি এখন কিরূপে তোমার হইতেছে। চেষ্টা মায়াব অধীন। এক্ষণে মায়া ব্যতিরেকে তোমার কিরূপে চেষ্টা হইতেছে। ৩১

জীব কহিলেন। মায়ে! আমি ব্যতিরেকে তোমার প্রাজ্ঞতা প্রকাশ ও বিষয় স্পৃহা হইতে পারে না। ৩২

নায়া কহিলেন। জীব মায়াদ্বারা বস্তুর জ্ঞায় কার্য্য ও চেষ্টা করে, মায়াদ্বারা জীবনধারণ করে, এবং গজভুক্ত কপিথের স্থায় প্রাণীরমান হয়। ৩৩

জীব কহিলেন। মূঢ়ে! তুমি আমার সংসর্গে উৎপন্না হইয়া বহুবিধ নাম রূপ ধারণ করিয়াছ। স্মৈরিণী যেমন স্বামীকে নিন্দা করে, সেইরূপ কিজন্তু আমাকে নিন্দা করিতেছে। ৩৪ সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকে না, তাহার জ্ঞায় আমার অভাবে তোমাবৎ অভাব হইয়া থাকে। নূতন মেঘ যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া দ্যোত-

মামাবর্য্য ! বিভাসি ত্বং রবিং নবঘনো যথা ॥ ৩৫ ॥

লীলাবীজকুশ্লাসি মম মায়ে জগন্ময়ে ।

আদ্যন্তে মধ্যতো ভাসি নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং নির্বিষয়ং নিত্যং অনোব্যাপারবর্জিতম্ ।

অভৌতিকমজীবঞ্চ শরীরং বীক্ষ্য সাত্যজৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্যক্ত্বা মাং সা দদৌ শাপমিতি লোকে তবাশ্রিয় ।

ন স্থিতির্ভবিতা কাষ্ঠকুড়োপম কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥

সা মায়া তব পুত্রস্ত কঙ্কের্বিষ্মাত্মনঃ প্রভোঃ ।

তাং বিজ্ঞায় যথাকামং চর গাং হরিভাবনঃ ॥ ৩৯ ॥

নিরাশো নির্মমঃ শান্তঃ সর্বভোগেষু নিস্পৃহঃ ।

বিষ্ণৌ জগদিদং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুর্জগতি বাসকুৎ ।

মান হর, তাহার জ্ঞায় তুমি আমাকে আবরণ করিয়া শোভা পাই-
তেছ। ৩৫ মায়ে! তুমি লীলাময় বীজের কুশ্লা অর্থাৎ স্বকৃষ্ণরূপা
হইতেছে। নানাত্ব হেতু তুমি এই জগতের আদি অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্র-
জালের জ্ঞায় শোভা পাইতেছ। ৩৬

এইরূপে বিষয় ব্যাপার শূন্য নিত্য মানসিক ব্যাপার রহিত অভৌ-
তিক জীবনশূন্য শরীর দেখিয়া মায়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ৩৭

মায়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন
যে, অশ্রিয়! ইহলোকে কাষ্ঠকুড়োর জ্ঞায় কখনই তোমার স্থিতি
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে না। ৩৮ তোমার পুত্র বিষ্মাত্মা ঐক-
কল্কিরই সেই মায়া। সেই মায়াকে পরিজ্ঞাত হইয়া হরিতে আত্ম-
সমর্পণপূর্ব্বক যথা ইচ্ছা বিচরণ কর। ৩৯ তুমি ফলকামনা শূন্য নমতা
রহিত শান্ত ও সর্বপ্রকার ভোগ বিরত হইবে। এই জগৎ বিষ্ণুতে
অবস্থান করিতেছে। বিষ্ণুও এই জগতে অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়া আছেন,

আত্মনাশ্চানমাবেশে সৰ্ব্বতো বিরতো ভব ॥ ৪০ ॥
 এবং তদ্বিষ্ণুযশসমামন্ত্র্য চ মুনীশ্বরৌ ।
 কল্কিং প্রদক্ষিণীকৃত্য জগ্নতুঃ কপিলাশ্রমম্ ॥ ৪১ ॥
 নারদেরিতমাকর্ণ্য কল্কিং স্তুতমমুভমম্ ।
 নারায়ণং জগন্নাথং বনং বিষ্ণুযশা যযৌ ॥ ৪২ ॥
 গত্বা বদরিকারণ্যং তপস্তুপ্ত্বা সূদারুণম্ ।
 জীবং বৃহতি সংযোজ্য পূর্ণস্তত্যাজ ভৌতিকম্ ॥ ৪৩ ॥
 মৃতং স্বামিনমালিন্য স্মৃতিঃ স্নেহবিক্রবা ।
 বিবেশ দহনং সাধ্বী স্তবেশৈর্দ্যিবি সংস্তুতা ॥ ৪৪ ॥
 কল্কিঃ শ্রুত্বা মুনিমুখাং পিত্রোনির্ঘাণমীশ্বরঃ ।

এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবে। পরে জীবাত্মাকে সেই পরমাত্মাতে
সন্নিবেশিত করিয়া সমুদার কর্ম হইতে বিরত হইবে ৪০।

মহর্ষিধ্বজ এইরূপে বিষ্ণুযশর সহিত সঙ্ঘাষণ করিয়া কল্কিকে
প্রদক্ষিণ পূর্বক কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। ৪১ পরে বিষ্ণুযশা নার-
দের মুখে যখন শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র কল্কি জগন্নাথ নার-
ায়ণ, তখন তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করিলেন। ৪২
তিনি বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক সূদারুণ তপস্তা করিয়া আত্মাকে
পরমব্রহ্মে সংযোগ করিয়া পূর্ণস্বরূপ হইয়া পাঞ্চভৌতিক কলেবর
পরিত্যাগ করিলেন। ৪৩

ভূত্বেশ্বরপরতত্ত্বা সাধ্বী স্মৃতি মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নি
প্রবেশ করিলেন। দেবলোকে দেবগণ সুপরিচ্ছদ ধারণপূর্বক তাঁহার
স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪ কল্কি মুনিগণের মুখে পিতামাতার

সবাস্পনয়নং স্নেহাভয়োঃ সমকরোৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৪৫ ॥
 পদ্ময়া রময়া কল্কিঃ শম্ভুলে সুরবাঙ্গিতে ।
 চকার রাজ্যং ধৰ্ম্মাত্মা লোকবেদপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
 মহেন্দ্রশিখরাড্রামস্তীর্থপর্যটনাদৃতঃ ।
 প্রায়াৎ কল্কেদর্শনার্থং শম্ভুলং তীর্থতীর্থকুৎ ॥ ৪৭ ॥
 তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় পদ্ময়া রময়া সহ ।
 কল্কিঃ প্রহর্যো বিধিবৎ পূজাঞ্চক্রে বিধানবিৎ ॥ ৪৮ ॥
 নানারসৈগুণময়ৈর্ভোজয়িত্বা বিচিত্রিতে ।
 পর্য্যঙ্কেহনন্যবস্ত্রাভ্যে শায়য়িত্বা মূদং যযৌ ॥ ৪৯ ॥
 তং ভুক্তবস্তুং বিশ্রান্তুং পাদসংবাহনৈগুরুম্ ।

সংতোষ্য বিনয়াপন্নঃ কল্কির্শ্মধুরমত্রবীৎ ॥ ৫০ ॥

স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্নেহবশত বাস্পাকুল লোচনে শ্রাদ্ধাদি
 ক্রিয়া সমাধান করিলেন । ৪৫

লৌকিকাচার ও বেদাচার পরায়ণ ধৰ্ম্মাত্মা কল্কি, দেবগণেরও
 প্রার্থিত শম্ভুলগ্রামে থাকিয়া রমা ও পদ্মার সহিত রাজ্য পালন করিতে
 লাগিলেন । ৪৬ যিনি তীর্থকেও পবিত্র করেন, তাদৃশ পরশুরাম, তীর্থ
 পর্যটন ক্রমে মহেন্দ্র পর্বতের শিখর দেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
 কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শম্ভুলগ্রামে গমন করিলেন । ৪৭
 বিধানজ্ঞ কল্কি, পরশুরামকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দ সহকারে পদ্মা
 ও রমার সহিত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার
 পূজা করিলেন । ৪৮ তিনি পরশুরামকে উত্তম গুণকাবী নানারস
 ভ্রব্যদ্বারা ভোজন করাইয়া অমূল্য পরিচ্ছদ যুক্ত বিচিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন
 করাইলেন । ৪৯ গুরু পরশুরাম ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন,
 এমত সময়ে কল্কি, পাদসংবাহন দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া

তব প্রসাদাৎ সিদ্ধং মে গুরো ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ ।

শশিধ্বজস্থতায়াস্তু শৃণু রাম নিবেদিতম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি পতিবচনং নিশম্য রামা

নিজহৃদয়েষ্পিতপুত্রলাভমিষ্টম্ ।

ব্রতজপনিয়মৈর্যমৈশ্চ কৈর্ব্বা

মম ভবতীহ মুদাহ জামদগ্ন্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

বিষ্ণুযশসো মোক্ষো রামদর্শনং চ নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

বিনয়াবনত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, ৫০ গুরো! আপনকার প্রসাদে আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে শশিধ্বজতনয়ার একটা নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। ৫১

শশিধ্বজহুহিতা, পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকট হৃদয়ে জামদগ্ন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে যমনিয়ম, জপ বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আমার মনোমত পুত্র লাভ হইতে পারে। ৫২

কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ বিষ্ণুযশার মোক্ষ ও রামদর্শন নামক

ষোড়শ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

কঙ্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াঃশঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

জামদগ্ন্যঃ সমাকৰ্ণ্য রমাং তাং পুত্ৰগন্ধিনীম্ ।
কন্ধৈরভিমতং বুদ্ধাকারয়দ্রুক্ষিণীব্রতম্ ॥১॥
ব্রতেন তেন চ রমা পুত্ৰাত্যা স্তুভগা সতী !
সৰ্বভোগেন সংযুক্তা বভূব স্থিরযৌবনা ॥২॥

শোনক উবাচ ।

বিধানং ক্ৰহি মে সূত ! ব্রতস্যাস্য চ যৎ ফলম্ ।
পূৰা কেন কৃতং ধৰ্ম্ম্যং কুক্ষিণীব্রতমুভয়ম্ ॥৩॥

সূত উবাচ ।

শৃণু ব্রহ্মন্ ! রাজপুত্ৰী শশ্মিষ্ঠা বাৰ্ষপৰ্বতী ।

উগ্রশ্ৰবা কহিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য রমাকে পুত্ৰাতিলাষিণী
দেখিয়া কল্কির অভিপ্রায় বুঝিয়া কুক্ষিণীব্রত করাইলেন।১ সতী
রমা সেই ব্রত প্রভাবে পুত্ৰবতী সৌভাগ্যবতী সৰ্বভোগসম্পন্না ও
স্থিরযৌবনা হইলেন।২

শোনক কহিলেন। সূত ! এই কুক্ষিণীব্রতের কিরূপ বিধান,
কিরূপ ফল এবং কোন্ ব্যক্তিই। এই পরম উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম্য ব্রতের
অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমার নিকট বল।৩

উগ্রশ্ৰবা কহিলেন। ব্রহ্মন্ ! আমি সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ

অবগাহ্য সরোনীরং সোমং হরমপশ্যত ॥৪॥

সা সখীভিঃ পরিবৃত্তা দেবযান্যা চ সংগতা ।

শম্ভুভীত্যা সমুথায় পর্যাধুর্বসনং ক্রতম্ ॥৫॥

তত্র শুক্রস্য কন্যায়া বস্ত্রব্যত্যয়মান্ননঃ !

সংলক্ষ্য কুপিতা প্রাহ বসনং ত্যজ ভিক্ষুকি ॥৬॥

ইতি দানবকন্যা সা দাসীভিঃ পরিবারিতা ।

তাং তস্যা বাসসা বন্ধু। কূপে ক্ষিপ্তা গতা গৃহম্ ॥৭॥

তাং মগ্নাং রুদতীং কূপে জলার্থী নহ্বাত্বজঃ ।

করে স্পৃশ্য সমুদ্রুত্য প্রাহ কা ত্বং বরাননে ॥৮॥

সা শুক্রপুত্রী বসনং পরিধায় হ্রিয়া ভিয়া ।

শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতং সর্বং প্রাহ রাজানমীক্ষতী ॥৯॥

কঙ্কন । একদা বুধপর্ক নামক দৈত্যরাজের ছুতিতে শর্মিষ্ঠা সরোবরের
জলে অবগাহন করিয়া আছেন, এমত সময়ে সোমেশ্বর মহেশ্বরকে
দেখিতে পাইলেন । ৪ শর্মিষ্ঠা সখীগণে পরিবৃত্তা হইয়া দেবযানীর সহিত
জলুকীড়া করিতেছিলেন, শম্ভুকে দর্শন করিবারাত্র ভয়ে উদ্ভিতা হইয়া
তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিধান করিলেন । ৫ সেই স্থানে দৈত্যগুরু শুক্রের
তনয়া দেবযানীর বস্ত্র ছিল । দেবযানীর বস্ত্র পরিবর্ত্ত হওয়াতে শর্মিষ্ঠা
কুপিতা হইয়া কহিলেন, ভিক্ষুকি ! আমার বস্ত্র পরিত্যাগ কর । ৬

পরে দাসীগণে পরিবৃত্তা দানবকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে বস্ত্রদ্বারা
বন্ধন করিয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক গৃহে গমন করিলেন । ৭ দেবযানী
কূপে পতিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময় নহ্বতনয় যয তি
জল পানার্থ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক
উত্থাপন করিয়া কহিলেন, বরাননে ! তুমি কে ? ৮ শুক্রতনয়া লজ্জা-
ক্রমে ও ভয়ক্রমে বসন পরিধান করিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক

যযাতিস্তদভিপ্রায়ং জ্ঞাহ্নুত্রজ্য শোভনম্ ।

আশ্বাস্যতাং যযৌ গেহং তস্যাঃ পরিণয়াদৃতঃ ॥১০॥

সা গহ্না ভবনং শুক্রং প্রাহ শশ্মিষ্ঠয়া কৃতম্ !

তং শ্রুত্বা কুপিতং বিপ্রং বৃষপর্ক্যাহ সাস্বয়ন্ ॥১১॥

দণ্ড্যং মা দণ্ডয় বিভো ! কোপো যদ্যস্তি তে ময়ি ।

শশ্মিষ্ঠাং বাপ্যপকৃতাং কুরু যন্মনসেপ্সিতম্ ॥১২॥

রাজানং প্রণতং পাদে পিতৃদৃষ্ট্বা রুষাভ্রবীৎ ।

দেবযানী ত্রিয়ং কন্যা মম দাসী ভবত্বিতি ॥১৩॥

সমানীয় তদা রাজা দাস্যে তাং বিনিযুক্ত্য সঃ ।

যযৌ নিজগৃহং জ্ঞানী দৈবঃ পরমকং স্মরন্ ॥১৪॥

শশ্মিষ্ঠাকৃত সমুদায় বিবরণ कहिलेन ।२ पुरे ययाति देवयानीर अति-
क्राय अवगत हईया तदीय पाणिग्रहणे अतिलाभी हईलेन एवं किय-
द्दूव तांहार अनुगमन करिया उद्धमरूप आश्वस प्रदानपूर्वक निज
राजसदने गमन करिलेन ।१०

पुरे देवयानी गृहे गमन करिया पिता शुक्रेर निकट शश्विष्ठां
व्यवहार समुदाय कहिलेन । शुक्र तांहा श्रवण करिबामात्र कुपित हईया
उठिलेन । दैत्यराज वृषपर्का तांहाके साव्यना करिते लागिलेन ।११
७ कहिलेन, विभो ! यदि आमार उपर आपनकार क्रोध हईया
पाके ७ यदि आमि दणुनीय हई, अथवा आपनकार अपकारिणी शश्विष्ठां
उपर यदि क्रोध हईया থাকे, तांहा हईले यांहा ईच्छा दणु करुन ।१२

अनुस्तर देवयानी दैत्यराजके पिता शुक्रेर चरणे पतित
देखिया क्रोधभरे कहिलेन, आपनकार এই कन्या आमार दासी
हउक ।१३ ज्ञानी राजा दैवेर परम बलवता स्मरण करिया कन्याके
आनयनपूर्वक देवयानीर दास्यकर्त्तुं विनियुक्त करिया दिया निजउबने
गमन करिलेन ।१४

ততঃ শুক্রস্তুমানীয় যযাতিং প্রতিলোমকম্ ।
 তস্মৈ দদৌ তাং বিধিবৎ দেবযানীং তয়া সহ ॥ ১৫ ॥
 দত্ত্বা প্রাহ নৃপং বিপ্রোহপ্যোনাং রাজসুতাং যদি ।
 শয়নে হ্রয়নে সদ্যো জরা ত্বামুপভোক্যতি ॥ ১৬ ॥
 শুক্রসৈত্যতদ্বচঃ শ্রুত্বা রাজা তাং বরবর্ণিনীম্ ।
 অদৃশ্যাং স্থাপয়ামাস দেবযান্যনুগাং ভিয়া ॥ ১৭ ॥
 সা শর্শ্বিষ্ঠা রাজপুত্রী দুঃখশোকভয়াকুলা ।
 নিত্যং দাসীশতাকীর্ণা দেবযানীন্তু সেবতে ॥ ১৮ ॥
 একদা সা বনগতা রুদতী জাহ্নবীতটে ।
 বিশ্বামিত্রং মুনিং সা তং দদৃশে স্ত্রীভিরারুতম্ ॥ ১৯ ॥
 ত্রতিনং পুণ্যগন্ধাভিঃ স্কন্ধপাভিঃ স্রবাসিতম্ ।

পরে শুক্র, রাজা যযাতিকে আনয়নপূর্বক প্রতিলোম বিবাহানুসারে
 যথাবিধানে দেবযানীকে সম্প্রদান করিলেন । দেবযানীর সহিত তদা
 দাসী শর্শ্বিষ্ঠাও প্রদত্তা হইলেন । ১৫ শুক্র, রাজসুতা শর্শ্বিষ্ঠাকে সমর্পণ
 পূর্বক রাজাকে কহিলেন, যদি তুমি এই রাজকন্যাকে শয়নে আস্থা
 কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার জরা উপস্থিত হইবে । ১৬ রাজ
 যযাতি শুক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ক্রমে দেবযানীর সহচরী পদ
 রূপবতী শর্শ্বিষ্ঠাকে চক্ষুর অগোচর স্থানে স্থাপন করিলেন । ১৭

অনন্তর দুঃখিতা শোকসন্তপ্তা ভয়াকুলা রাজকুমারী শর্শ্বিষ্ঠা
 প্রতিদিবস শত দাসীর সহিত একত্র হইয়া দেবযানীর সেবা শুশ্রূ
 করিতে লাগিলেন । ১৮ একদা শর্শ্বিষ্ঠা অরণ্যমধ্যে গঙ্গাতীরে উপবেশ
 পূর্বক রোদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, মহা
 বিশ্বামিত্র রমণীগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত আছেন । ১৯ এই মহর্ষি স্বয়ং ব্র
 ধারণ করিয়া স্কন্ধদ্রব্যে বিভূষিত রহিয়াছেন, পুণ্যগন্ধা পরম রূপব

কারয়ন্তু ব্রতং মাল্যধূপদীপোপহারকৈঃ ॥২০॥
 নিষ্ঠায়াঈদলং পদ্মং বেদিকায়াং স্থচিহ্নিতম্ ।
 রস্তাপোতৈশ্চতুর্ভিষ্ক চতুষ্কোণং বিরাজিতম্ ॥২১॥
 বাসসা নিষ্ঠিতগৃহে স্বর্ণপট্টৈর্বিচিত্রিতে ।
 নিষ্ঠিতং শ্রীবাসুদেবং নানারত্নবিঘটিতম্ ॥২২॥
 পৌরুষেণ চ মূর্ত্তেন নানাগন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ ।
 পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈর্যথামস্তৈর্দ্বিজৈরিভৈঃ ॥২৩॥
 স্নাপয়িত্বা ভদ্রপীঠে কর্ণিকায়াং প্রপূজয়েৎ ।
 পঞ্চভির্দশভির্বাপি মোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥২৪॥
 পাদ্যমধ্বশ্রমহরং শীতলং স্তননোহরম্ ।
 পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥২৫॥

রমণীরা তাঁহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। তিনি ধূপ দীপ মাল্য ও বহুবিধ উপহার দ্বারা ঐ রমণীগণকে ব্রত করাইতেছেন ।২০

মহর্ষি বৌীর মধ্যে উত্তম চিহ্নিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম নিষ্ঠাণ করিয়াছেন। চারি কোণে চারিটা রস্তাবৃক্ষ প্রোথিত রহিয়াছে।২১ পট নিষ্ঠিত গৃহমধ্যে স্বর্ণময় পীঠ শোভমান হইতেছে। তদুপরি স্ননিষ্ঠিত নানারত্নে পরিশোভিত বাসুদেব মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন ।২২

(পূজার বিধান এই যে) পুরুষহস্ত পাঠপূর্ব্বক মনোহর বহুবিধ গন্ধোদক দ্বারা পঞ্চামৃত দ্বারা ও পঞ্চগব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তক উচ্চাবিত যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা ২৩ বাসুদেবকে স্নান করাইয়া ভদ্রপীঠোপরি কর্ণিকা মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মোড়শ উপচার দ্বারা পঞ্চদশ উপচাব দ্বারা অথবা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে ।২৪

পরমেশ্বর ! এই পাদ্য পরিশ্রম দ্ব্যকারী স্নশীতল মনোহর ও পরম আনন্দজনক, অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর ।২৫

দুর্কীচন্দনগন্ধাঢ্যমর্ধ্যং যুক্তং প্রযত্নতঃ ।

গৃহাণ রুক্মিণীনাথ প্রপন্নস্য মম প্রভো ॥২৬॥

নানাतीর্থোদ্ভবং বারি স্নগন্ধি স্নমনোহরম্ ।

গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং শ্রীনিবাস শ্রিয়া সহ ॥২৭॥

নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সূত্র গ্রথিতমুত্তমম্ ।

বন্ধঃশোভাকরং চারু মাণ্যং নয় সুরেশ্বর ॥২৮॥

তন্তুসন্তানসন্ধানরচিতং বন্ধনং হরে ।

গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাবরণ সপ্রিয় ॥২৯॥

যজ্ঞসূত্রমিদং দেব ! প্রজাপতিবিনির্মিতম্ ।

গৃহাণ বাসুদেব ত্বং রুক্মিণ্যা রময়া সহ ॥৩০॥

নানারত্নসমায়ুক্তং স্বর্ণমুক্তাবিঘটিতম্ ।

প্রিয়য়া সহ দেবেশ গৃহাণাভরণং মম ॥৩১॥

প্রভো রুক্মিণীনাথ ! এই অর্ঘ্য দুর্কী চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য সমবেত ।

ইহা প্রব্রত সহকারে সংগ্রহ করিয়াছি। তুমি এসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ

কর ২৬ শ্রীনিবাস ! এই সলিল নানাतीর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা

স্নগন্ধি ও স্নমনোহর। তুমি লক্ষ্মীর সহিত এই আচমনীয় গ্রহণ কর ২৭

সুরেশ্বর ! এই মাণ্য বহুবিধ স্নগন্ধ কুসুমে সুশোভিত। ইহা সূত্র দ্বারা

গ্রথিত ও উত্তম। ইহা বন্ধঃস্থলের শোভাজনক ও মনোহর। তুমি ইহা

গ্রহণ কর ২৮

হরে ! তুমি আবরণ শূন্য। তন্তু সমুদায়ের সংযোগ দ্বারা ইহাব

সন্ধিস্থল প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি নিজপ্রিয়তমার সহিত এই বিশুদ্ধ বস্ত্র

গ্রহণ কর ২৯ দেব বাসুদেব ! এই যজ্ঞসূত্র প্রজাপতি কর্তৃক নির্মিত

হইয়াছে। তুমি রম্যা ও রুক্মিণীর সহিত এই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর ৩০

দেবেশ ! বহুবিধ রত্নযুক্ত এবং স্বর্ণমুক্তা বিনির্মিত এই অভরণ

দধি-ক্ষীর-গুড়ান্নাদি-পূপ-লড্ডুক-খণ্ডকান্ ।
 গৃহাণ রুক্ষিণীনাথ সনাথং কুরু মাং প্রভো ॥৩২॥
 কপূরাগুরুগন্ধাঢ্যং পরমানন্দদায়কম্ ।
 ধূপং গৃহাণ বরদ বৈদৰ্ভ্যা প্রিয়য়া সহ ॥৩৩॥
 ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বাস্তনাশনম্ ।
 দীপমালোকয় বিভো ! জগদালোকনাদর ॥৩৪॥
 শ্যামসুন্দর ! পদ্মাক্ষ ! পীতাম্বর ! চতুর্ভুজ ! ।
 প্রপন্নং পাহি দেবেশ ! রুক্ষিণ্যা সহিতাচ্যুত ॥৩৫॥
 ইতি তাসাং ব্রতং দৃষ্ট্বা মুনিং নত্বা স্নহুঃখিতা ।
 শর্মিষ্ঠা মিষ্টবচনা কৃতাজ্জলিরুবাচ তাঃ ॥৩৬॥

শর্মিষ্ঠোবাচ ।

রাজপুত্রীং দুর্ভগাং মাং স্বামিনা পরিবর্জিতাম্ ।

প্রিয়া রুক্ষিণীর সহিত গ্রহণ কর । ৩১ রুক্ষিণীনাথ ! দধি ক্ষীর গুড় অন্ন
 পূপ লড্ডুক খণ্ডক প্রভৃতি গ্রহণ কর, প্রভো ! আমাকে সনাথ কর । ৩২
 বরদ ! প্রিয়াবৈদভীর সহিত পরম আনন্দ দায়ক কপূর ও অশ্রুপঙ্কজ
 গন্ধযুক্ত এই ধূপ গ্রহণ কর । ৩৩ বিভো ! তুমি সংসারাসক্ত ভক্তবৃন্দের
 সংসাররূপ ভ্রমস্তোম নিবারণ করিয়া থাক । তুমি জগৎ অবলোকনের
 নিমিত্ত এই দীপ অবলোকন কর । ৩৪ হে পদ্মপলাশলোচন পীতাম্বর
 শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ দেবেশ অচ্যুত ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি,
 রুক্ষিণী ও তুমি আমাকে রক্ষা কর । ৩৫ স্নহুঃখিতা শর্মিষ্ঠা রমণীগণের
 এই ব্রত দর্শন করিয়া মহর্ষিকে প্রণামপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে মিষ্টবচনে
 কহিলেন । ৩৬

শর্মিষ্ঠা কহিলেন । দেবীগণ ! আমি অতি দুর্ভাগা রাজকন্যা ।

ত্রাতুমর্হথ হে দেবেয্যো ব্রতেনানেন কর্মণা ॥৩৭॥
 শ্রুত্বা তু তা বচস্তস্যাঃ কারুণ্যাচ্চ কিয়ৎ কিয়ৎ ।
 পূজোপকরণং দত্ত্বা কারয়ামাস্ত্রাদরাৎ ॥৩৮॥
 ব্রতং কৃত্বা তু শর্মিষ্ঠা লঙ্কা স্বামিনমীশ্বরম্ ।
 সূত্বা পুত্রান্ স্তসন্তুষ্ঠা সমভূৎ স্থিরযোবনা ॥৩৯॥
 সীতা চাশোকবনিকামধ্যে সরময়া সহ ।
 ব্রতং কৃত্বাপতিং লেভে রামং রাক্ষসনাশনম্ ॥৪০॥
 বৃহদশ্বপ্রসাদেন কৃত্ত্বেমং দ্রৌপদী ব্রতম্ ।
 পতিযুক্তা দুঃখমুক্তা বভূব স্থিরযোবনা ॥৪১॥
 তথা রমা সিতে পক্ষে বৈশাখে ঝাদশীদিনে ।
 জামদগ্ন্যাদ ব্রতং চক্রে পূর্ণং বর্ষচতুষ্টয়ম্ ॥৪২॥
 পটুত্বং করে বদ্ধা ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহুন্ ।

আমি আমি সহবাস বর্জিতা। আপনারা এই ব্রতোপদেশ দ্বারা
 আনাকে রক্ষা করুন। ৩৭ রমণীগণ শর্মিষ্ঠার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 করুণাবিষ্ট হইয়া কিছু কিছু পূজোপকরণ প্রদানপূর্বক সমাদবে
 তাঁহাকে ব্রত করাইলেন। ৩৮ পরে শর্মিষ্ঠা ব্রত কারয়া রাজাকে ভক্তি-
 স্বরূপ লাভ করিয়া সন্তুষ্টহৃদয়ে পুত্র প্রসবপূর্বক স্থিরযোবনা হইলেন। ৩৯
 অশোকবন মধ্যে সীতা সরমার সহিত এই ব্রত করিয়া রাক্ষসনাশক
 পতি রামকে প্রাপ্ত হইলেন। ৪০ বৃহদশ্বের প্রসাদে দ্রৌপদী এই ব্রত
 করিয়া পতিযুক্তা দুঃখহীনা ও স্থিরযোবনা হইয়াছিলেন। ৪১

এইরূপ রমা বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীর ঝাদশীতে জামদগ্ন্য দ্বারা
 সম্পূর্ণ চারি বৎসর ব্রত করিয়াছিলেন। ৪২ রমা হস্তে পটুত্ব বহন
 করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। পরে তিনি ভর্তার সহিত

ভুক্তা হবিষ্যং ক্ষীরাক্তং স্নম্ভুৎ স্বামিনা সহ ॥৪৩॥

বুভুজে পৃথিবীং সৰ্ব্বামপূৰ্বাং স্বজনৈৰ্বৃত্তা ।

সাপুত্রো স্নমুবে সান্বী মেঘমালবলাহকো ॥৪৪॥

দেবানামুপকর্তারো যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ ।

মহোৎসাহো মহাবীৰ্য্যো স্নভর্গো কল্কিসম্মতো ॥৪৫॥

ব্রতবরমিতি কৃৎস্না সৰ্ব্বসম্পৎসমুদ্রা

ভবতি বিদিততত্ত্বা পূজিতা পূর্ণকামা ।

হরিচরণসরোজদ্বন্দ্বভক্ত্যেকতানা

ব্রজতি গতিমপূৰ্বাং ব্রহ্মবিজ্ঞৈরগন্যাম্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহ্নুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে

কল্কীগীত্রতং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

উত্তম শ্রুত ক্ষীরযুক্ত হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া ৪৩ স্বজনবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অথও ভূমণ্ডল ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে সান্বী রমার গর্ভে দুইটা পুত্র হইল। একপুত্রের নাম মেঘমাল, অপর পুত্রের নাম বলাহক। ৪৪ এই দুইপুত্র কল্কির প্রিয় সৌভাগ্যশালী মহাবীৰ্য্য ও মহোৎসাহ সম্পন্ন। ই হারা যজ্ঞ দান তপস্যা ও ব্রতদ্বারা দেবগণের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন। ৪৫

যিনি এই এতাদুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সম্পত্তি লাভ করেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তিনি ইহলোকে পূজ্যা ও পূর্ণমনোরথা হইয়া থাকেন। বিশেষত ইহা দ্বারা হরিচরণসরোজে একান্ত ভক্তি হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞদিগেরও অলভ্য অপূৰ্ণ গতি লাভ করিতে পারেন। ৪৬

কল্কিপুরাণ, তৃতীয় অংশ, কল্কীগীত্রত নামক

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কল্কিপুরাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতবঃ কথিতং বিপ্রা ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।

অতঃপরং কল্কিকৃতং কৰ্ম্ম যৎ শৃণুতঃ স্বিজাঃ ॥ ১ ॥

শস্ত্রলে বসতস্তস্য সহস্রপরিবৎসরাঃ ।

ব্যতীতা ভ্রাতৃপুত্রস্বজ্ঞাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ ॥ ২ ॥

শস্ত্রলে শুশুভে শ্রেণী সভাপনকচত্বরৈঃ ।

পতাকাধ্বজচিহ্নাত্যৈর্যথেন্দ্রস্বামরাবতী ॥ ৩ ॥

যত্রাক্ষষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শস্ত্রলেহভবৎ ।

মৃত্যোন্মোক্ষঃ ক্ষিতৌ কল্কেরকল্কস্য পদাশ্রয়াৎ ॥ ৪ ॥

বনোপবনসন্তাননানাকুসুমসংকুলৈঃ ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন । ব্রাহ্মগণগণ! এই আমি আপনাদের নিকট ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কল্কিগীত্রত কহিলাম। অতঃপর কল্কি যে যে কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১ এইরূপে কল্কি, ভ্রাতা পুত্র জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও স্বজনবর্গের সহিত শস্ত্রলগ্রামে এক সহস্র বৎসর বাস করিলেন। ২ অনরাবতীর ত্রায় শস্ত্রলগ্রামে সভা আপন চত্বর প্রভৃতি ধ্বজপতাকা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইয়া সান্নিধ্য শোভা পাইতে লাগিল। ৩ এই শস্ত্রলগ্রামে অষ্টষষ্টি তীর্থেই অধিষ্ঠান হইল। এই স্থলে মৃত্যু হইলে কল্কির চরণকমলের আশ্রয় হেতু সমুদায় পাপক্ষয় হয় এবং নোকপদ লাভ হইয়া থাকে। ৪ নানাকুসুমসমূহ সঙ্কুল বনোপবন সমূহ শোভিত এই শস্ত্রলগ্রাম

শোভিতং শম্ভলং গ্রামং মন্ত্ৰে মোক্ষপদং ভুবি ॥ ৫ ॥

তত্র কল্কিঃ পুরজ্ঞীণাং নয়নানন্দবৰ্দ্ধনঃ ।

পদ্ময়া রময়া কাং ররাম জগতীপতিঃ ॥ ৬ ॥

সুৱাধিপপ্রদন্তেন কামগেন রথেন বৈ ।

মদীপৰ্বতকুঞ্জেষু দ্বীপেষু পরয়া মুদা ॥ ৭ ॥

রমমাণো বিশন্ পদ্মারমাদ্যাভীরমাপতিঃ ।

দিবানিশং ন বুবুধে স্ত্রৈশ্চ কামলম্পটঃ ॥ ৮ ॥

পদ্মা মুখামোদসরোজসীধু-

বানোপভোগী সুবিলাসবাসঃ ।

প্রভূতনীলেন্দ্রমণিপ্রকাশে

গুহাবিশেষে প্রবিবেশ কল্কিঃ ॥ ৯ ॥

পদ্মা তু পদ্মাশতরূপরূপা

রমা চ পীযুষকলাবিলাসা ।

ভূমণ্ডল মধ্যে মোক্ষফলদায়ক হইল । ৫

পুরজ্ঞীবর্গের লোচনানন্দদায়ক জগৎপতি কল্কি, এই শম্ভল-গ্রামে পদ্মা ও রমার সহিত বথান্তিলযিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ৬ তিনি দেবরাজ প্রদত্ত কামগামী রথ দ্বারা পরমপ্রীতহৃদয়ে নদী পৰ্ব্বত কুঞ্জ ও দ্বীপ সমুদারে প্রবিষ্ট হইয়া রমা পদ্মা প্রভৃতি কামিনীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । সেই কামলম্পটস্ত্রৈশ্চ রমাপতির দিব্যারাত্রি বোধ থাকিল না । ৮

অনন্তর একদা পদ্মার মুখামোদরূপ কমলমধু গন্ধোপভোগী সুবিলাসী কল্কি, প্রভূত ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা শোভমান পৰ্ব্বতগুহা বিশেষে প্রবিষ্ট হইলেন । ৯ কমলসদৃশী সুবর্ণবর্ণা পদ্মা ও অমৃতপাত্র-

পতিং প্রবিষ্টং গিরিগহ্বরে তে
 নারীসহস্রাকুলিতে ত্রুগাতাম্ ॥ ১০ ॥
 পদ্মা পতিং প্রেক্ষ্য গুহানিবিষ্টং
 রম্যং মনোজ্ঞা প্রবিবেশ পশ্চাৎ ।
 রম্যাবলায়ুধসমম্বিতা তৎ
 পশ্চাদ্গতা কল্কিমহোগ্রকামা ॥ ১১ ॥
 তত্রেন্দ্রনীলোপলগহ্বরাস্তে
 কাস্তাভিরাভ্রপ্রতিমাভিরীশম্ ।
 কল্কিঞ্চ দৃষ্ট্বা নবনীরদাভঃ
 ততঃ স্থিতং প্রস্তুরবন্মুমোহ ॥ ১২ ॥
 রমা সখীভিঃ প্রমদাভিরাভ্যু
 বিলোকয়ন্তী দিশমাকুলাক্ষী ।

রূপা রমা, পতিকে গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট দেখিয়া নারী সহস্রে পরিবৃত্ত
 হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন । ১০ মনোহাবিনী পদ্মা পতিকে গুহা-
 মধ্যে অল্প প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বিহার করিবার অভিলাষে পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন । কল্কির সহিত বিহাবে সাতিশয় অভি-
 লামিনী রমাও রমণীমণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 প্রবেশ করিতে লাগিলেন । ১১

অনন্তর পদ্মা দেখিলেন যে, সেই ইন্দ্রনীল মণিময় গহ্বর মধ্যে
 নবীননীরদ সদৃশ কাস্তয়ুক্ত ঈশ্বর কল্কি, আপনার অনুরূপ রূপবর্তী
 রমণীগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন । তিনি তাহা দেখিয়া
 মোহাভিভূত হইয়া প্রস্তুর সদৃশ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন । ১২ বমাও
 সহচরী প্রমদাগণের সহিত কাতরা হইয়া ব্যাকুললোচনে চতুর্দিক্
 অবলোকন করিতে লাগিলেন । শতশত পদ্মার জ্বালা শোভাসম্পন্ন

পদ্মাপি পদ্মাশতশোভমানা

বিষম্ভচিত্তা ন বভৌ স্ম চাৰ্ত্তা ॥ ১৩ ॥

ভূমৌ লিখন্তী নিজকঙ্কলেন

কল্কিং শুকং তং কুচকুঙ্কমেন ।

কন্তুরিকাভিস্ত তদগ্রমগ্ৰে

নিৰ্ম্মায় চালিস্য ননাম ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

রমা কলালাপপরা স্তবস্তী

কামাদিতা তং হৃদয়ে নিধায় ।

ধ্যাত্বা নিজান্তঃকরণৈঃ প্রপূজ্য

তসৌ বিষম্ভা করুণাবসম্মা ॥ ১৫ ॥

ক্ষণাৎ সমুথায় রুরোদ রামা

কলাপিনঃ কণ্ঠনিভং স্ননাধম্ ।

হৃদোপগৃঢ়ং ন পুনঃ প্রলভ্য

কামাদিতেত্যাহ হরে প্রসীদ ॥ ১৬ ॥

পদ্মাও বিষম্ভদয়ী ও কাতরা হইয়া এককালে নিস্পৃভা হইয়া পড়িলেন । ১৩ পদ্মার নয়নকঙ্কলে ভূমি অঙ্কিত হইতে লাগিল । তিনি কুচকুঙ্ক দ্বারা কল্কিকে ও শুককে এবং কন্তুরিকা দ্বারা স্নিহিত ভূমি ধূষিত করিয়া তদুপরি পতিত হইলেন । ১৪

মধুরভাষিণী মদনভরনিপীড়িতা রমা, কল্কিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া স্থাপনপূৰ্ব্বক নিজ অন্তঃকরণ রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া হৃৎভাৱাক্রান্তা ও বিষম্ভা হইয়া পতিতা হইলেন । ১৫ পরে তিনি ক্ষণকাল পরে উখিতা হইয়া ময়ূরের ত্রায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি নিজ হৃদয়ে নাথ কল্কিকে আলিঙ্গন করিতে না পাইয়া কামপরতম্বা হইয়া কহিতে লাগিলেন, হরে ! প্রসন্ন হও ! ১৬

পদ্মাসি নির্মুচ্য নিজাঙ্গভূষা-

শচকার ধূলীপটলে বিলাসম্ ।

কণ্ঠক কন্তুরিকয়াপি নীলং

কামং নিহন্তুং শিবতামুপেত্য ॥ ১৭ ॥

কলাবতীনাং কলয়াকলয়্য

ক্ষীণেক্ষণানাং হরিরার্তবন্ধুঃ ।

কামপ্রপূরায় সমার মধ্যে

কন্ধিঃ প্রিয়াণাং সুরতোঃসবায় ॥ ১৮ ॥

তাঃ সাদরেণাঙ্গপতিং মনোজ্ঞাঃ

করেণবো যুগ্মপতিং যথেষুঃ ।

সানন্দভাবা বিষদানুরক্তা

বনেষু রামাঃ পরিপূর্ণকামাঃ ॥ ১৯ ॥

বৈভ্রাজকে চৈত্ররথে সুপুষ্পে

পদ্মাঃ নিজ অঙ্গভূষা পরিত্যাগ পূর্বক ধূলিপটলে বিলুপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার (শরীর ধূলিধূষিত ও) কণ্ঠদেশ কন্তুরিকা দ্বারা নীলবর্ণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি কামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন। ১৭

আর্তবন্ধু হরি কাতবনয়না প্রাণিণী বিলাসিনীদিগের বিহার বাসনা অবগত হইয়া তাঁহাদের কামনাপূরণের নিমিত্ত ও সুরতোঃ-সব সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৮ করেণু-গণ যেমন যুগ্মপতির সহিত সঙ্গত হয় তাহার আয় সেই মনোরমা রমণীরা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে নির্মল অমুবৃত্তি দ্বারা সেই বন মধ্যে সমাদর-পূর্বক নিজ পতির সহিত সঙ্গতা হইয়া পূর্ণকামা হইলেন। ১৯ পরে

সুন্দনে মন্দরকন্দরান্তে ।

রেমে স রামাভিরুদারতেজা

রথেন ভাস্বৎখগমেন কঙ্কিঃ ॥ ২০ ॥

পদ্মামুখাজ্জাম্বতপানমন্তো

রমাসমালিঙ্গনবাসরঙ্গী ।

বরাঙ্গনানাং কুচকুসুমান্তো

রতিপ্রসঙ্গে বিপরীতযুক্তঃ ।

মুখে বিদক্টো রসনাবশিক্টা-

মোদঃ স কল্কির্নহি বেদ দেহম্ ॥ ২১ ॥

রমাঃ সমানাঃ পুরুষোত্তমং তং

বক্ষোজমধ্যে বিনিধায় ধীরাঃ ।

পরস্পারাল্লেখজাতহাসা

রেমুর্কুন্দং বিলসৎশরীরাঃ ॥ ২২ ॥

মহাতেজা কল্কি, রমণীবৃন্দের সহিত আকাশগামী দীপ্যমান রথদ্বারা সুন্দর পুষ্প সুশোভিত বৈভ্রাজক বনে কুবেরোদ্যানে ও আনন্দজনক মন্দর পর্বত কন্দর মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ২০

পদ্মার বদনকমলের মধুপানে মত্ত রমাসমালিঙ্গন জনিত পরিমল-নুন্ন বরযুবতীগণের কুচকুসুমলিপ্ত কল্কি, বিপরীত রতি প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন । রমণীরা তাঁহার মুখে দংশন করিতে লাগিল । তিনি প্রণয়িনীদিগের মুখামৃত পানে এরূপ বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার নিজ শরীরও আয়ত্ত থাকিল না । ২১ সমান রূপবতী ধীরা রমণীরা পুরুষোত্তম মুকুন্দকে বক্ষোজ মধ্যে ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের পুলকিত শরীরে পরস্পর সংলগ্ন হওয়াতে সকলেই হস্ত করিতে লাগিলেন । ২২

ততঃ সরোবরং ত্বরা ত্রিয়ো যযুঃ ক্রমজ্জরাঃ ।

প্রিয়েণ তেন কল্কিনা বনাস্তরে বিহারিণা ॥

সরঃ প্রবিষ্ট পদ্ময়া বিমোহরুপয়া তয়া ।

জলং দদুর্ব্বরাস্পনাঃ করেণবো যথা গজম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি হ যুবতিলীলো লোকনাথঃ স কল্কিঃ

প্রিয়যুবতিপরীতঃ পদ্ময়া রাময়াদ্যঃ ।

নিজরমণবিনোদৈঃ শিক্ষয়ন্ লোকবর্গান্

জয়তি বিবুধভর্তা শম্ভুলে বাসুদেবঃ ॥ ২৪ ॥

যে শৃণুস্তি বদন্তি ভাবচতুরা ধ্যায়ন্তি সন্তঃ সদা

কল্কেঃ শ্রীপুরুষোত্তমশ্চ চরিতং কণামৃতং সাদরাঃ ।

অনন্তর শ্রমাতুরা রমণীরা বনাস্তরবিহারী প্রিয়তম্ কল্কিব
সহিত ত্বরান্বিত সরোবরে গমন করিলেন। কতেরুগণ যেমন বৃষ্-
পতির গাত্রে সলিল সেচন করে, তাহার স্থায় বরাস্পনাঙ্গ, নিক্রম
রূপবতী পদ্মার সহিত সরোবরে অবগাহন করিয়া কল্কির গাত্রে
জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩

॥

তরুণীগণের সহিত লীলালোলুপ দেবগণের অধীশ্বর বাসুদেব
আদিনাথ লোকনাথ কল্কি, জয়যুক্ত হউন। তিনি শম্ভুলগ্নানে
নিজ রমণিনি রমার সহিত এবং প্রিয়তমা রমণীমণ্ডলীর সহিত মিলিত
হইয়া স্বকৃত বিহারাদি বিনোদন দ্বারা লোকসকলকে উপদেশ প্রদান
করিয়াছিলেন। ২৪

যে সকল ভাবুক মহুযা, সমাধর পূর্ব্বক কর্ণের অমৃত স্বরূপ
শ্রীপুরুষোত্তম কল্কির চরিত শ্রবণ করিবে, কীৰ্ত্তন করিবে বা চিন্তা

তেষাং নো স্তুত্বত্যাগং মুররিপোদ্দাস্তাভিলাষং বিনা
সংসারাৎ পরিমোচনঞ্চ পরমানন্দামৃতাস্তোনিধেঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেহ্নুভাগবতে ভবিষ্যে
তৃতীয়াংশে কল্কিবর্ণনং নাম
অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ।

করিবে, তাহাদের পক্ষে সেই সুবহুরের দাস্যভিলাষ বাতিরেকে
পরম আনন্দামৃত সাগর স্বরূপ এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ অথকর
বোধ হয় না । ১৫

কল্কিপুরাণ তৃতীয়াংশ কল্কিবর্ণন নামক
অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

কঙ্কিপুராণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো দেবগণাঃ সৰ্ব্বে ব্রহ্মণা সহিতা রথৈঃ ।
স্বৈঃ স্বৈৰ্গণৈঃ পরিবৃতাঃ কঙ্কিং দ্রষ্টুমুপায যুঃ ॥ ১ ॥
মহর্ষয়ঃ সগন্ধৰ্বাঃ কিম্বরাশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
সমাজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শম্ভুলং সুরপূজিতম্ ॥ ২ ॥
তত্র গত্ত্বা সভামধ্যে কল্কিং কমললোচনম্ ।
তেজোনিধিং প্রপন্নানাং জনানামভয়প্রদম্ ॥ ৩ ॥
নীলজীমূতসংকাশং দীৰ্ঘপৌবরবাহকম্ ।

উগ্রশ্রবা কহিলেন । অনন্তর দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে
সমবেত হইয়া নিজ নিজ অমুচরবর্গের সহিত রথে আরোহণ পূর্বক
কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিলেন ।
মহর্ষিগণ গন্ধৰ্বগণ কিম্বরগণ ও অপ্সরোগণ প্রমুদিত হৃদয়ে দেবগণেরও
পূজিত শম্ভলগ্রামে আগমন করিলেন ।^১ তাঁহারা সভামধ্যে প্রবেশ
করিয়া দেখিলেন, তেজোরশিশ্বরূপ কমললোচন কল্কি, শরণাগত
জনগণকে অভয় প্রদান করিতেছেন ।^২ তাঁহার কাস্তি নীলনীরদ
সদৃশ । তাঁহার বাহুব্য দীৰ্ঘ ও পৌবর । তাঁহার মস্তকে হির সৌদা-

কিরীটেনার্কবর্ণেন স্থিরবিদ্যুন্মিভেন তম্ ॥ ৪ ॥

শোভমানং দ্যুগণিনা কুণ্ডলেনাভিশোভিনা ।

সহর্ষালাপবিকসদ্বদনং স্নিতশোভিনম্ ॥ ৫ ॥

কৃপাকটাক্ষ-বিক্ষেপ-পরিষ্কিপ্ত-বিপক্ষকম্ ।

তারহারোল্লসদ্বক্ষশ্চন্দ্রকান্তমণিশ্রিয়া ॥ ৬ ॥

কুমুদতীমোদবহং ক্ষুরংশক্রাঘুধাম্বরম্ ।

সর্বদানন্দসন্দোহরসোল্লাসিতবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥

নানামণিগণোদ্যোতদীপিতং রূপমদ্ভুতম্ ।

দদৃশুর্দেবগন্ধর্ব্বা যে চাত্রে সমুপাগতাঃ ॥ ৮ ॥

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তাঃ পরমানন্দবিগ্রহম্ ।

কল্কিং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টবুঃ পরমাদরাৎ ॥ ৯ ॥

মিনী সদৃশ স্বর্ঘ্যের স্তায় তেজঃপুষ্পবিশিষ্ট কিরীট শোভা পাইতেছে। ৪ তাঁহার বদননগুণ, আদিত্যের স্তায় দীপ্যমান কুণ্ডল দ্বারা বিরাজমান হইতেছে। বিশেষত তদীয় ঐ মুখকমল সহর্ষালাপে বিকসিত হইয়াছে এবং ঈষৎ হাস্তে শোভা পাইতেছে। ৫ তদীয় কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা বিপক্ষগণ অনুগৃহীত হইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত মনোহর হার মধ্যবর্তী চন্দ্রকান্ত মণির কান্তি দ্বারা ৬ কুমুদিনীর আমোদ বঞ্চিত হইতেছে। তাঁহার বসন ইন্দ্রধনুর স্তায় শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার শরীর সর্বদা আনন্দসন্দোহ রসে উল্লাসিত হইতেছে। ৭ তদীয় অপরূপ রূপ বহুবিধ মণিগণের কিরণ দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছে। দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ ও অন্যান্য উপস্থিত জনগণ কল্কিকে এইরূপ দেখিলেন। ৮ তাঁহারা সকলেই পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক পরম আনন্দময় শরীর পদ্মপলাসলোচন কল্কিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৯

দেবা উচুঃ ।

জয়াশেষসংক্লেশকক্ষপ্রকীর্তনলোদামসংকীর্ণ হীশ

দেবেশ বিশেষ ভূতেশ ভাবঃ ।

তবানন্ত চান্তঃস্থিতোহঙ্গাপুরত্ব-

প্রভাভাতপাদাজিতানন্তশক্তে ॥ ১০ ॥

প্রকাশাকৃতাশেষলোকত্রয়াত্র

বক্ষঃস্থলে ভাস্বৎকৌস্তভশ্যাম ।

মেষৌঘরাজদ্বিজাধীশশরীর

ত্রাহি বিষ্ণো নদার্য বয়ং ত্বাং প্রপন্নাঃ সশেষাঃ । ১১ ॥

যদ্যন্ত্যুগ্রাহোহস্মাকং ত্রজ বৈকুণ্ঠমীশ্বর ।

ত্যক্ত্বা শাসিতভূমণ্ডং সর্ববিন্দ্যাবিরোধতঃ ॥ ১২ ॥

দেবগণ কহিলেন । দেবদেব বিশেষর ভূতনাথ অনন্ত ! সমুদায় ভাব পরার্থ তোমার অন্তরেই অবস্থান করিতেছে । তোমার অন্তরত রতপ্রভা সহকারে শোভমান স্বদীপ চরণ দ্বারা অনন্তশক্তি অধঃকৃত হইয়াছে । হে ঈশ্বর ! তুমি অশেষ ক্লেশরূপ তৃণরাশি নিষ্কিপ্ত উদ্ভাস অনলস্বরূপ । তোমার জয় হউক । ১০ তোমা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইতেছে । তুমি শ্রামবর্ণ । তোমার বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ মণি শোভা পাইতেছে । তাহাতে বোধ হইতেছে যেন শ্রামবর্ণ মেষের মধ্যে পূর্ণ শশধর শোভমান হইতেছে । আমরা সস্ত্রীক হইয়া অমুচ্যব-বর্গের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি । বিষ্ণো । তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর ।

ঈশ্বর ! যদি আমাদের প্রতি তোমার কৃপা থাকে, তাহা হইলে সত্যধর্মের অবিরোধে শাসিত ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাত্রা

কল্কিস্তেষামিতি বচঃ শ্রুত্বা পরমহর্ষিতঃ ।
 পাত্রমিত্রেঃ পরিবৃত্তচকার গমনে মতিম্ ॥ ১৩ ॥
 পুত্রানাহুয় চতুরো মহাবলপরাক্রমান্ ।
 রাজ্যে নিঃক্ষিপ্য সহসা ধর্ম্মিষ্ঠান্ প্রকৃতিপ্রিয়ান্ ॥ ১৪ ॥
 ততঃ প্রজাঃ সমাহুয় কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ ।
 প্রাহ তান্ নিজনির্ধাণং দেবানামুপরোধতঃ ॥ ১৫ ॥
 তৎ শ্রুত্বা তাঃ প্রজাঃ সর্বা রুরুচুর্কিষ্ণ্যাস্বিতাঃ ।
 তাং প্রাহঃ প্রণতাঃ পুত্রা যথা পিতরমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

প্রজা উচুঃ ।

ভো নাথ সর্বধর্ম্মজ্ঞ নাশ্মান্ ত্যক্তুমিহাসি ।

কর।১২ কল্কি, দেবগণের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তিনি পাত্রমিত্রের সহিত পরিবৃত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমনে মানস করিলেন। ১৩ অনন্তর তিনি, প্রজাবর্গের প্রিয় পরম ধার্ম্মিক মহাবল পরাক্রম পুত্র চতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজ্যে অতিথিত করিলেন। ১৪ পরে তিনি সমুদায় প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া নিজ বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং কহিলেন, দেবতাদিগের অহুরোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যাত্রা করিতে হইবে। ১৫ প্রজাগণ এই বাক্য শ্রবণ-মাত্র বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলে, তাহার জায় তাঁহারা সেই দৈশ্বকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল। ১৬

প্রজাগণ কহিল, নাথ! আপনি সমুদায় ধর্ম্ম অবগত আছেন। আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করা আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি প্রণতবৎসল। আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেইখানে গমন

মত্র ত্বং ভত্র তু বয়ং যামঃ প্রণতবৎসল ॥ ১৭ ॥
 প্রিয়া গৃহা ধনাত্ত্ব পুত্রাঃ প্রাণাস্তবানুগাঃ ।
 পরত্রেহ বিশোকায় জ্ঞাত্বা ত্বাং যজ্ঞপুরুষম্ ॥ ১৮ ॥
 ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বয়িত্বা সতুক্তিভিঃ ।
 প্রযযৌ ক্লিন্নহৃদয়ঃ পত্নীভ্যাং সহিতৌ বনম্ ॥ ১৯ ॥
 হিমালয়ং মুনিগণৈরাকীর্ণং জাহ্নবীজলৈঃ ।
 পরিপূর্ণং দেবগণৈঃ সেবিতং মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥
 গহ্বা বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্বৃতশ্চারুচতুর্ভুজঃ ।
 উষিত্বা জাহ্নবীতীরে সম্মারাত্মানমাত্মনা ॥ ২১ ॥
 পূর্ণজ্যোতির্ময়ঃ সাক্ষী পরমাত্মা পুরাতনঃ ।
 বভৌ সূর্য্যসহস্রাণাং তেজোরশিসমদ্যুতিঃ ॥ ২২ ॥

করিব। ১৭ এই জগতে ধন পুত্র ও গৃহ সকলের পক্ষেই প্রিয় বটে,
 কিন্তু আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনি ইহাতে সমুদায় শোক হৃৎখ শাস্তি
 হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমাদের প্রাণ আপন কার অনুগামী হইয়াছে। ১৮

- * কল্কি প্রজাবর্গের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সতুক্তি দ্বারা তাহা-
 • দিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিষন্ন হৃদয়ে পত্নীদ্বয়ের সহিত বন গমন
 করিলেন। ১৯ পরে তিনি মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত গঙ্গাসলিলে পবিপূর্ণ,
 দেবগণ কর্তৃক সেবিত, অতুঃকরণের আচ্ছাদজনক হিমালয়ে। ২০
 গমন করিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক
 অপূর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে স্মরণ করিতে লাগি-
 লেন। ২১ তখন তাহার সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোরশি প্রকাশ
 পাইতে লাগিল। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় সাক্ষি স্বরূপ সনাতন পরমাত্মা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মশাঙ্গাদৈঃ সমভিকূতঃ ।
 নানালঙ্করণানাম্ সমলঙ্করণাকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
 বরষুস্তং সুরাঃ পুষ্পৈঃ কৌস্তভামুক্তকঙ্করং ।
 স্নগন্ধিকুসুমাসারৈর্দেবভৃন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৪ ॥
 ভূকুঁবুমুঁহুঃ সর্বৈ লোকাঃ সম্ভাণুজঙ্গমাঃ ।
 দৃষ্টারূপমরূপস্তা নির্যানে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২৫ ॥
 তদৃক্টা মহদাশ্চর্য্যং পত্যাঃ কল্কেশ্মহাত্মনঃ ।
 রমা পদ্মা চ দহনং প্রবিশ্য তমবাপতুঃ ॥ ২৬ ॥
 ধর্ম্মঃ কৃতযুগং কল্কেরাজ্জয়া পৃথিবীতলে ।
 নিসঃপত্নৌ স্তস্তথিনৌ ভুলোকং চেরতুশ্চিরম্ ॥ ২৭ ॥
 দেবাপিচ মরুঃ কামং কল্কেরাদেশকারিণৌ ।

দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । ২২ তাঁহার আকৃতি বহুবিধ অলঙ্কারের
 অলঙ্কার স্বরূপ হইল । তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শাঙ্গ প্রভৃতি কর্তৃক
 উপাসিত হইতে লাগিলেন । ২৩ তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভ মণি শোভা
 পাইতে লাগিল । দেবগণ তাঁহার উপর স্নগন্ধি কুসুম বর্ষণ করিতে
 লাগিলেন । চতুর্দিকে দেবভৃন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল । ২৪

কল্কি ষথন বিষ্ণুপদে প্রবেশ করেন তখন সেই অরূপ বিষ্ণুব
 অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোকই মুগ্ধ হইল ও
 স্তব করিতে লাগিল । ২৫ রমা ও পদ্মা ভর্তা মহাত্মা কবির তাদৃশ
 মহাশ্রী রূপ দর্শন করিয়া অনলে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে জ্ঞাপ্ত
 হইলেন । ২৬

ধর্ম্ম ও মত্যাগ কল্কির আজ্ঞাক্রমে ভূমণ্ডলে নিঃসপত্ন হইয়া
 পরম স্ত্রী চিত্রকাল মহীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ২৭ প্রভু

প্রজ্ঞাঃ সংপালয়ন্তৌ তু ভুবং জুগুপতুঃ প্রভৃ ॥২৮॥
 বিশাখযূপভূপালঃ কল্কেনির্ঘাণমীদৃশম্ ।
 শ্রদ্ধা স্বপুত্রং বিষয়ে নৃপং কৃত্বা গতৌ বনম্ ॥২৯॥
 অগ্নৌ নৃপতয়ো যে চ কল্কেবিরহকর্ষিতাঃ ।
 তং ধ্যায়ন্তৌ জপন্তশ্চ বিরক্তাঃ স্ত্যনৃপাসনে ॥৩০॥
 ইতি কল্কেরনন্তস্ত কথাং ভুবনপাবনীম্ ।
 কথয়িত্বা শুকঃ প্রায়াৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥
 মার্কণ্ডেয়াদয়ো যে চ মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।
 শ্রদ্ধানুভাবং কল্কেস্তে তং ধ্যায়ন্তৌ জগুর্ঘণঃ ॥৩২॥
 যস্তানুশাসনাদ্ ভূমৌ নাধর্মিষ্ঠাঃ প্রজা জনাঃ
 নান্নায়ুষৌ দরিদ্রাশ্চ ন পাষণ্ডা ন হৈতুকাঃ ॥ ৩৩ ॥

যেবাপি ও মরু নামক ভূপালদ্বয়, কল্কির আজ্ঞামুসারে প্রজাপালন
 ও ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৮ বিশাখযূপ নামক ভূপতি,
 কল্কির ঈদৃশ নির্ঘাণ শ্রবণ পূর্বক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিসিক্ত
 করিয়া বন গমন করিলেন। ২৯ অন্তান্ত যে সকল রাজা কল্কির বিরহে
 কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজসিংহাসনে বিরত হইয়া কেবল
 কল্কির নাম জপ ও কল্কিমূর্তি ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

শুকদেব, এইরূপে অনন্ত কল্কির জগৎপাবন বিবরণ বর্ণন
 করিয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৩১ শাস্তিগুণাবলম্বী মার্কণ্ডেয়
 প্রভৃতি ঋষিগণ, কল্কির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধ্যান ও তাঁহার
 যশোপান করিতে লাগিলেন। ৩২

যে কল্কির শাসনক্রমে ভূমণ্ডল মধ্যে কোন প্রজাই অধার্মিক

নাধয়ো বাাধয়ঃ ক্ৰেশা দেবভূতাস্তসন্তবাঃ ।
 নিৰ্মৎসরাঃ সদানন্দা বভুবুৰ্জীবজাতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 ইত্যেতৎ কথিতং কলকেরবতারং মহোদয়ং ।
 ধন্যং যশস্তমায়ুয্যং স্বৰ্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরং ॥ ৩৫ ॥
 শোকসন্তাপপাপয়ং কলিব্যাকুলনাশনম্ ।
 স্তম্ভদং মোক্ষদং লোকে বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
 তাবৎ শাস্ত্রপ্রদীপানাং প্রকাশো ভুবি রোচতে ।
 ভাতি ভানুঃ পুরাণাখ্যো যাবল্লোকেহতিকামধুক্ ॥ ৩৭ ॥
 অত্ৰৈতদ্ ভৃগুংশজো মুনিগণৈঃ সাকং সহর্ষো বনী
 জ্ঞাত্বা নূতনমেয়বোধবিদিতং শ্রীলোমহর্ষ্যভ্রজং ।

অগ্নায়ু দরিদ্র পাৰও ও কপটাচারী থাকিল না ৩৩ সকল জীবই আধি-
 ব্যাধিশূন্ত ক্ৰেশরহিত মাৎসৰ্য্যশূন্ত দেবতাসদৃশ সদানন্দময় হইয়াছিল। ৩৪
 সেই মহোদয় কল্কির অবতার কপা এই कहিলা। ইহা শ্রবণ করিলে
 ধনবৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরমমঙ্গল হইয়া থাকে এবং অস্ত্ৰে
 স্বৰ্গ লাভ হয়। ৩৫ বিশেষতঃ এতৎশ্রবণে পাপ ও শোক সন্তাপ দূর
 হয়, কলিকালজনিত উদ্বেগ নাশ হয় এবং স্তম্ভ লাভ মোক্ষ লাভ ও
 অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩৬ যে পর্য্যন্ত ইহলোকে অভীষ্ট ফল-
 দায়ক পুরাণ রূপ হৃদ্য উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই এই ভূমণ্ডলে
 অন্তান্ত শাস্ত্ররূপ প্রদীপের আলোক প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩৭

ভক্তিদায়ক শ্রীহরি কল্কির নির্মল অবতার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 বিভিত্তেস্ত্রিয় সংকৃত ভৃগুনন্দন শৌনক, মুনিগণের সহিত হর্ষবৃক্ক
 হইলেন। তিনি লোমহর্ষণতনয় উগ্রশ্রবাকে অসীম জ্ঞানবাশি দ্বারা

শ্রীকঙ্করবতারবাক্যমমলং ভক্তিপ্রদং শ্রীহরেঃ

শুশ্রূষুঃ পুনরাহ সাধুবচসা গঙ্গাস্তবং সংকৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি কল্কিপুরাণেহনুভাগবতে তৃতীয়াংশে

কল্কিনির্ঘাণং নাম

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বিখ্যাত বিবেচনা করিলেন । পরে তিনি গঙ্গাস্তব শ্রবণাভিলাষী হইয়া
পুনর্নাব মধুৰ বাক্যে কহিলেন । ৩৮

কল্কিপুৰাণ, তৃতীয়াংশ কল্কিনির্ঘাণ

নামক উনবিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

—

কল্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ ।

হে সূত ! সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ যদ্বয়া কথিতং পুৰা ।

গঙ্গাং স্তুত্বা সমায়াতা মুনয়ঃ কল্কিসম্মিধিम् ॥ ১ ॥

স্তবং তং বদ গঙ্গায়াঃ সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।

মোহদং শুভদং তন্ত্য। শৃণুতাং পঠতামিহ ॥ ২ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বম্‌যয়ঃ সৰ্ব্বে গঙ্গাস্তবমনুতমম্ ।

শোকমোহহরং পুংসাম্‌ যিভিঃ পরিকীৰ্তিতম্ ॥ ৩ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

ইয়ং সুরতবঙ্গিনী ভবনবারিধেন্তারিণী

শোনক কহিলেন । সূত ! তুমি সৰ্বধৰ্ম্মজ্ঞ । তুমি পূৰ্বে বলিয়াছ যে, মুনিগণ গঙ্গা স্তব করিয়া কল্কি সন্নিধানে গমন করিলেন । সেই গঙ্গাস্তব তুমি বল । তাহা তত্ত্ব পূৰ্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করিলে কলাপ লাভ হয়, মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হইয়া থাকে । ২

উগ্রশ্রবা কহিলেন । মুনিগণ ! শোকমোহ নাশক ঋষি প্রোক্ত পৰম উৎকৃষ্ট গঙ্গাস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ৩

ঋষিগণ কহিলেন । এই সুরতবঙ্গিনী সকলকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন । ইনি হরির পাদপদ্ম হইতে জগতীতলে অবতীর্ণ।

স্তুতা হরিপদাম্বুজাদুপগতা জগৎসংসদঃ ।

স্মেরুশিখরামরপ্রিয়জলা মলক্ষালনী

প্রসন্নবদনা শুভা ভবভয়স্য বিদ্রাবণী ॥ ৪ ॥

ভগীরথমথাম্বুগা সুরকরীন্দ্রদর্পাপহা

মহেশমুকুটপ্রভা গিরিশিরঃপতাকা সিতা ।

সুরাসুরনরোরগৈরজভবাচ্যুতৈঃ সংস্তুতা

বিমুক্তিফলশালিনী কলুষনাশিনী রাজতে ॥ ৫ ॥

পিতামহকমণ্ডলুপ্রবভবমুক্তিবীজা লতা

ঋতিস্মৃতিগণস্তুতা দ্বিজকুলালবারতা ।

স্মেরুশিখরাভিদা নিপতিতা ত্রিলোকাবতা

সুধর্মফলশালিনী সুধপলাসিনী রাজতে ॥ ৬ ॥

হইয়াছেন। সকলেই ইঁহার স্তব করিয়া থাকে। ইঁহার জল স্মেরু-
শিখরস্থিত দেবগণের প্রিয়। ইঁহার জল দ্বারা পাপপঙ্ক কালিত হয়।
এই কল্যাণময়ী দেবী প্রসন্ন। হঠলে ভবভয় বিদূরিত হয়। ৪ এই গঙ্গা
ভগীরথের অম্বুগামিনী হইয়াছিলেন। ইনি সুরকরীন্দ্র দর্প
চূর্ণ করিয়া ছিলেন। ইনি মহেশ্বরের মুকুটের প্রভাবস্বরূপ। ইনি
হিমালয় শিখরস্থিত ষ্ঠেতপতাকা রূপ। সুরগণ অসুরগণ নরগণ উবগ-
গণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সকলেই ইঁহার স্তব করিয়া থাকেন। ইনি
পাপপুঞ্জ নাশ করেন এবং মুক্তিরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। ৫
ইনি পিতামহ কমণ্ডলুসম্পূর্ণ মুক্তি বীজময়ী লতা স্বরূপ। ইঁহার
চতুর্দিকে ঋতি স্মৃতি প্রভৃতি কর্তৃক সুরমান দ্বিজকুলস্বরূপ আলবাল
রহিয়াছে। ইনি স্মেরুশিখর ভেদ পুঙ্ক নিপতিতা হইয়া ত্রিলোক
ব্যাপিয়াছেন। ইঁহার সুধর্মরূপ ফল ও সুধরূপ পত্র শোভা পাইতেছে ৬

চরদ্বিহগমালিনী সগরবংশমুক্তিপ্রদা
মুনীন্দ্রবরনন্দিনী দিবি মতা চ মন্দাকিনী ।

সদা দুরিতনাশিনী বিমলবারিসংদর্শন-
প্রণামশুণকীৰ্ত্তনাদিষু জগৎসু সংরাজতে ॥৭॥

মহাভিধনুতাপ্তনা হিমগিরীশকূটস্তনী
সফেনজলহাসিনী সিতমরালসঞ্চারিণী ।

চলন্তহরসংকরা বরসরোজমালাধরা
রসোল্লসিতগামিনী জলধিকামিনী রাজতে ॥৮॥

কচিৎ কলকলশ্বনা কচিদধীরষাদোগণাঃ
কচিন্মুনিগণৈঃ স্তুতা কচিদনন্তসংপূজিতা ।

কচিদ্রবিকরোজ্জ্বলা কচিদুদগ্রপাতাকুলা
ইহার নিশ্চল বারি দর্শন করিলে, ইঁহাকে প্রণাম করিলে, ইঁহার
শুণকীৰ্ত্তন করিলে জগতের সমুদায় দুরিত ক্ষয় হয়। ইঁহার তীরে ও
নীরে বিহঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে। ইঁহা হইতে সগরবংশীয়েরা
মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি জহ্নুর হুহিতা। ইনি দেবলোকে
মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত। ৭। বিনি শাস্ত্রমু রাজার মহিষী হইয়াছিলেন।
হিমালয়ের শিখর ষাঁহার স্তন স্বরূপ। ফেনপুঞ্জ বিভূষিত সলিল ষাঁহার
হাস্য স্বরূপ। শ্বেতবর্ণ হংসগণ ষাঁহার গতি স্বরূপ। তরঙ্গসমুদায়
ষাঁহার হস্ত স্বরূপ। প্রফুল্ল কমলশ্রেণী ষাঁহার মালা স্বরূপ, তিনি
রসোল্লসিত গমনে জলনিধি কামিনী হইয়া গমন করিতেছেন ॥৮

কোন স্থলে মুনিগণ স্তুত করিতেছেন, কোন স্থলে অনন্তদেব
পূজা করিতেছেন, কোন স্থলে কল কল শব্দ হইতেছে, কোন স্থলে
দ্রব কুস্তীর প্রভৃতি জলজন্তু বিচরণ করিতেছে, কোন স্থলে দিনকর-
করনিকর দ্বারা উজ্জ্বল হইতেছে, কোন স্থলে ভীষণ নিনাদে জল

কচিচ্ছনবিগাহিতা জয়তি ভীষ্মমাতা সতী ॥৯॥

স এব কুশলো জনঃ প্রণমতীহ ভাগীরথীং

স এব তপসাং নিধির্জপতি জাহ্নবীমাদরাং ।

স এব পুরুষোত্তমঃ স্মরতি সাধু মন্দাকিনীং

স এব বিজয়ী প্রভুঃ স্মরতরঙ্গিনীং সেবতে ॥১০॥

তবামলজলাচিতং খগশৃগালমীনক্ষতং

চলল্লহরিলোলিতং ক্ষুচিরতীরজস্থালিতম্ ।

কদা নিজবপুর্মুদা স্মরনরোরগৈঃ সংস্তুতোহ
প্যহং ত্রিপথগামিনি ! প্রিয়মতীব পশ্যাম্যহো ॥১১॥

ত্বত্তীরে বসতিং তবামলজলস্নানং তব প্রেক্ষণং

ত্বন্মাস্মরণং তবোদয়কথাসংলাপনং পাবনম্ ।

পতিত হইতেছে, কোন স্থলে জনগণ স্নান করিতেছে, ঈদৃশী সতী
ভীষ্মজননী জয় হউক ৯

যিনি গঙ্গাকে প্রণাম করেন তিনিই শ্রেয়োভাজন। যিনি সমাহর
পূর্বক গঙ্গা নাম জপ করেন, তিনিই পরম তপস্বী। যিনি মন্দাকিনী
স্মরণ করেন, তিনিই পুরুষোত্তম। যিনি স্মরতরঙ্গিনীকে সেবা করেন,
তিনিই বিজয়ী ও প্রভু হন ১০। ত্রিপথগামিনি ! আমি কোন্ দিবস
তোমার নির্মল সলিলে প্লাবিত খগগণ কর্তৃক শৃগালগণ কর্তৃক মৎস্যগণ
কর্তৃক অর্জু ভক্ষিত চঞ্চল তরঙ্গসঙ্গে লোলায়িত তীরসংস্থিত জ্বালে
সংযুক্ত প্রিয়তম নিজ শরীর দর্শন করিতে থাকিব এবং স্মরণ নরগণ
ও উরগগণ আমার স্তব করিতে থাকিবে ১১ গঙ্গে ! কবে আমি তোমার
তীরে বাস করিব, তোমার নির্মল জলে স্নান করিব, তোমার নির্মল
জল দর্শন করিতে থাকিব, তোমার নাম স্মরণ করিব, তোমার পবিত্র
স্বভাবের কথা আলোচনা করিব, একমাত্র তোমার সেবাতে তৎপর

গঙ্গে মে তব সেবনৈকনিপুণোহপ্যানন্দিতশ্চাদৃতঃ
স্তত্বা হ্রোদগতপাতকো ভুবি কদা শান্তশ্চরিয়াম্যহম ॥১২॥

ইত্যেতদৃষিভিঃ প্রোক্তং গঙ্গাস্তবমনুভূতম্ ।
স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং পঠনাং শ্রবণাদপি ॥১৩॥

সর্বপাপহরং পুসাং বলমায়ুর্বিবর্দ্ধনম্ ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসারাহ্নে গঙ্গাসান্নিধ্যতা ভবেৎ ॥১৪॥

ইত্যেতদ্ ভার্গবাখ্যানং শুকদেবাং ময়া শ্রুতং ।
পঠিতং শ্রাবিতং চাত্র পুণ্যং ধন্যং যশস্করং ॥১৫॥

অবতারং মহাবিষ্ণোঃ কল্কেঃ পরমমদ্রুতং ।
পঠতাং শৃণুতাং ভক্ত্যা সর্বাপ্তভবিনাশনং ॥১৬॥

ইতি শ্রীকল্কি পুরাণহ্মভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে গঙ্গাস্তব
নামক বিংশোহধ্যায়ঃ ।

থাকিব, সমাদর পূর্বক তোমার স্তব করিয়া পাপশূন্য হইয়া আনন্দিত
হৃদয়ে প্রশান্ত হৃদয়ে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব ১২

এই ঋষিপ্রোক্ত পরম উৎকৃষ্ট গঙ্গা স্তব পাঠ করিলে শ্রবণ করিলে
স্বর্গ লাভ হয়, যশোবিস্তার হয়, ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ১৩ ইহা প্রাতঃ
কালে মধ্যাহ্নকালে বা সায়াহ্নে (পাঠ বা শ্রবণ করিলে) গঙ্গার নিয়ত
সান্নিধ্য হয়, সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়, এবং বলবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া
থাকে ১৪

আমি শুকদেবের নিকট এই ভার্গবাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলাম ।
ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, ধন হয় ও যশোবৃদ্ধি হইয়া
থাকে ১৫

এই পরম অদ্রুত মহাবিষ্ণু কল্কির অবতার বিবরণ ভক্তিপূর্বক
পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে সমুদায় অমঙ্গল বিদূরিত হয় ১৬
কল্কি পুরাণ তৃতীয় অংশ, গঙ্গার স্তব নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত.

কক্কিপুৰাণম্ ।

তৃতীয়াংশঃ ।

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অত্রাপি শুকসংবাদো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।

অধৰ্ম্মবংশকথনং কলেৰ্বিবরণং ততঃ ॥ ১ ॥

দেবানাং ব্রহ্মসদনপ্রয়াগং গোভূবা সহ ।

ব্রহ্মণো বচনাবিশোৰ্জন্ম বিষ্ণুযশোগৃহে ॥ ২ ॥

স্মৃত্যাং স্বাংশকৈৰ্ভ্রাতৃচতুৰ্ভিঃ শম্ভলে পুরে ।

পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদস্তথোপনয়নং হরেঃ ॥ ৩ ॥

পুত্রেণ সহ সংবাসো বেদাধ্যয়নমুত্তমং ।

শাস্ত্রাস্ত্রাণাং পরিজ্ঞানং শিবসংদর্শনং ততঃ ॥ ৪ ॥

উগ্রশ্রবা কহিলেন । এই কক্কি পুরাণে প্রথমতঃ ধীমান্ মার্কণ্ডেব
সহিত শুকের সংবাদ, পরে অধৰ্ম্ম বংশ বিবরণ কথন, পরে কলিব
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । ১ গোব্রহ্মপদা পৃথিবীর সহিত দেবগণের
ব্রহ্মলোকে গমন, পরে ব্রহ্মার বাক্যমুসারে বিষ্ণুযশা গৃহে বিষ্ণুর জন্ম-
কথা, ২ শম্ভলগ্রামে স্মৃতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উৎপত্তি
পরে পিতা পুত্রের সংবাদ, কল্কির উপনয়ন, ৩ পিতা পুত্রের সহ-
বাস কল্কির বেদাধ্যয়ন, তৎপরে কল্কির অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা

কল্কেঃ স্তবং শিবপুরো বরলাভঃ শুকাপনং ।
 শম্ভুলাগমনং চক্রে জ্ঞাতিভ্যো বরকীর্তনং ॥ ৫ ॥
 বিশাখযুপভূপেন নিজসৰ্বাত্মবৰ্ণনং ।
 মহাভাগ্যাৎ ব্রাহ্মণানাং শুকস্যাগমনং ততঃ ॥ ৬ ॥
 কল্কিনা শুকসংবাদঃ সিংহলাখ্যানমুত্তমং ।
 শিবদত্তবরা পদ্মা তস্তা ভূপস্বয়ংবরে ॥ ৭ ॥
 দৰ্শনাৎ ভূপসংঘানাং স্ত্রীভাবপরিকীর্তনং ।
 তস্তা বিবাদঃ কল্কেস্ত বিবাহার্থং সমুদ্যমঃ ॥ ৮ ॥
 শুকপ্রস্থাপনং দৌত্যে তয়া তস্তাপি দৰ্শনং ।
 শুকপদ্মাপরিচয়ঃ শ্রীবিষ্ণোঃ পূজনাদিকং ॥ ৯ ॥
 পাদাদিদেহধ্যানঞ্চ কেশান্তঃ পরিবৰ্ণিতং ।
 শুকভূষণদানঞ্চ পুনঃ শুকসমাগমঃ ॥ ১০ ॥

ও শিবসংদর্শন. কল্কিকৃত শিবস্তব, শিবের নিকট কল্কির বরলাভ, শুকপ্রাপ্তি, তৎপরে কল্কির শম্ভুলাগমে প্রত্যগমন, জ্ঞাতিবর্গের নিকট শিবদত্ত বরবর্ণন, ৫ তৎপরে বিশাখযুপ ভূপতির প্রস্তাব অনুসারে কল্কির নিজস্বরূপ বর্ণন, এবং ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কথন তৎপরে শুকের আগমন । ৬ কল্কির সহিত শুকের কথোপকথন, শুককৃত সিংহলের বিবরণ বর্ণন, শিবদত্ত বর অনুসারে পদ্মাব স্বয়ম্বরস্থলে ৭ পদ্মার দর্শন মাত্র রাজগণের স্ত্রীভাব প্রাপ্তি কথন, পদ্মার বিবাহ বর্ণন, বিবাহার্থ কল্কির উদ্যোগ, ৮ পরে শুকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ, পদ্মাকর্তৃক শুকদর্শন, শুক ও পদ্মার পরস্পর পরিচয়, পশ্চে শ্রীবিষ্ণুর পূজাদি কথন, ৯ বিষ্ণুর চরণ অবধি কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান বর্ণন, পরে পদ্মার শুকের নিকট ভূষণ দান, পরে কল্কির সহিত পুনর্বার

কল্কেঃ পদ্মাবিবাহার্থং গমনং দর্শনং তয়োঃ ।

জলক্ৰীড়াপ্রসঙ্গেন বিহস্তদনস্তরং ॥ ১১ ॥

পুংস্বপ্রাপ্তিচ্চ ভূপানাং কল্কেদর্শনমাত্রতঃ ।

অনন্তাগমনং রাজ্ঞা সংবাদস্তেন সংসদি ॥ ১২ ॥

যগুতাদাত্মনো জন্ম কৰ্ম চাত্রে শিবস্তবঃ ।

মৃতে পিতরি তদ্বিক্ষোঃ ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শনং ॥ ১৩ ॥

অত্রাখ্যানমনস্তস্য জ্ঞানবৈরাগ্যবৈভবং ।

রাজ্ঞাং প্রয়াগং কল্কেশ্চ পদ্ময়া সহ শস্ত্রলে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বকৰ্ম্মবিধানঞ্চ বসতিঃ পদ্ময়া সহ ।

জ্ঞাতিভ্রাতৃহৃৎপুত্রৈঃ সেনাভিবুদ্ধানিগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥

কথিতশ্চাত্রে তেষাঞ্চ স্ত্রীণাং সংবোধনাশ্রয়ঃ ।

ততোহত্র বালখিল্লানাং মুনীনাং স্বনিবেদনং ॥ ১৬ ॥

শুকের সমাগম, ১০ পদ্মাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে কল্কির যাত্রা,

জলক্ৰীড়া প্রসঙ্গে পদ্মার সহিত কল্কির সাক্ষাৎকার, পরে বিবাহ, ১১

কল্কির দর্শনমাত্রে রাজগণের পুরুষত্ব প্রাপ্তি, পরে অনন্তের আগমন,

সভাস্থলে রাজগণের সহিত অনন্তের সংবাদ, ১২ অনন্তের যগুতরূপে

জন্মকথন, শিবস্তব, তৎপরে অনন্তের পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুক্ষেত্রে

মায়া প্রদর্শন, ১৩ অনন্তের আগ্যান, অনন্তের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের

বৈভব রাজগণের প্রস্থান, পরে পদ্মার সহিত কল্কির শস্ত্রলে প্রস্থান ১৪

পরে বিশ্বকৰ্ম্মা কর্তৃক শস্ত্রলে পুরীনির্মাণ, তৎপরে পদ্মার সহিত জ্ঞাতি-

গণের সহিত ভ্রাতৃগণের সহিত সূহৃদগণের সহিত তৎপুত্রগণের সহিত

ও সেনাগণের সহিত কল্কির বিশ্বকৰ্ম্মানির্মিত পুত্ৰীতে বাস, পরে

বৌদ্ধদমন ১৫ বৌদ্ধস্ত্রীগণের সংগ্রামযাত্রা পবে বালখিল্লানামক মুনি-

গণের আগমন ও আত্মনিবেদন ১৬ সপত্নী কুখোদরী নাম্নী রাজ্ঞদৌ

সপুত্ৰায়াঃ কুখোদর্যা বধশ্চাত্ৰ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 হরিত্ৱারগতস্যাপি কল্কেমু'নিসমাগমঃ ॥ ১৭ ॥
 সূৰ্য্যবংশস্য কথনং সোমস্যচ বিধানতঃ ।
 শ্ৰীৰামচরিতং চারু সূৰ্য্যবংশানুবৰ্ণনে ॥ ১৮ ॥
 দেবাপেশচ মরোঃ সঙ্গো যুদ্ধায়াত্ৰ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 মহাঘোরবনে কোক-বিকোকবিনিপাতম্ ॥ ১৯ ॥
 ভল্লাটগমনং তত্ৰ শয্যাকৰ্ণাদিভিঃ সহ ।
 যুদ্ধং শশিধ্বজেনাত্ৰ হুশান্তাভক্তিকীৰ্ত্তনম্ ॥ ২০ ॥
 যুদ্ধে কল্কেরানয়নং ধৰ্ম্মস্য চ কৃতস্য চ ।
 হুশান্তায়াঃ স্তবস্তত্ৰ রমোদ্বাহস্ত কল্কিনা ॥ ২১ ॥
 সভায়াং পূৰ্ব্বকথনং নিজগৃধ্ৰত্বকারণম্ ।
 মোক্ষঃ শশিধ্বজস্যাত্ৰ ভক্তিপ্রার্থয়িতুৰ্বিভোঃ ॥ ২২ ॥
 বিষকন্যামোচনঞ্চ নৃপাণামভিষেচনম্ ।
 মারাস্তবঃ শস্ত্ৰলেযু নানাযজ্ঞাদিসাধনম্ ॥ ২৩ ॥
 বধ, হরিত্ৱারগত কল্কির সহিত মুনিগণের সমাগম । ১৭ পরে সূৰ্য্যবংশ
 বৰ্ণন চন্দ্রবংশ বৰ্ণন, সূৰ্য্যবংশ কীৰ্ত্তন প্রসঙ্গে শ্ৰীৰামচরিত কথন, ১৮
 সংগ্রামের নিমিত্ত মরু ও দেবাপির সমাগম, পরে মহাঘোর কোক-
 বিকোক বধ, ১৯ কল্কির ভল্লাট নগরে গমন, শয্যাকৰ্ণ প্রভৃতির
 সহিত সংগ্ৰাম, রাজা শশিধ্বজের সহিত কল্কির যুদ্ধ, হুশান্তাব ভক্তি
 কীৰ্ত্তন, ২০ অনন্তর সংগ্রামভূমি হইতে কল্কির ধৰ্ম্মের ও সত্যযুগের
 আনয়ন, হুশান্তাকৃত কল্কিস্তব, সেই স্থানে কল্কির সহিত রমার
 বিবাহ ২১ সভান্থো শশিধ্বজের পূৰ্ব্ববৃত্তান্ত কথন, আপনার গৃধ্ৰত্ব
 কাৰণ বিত্ৰ কল্কির নিকট ভক্তিপ্রার্থী শশিধ্বজের মোক্ষলাভ, ২২
 তৎপরে বিষকন্যা মোচন রাজগণের অভিষেক, পরে মারাস্তব, তৎপরে

নারদাৎ বিষ্ণুযশসো মোক্ষশ্চাত্ত্ব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

কৃতধৰ্ম্মপ্রবৃত্তিঞ্চ কৃষ্ণিনীব্রতকীৰ্ত্তনম্ ॥ ২৪ ॥

ততো বিহারঃ কল্কেশ্চ পুত্রপৌত্রাদিসম্ভবঃ ।

কথিতো দেবগন্ধৰ্ব্বগণাগমনমত্ৰ হি ॥ ২৫ ॥

ততো বৈকুণ্ঠগমনং বিষ্ণোঃ কল্কেরিহোদিতম্ ।

শুকপ্রস্থানমুচিতং কথয়িত্বা কথ্যঃ শুভাঃ ॥ ২৬ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিহ প্রোক্তং পুরাণে মুনিসম্মতম্ ।

জগত্মানন্দকরং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥

সকল্কসিদ্ধিদং শ্লোকৈকং ষট্‌সহস্রং শতাধিকম্ ।

সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বানাং সারং শ্রুতিমনোহরম্ ॥ ২৮ ॥

চতুৰ্ব্বর্গপ্রদং কল্কিপুৰাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

প্রলয়াস্তে হরিমুখাৎ নিঃসৃতং লোকবিস্তৃতম্ ॥ ২৯ ॥

শম্ভলগ্রামে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ২৩ তৎপরে নারদ হইতে বিষ্ণুযশাব
মোক্ষ, সত্যযুগ-ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তি, কৃষ্ণিনীব্রত কীৰ্ত্তন, ২৪ অনন্তর কল্কির
বিহার, কল্কির পুত্রপৌত্র প্রভৃতির উৎপত্তি। পরে শম্ভল গ্রামে দেব
গন্ধৰ্ব্বগণের আগমন, ২৫ অনন্তর বিষ্ণু কল্কির বৈকুণ্ঠ গমন কথিত
হইয়াছে। এই সমুদায় কথা বলিয়া শুকদেবের প্রস্থান, ২৬ পরে এই
পুরাণে মুনিসম্মত গঙ্গাস্তব কথিত হইয়াছে।

এই কল্কিপুৰাণ সৰ্গ প্রতিসৰ্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত, এই
পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন ও ইহা জগতের আনন্দসন্দোহ জনক। ২৭ যাহারা
কলিকলুষ দ্বারা পূর্ণ, এতৎশ্রবণে তাহাদিগেরও সিদ্ধি লাভ হয়।
ইহাতে ছয় সহস্র একশত শ্লোক আছে। ইহা সৰ্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বের সার।
এতৎশ্রবণমাত্রে লোকের মনোহরণ হয়। ২৮ কথিত আছে যে, এই
কল্কিপুৰাণ হইতে চতুৰ্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রলয়াবসানে

অহো ব্যাসেন কথিতং দ্বিজরূপেণ ভূতলে ।

বিষ্ণোঃ কল্কৈর্ভগবতঃ প্রভাবং পরমাদ্বুতম্ ॥ ৩০ ॥

যে ভক্ত্যত্র পুরাণসারমমলং শ্রীবিষ্ণুভাবাপ্নুতং

শৃণুন্তীহ বদন্তি সাধুসদসি ক্ষেত্রে স্মৃতির্থাশ্রমে ।

দত্ত্বা গাং তুরগং গজং গজবরং স্বর্ণং দ্বিজায়াদরাং

বস্ত্রালঙ্করণৈঃ প্রপূজ্য বিধিবৎ মুক্তাস্ত এবোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রুত্বা বিধানং বিধিবৎ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ।

ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্বৈশ্যো ধনী শূদ্রো মহান্ ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্ ।

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পঠনাং শ্রবণাদপি ॥ ৩৩ ॥

ইহা হরির মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া জগতে বিস্তৃত হইয়াছে । ২৯

ভগবান্ বেদবাস দ্বিজরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া এই পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন । ইহাতে বিষ্ণুরূপ ভগবান্ কল্কির পরম অদ্ভুত প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে । ৩০

যে সকল ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে পুণ্য আশ্রমে বা সাধু সমাজে ব্রাহ্মণকে সমাদরপূর্ব্বক গো অশ্ব গর্দভ ও সুবর্ণ দান করিয়া এবং বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুভাবে প্রাণিত এই সুনির্ম্মল পুরাণসার শ্রবণকরিবে বা পাঠ করিবে তাহারাই মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও তাহারাই মোক্ষপদ লাভ করিবে । ৩১

এই কল্কিপু্রাণ যথাবিধানে শ্রবণ করিলে, ব্রাহ্মণ বেদপারগ হন, ক্ষত্রিয় ভূপাল হন, বৈশ্য ধনবান্ হন, শূদ্র মহাপুরুষ হইয়া থাকেন । ৩২

এই কল্কিপু্রাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনাকাঙ্ক্ষী ধন প্রাপ্ত হয় ও বিদ্যাভিলাষী বিদ্যা উপার্জন করে । ৩৩

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং লোমহর্ষণজ্ঞো মুনিঃ ।
 আবয়িত্বা মুনীন্ ভক্ত্যা যযৌ তীর্থাটিনাদৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
 শৌনকো মুনিভিঃ সার্কং সূতমামদ্র্য ধর্ম্মবিৎ ।
 পুণ্যারণ্যে হরিং ধ্যান্তা ব্রহ্ম প্রাপ স যোগবিৎ ॥ ৩৫ ॥
 লোমহর্ষণজং সর্ব্বপুরাণজং যতব্রতং ।
 ব্যাসশিষ্যং মুনিবরং তং সূতং প্রণামাম্যহং ॥ ৩৬ ॥
 আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি যিষ্যতীতি পুনঃ পুনঃ ।
 ইদমেব স্তুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৩৭ ॥
 বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।
 আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ ৩৮ ॥

সজলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ

করধৃতকরবালঃ সর্ব্বলোকৈকপালঃ ।

মুনি লোমহর্ষণ পুত্র ভক্তিপূর্ব্বক মহর্ষিগণকে এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করাইয়া তীর্থপর্যটনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ৩৪ যোগশাস্ত্র বিশদ্রদ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি শৌনক, মুনিগণ সমভিব্যাহারে উগ্রশ্রবার সহিত সম্ভাষণ করিয়া পবিত্র, নৈমিষারণ্য মধ্যে হরিকে ধ্যান করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫

আমি সর্ব্বপুরাণজ যত ব্রত ব্যাসশিষ্য মুনিবর লোমহর্ষণ সূতকে প্রণাম করি। ৩৬

সমুদায় শাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক ভূয়োভূয় বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে, সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যান করিবে। ৩৭

বেদ রামায়ণ, ভারত ও পুরাণে, আদি অন্ত ও মধ্যে সর্ব্বত্রই হরিনাম কীর্ত্তিত আছে। ৩৮

যিনি সজল জলদ সদৃশ দেহ কাস্তি সম্পন্ন, যাঁহার বাহন বায়ু

কলিকুলবলহস্তা সত্যধৰ্ম্মপ্ৰণেতা।

কলয়তু কুশলং বঃ কল্কিরূপঃ স ভূপঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ত্ৰিকল্কিপুৰাণেহুভাগবতে ভবিষ্যে

তৃতীয়াংশে একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

কল্কিপুৰাণং সম্পূৰ্ণম্ ।

ন্যায় বেগশালী যিনি কৰি দ্বাৰা তৰবারি ধারণপূৰ্বক সমুদায় লোককে
ৰক্ষা করেন, যিনি কলির সৈন্যসমূহ সংহাৰ কৰিয়া, সত্য ধৰ্ম্ম স্থাপন
করেন, সেই কল্কিরূপ ভূপাল তোমাদিগের কুশল করুন। ৩৯

কল্কিপুৰাণ তৃতীয়াংশ একবিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত ।

শ্ৰীজগন্মোহন তৰ্কালঙ্কাৰ কৃত

কল্কিপুৰাণানুবাদ

সম্পূৰ্ণ ।

Published by
Jogendranath Bondyopadhyaya
Bagh Bazar, Calcutta.

সর্বানন্দ তরঙ্গিনী ।

নত্মা ত্রীগুরুপাদাজং তনোতি গুরুকিঙ্করঃ

ত্রীসর্বানন্দনাথস্ত সর্বানন্দ তরঙ্গিনীং । ১

অথ নির্দিষ্টগ্রন্থপরিণামাঙ্গিকামনয়া আদৌ সৰ্বমঙ্গল
স্বরূপং পিতরূপং নিজগুরুমভিবাদয়তি নম্নেত্যাদিনা ত্রীগুরুঃ
সর্বানন্দঃ মন্ত্রদাতৃহাং । তস্ত পাদপদ্মং নত্মা তস্মৈব সৰ্বস্মিন্ বিষয়ে
জানন্দঃ শান্তিঃ সএব তরঙ্গ ইব স বদ্যামস্তীতি তাং কথাং বিস্তরেণ
কথয়তি ইত্যর্থঃ ॥ শিবনাথ ইতিশেষঃ মহাপুরুষাণাং বিষয়মোহা-
ভাবাং সৰ্ববিষয়েষু তেষামানন্দো বিজ্ঞান এবোতিভাবঃ । ১

শূলং সূক্ষ্মং তথা তেজস্রিবিধং শিবভাষিতং ।

ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং সূক্ষ্মং সৰ্বকারণকারণং ॥ ২

শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং ।

তদ্রূপং যোগিভির্ধ্যোয়ং চন্দ্রে পক্ষদ্বয়ং যথা ॥ ৩

ইদানীং অভিনন্দিত-পাদপদ্মং গুরুং বিশেষেণ লক্ষয়তি শূল-
মিত্যাদিনা । যস্য কিল গুরোঃ পাদপদ্মং নমস্কৃতং স পুনঃ কথ-
ন্তুতঃ ইত্যাহ সচ ত্রিবিধঃ শূলাদি ভেদাং ইতি শিবেন ভাষিতং
কথিতমিত্যর্থঃ । ইদানীং গুরোঃ স্বরূপং নির্দিশতি ব্রহ্মরন্ধ্র ইত্যাদি
শিরঃস্থ সহস্রদলকমলকর্ণিকাস্তর্গতেহালক্ষ্মণ্ডল ইতিভাবঃ । অত্র
সূক্ষ্মং দুর্জয়েত্বাং । নতু সূক্ষ্মত্বেনাভিধেয়ং । সৰ্বেষাং ভূতানাং
যানি কারণানি ব্রহ্মাদয় স্তেষামপি কারণং । অনাছাদি কারণ-
মিতিভাবঃ । তথাচ 'জাবা ভূমী জনয়ন্ দেবএক আস্তে' ইতি
শ্রুতিঃ । অতএব শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপমিতি যাবৎ । এবং-
ভূতস্ত অবাগ্মননগোচরত্বাং কথং সাধকৈরারাধ্যং ইত্যত
আহ হংস ইত্যাদি । হংস ইত্যঙ্গশামদ্রাত্মকমিতিভাবঃ । যথা

গুরুকৃষ্ণভেদেন চন্দ্রমসি পক্ষদ্বয়ং তথাহজপারূপস্ত্যাপি পর
ব্রহ্মণঃ হংকারসংকাররূপং প্রকৃতিপুরুষাত্মকং পক্ষদ্বয়মিতিভাবঃ ।
বিক্রিশেষঃ । তথাচ ‘হংকারঃ শিবরূপঃ স্ত্যং সংকারঃ শক্তিরূপধ্বক্’ ।
‘ইতি স্বরোদয়ঃ ।

ইদানীং প্রদক্ষাৎ তস্মৈ পরমাত্মরূপস্য গুরোধ্যানং ব্যাচষ্টে
সজ্জনানাং প্রবোধায় ব্রহ্মানন্দমিতি ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুদ্বিৎ ।

দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্তাদি লক্ষ্যং ॥ ৪

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতং ।

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি । ৫

ভাষ্যং । এবম্ভূতং সদগুরুং অহং নমামি প্রভুর্হেন স্বীকরোমি ।
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপং । তথাচ ‘গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ’ ইতি
গুরুগীতা । ‘আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠতি’ ইত্যুত্তর
গীতা । পরমমুৎকৃষ্টং সুখং অবিনাশ্য সুখমিতি যাবৎ । তৎ দদা-
তীতি তং । তথাহি কৈবল্যলক্ষণযুক্তং অতএব জ্ঞানমেব মুদ্বিঃ
স্বরূপং যস্মৈতি তং । দ্বন্দ্বং প্রকৃতিপুরুষৌ তাভ্যামতীতং অনির্কচ-
নীয়ং । গগনমিব দৃশ্যতে যঃ নির্মলত্বাৎ সদা বিজ্ঞমানত্বাৎ সর্ব-
ব্যাপিহাচ্চ । তংপুনঃ কেনোপায়েন বোধ্যং ইত্যাহ তত্ত্বমসি
ওঁতং সদিত্যাদিমহাবাক্যজন্ম জ্ঞানবিষয়মিত্যর্থঃ । একং
স্বজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতমিত্যর্থঃ । তথাচ ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ।
ইতি শ্রুতিঃ । নিত্যং উৎপত্তিবিনাশরহিতমিতি যাবৎ ।
বিগতো গুণাত্ম্যপাধি রস্ম্যাং নিলিপ্তত্বাৎ । ন চলতি প্রয়োজনা
ভাবাদিত্যচলং । সর্বদা সর্বেষু সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকালেষু সাক্ষি
ভূতং অভ্রাস্তবিজ্ঞমানত্বাৎ । ভাবস্ত ত্রিবিধঃ আধ্যাত্মিকপাধি-
বিকাপাধিভৌতিকভেদাৎ । তস্মাদতীতং তুরীয়স্বরূপমিতিভাবঃ
ত্রয়াণাং গুণানাং সমাহারঃ তেন রহিতং অবাদিতমিতিভাবঃ ।
(অথ ব্রহ্মরূপে তেজোরূপং কারণগুরুং সংপ্রোচ্য তস্মৈব গুরোঃ
স্বাস্ত্যস্বরূপং নিরূপয়িতুং স্থাননির্দ্বন্দ্বচনপূর্নধ্বং তমেব বিব্রণোতি) ।

এতদপি ধ্যানান্তরং । নিত্যমিতিনিরঞ্জনাস্তানাং (প্রত্যেকং বিশেষণং)

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাষং নির্বিকারং নিরঞ্জনং ।
 নিত্যবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং । ৬
 হৃদ্যশুভ্বেহপি তদ্বিশ্বং তেজোরূপং সনাতনং ।
 স্ব বিশ্বং স্বয়মালোক্য মোহং মোহং পুনঃ পুনঃ
 তদা হংসোহংস ইতি সহস্রাণ্যেকবিংশতিং । ৭।।
 ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ ভ্রান্তৌ জীবঃ স্বয়ং জপেৎ
 হংসঃ সোহমিতি জ্ঞাত্বা মোহং ব্যঞ্জনহীনতঃ । ৮
 ওঁ কারব্যাপিতং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং । ৯
 বদামি তৎ পরং ব্রহ্ম বাচ্যরূপং তমীশ্বরং ।
 নাদবিন্দু কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ । ১০

নিত্যং অক্ষয়োদয়ং শুদ্ধং পবিত্রং নবিদ্যাতে আভাষঃ প্রকাশকো
 স্য স্বয়ং প্রকাশরূপত্বাৎ । নি ন বিদ্যাতে বিকারাঃ উৎপত্তি রুদ্ধি
 বৃত্তয়ঃ ষড়্ভিকারা যন্তেতি ভাবঃ । নি ন বিদ্যাতে হঞ্জনং শ্বেতপীতা-
 রাপাধি র্যত্র তং । গগনসদৃশত্বাৎ সাদৃশ্যং পুনঃ সশব্দং জ্ঞেয়ং আকাশং
 নেশব্দং ব্রহ্ম উচ্যতে ইতি পুনশ্চ নিত্যজ্ঞানবিষয়ং । সন্তো চিদানন্দৌ
 স্য তথোক্তং । সর্বত্রৈব নমামীত্যস্ম কৰ্ম্মণি দ্বিতীয়া ইতি । ব্রহ্ম-
 ক্ত্বং তেজোময়ং সর্বকারণকারণরূপং কারণ প্রতিবিম্ব রূপং
 স্বেগুরুং নির্দিশতি হৃদ্যশুভ্বেহপীতি ।

হৃদয়ে যৎপদ্মং অনাহতাখ্যমিতি যাবৎ তস্মিন্ । তস্য তেজো
 পিণ্ডো গুরোঃ বিশ্বং প্রতিবিশ্বং অতএব তেজোরূপং সনাতনং
 নিত্যমিত্যর্থঃ । সচ জীবরূপ ইতি ভাবঃ । তথাচ যদা জীবঃ
 বিশ্বং স্বয়মেব দৃষ্ট্বা হংসঃ পুনঃ মোহং মোহং ইতি কারণাভিমानी
 বতি তদৈব ভ্রান্তঃ সন্ হংসোহংস ইত্যজপামন্ত্রং দিবারাত্রৌ ষট্
 তাদিকৈকবিংশতিবারং জপেৎ । এতদ্বু ভ্রান্তজীবস্য লক্ষণং ।
 পুনঃ কেনাভ্রান্তঃ ভবতি ইত্যাক্ষর্যা আহ তদেতি । হংসঃ

মোহং চৈত্যানুলোমবিলোমভ্যাং ভ্রাস্ত্ৰএবজপতি । ততস্ত্ব জীবঃ হংস
এব মোহমিতি জ্ঞাহ্বা তস্য ব্যঞ্জনহীনতঃ পুনঃ ওঁকারস্বরূপং তেনৈদ
রূপেণ সচরাচরত্রৈলোক্যং ব্যাপ্তং পূৰিতমিতি । তদেব ব্রহ্মণঃ
স্বরূপমিত্যাহ । তদেব বাচ্যরূপং পদার্থানাং সাধৰ্ম্ম্যরূপং ঈশ্বরং নাদ
বিন্দুকলাতীতং গুরুমেব পরং ব্রহ্মবদামি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
তমেব প্রভুত্বেন জ্ঞানামি । ১০

হৃদ্যস্মুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থং
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূৰ্ত্তিং
ধ্যায়েদগুরুং চন্দ্রকলাবতংসং
সচ্চিৎ সুখাভীষ্টবরপ্রদানং । ১১ ।

তেজোরূপং সৰ্বকারণরূপং গুরুং নির্দ্যাচ্যানন্তরং তমেব সূক্ষ্ম
রূপেণ নিরূপয়তি । হৃদ্যস্মুজেহপীতি ।

হৃদি হৃদয়ে স্থিতং যং অস্মুজং পদ্মং অনাহতাভিধানং তস্মি
কর্ণিকায়া মধ্যং তত্র তিষ্ঠতি তং সূক্ষ্মরূপং গুরুং নিত্যং ভজামি
মেব্যত্নেন জ্ঞানামি তং পুনঃ কথন্তু তং । তত্র কর্ণিকামধ্যে যং রত্ন
সিংহাসনং তত্র সংস্থিতা দিব্যা মূৰ্ত্তিঃ যস্য তমিতি । পুনঃ চন্দ্রকলা
অংশঃ সাএব অবতংসং ভূষণং যস্য তমিতি । পুনঃ সং নিত্যং চি
জ্ঞানং সুখং শান্তিঃ অভীষ্টং ঈক্ষিতং বরঞ্চ প্রদদাতি তং গুরু
ধ্যায়েৎ সাধক ইতি শেষঃ । ১১ ।

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং ।
মুক্তাধরা ভূষিতদিব্যমূৰ্ত্তিং ।
বামান্ধপীঠস্থিতদিব্যশস্ত্রিং ।
মন্দস্মিতং পূর্ণ কৃপানিদানং । ১২

ইদানীং বিশেষবিজ্ঞানার্থং ধ্যানাস্তরং নির্দিশতি শ্বেতাম্বর
মিত্যাदि । শ্বেতং শুক্লবর্ণং অম্বরং যস্য পুনঃ শ্বেতঃ বিলেপশ্চন্দন
তেন যুক্তং সুসজ্জিতমিত্যর্থঃ । মুক্তা রত্নবিশেষঃ সাএব কলমিতি
তেন আবুষিতা দিব্যা মূৰ্ত্তিঃ যস্য ইতি । বামান্ধ বামোক্তঃ তদেব পী

সর্বানন্দ তরঙ্গিনী ।

আনন্দং তত্র স্থিতা দিব্যা নিরুপমা শক্তি র্যস্যোতি তমিতি । যন
যথা স্যাৎ তথা স্মিত ঈষদ্ধনিত স্তমিতি । • মন্দহাসলক্ষণং পূর্ণানন
মিতি ভাবঃ । তথা সংপূর্ণদয়ায়া আদি কারণঃ । নিধানমিা
পক্ষে তাং ধারয়তি ইতি বিশেষঃ । ১২ ।

আনন্দ মানন্দ করং প্রসঙ্গং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্রমিড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদগুরুং নিত্যমহং ভজামি ১৩ ।

স্বয়মানন্দস্বরূপং আনন্দকর্তারং চ । নিত্যানন্দাভিলাষিণাং মুমুক্শুণ
স এব নিত্যানন্দং প্রদদাতীতি ভাবঃ । তথা চ আনন্দং ব্রহ্মণে
রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতমিতি । অতএব জ্ঞানমেব স্বরূপং স্বভাবে
যস্য তথা নিজবোধযুক্তং আত্মজ্ঞানবস্তুমিত্যর্থঃ । তথা যোগিনা
ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ আদিযোগীতি ভাবঃ তং । তথাচ সতপোহপ্যত তপস্তপ্ত
সর্গমিদম সৃজদিতি যদিদং কিঞ্চেতি । ইড্যতে স্ত্যুতে হসাবিতি তং
দেবাদিভিরিতি শেষঃ । ভবতীতি ভবঃ সংসারএব রোগঃ বিকার
তন্য বোগন্য সঙ্গক্ষে বৈদ্যমিব জ্ঞানৌষধপ্রদাতৃহ্মাং ইথং সূক্ষ্ম
রূপিণং শ্রীমদগুরুং নিত্যমেবাহং নতোহস্মি ইত্যর্থঃ । ১৩ ।

স্থূলং মন্ত্রপ্রদং বাহে পূজনীয়ং দ্বিবাছকং
যদাজ্জয়া সূক্ষ্মতেজোরূপং যুগ্মং প্রকাশিতং । ১৪

অনন্তরং গুরোঃ স্থূলরূপং নিরূপ্যতে স্থূলমিত্যাди পূর্বোক্ত
বহ্নাদ্বয়ং কিল অন্তর্গোচরং নতু ইন্দ্রিয়াদি গোচরং অতএ
তস্মৈ গুরোর্বাহজ্ঞানেন তনৈব শ্রীগুরুং বাহুস্বরূপেণ নিরূচ্যে
বাহে বাহ্যবহ্নায়াং যঃ রূপয়া মদ্রং দদাতি । যদাজ্জয়া সাধনাদিব
প্রাপ্তং পুরুষেণেতি ভাবঃ । চরণবন্দনাদিনা পূজিতো যন্তং দ্বিবা
যুক্তং । যস্য গুরোরাজ্জয়া হনুমত্যা পূর্বোক্তং রূপদ্বয়ং প্রকাশিত
সাধকানামিতি শেষঃ । ১৪ ।

স্থূলো বহি র্যোহিমমুপ্রদাতা জ্ঞানপ্রদাতা কলুষাপহর্তা
মোহান্ধনাশে জগদেকভানু ত্রয়োদশ ব্যক্তগুণৈঃ প্রযুক্তঃ । ১৫

কল্পুযাপহৰ্তা ইত্যন্তং স্মৃগমং । মোহোহজ্ঞানং সএবাক্কারঃ
 জগতি স্থলব্রহ্মাণ্ডে অক্কারনাশে একঃ দ্বিতীয়রহিতঃ সূর্য্য ইব
 ইত্যর্থঃ । অগ্নিন্ জগতি অক্কারনাশে যথা একঃ সূর্য্য এব কৰ্ত্তা
 তথা অগ্নিন্ দেহেহপি অনাত্মনি অহমিত্যজ্ঞানরূপাক্কারনাশে
 বাহ্যে স্থলগুরুরেব কৰ্ত্তা নাত্মোহস্তীতি ভাবঃ । ত্রয়োদশগুণা যথা
 শাস্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ । শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ
 ওচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ॥ আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
 নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ গুরুরিত্যাভিধীয়তে । অম্লচ 'উদ্ধৰ্তু-
 ঃকব সংহৰ্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ । তপস্বী সত্যবাদীচ
 বৃহস্পো গুরুরুচ্যতে । (১৫)

শ্রীসর্বানন্দনাথোহসৌ বঙ্গে মেহারসংজ্ঞকে

তপ্তাপশত্ পদান্তোজং ভবান্যাঃ পরমেশ্বরঃ । ১৬

অথ গুরুত্বয়ং নমস্কৃত্য প্রকৃতমনুস্মরতি শ্রীসর্বানন্দ নাথ-
 ইত্যাদি ।

অসৌ বর্ণনীয়-চরিতঃ, পরমেশ্বরঃ পরমশিবঃ পাশমুক্তত্বাৎ
 তথাহি পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদাশিবঃ । স্থণালজ্জা
 ত্বয়ং ক্রোধো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী । কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ
 পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ । ভয়াশঙ্কে ইতি চ পাঠঃ । আশঙ্কা সন্দেহঃ ।
 ঐশ্বরঃ সৰ্ব্ব দৈশানঃ শঙ্করশচয়্য শেখর ইত্যমরঃ ।) পরমেশ্বর মিতি
 পাঠে তু পরং শ্রেষ্ঠং ঐশ্বরং দৈশ্বরীসম্বন্ধি পদান্তোজ মিত্যম্বয়ঃ ।
 শ্রীসর্বানন্দনাথঃ (সৰ্কেষু বিষয়েষু আনন্দো যস্য অসৌ সৰ্কানন্দঃ,
 হাস্তঃ পুরুষাঃ সৰ্কানপি বিষয়ান্ আনন্দপ্রদান্ মন্যন্তে, তেষাং
 ঃখাভাবাৎ । যদ্বা, সৰ্কেষু কালেষু আনন্দো যস্য অসৌ সৰ্কানন্দঃ
 দানন্দিত-চিত্তত্বাৎ । যদ্বা, সৰ্কাসু বিদ্যাসু কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাসু
 ষ্টাসু আনন্দঃ দর্শনজনিত আত্মাদো যস্য, সঃ সৰ্কানন্দঃ । সৰ্কানন্দ
 ব নাথ ইতি সৰ্কানন্দনাথঃ । শ্রিয়া শ্রীযুক্তো বা সৰ্কানন্দনাথঃ
 তি শ্রীসৰ্কানন্দনাথঃ । জীবিতস্য নাম্নঃ পূৰ্ব্বত্র শ্রীশব্দ-সংযোগো
 তু মৃতস্য, ইতি বঙ্গীয়রীত্যানুকুলং বচনং যে বদন্তি তে ন সঙ্গত
 ঃ, যতঃ মৃতস্য নাম্নঃ পূৰ্ব্বত্রাপি শ্রীসংযোগো দৃশ্যতে । যথা

সৰ্ৱানন্দ তৱঙ্গিণী ।

শ্ৰীদুৰ্গাদাস কৃতায়ামিতি । অথবা, মহাত্মনাং সিদ্ধানাং চিৱমে
জীবনং নাস্তি কদাপি মৰণমিতি । বস্তুতন্তু শ্ৰীশব্দো মান্ধলিকঃ
অতএব জীবিতস্য মৃতস্য চ নাস্তি পূৰ্ৱং অস্য প্ৰয়োগো ভবেৎ
মান্ধলিকত্বাৎ ভাৱবিৱৰপি প্ৰত্যেক মধ্যায়স্য প্ৰাৱন্তে শ্ৰীশব্দ
প্ৰযুক্তবান্ । যথা—শ্ৰিয়ঃ কুৰুণামধিপস্য পালনীং । শ্ৰিয়ঃ পতিঃ
শ্ৰীপতি ৱিত্যাদি ।) বঙ্গ বঙ্গদেশে মেহাৰ সংজ্ঞকে মেহাৰনাথি
স্থানে তপ্তা তপঃকৃত্বা ভবান্যাঃ ভবন্য শিবস্য পত্ন্যাঃ ভগবত্যাঃ
পদাস্তোজং অপশ্ৰুৎ ঐক্ষত দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ ।

ব্যক্তো যেন কৃতঃ কাশ্চাৎ বীৰাচাৰঃ সুগুহ্যকঃ ।

তদ্বৎ কথয়াম্যদ্য নত্ৱা তদ্বংশজান্ গুৰূন । ১৭

যেন সৰ্ৱানন্দনাথেন কাশ্চাৎ বাৰাণস্যং সুগুহ্যকঃ অতিশয়েন
গোপনীয়ঃ বীৰাচাৰঃ আগমোক্তাচাৰবিশেষঃ ব্যক্তঃ প্ৰকাশিতঃ
কৃতঃ । সুগুহ্যকত্বাৎ বীৰাচাৰবিবৰণ মত্ৰ ন প্ৰকাশিতম্ । সৰ্বৈ-
গুৰুমুখাৎ জ্ঞাতব্যম্ । তদ্বংশজান্ সৰ্ৱানন্দ-বংশোৎপন্নান্ গুৰূন
পূজ্যান্ জনান্ নত্ৱা প্ৰণিপত্য । এতেন নমস্কাৰেণ শ্ৰীসৰ্ৱানন্দাত্মজ
শিবনাথ ৱচনেয়ং ন প্ৰতীয়তে, যতঃ সৰ্ৱানন্দবংশোদ্ভূতানাং মধ্যে
কোহপি ন শিবনাথস্য গুৰুৰ্ভবিতু মৰ্হতি তস্য জ্যেষ্ঠপুত্ৰত্বাৎ ।
অতএব কেনাপি শিষ্যেণ প্ৰণীতা যিমাং সৰ্ৱানন্দ তৱঙ্গিণীং মন্ত্ৰস্তে
হন্তে জ্ঞানিনঃ । তন্ন যুক্তম্ । শিবনাথস্তাপি সিদ্ধত্বেন তস্মিন্
কাপট্যাৰোপস্য বংশনাশভিয়া অযুক্তিসিদ্ধত্বাৎ । বস্তুতন্তু অত্ৰ যচ্ছ-
ব্দেন সৰ্ৱানন্দস্য পিতামহো বাসুদেব উচ্যতে, জন্মান্তৰভেদা স্মৰণ
পূৰ্ৱক প্ৰকৃত-ব্যক্তি স্মৰণাৎ । যদ্বা, সঃ বংশজঃ যেবাং তান্, সৰ্ৱা-
নন্দনাথঃ যেবাং মহাত্মনাং বংশোৎপন্নঃ, তান্ পূৰ্ৱপুৰুষান্ নত্ৱা ।
তদ্বংশীয়ান্ গুৰূন ইতিপাঠে সৰ্ৱানন্দ বংশ জাতানাং গুৰুদেবান্
শিব মিত্যর্থঃ । বহুবচনং গৌৰৱার্থং । শিবস্য গুৰুত্বে প্ৰমাণং যথা ।
মত্ৰদাতা গুৰুঃ প্ৰোক্তো মত্ৰশ্চ পৰনোগুৰুঃ । পৰাৎপৰ গুৰুস্ত্বংহি
পৰমেষ্ঠী ত্বংপ্ৰিয়ে । ইত্যাগম বচনাৎ শিবস্য পৰমেষ্ঠি গুৰুত্বেন ন
দোষঃ ।

অদ্য তদ্বৃত্তং তস্মৈ সৰ্বানন্দনাথস্য পূৰ্ব্বজন্ম সহিত সিদ্ধিলাভ
জন্মনঃ বিবরণং কথয়ামি বদামি অহমিতিশেষঃ ।

দাসাখ্যো নাম রাজাভূ মেহারে রাজ্যপালকঃ ।

শ্রীমান্ যশস্বী ধৰ্ম্মাত্মা স্বেচ্ছভক্তি-পরায়ণঃ ॥

রাজ্যপালকঃ স্বরাজ্য পালনতৎপরঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীবান্ এতেনাস্মৈ
রাজ্যে বিঘ্নাভাবঃ সূচিতঃ । শ্রীমান্ সুন্দরাকারোবা । যশস্বী কীর্তি-
মান্ ধৰ্ম্মাত্মা ধাৰ্ম্মিকঃ স্বেচ্ছভক্তিপরায়ণঃ আত্মন ইষ্টদেবে অতিশ-
শয়েন ভক্তিমান্ দাসাখ্যঃ দাসোপাধিকঃ রাজা নৃপতিঃ মেহারে
বহ্নান্তর্কর্ত্তিনি মেহার নাম্নি স্থানে অভূং । নামেতি প্রসিদ্ধৌ
নিশ্চয়ে বা ।

একদা দণ্ডিনাং স্বামী হিত্বা বারাণসীং পুরীং ।

তীর্থপর্যটনাৰ্থায় মেহারে সোহপ্যুপস্থিতঃ । ১৯

একদা একস্মিন্কালে দণ্ডিনাং স্বামী দণ্ডিশ্রেষ্ঠঃ বারাণসীং
কাশীং নাম পুরীং হিত্বা ত্যক্ত্বা, তীর্থপর্যটনাৰ্থায় তীর্থভ্রমণং কৰ্ত্তুং
বহির্ভ্রগামেতি শেষঃ । সঃ দণ্ডিস্বামী অপি মেহারে উপস্থিতঃ
আজগাম ।

দাসুস্তং দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বা পদাশুজম্ ।

অপৃচ্ছদ্ ভক্তিভাবেন তস্যাগমনকারণম্ । ২০

দাসঃ দাসোপাধিকঃ মেহাররাজঃ তং পূৰ্ব্বোক্তং দণ্ডিনং দৃষ্ট্বা
অবলোক্য ভক্ত্যা ভক্তিপূৰ্ব্বকন্ পদাশুজং পাদপদ্মং নত্বা প্রণিপত্য
তস্য দণ্ডিনঃ আগমন কারণং আগমন হেতুং ভক্তিভাবেন ভক্ত্যা
অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্ ।

রাজোবাচ । অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া । ২১

অনায়াসেন যত্ প্রাপ্তং বাঞ্ছাতীতং পদাশুজং । ২১

যৎ যস্মাদ্ধেতোঃ অনায়াসেন অক্লেশেন বাঞ্ছাতীতং বাসনাতি-
গতং পদাশুজং পাদপদ্মং ভবতঃ ইতিশেষঃ, প্রাপ্তং লব্ধং,

ভগবন্ সর্ব ধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ।

অবিমুক্ত পুরীং ত্যক্ত্বা কথমন্যত্র গচ্ছসি ॥ ২২

সর্বধর্মজ্ঞ কাশীবাগাদি ধর্মতত্ত্ববিৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদ শ্রুতি
স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রেণ নিপুণ ভো ভগবন্ ! ঐশ্বর্যাদি মড়্গুণসম্পন্ন
অবিমুক্ত পুরীং বারাণসীং (ন বিমুক্তং শিবাভ্যাং বদবিমুক্তং ততো
বিহুরিত্যুক্তেঃ ।) ত্যক্ত্বা কথং অন্যত্র অন্যস্মিন্ স্থানে গচ্ছসি যাসি
হুমিতি শেষঃ ।

শ্রীদণ্ড্যবাচ ।

শ্রীমান্ দণ্ডী দণ্ডগ্রহণপূর্বক সংসারাত্মম পরিত্যাগিবোগিবিশেষঃ
উবাচ অবধূত ইত্যাদি চন্দ্রশেখরং ইত্যন্তং শ্লোক চতুষ্ঠয়ং কথয়ামাস ।

অবধূতো দুরাচারো মধুমাংস প্রলুব্ধকঃ ।

বিহরেৎ সর্বদা কাশ্যাং বঙ্গজো বিপ্রনন্দনঃ ॥ ২৩

অবধূতঃ সন্ন্যাসী সন্ মধুমাংসপ্রলুব্ধকঃ মদ্যমাংসয়োরতীব
লাভবুক্তঃ অতঃ দুরাচারঃ দুর্কৃতঃ, বঙ্গজঃ বঙ্গদেশজঃ বিপ্রনন্দনঃ
ব্রাহ্মণপুত্রঃ সর্বদা কাশ্যাং বারাণস্যাং বিহরেৎ পরিভ্রমেৎ । অব-
ধূতঃ সন্ন্যাসিভেদে । স্তে চ নিরুত্তিমার্গাশ্রয়িণঃ, অতএব মদ্যমাংস-
সবনং তেষা মকর্তব্যম্ ।

বেদাচারারতং মদ্যমাংস মৎস্য্যশিনং সদা ।

দৃষ্ট্বা তং তাড়সামাস্ম দুরাচার রতং বয়ম্ ॥ ২৪

বয়ং তং বঙ্গজং বিপ্রনন্দনং বেদাচারারতং বেদোক্তেষু আচা-
রেষু অরতং অপারতং; সদা সর্বদা মদ্যমাংসমৎস্য্যশিনং সুরাপায়িণং
মৎস্যমাংসভোজিনং, তথা দুরাচাররতং অস্পৃশ্যভোজিনং
গহানে স্থাতারঞ্চ দৃষ্ট্বা অবলোক্য তাড়য়ামাস্ম অতাড়য়াম ।

তদ্দিনাবধি চাস্মাকং পেয়ং ভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।

মধুমাংসং প্রপশ্যাম স্তেন ত্যক্ত্বা পুরী মমূন্ ॥

বয়ঞ্চ দণ্ডিনঃ সৰ্বে ভোগার্ভা তীৰ্থগামিনঃ ।

তীৰ্থ-পর্যটনার্থায় গচ্ছামি চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২৫

তদ্দিনাবধি তস্মাৎ দিনাং তদ্বিপ্ৰাতাডনবাসরাং আরভ্য
অস্মাকং যৎ পেয়ং পানীয়ং ভোজ্যাদিকঞ্চ ভক্ষ্যাদিকঞ্চ তৎ মধু
মদ্যং মাংসঞ্চ প্রপশ্যামঃ অবলোকয়ামঃ । যৎপানীয়ং তৎ মদ্য
ভূতং যচ্চ ভোজ্যং তৎ মাংসভূতঞ্চ ঈক্ষ্যামহে । তেন হেতুনা অমুম্
পুরীম্ বারাণসীং ত্যক্ত্বা বিহায় সৰ্বে দণ্ডিনো বয়ঞ্চ ভোগার্ভাঃ
সন্তঃ তীৰ্থগামিনঃ তীৰ্থাস্তরযায়িনঃ ভবামঃ ইতি শেষঃ । অত এব
অহং তীৰ্থ পর্যটনার্থায় চন্দ্রশেখরং স্বনাম প্রসিদ্ধং তীৰ্থং গচ্ছামি ।

ইতি শ্রুত্বা বচন্তস্য ভক্ত্যা গদাদয়া গিরা ।

প্রণম্য সহসা ভূমৌ রাজা বচন মত্ৰবীৎ ॥ ২৬

রাজা তস্য দণ্ডিন ইতি বচো বাক্যং শ্রুত্বা আকর্ষ্য ভক্ত্যা হেতু
ভূতয়া গদাদয়া অস্পষ্টাঙ্করয়া গিরা বাচ্য সহসা ভূমৌ ভূতলে
প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা গুরুমিতি শেষঃ । বচনং বাক্যং অত্ৰবীৎ
অকথয়ৎ দণ্ডিন মিতি শেষঃ ।

রাজোবাচ ।

রাজা দাসাখ্যো নৃপতিঃ উবাচ কথয়ামাস ।

• মানিন্দ পরমানন্দং মদ গুরুং তং মহেশ্বরং ।

শ্রীদেব্যাঃ কৃপয়াবিষ্টঃ সর্বকর্তা স সর্বগঃ । ২৭

পরমানন্দং সতত মানন্দময়ং পাশমুক্তত্বাং তং পূর্বোক্তং মহে-
শ্বরং শিবতুল্যং মদগুরুং সম দীক্ষাদাতারং মা নিন্দ । দুঃখ লেশ
স্পর্শশূন্যস্য সততং আনন্দিত হৃদয়স্য পাশমুক্তত্বাং শিবতুল্যস্য
দীয় গুরুদেবস্য নিন্দা ত্বয়া কদাচিদপি ন কর্তব্য ইতি ভাবঃ ।
যতঃ স মদগুরুদেবঃ শ্রীদেব্যাঃ ভগবত্যাঃ কৃপয়া দয়য়া আবিষ্টঃ
সংযুক্তঃ ব্যাণ্ডঃ সন্ গর্বগঃ সর্বত্রগামী সর্বব্যাপী, সর্বকর্তা ইচ্ছয়া
সর্বকার্য সম্পাদন ক্ষমঃ বভূব ইতি শেষঃ ।

কালিকাদ্যাং মহাবিদ্যাং বীক্ষিতঃ সন্ বরাশ্বিতঃ ।

মহাদেব্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ স তস্যা নিয়তঃ স্মৃতঃ । ২৮

বরাশ্বিতঃ প্রাপ্তাভিলষিতবরঃ সন্ কালিকাদ্যাং মহাবিদ্যাং-
দশ মহাবিদ্যাঃ বীক্ষিতঃ দৃষ্টবান্ সঃ মদগুরুঃ মহাদেব্যাঃ ভগবত্যা
ভবান্মাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ অঙ্গীকারেণ হেতুনা, তস্যাঃ মহাদেব্যাঃ নিয়তঃ
স্মৃতঃ পুত্রঃ, ন কদাচিদপি পুত্রান্ভাবো মদগুরো ভবান্মাবর্ত্ততে,
ইতি তাৎপর্যার্থঃ । বীক্ষিত ইত্যত্র মহাপুরুষ বচনাৎ ঐক্ষধাতোঃ
কর্ত্তরি ক্ত প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ । বদ্রা, বীক্ষিতং বীক্ষণং, তদস্যা স্তীতি
বীক্ষিতঃ অর্শাদিহাং অপ্রত্যয়ঃ । প্রতিজ্ঞায়া ইতি হেহর্থে পঞ্চমী ।

ইতি শ্রদ্ধা বচন্তস্য দণ্ডী বচনমব্রবীৎ ।

শ্রীদণ্ড্যবাচ ।

কথং সিদ্ধিঃ কৃতা তেন তপো বা কিং কৃতং মহৎ ।

প্রত্যক্ষা বা কথং ভূতাঃ কাল্যাদি জগদম্বিকাঃ ।

তদ্বদম্ব মহারাজ যতস্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ । যুগ্মকং । ২৯

। দণ্ডী তস্মৈ রাজঃ ইতি পূর্বোক্তং বচো বাক্যং শ্রদ্ধা আকর্ণ্য
বচনং বক্ষ্যমাণং বাক্যং অব্রবীৎ কথিতবান্ । দণ্ডিবচন মেতৎ ।
তেন ভবদগুরুণা কথং কেন প্রকারেণ সিদ্ধিঃ কৃতা, কিং মহৎ তপো
বা কৃতং, কাল্যাদি জগদম্বিকাঃ কালী প্রভৃতিভ্যো জগন্মাতরঃ কথং
বা প্রত্যক্ষা দৃষ্টিগোচরাঃ ভূতাঃ তস্যোতিশেষঃ । হে মহারাজ,
ভূপাল, তৎসর্কং বদম্ব কথয় ত্বমিতিশেষঃ । পরস্মৈপদিনো বদধাতো
রাস্মিনেপদিরূপেণ প্রয়োগঃ ন দোষায় মহাপুরুষ বচনাৎ । যতো
বস্মাং ত্বং তত্ত্বতঃ যথার্থেণ বেৎসি জানাসি ॥

রাজেবাচ ।

রাজা দানার্থো নৃপতিঃ কথয়ামাস ।

অহো মদগুরু মহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ।

ভোগার্হা দণ্ডিনো যুগ্মকতঃ কিঞ্চিন্নিগদ্যতে ॥ ৩০

অহো, ময়া মদগুরুমাহাত্ম্যং মম গুরোঃ প্রাধান্যং গুণবদ্ভং বা
বক্তুং বর্ণয়িতুং ন শক্যতে । নাহং মদগুরুমাহাত্ম্যাবর্ণনসমর্থঃ ইতি
ভাবঃ । পরং দণ্ডিনো যুয়ং ভোগার্থাঃ, মদ্যপান মাংসভোজন-
কাতরাঃ অতঃ অস্মাং কারণাৎ কিঞ্চিং নিগদ্যতে কথ্যতে গুরু-
মাহাত্ম্যং ময়েতিশেষঃ ।

রাজোবাচ ।

পূর্বস্থলী সমাসীনো বাসুদেবো মহামতিঃ ।
দৈববাণ্য ভবত্তস্য গঙ্গায়াং জপকৰ্ম্মণি ।
ভবিষ্যতি ভবদংশে বঙ্গে মেহার-সংজ্ঞকে ।
স্থিরো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বং মাং কলয়সীচ্ছয়া । ৩১

মহামতিঃ অনাধারণ দীশক্তিগম্পন্নঃ বাসুদেবঃ তন্নাং বিপ্র
পূর্বস্থলী সমাসীনঃ পূর্বস্থলী নামপ্রদেশবাসী আনীৎ ইতিশেষঃ
গঙ্গায়াং ভাগীরথ্যাং জপকৰ্ম্মণি জপনমকালে তস্মৈ সঙ্কে দৈববাণী
আকাশশব্দবা বাক্ অভবৎ । কা না ইত্যত আহ । বঙ্গে বঙ্গদে
মেহার সংজ্ঞকে মেহারনাম্নিস্থানে ভবদংশে ভবতঃ অদ্বয়ে ভবি
ষ্যতি সিদ্ধিরিতিশেষঃ । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে ব্রাহ্মণপ্রধান, ত্বং স্থিরো
ভব, সিদ্ধি ভবিষ্যতি ন বা ইত্যেবংরূপম্ নন্দেহং পরিহর । ত্ব
মাং ইচ্ছয়া প্রকৃতাভিলাষেণ সহ কলয়সি আহ্বয়সি ।

বঙ্গে গন্তুমনাঃ সোহপি রাঢ়দেশ মজীজহৎ ।

আনীতো নিজ মেহারে দাসৈরারাধ্য যত্নতঃ । ৩২

ন বাসুদেবোহপি “পূর্বোক্তং দৈববাণীং শ্রুত্বা” বঙ্গে বঙ্গদে
গন্তুমনাঃ গন্তুং প্রয়াতুং মনোবশ্ম ন তথোক্তঃ সন্ রাঢ়দেশং অজীজ
হৎ ত্যক্তবান্ । তদনন্তরং দাসৈঃ দাসবংশোৎপন্নৈঃ অস্মাভিঃ যত্ন
আরাধ্য নিজ মেহারে আধিকৃত মেহার প্রদেশে আনীতঃ ।

ন এবাসৌ সর্ববিদ্যাঃ সর্বকৰ্ম্মসু স্কন্ধমঃ ।

আত্মজাত্মজসমুত স্তপ্তা লেভে বরং শুভং । ৩৩

সৰ্বকৰ্মসু সূক্ষ্মঃ অসৌ বৰ্ণনীয় চরিতঃ সৰ্ববিদ্যাঃ সৰ্বানন্দ
স এব বাসুদেবঃ জন্মান্তর পরিগ্রহাৎ । স বাসুদেব আত্মজাত্ব
নস্তূতঃ পৌত্ররূপেণ উৎপন্নঃ সন্ তপ্তা তপঃ কৃতা শুভং মঙ্গলং বঃ
লোভে প্রাপ, ভবান্যা ইতিশেষঃ । আত্মজাত্বনস্তূতঃ আত্মজাত্ব
পৌত্রঃ, স চানৌ নস্তূতঃ উৎপন্নশ্চেতি । এবংবিদস্য সমাস
অন্যত্রানুষ্ঠেহপি মহাপুরুষ বচনান দোষঃ । যদ্বা, আত্মজাৎ স
নস্তূতঃ ইতিপাঠঃ । পরং আত্মজাত্ব উদ্ভূত ইতিপাঠস্তু মনোরমঃ
যে তু আত্মজাত্বজাৎ নস্তূত ইতি বিগ্রহং কুর্কন্তি তে ন সঙ্গত মাত্ৰঃ
সৰ্বানন্দস্য বাসুদেব পৌত্রহাৎ কথংগ্যাদাত্মজাত্বজঃ ইতি বক্ষ্য-
মাণ শ্লোকপাদ দশনেন ।

দণ্ডীবাচ । অপৃচ্ছ ভ্রমসৌ ভূয়ঃ কথং স্যাদাত্মজাত্বজঃ ।

কেনৈবোগ্রাণ তপসা প্রত্যক্ষা সা সনাতনী ।

বরং বা কিং দদৌ তস্মৈ ভবানী ভবতারিণী ।

তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ বদস্ব তৎ । ৩৪

দণ্ডী উবাচ কথয়ামাস বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বয় 'মি'তশেষঃ । অসৌ
দণ্ডী তং দাসরাজং ভূয়ঃ পুনঃ অপৃচ্ছ জিজ্ঞাসিতবান্ । কিং-তদি
ত্যেতদাহ ! কথং আত্মজাত্বজঃ পৌত্রঃ স্যাৎ স ইতিশেষঃ । সা
মহেশ্বরী কেনৈব উগ্রাণ দুশ্চরেণ তপসা তস্যোতিশেষঃ । প্রত্যক্ষা
দর্শন-বিস্ময়ীভূতা । ভবতারিণী সংসার নিস্তারকারিণী ভবানী
মহেশ্বরী তস্মৈ সৰ্বানন্দায় কিংবা বরং দদৌ দত্তবতী । তৎসৰ্বং
শ্রোতুং আকর্ষয়িতুং ইচ্ছামি । তৎ বিস্তরেণ বদস্ব কথয় ভ্রমিতিশেষঃ ।
প্রায়েণ ভাবপ্রত্যয়ান্তা নপুংসকে প্রযুক্তা স্তস্ত্রেণ ।

রাজোবাচ । কামাখ্যাংস সমাসাদ্য বাসুদেবো মহামতিঃ ।

নীরপত্র ফলান্নঞ্চ ত্যক্ত্বা চোৎক্রমযোগতঃ ॥

মহোৎকট স্তপস্তপে দেবীদর্শন কাম্যয়া ।

দয়াযুক্তা পরাবিদ্যা স্বপ্নে বাণীং বদেমিমাম্ ॥ ৩৫

রাজা দাসনৃপতিঃ উবাচ কথয়ামাস । স মহামতিঃ অসাধারণ
বুদ্ধিশক্তি সম্পন্নঃ বাসুদেবঃ কামাখ্যাং সমাসাদ্য প্রাপ্য উৎক্রম

যাগতঃ নীরপত্র ফলান্নখ্য ত্যক্তা ক্রমেণ অন্নং ফলং পত্রং ফলঞ্চ
বৈয়াং দেবীদর্শন কাম্যয়া ভবানী দর্শনেচ্ছয়া মহোৎকটং মহোৎসবং
তপঃ তেপে দুশ্চরং তপঃ কৃতবান্ । অতঃ পরাবিদ্যা দয়াযুক্তা সতী
প্লেহমাং বক্ষ্যমাণশ্লোক ত্রয়াত্ৰিকাং বাণীং বাচং বদেৎ কথয়েৎ ।

শ্রীদেবুবাচ । উৎকটেনৈব তপসা ত্বং মাং কলয়সি ক্ষমঃ ।

মাতঙ্গমুনিনা পূর্বং ভবান্যা মন্ত্র সিদ্ধয়ে ॥

সংস্থাপিতং মহালিঙ্গ মপ্রকাশ্যং কলৌযুগে ।

তস্যোপরি শবারুঢ়াং সিদ্ধিং যাস্যসি ভূতলে ॥

মেহারাথ্যে বঙ্গদেশে জীনমূলে নিশাঙ্ককে ।

শবারুঢ়াভ্যত্র সিদ্ধিঃ স্বপৌত্রাস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

ক্ষমস্বঃ, এব নিশ্চিতং উৎকটেন উৎসে তপসা মাং কলয়সি
মাতঙ্গমুনি পূর্বং মাতঙ্গমুনিনা ভবান্যা ভগবত্যা মন্ত্র সিদ্ধয়ে কলৌ
গুপ্তপ্রকাশ্যং মহালিঙ্গং সংস্থাপিতং । তস্যোপরি শবারুঢ়াং
বারোহণাং ভূতলে; সিদ্ধিং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি । মেহারাথ্যে
মহার নাম্নি বঙ্গদেশে বঙ্গদেশান্তবর্ত্তিনি স্থানে জীন মূলে জীন-
চরো মূলদেশে নিশাঙ্ককে নিশীথনময়ে শবারোহণাং তত্র তস্মিন্
স্থানে স্বপৌত্রাস্তে স্বপৌত্র-স্বরূপে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি । যদা ত্বং
পৌত্রো ভূত্বা বঙ্গ দেশান্তর্গতে মেহার নাম্নি স্থানে জীনচরো
লক্ষ্যমগ্নিহিতে প্রদেশে মাতঙ্গ মুনি স্থাপিতস্ত মহালিঙ্গস্ত উপরি
বারুঢ়ঃ সন্ অর্দ্ধরাত্র সময়ে মন্ত্র সাধনাং করিষ্যসি, তদা তব
দীক্ষিলাভে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । সিদ্ধিং যাস্যসি ভূতলে ইত্যত্র সিদ্ধিং
প্রাপ্তি যাদ্যন্তি বা ভূতলে ইতি পাঠদ্বয়মপি কেবু কেবু পুস্তকেষু
শ্রুতে । তত্র তত্র ক্রমেণ জনঃ জনাঃ ইতি কৰ্ত্তৃপদ দ্বয়ং জ্ঞাতব্যম্ ।
ত্র মাতঙ্গমুনি সৰ্বানন্দ পূর্ণানন্দানাং সিদ্ধিত্বাং ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা বাসুদেবো বিচক্ষণঃ ।

পূর্ণানন্দং স্বভৃত্যং তদ্বাক্য মুক্ত্বা মহামতিঃ ॥

স্বপুত্রাজ্জননাকাংক্ষা বাসুদেবো হত্যজদ্বপুঃ ।

অচিরাদ্বাসুদেবোহসৌ মৃত শস্তোঃ স্তোত্রৈঃ হতবৎ ॥ ৩৭

মহামতিঃ বিচক্ষণঃ বাসুদেব ইতি ইত্যেবং দেব্য্য ভবাশ্চ
বচোবাক্যং শ্রুত্বা স্বভূত্যং আত্মপরিচারকং পূর্ণানন্দং তং বাক্যং
উক্ত্বা স্বপুত্রাং জননাকাজ্ঞী উৎপিংসুঃ বভূব । অনন্তরং বাসুদেবঃ
বপুঃ শরীরং অত্যজ্যং ত্যক্তবান্ । অসৌ বাসুদেবঃ অচিরাৎশীত্ৰং
সুতশস্তোঃ আত্মনঃ সুতস্তা শস্তুনাথস্তা সুতঃ পুত্রঃ অভবৎ ।

সভায়া মেকদা মোহত্বা প্যমাবস্যা দিনে শুভে ।

অবদৎ পৌর্ণমাস্যদ্য শ্রুত্বোপহাসকৃদ্বুধঃ ॥ ৩৮

সন্দর্ভ লেখকঃ শিবনাথঃ স পিতুঃ সিদ্ধিং বর্ণয়িতুং নিতরাং
আগ্রহাশ্রিতঃ সন্ তস্ত্রাবাল্যরক্তাস্তং পরিত্যজ্য যৌবন বিবরণং প্রার
ভতে । যদ্বা তস্য বাল্য রক্তাস্তে দণ্ডিস্বামিনঃ প্রয়োজনাভাবাৎ
তন্নাত্র উল্লিখিত মিতি । সভায়া মিতি । স শস্তুনাথপুত্রঃ অত্র
সভায়াং একদা একস্মিনু সময়ে শুভে অমাবস্যা দিনে অত্র পৌর্ণ-
মাসী পূর্ণিমা, ইতি অবদৎ তৎশ্রুত্বা বুধঃ সভাস্থঃ পণ্ডিত উপহাস-
কৃৎ উপহাসকারী বভূব । তং উপহাসেৎ ইত্যর্থঃ । শ্রুত্বা প্যুপহাসে-
দ্বুধঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

শ্রুত্বা বাক্যন্ত ক্ষুক্কোহম্ তৎসুতে শিবনাথকে ।

অবদৎ তদ্বিশেষঞ্চ নিষেধং পুনরাগমে ॥ ৩৯

অহং তদ্বাক্যং তৎবচনং শ্রুত্বা ক্ষুদ্ধঃ দুঃখিতঃ সন্ তৎসুতে
তৎপুত্রে শিবনাথকে স্বল্প বয়সি শিবনাথে পুনরাগমেতস্যেতি শেষঃ ।
বিশেষং নিষেধং অবদম্ । বাসুদেবঃ পৌল্লরূপেণ উৎপন্নঃ সর্বানন্দ-
সংজ্ঞা প্রসিদ্ধঃ শিবনাথ নামানং একং পুত্রং জনয়ামাস । বর্ণনীয়ে
কালে শিবনাথস্য যৌবনারম্ভঃ সংজাতঃ ইতি কিংবদন্তী জায়তে ।
দাস রাজঃ সর্বানন্দং জ্ঞানহীনং জাত্বা সর্বানন্দ পুত্রং শিবনাথং
অন্য রাজ-সভাগমনে নিষেধং কথিতবান্ ইতি ভাবার্থঃ ।

শিবনাথোহপি তচ্ছ্রুত্বা বদম্মাত্ পদাশ্লুজে ।

ততো বিবেক জনিতঃ সর্বানন্দো মহামতিঃ ॥

ভাতৃপত্নী সূতাদ্যৈশ্চ ভৎসিতঃ সন্ পুনঃ পুনঃ ।
জ্ঞানাকাংক্ষী মহাদুঃখী গৃহং ত্যক্ত্বা বনং যযৌ ॥ ৪০

শ্রীবনাথঃ অপি তৎরাজবচনং শ্রুত্বা মাতৃপদাম্বুজে অবদৎ
কথিতবান্ । ততস্তদনন্তরং মহামতিঃ সর্বানন্দঃ ভাতৃপত্নী-সূতা-
দ্যৈশ্চ ভাতৃ পত্ন্যা সূত প্রভৃতিভিষ্চ পুনঃ পুনঃ ভৎসিতঃ, বিবেক-
জনিতঃ সঞ্জাত বিবেকঃ সন্ মহাদুঃখী জ্ঞানাকাংক্ষী ভূত্বা গৃহং ত্যক্ত্বা
বনং যযৌ জগাম । বিবেক জনিতঃ ইত্যত্র বিবেকো জনিতোদন্য
ইতি বিগ্রহঃ । ভুগবপ্রিয়াদিবৎ বিশেষণস্য পরনিপাতঃ । ভগবতা
তস্মৈ সর্বানন্দস্য বিবেকঃ উৎপাদিতঃ ইতি ভাবঃ । মহাদুঃখী
ইত্যত্র মহাশ্চাসৌদুঃখী চেতিবিগ্রহঃ । মহদুঃখী ইতি পাঠে মহৎ
মথান্যাতং তথা দুঃখী ইতি বিগ্রহঃ ।

অতোহসৌ লেখনাকাংক্ষী পত্রাহরণ কাম্যয়া ।
আরুহ্য তাল বৃক্ষাগ্রে সর্পমেকং দদর্শ সঃ ॥ ৪১

অতঃ অস্মাদনন্তরং অসৌ বর্ণনীয় চরিতঃ স সর্বানন্দঃ লেখনা-
কাংক্ষী সন্ পত্রাহরণ কাম্যয়া তালপত্র সংগ্রহ বাসনয়া তাল বৃক্ষাগ্রে
আরুহ্য একং সর্পং দদর্শ দৃষ্টবান্ ।

কুপিতং তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট্বা বলাদাক্রম্য তচ্ছিরঃ ।
বল্যাং যুক্ত্বা শিরশ্ছিদ্বা ক্ষিপেন্মুণ্ডং মহীতলে ।
পূরতো মুণ্ড মালোক্য সন্নাসী কৃপয়া ব্রবীৎ ॥ ৪২

কুপিতং ক্রুদ্ধং দংশনোদ্যত মিত্রিযাবৎ সর্প মিত্রিশেষঃ । দৃষ্ট্বা
অবলোক্য, তৎক্ষণাৎ তচ্ছিরঃ তস্য সর্পস্য শিরো মস্তকং বলাৎ
বলং প্রকাশ্য আক্রম্য বল্যাং তালবৃক্ষাগ্রস্থিতে শাণিতাস্ত্র তুল্যে
কাণ্ড বিশেষে যুক্ত্বা শিরো মুণ্ডং ছিদ্বা মহীতলে ভুমৌ মুণ্ডং সর্প-
মুণ্ডং ক্ষিপেৎ ।

সন্নাসী অবধূতঃ তালতরুমূলসন্নিহিতায়াং ভুমৌ দেড়ায়মান
ইতি শেষঃ । পূরতঃ অগ্রে মুণ্ডং সর্পশিরঃ আলোক্য দৃষ্ট্বা কৃপয়া
অব্রবীৎ উক্তবান সর্বানন্দ মিত্রিশেষঃ ।

মহাবলো মহা বুদ্ধিমহাসাহসবান্ বুধঃ ।

কস্তুং কথঞ্চ বৃক্ষাণ্ডে কিংবা সাধন মিচ্ছসি ॥

সর্বং সম্পাদয়াম্যদ্য হ্যাগচ্ছ বৎস সন্নিধৌ ॥ ৪৩

সন্ন্যাসি বচনমেতৎ ! মহাবলঃ মহা-বুদ্ধিঃ মহাসাহসবান্
বুধঃ কঃ ? কথঞ্চ বৃক্ষাণ্ডে স্থিত ইতি শেষঃ ? কিংসাধনং বা
মিচ্ছসি বাঞ্ছসি ? হে বৎস ! সন্নিধৌ মম সঙ্গীপে আগচ্ছ আয়াহি,
(অহং ইতি উহ্যং পদং) । হি নিশ্চিতং অদ্য সর্বং তবাভিলষিতং
(সম্পাদয়ামি) মহাবল মহাবুদ্ধে মহাসাহসবান্ বুধ ইতি পাঠান্তরং
হত্রেমানি সম্বোধন পদানি ।

শ্রুত্বাগত্য সন্মুখতঃ প্রণনাম স্বভক্তিতঃ ।

অবদদবধূতং তং প্রণম্যাত্ম-নিবেদনম্ ।

অমায়াং পৌর্ণমাস্যুক্ত্বা রাজাণ্ডে হবিদ্বষা ময়া ॥ ৪৪

টীকা । শ্রুত্বা সন্ন্যাসি-বচন মिति শেষঃ । সন্মুখতঃ সঙ্গীপে
সাগত্য স্বভক্তিতঃ প্রণনাম প্রণতবান্ । ততঃ তং অবধূতং আত্ম-
নিবেদনং স্বনিবেদ্যবিষয়ং অবদৎ । কি ন্তদিত্যত আহ । অবিদ্বষা
অর্থেণ ময়া রাজাণ্ডে রাজ-সঙ্গীপে অমায়াং অমাবস্যায়াং তিথৌ
পৌর্ণমাসী পূর্ণিমা উক্তা । প্রণমেদ্-ভক্তিমান্ মুদা ইতি
পাঠান্তরম্ । অত্র কেবু কেবু পুস্তকেবু বক্ষ্যমাণাঃ পাঠাদিশৃঙ্গে ।

“ইতি সন্ন্যাসিনো বাক্য মাকণ্য বৃক্ষ-সংস্থিতঃ ।

সর্বানন্দঃ শনৈঃ পশ্যন্ ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ ॥

দক্ষিণস্থাং দিশি স্থানে ভূমিষ্ঠং দেব রূপিণং ।

বিভূতি ভূষণং শাস্তং জটা মণ্ডিত মস্তকং ॥

হাস্যাননং মহাকায় মারক্ত নয়ন দ্বয়ং ।

কুসুম কুসুমা ভাসং বসনং পরিধায়িনং ॥

অবধূতস্ত মালোক্য সর্বানন্দঃ সুবুদ্ধিমান্ ।

তাল বৃক্ষাং সমাগত্য স্নানং কৃত্বাশু স দ্বিজঃ ॥

প্রণমেচ্ছিন্নস ভূমৌ ভক্তিমাং স্তস্য সন্মুখে ।

দেবতা রূপ ধারিত্বাচ্ছিয়ানুগ্রহ কারণাৎ ॥

করুণাময়—দেহত্বাদ্ দেশিকং ত্বাং নমাম্যহং ।

নত্বেবং সন্নিধৌ তস্য সর্বানন্দো দ্বিজোত্তমঃ ॥

অবদদবধূতন্তুং প্রণম্যাত্মনিবেদনম্ ।

শ্রীসর্বানন্দ উবাচ ।

শ্রীসর্বানন্দ শর্মা হং বাসুদেব স্মৃতাশ্রজঃ ।

পুত্রোহহং শম্ভু নাথস্য মূৰ্খোহহং পরমেশ্বরঃ ।

সভায়া মে কদা রাজ্ঞো মূৰ্খোহহং তস্য সন্নিধৌ ॥

অমায়াং পৌর্ণমাস্যুক্তা হ্যাগতে হস্মিন্ গৃহে মম ।

ক্রোধোন্তৈ রাজবাক্যেন ভ্রাতৃদৈর্ভৎসিতো হ্যহম্ ।

বিদ্যার্থী লেখনাকাঙ্ক্ষী পত্রার্থং বৃক্ষ মাশ্বিতঃ ॥”

অবধূত উবাচ ।

কিং বিদ্যোপার্জনৈঃ কার্য্যং লিপ্যা বা কিং প্রয়োজনম্ ।

মন্ত্ৰং (দাস্যামি) দদামি তে বৎস ! সর্বসিদ্ধি প্রদায়কম্

টীকা । হে বৎস ! বিদ্যোপার্জনৈঃ কিং কার্য্যং, লিপ্যা বা প্রয়োজনং কিং ? বিদ্যাশিক্ষা লিপিকর্ম্ম শিক্ষণৈঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ । তে তুভ্যং সর্বসিদ্ধি প্রদায়কং মন্ত্ৰং দদামি, যেনু মন্ত্ৰেণ সর্বসিদ্ধি লাভো ভবিষ্যতি তাদৃশং মন্ত্ৰং তুভ্যং অহং সাম্প্রতং দদামি । অতএব বিদ্যাশিক্ষয়া কিঞ্চিদপি প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ ।

মন্ত্ৰমুক্তা শ্রুতৌ তস্য সন্ন্যাসী ভক্তবৎসলঃ ।

অন্তর্ধানং বভূবাসৌ লিখিত্বা বক্ষসীরিতম্ ॥

টীকা । অনৌ ভক্তবৎসলঃ সন্ন্যাসী তস্য সর্বানন্দস্য শ্রুতৌ কর্ণে মন্ত্ৰং ব্রহ্মমণ্ডং উক্ত্বা কথয়িত্বা বক্ষসি বক্ষস্থলে ঈরিতং কথিতং বাক্যং ইতি শেষঃ, মেহারে জীনমূলে ইত্যাদি পশ্চাৎ কথনীয়ং বাক্যং ইতি ভাবঃ । লিখিত্বা অন্তর্ধানং বভূব প্রাপ । ভুবঃ প্রাপ্তৌ বাসং ইতি বোপদেব সূত্রাৎ ভবতেঃ প্রাপ্ত্যর্থোহপ্যস্তুি ।

মেহারে জীন মূলে বিবিধতমযুতে পৌষমাসস্থ চান্তে
শুক্রে রাত্র্যর্দ্ধভাগে ত্রিভুবনজননী চাপ্রকাশা প্রকাশা
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শব হৃদি প্রবিশনুভুক্ত মন্ত্র প্রজাপাৎ
সর্কীশা পূর্ণকামা মনোইত বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎ সা ।

টীকা । বক্ষনীরিত মেতৎ । মেহারে বিবিধতম যুতে নানা
ারণ সঙ্কাতাক্ষকার-যুক্তে, (বক্ষত্বক ত্রয়াচ্ছাদিতত্বেন আলোক
বেশী ভাবাৎ বক্ষপক্ষাক্ষকারাচ্ছ অক্ষকারস্থ বিবিধত্বং ।) জীন-
ল জীনাশ্বতরোমূলপ্রদেশস্থ ঐসন্নিধানে পৌষমাসস্থ অন্তে
ষাক্ষে চ শুক্রে শুক্রবানরে রাত্র্যর্দ্ধভাগে নিশীথনময়ে ত্রিভুবন
ননী জগদম্বা অপ্রকাশাহপি প্রকাশা প্রকাশিতা ভবতি । শব
দি প্রবিশন্ যোগ গম্যাং তাং ধ্যায়েৎ । ধ্যায়ন্ ইতি পাঠে
ধ্যায়ন্ সন্ তিষ্ঠেৎ ইত্যর্থঃ । উক্ত মন্ত্র প্রজাপাৎ সা ভগবতী সুপ্র-
সন্না সতী সর্কীশা পূর্ণকামা সর্কীশাসু বিবয়ে পূর্ণঃ পূরিতঃ কামো
স্যাৎ তথোক্তা, তথা মনোইত বরদা মনোগত বরদায়িনী ভবেৎ ।
সর্কীশা পূর্ণ কামা ইত্যত্র পৃথক্ পদ স্বীকারে তু সর্কীশা পূর্ণকামা
পূর্ণা ভবেৎ ইত্যর্থঃ ।

প্রাপ্য ব্রহ্মমনুং তপোহস্থিততনু হর্ষাৎ প্রফুল্লাননো
ব্যস্ত ব্রহ্ম সমস্ত ধীন্দ্রিয়গণা নন্দাসব ব্যাকুলঃ ।
সর্কানন্দ বরো ব্রজে মিজ পুরে সানন্দ মান্দোলয়ন্
ভক্তা ভূত্যবরে হপঠং মুকবিতাং হৃৎস্থানং পুনঃ কিস্করে ॥

প্রাপ্যেপি । তপোহস্থিততনুঃ পুণ্যাত্মা সর্কানন্দঃ ব্রহ্মমনুং ব্রহ্ম-
লক্শ্মী হর্ষাৎ আনন্দাৎ প্রফুল্লাননঃ প্রফুল্লমুখঃ তথা ব্যস্ত ব্রহ্ম
সমস্ত ধীন্দ্রিয়গণানন্দাসব-ব্যাকুলঃ সন্ । ব্যস্ত ব্রহ্মসমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণা-
সৌ আনন্দাসব-ব্যাকুলশ্চেতি । যদা যস্মাৎ সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
সু ব্রহ্মানি তাদৃশো য আনন্দঃ স এব আনবং মদ্যং তেন ব্যাকুলঃ
গর্হ্যঃ । সানন্দং আনন্দেন সহ বিদ্যমানং যথাস্থাৎ তথা আন্দো-
লন, পূর্ণোক্তং বিবরণ মিত্তি শেষঃ আনন্দ কন্দোলনঃ ইতি পাঠা-
য় । অস্মিন্ পক্ষেহপি সর্কানন্দস্য এতৎ বিশেষণম্ । আনন্দ পূর্ণ

হৃদয় কন্দল্য উল্লসঃ উদ্বেলতা যস্য ইত্যর্থঃ । নিজ পুরে স্বগৃহে
ব্রজেৎ গচ্ছেৎ । ভূত্যবরে পূর্ণানন্দ নাম্নি দাগশ্রেষ্ঠে উক্তা পূর্বোক্ত
রত্নান্তঃ কথয়িত্বা হংস্হাং বক্ষস্বিতাং সুকবিতাং পুনঃ কিস্করে
কিস্কর সমীপে অপঠৎ । অত্র ভগবদনুগ্রহাৎ লেখন পঠনা-
সমর্থস্যাপি সর্বানন্দস্য শ্রুতি ধরত্বং সংস্কৃতজ্ঞানঞ্চ জ্ঞাতমিতি
জ্ঞাতব্যম্ । হংস্হামিত্যত্র হৃষ্টঃ ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে ।

শ্রুত্বা হৃষ্টমনাঃ সোহপি গোপয়ং স্তং প্রযত্নতঃ
সদ্যস্তং কাননং প্রাপ্য মাতঙ্গেশোপরিস্থিতঃ ॥
সর্বানন্দায় বিধিবদ্দদ্বা সাহস মুত্তমং
উক্তবান্ শৃণু হে বৎস, মাভীরু ভব সুব্রত !
মম পৃষ্ঠে চোপবিষ্টা স্বমনোস্ত্বং জপংকুরু
যতো দেব্যা বরংপ্রাপ্য বিদ্যাপূর্ণো ভবিষ্যসি ।
বরং বরয় হীতু্যস্তে বদেঃ সুবরদাং প্রতি
ন জানে কিং বরং গ্রাহং যতো ভূত্যবশী হহম্ ॥

শ্রুত্বেতি শ্লোক চতুষ্ঠয়ঃ । সঃ পূর্ণানন্দোহপি শ্রুত্বা সর্বানন্দ বচন
মাকর্ণ্য তং বিবরণং প্রযত্নতঃ যত্নেন গোপয়ন্ সন্ সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ
তৎকাননং জীন মূলারণ্যং প্রাপ্য মাতঙ্গেশোপরি নিহিত-মাতঙ্গ-
সংস্থাপিত-শিবস্য স্থানস্য উপরিভাগে স্থিতঃ সন্, সর্বানন্দায় বিধি-
বৎ যথাবিধি উত্তমং সাহসং নির্ভীকতাংদদ্বা উক্তবান্ হে বৎস !
শৃণু আকর্ণয়, হে সুব্রত ! ভীরু মা ভব ত্বং মম পৃষ্ঠে উপবিষ্টা
স্বমনোঃ স্বকীয়মূলমন্ত্রস্য জপংকুরু । যতঃ যস্মাৎ জপাৎ দেব্যা ভগ-
বত্যাঃ বরংপ্রাপ্য বিদ্যাপূর্ণো ভবিষ্যসি । বরং বরয় বৃণু, ইতি উক্তে
কথিতে সতি দেব্যতি শেষঃ । ত্বং সুবরদাং শোভন বরদাত্রীং ভগ-
বতীং প্রতি বদেঃ বক্ষ্যমাণং কথয়েঃ । কিং বরং গ্রাহং ন জানে
(অহমিতি শেষঃ) যতো যস্মাৎ অহং হি নিশ্চিতং ভূত্যবশী
ভূত্যাধীনঃ । অস্মীতি শেষঃ । স্বমনো স্ত্বং জপংকুরু, ইত্যত্র
স্বসনুং ত্বং জপংকুরু ইতি বহুন্ পুস্তকেসু পাঠো দৃশ্যতে । তত্র
| কর্ণ্যাণস্তু প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ ।

উক্তৈতৎ কিস্কর শ্ৰেষ্ঠো মহাযোগ বলেন চ
দেহাৎ প্রাণং পৃথক্কৃত্বা নিরালম্ব্য মবস্থিতঃ ।

উক্তেতি । কিস্কর শ্ৰেষ্ঠঃ পূৰ্ণানন্দঃ ইত্যং উক্ত্বা কথয়িত্বা, মহা
যোগ বলেন মহতা যোগপ্রভাবেণ দেহাৎ শরীরাত্ প্রাণং পৃথক্
কৃত্বা লীনচিহ্নমাত্মনং সহস্রারে সংস্থাপ্য, সহস্রারস্য দেহাতীতত্বাৎ
নিরালম্ব্য অবলম্বন শূন্যং যথাস্থাৎ তথা অবস্থিতঃ । মনঃ স্থিরং
যস্য বিনাবলম্বনং ইত্যেব মুক্তং যোগং অবলম্বিতবান্ ইত্যর্থঃ ।

লিঙ্গোপরি শবারুঢ়ঃ সৰ্বানন্দো মহামতিঃ ।
প্রজপেৎ স্বমনুং ভক্ত্যা নিশ্চিন্তো নির্ভয়ো যতঃ ।

লিঙ্গোপরীতি । মহামতিঃ অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্নঃ সৰ্বানন্দঃ
লিঙ্গোপরি শবারুঢ়ঃ নিহিত মাতঙ্গ মুনি সংস্থাপিত শিবস্ত স্থানস্য
উপরি শবং মৃতদেহং, প্রাণলয়াৎ পূৰ্ণানন্দস্য মৃতবদ্বয়ং । আরুঢ়ঃ সন্
ভক্ত্যা ভক্তি ভাবেন স্বমনুং আত্মমূলমন্ত্রং প্রজপেৎ প্রাকর্ষণেণ জপে পং,
যতো যস্মাৎ হেতোঃ সঃ সৰ্বানন্দঃ নিশ্চিন্তঃ চিন্তাশূন্যঃ নির্ভয়শ্চ
ভীতিশূন্যশ্চ স্বমঙ্গলার্থি ভূত্য সাহায্যাৎ । যতঃ চিন্তা ভীতী মন-
শ্চাক্ষল্যাৎ বিদধাতে ।

অথ তমিশিথে কালে স্বকীয় হৃদয়াশুজাৎ
নিঃসৃত্য তেজঃ পরমং চন্দ্র সূর্যাগ্নিভিঃ প্লুতং ॥
ব্যাপিতং তদ্বনং সৰ্বং ময়ঃপিণ্ডাগ্নিবদ্ভদা ।
অপশ্যন্তেজসো গাঢ়াৎ শ্বেচ্চবিস্মং স্তনির্মলং
শনৈ রালোকনাত্তত্র প্রাপশ্যদ্ দৃষ্টিগোচরে ।
গুরুপদিকং যদ্ব্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা ॥

অথেতি শ্লোকত্রয়ং । অথ ভক্তি পূৰ্ব্বক স্বমনুজপানন্তরং নিশিথে
নিশীথে কালে হ্রস্বত্বমার্ষম্ । চন্দ্র সূর্যাগ্নিভিঃ সমং প্লুতং গতং তং
প্রসিদ্ধং পরমং তেজঃ স্বকীয় হৃদয়াশুজাৎ আত্ম-হৃৎপদ্মাৎ নিঃসৃত্য
নিৰ্গম্য অয়ঃপিণ্ডাগ্নিবৎ জ্বলিত লৌহ পিণ্ডবৎ তৎসৰ্বং বনং তদা
ব্যাপি চং মহাপুরুষ প্রয়োগাৎ কর্তৃ রক্ত প্রত্যয়ো জাতব্যঃ । যদা

পাপিতং ব্যাপনং অস্মাস্তীতি ব্যাপিতং । তৎ সৰ্গং বনং প্রাদীপ্য
পাপিতং ব্যাপিতবৎ ইত্যর্থঃ । তেজসো গাঢ়াং গাঢ়ত্বাৎ হেতোঃ
স গাঢ়ং তেজসঃ গাঢ়ং তেজঃ অভিলক্ষ্য সূনির্মলং স্বেষ্টবিশ্বং
অনং ইষ্টদেবী প্রতিবিশ্বং অপশ্যৎ দৃষ্টবান্ । শনৈঃ ক্রমশঃ আলো-
নাং দর্শনাং তত্র দৃষ্টিগোচরে দর্শনবিষয়ে প্রাপশ্যৎ স্বেষ্টরূপং
বান্ । যৎ ধ্যানং গুরুপদ্বিষ্টং মুদা হর্যেণ চেতসা মনসা তৎ
স্থিতং সর্বানন্দেনেতি শেষঃ ।

তন্মূর্তিঃ পরমা রূপা মহতী ভক্তবৎসল।
ঈষদ্ধাস্ত্রাশু জ মুখী নীলেন্দীবরলোচনা ।
সদা দয়াদ্র হৃদয়া সাধকাভীষ্ট সিদ্ধিদা ।
ভক্তানাং কুশলাকাজ্ঞী শান্তানাং শাস্তি দায়িনী
জ্বাকুমুম সঙ্কশা চন্দ্রকোটি সূশীতলা
পদ্মাননা পদ্মহুস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি লোচনা
ত্রৈলোক্য জননী নিত্য ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদা ।
সর্বানন্দকরী সাতু সর্বানন্দ মুবাচ হ ।

তন্মূর্তিরিতি । স্বেষ্টদেবীং বর্ণয়তি । তন্মূর্তিঃ তস্মা ইষ্টদেব্যা
ঃ মূর্তিমতী সা ইষ্টদেবী ইত্যর্থঃ । পরমারূপা যদ্বা পরমা তথা
পা বর্ণনীয় রূপেণ অপ্রকাশ্যা ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিস্তুতা, মহতী
না উদারা বা, পুনঃ কিস্তুতা, ভক্তবৎসল ভক্তঃ বৎসলঃ স্নেহ-
নং যন্তাঃ তাদৃশী । অনন্তরং সর্বাণি সমস্তানি পদানি তন্মূর্তিঃ
পদস্থ বিশেষণানি । ঈষদ্ধাস্ত্রা ঈষৎ হাস্তং যন্তাঃ, স্বল্পহস-
তীব মুখ-সৌন্দর্য্যং প্রকাশতে । অশু জমুখী পদ্মমুখী । নীলেন্দী-
লাচনা সদা দয়াদ্র-হৃদয়া সততং দয়া বারিণা আদ্রং হৃদয়ং
ঃ সা সাধকাভীষ্ট-সিদ্ধিদা সাধকানাং অভীষ্টাং সিদ্ধিং অভিল-
ং বরং দদাতি বা তথোক্তা । ভক্তানাং কুশলাকাজ্ঞী ভক্তানাং
মতাং জনানাং কুশলং আকাজ্ঞতে বা তাদৃশী । অত্র কর্ত্তরিব
য়ো জ্ঞাতব্যঃ । বিদ্বাং ঈপ্ : শান্তানাং শাস্তি-দায়িনী,
ভ্যঃ জনেভ্যঃ শান্তিং দদাতি বা তাদৃশী । অত্র বিবক্ষয়া মষ্টী ।

জবা কুম্ভম সংকাশা জবা পুষ্পবৎ রাগকতী । অত্র ধ্যানং প্রমাণং ।
চন্দ্রকোটী সুশীতলা কোটিচন্দ্রেভ্যো হপি শীতলতা জন্ত সুখকরভ্বে
শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ । পদ্মাননা পদ্মমিব আননং মুখং যন্তাঃ তাদৃশী ।
পদ্ম হস্তা পদ্মং হস্তে যন্তাঃ তথোক্তা । চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি লোচনা চন্দ্রশ্চ
সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ তে লোচনানি যন্তাঃ সা তথোক্তা ॥ ঐশ্বরী নেত্রত্রয়ং
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিময়ং ইত্যর্থঃ । ত্রৈলোক্য জননী ত্রিজগন্মাতা ত্রয়াণাং
লোকানাং সমাহারঃ ত্রিলোকী ত্রিলোকী এব ত্রৈলোক্যং, তস্মৈ
জননী উৎপাদিকা মাতা বা । নিত্য। অনশ্বরত্বগুণসম্পন্না । ধর্ম্মার্থ
কাম মোক্ষদা চতুর্বর্গ ফল দায়িনী । সৰ্ব্বানন্দকরী সর্ব্বেষাং আনন্দ
বিধায়িনী সা জগন্মাতাতু সৰ্ব্বানন্দং স্বসেবকং উবাচ কথয়ামাস ।
হ ইতি পাদপূরণে ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বৎস ! ত্বং বৃণু বাঞ্ছিতং বাট্টিতি ভো রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি,
শ্রীমদভূত পতেঃ প্রধান নগরী শূন্যা বভূবধুনা ।
অদ্যারভ্য মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ প্রতিজ্ঞা কৃত্য
যস্মিন্ যন্মনসি ত্বমেব কুরুষে সম্পাদনীয়ং ময়া ॥

বৎস ইতি । ভো বৎস ! হে মেহাম্পদ ! ত্বং বাট্টিতি শীত্রং
বাঞ্ছিতং অভিলষিতং বিষয়ং বৃণু । রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ।
নিশাবসানং ভবতি ইত্যর্থঃ । শ্রীমদভূতপতেঃ মহাদেবস্য প্রধান-
নগরী কাশী ইত্যর্থঃ অধুনা ইদানীং শূন্যা প্রকৃতিশূন্যা মদভাবেন
ইত্যর্থঃ বভূব অদ্যারভ্য অস্মাং দিনাং আরভ্য । অত্র আরভ্য
যোগে পঞ্চমী ইতি ভাষ্যকারঃ । পরং নপুংস্যন্তং অদ্যপদং অতএব
মীমাংসৈষা ক্রিয়তে । অদ্য ইদং দিনাবস্থানাং আরভ্য ইত্যর্থঃ ।
অদ্যপদেন ইদং দিনাবস্থানং প্রকাশ্যতে অতএব ভাষ্যকারঃ আরভ্য
যোগে পঞ্চমী ইতি আহ । অস্মাং দিনাং আরভ্য ইতি ফলিতার্থঃ ।
ত্বংএব নিয়তঃ পুত্রঃ । ইতি প্রতিজ্ঞা ময়া কৃত্য । যস্মিন্ সময়ে ত্বং
বৎএব মনসি কুরুষে, তৎ ময়া সম্পাদনীয়ম্ ।

ইতি দেব্যা বচঃশ্রুত্বা সৰ্ব্বানন্দো মহামতিঃ

শবাসনাং সমুৎথায় স্তোত্রং কুৰ্য্যাদ্বিচক্ষণঃ

ইতীতি । দেব্যাঃ ভগবত্যাঃ ইতি বচঃ বাক্যং শ্রদ্ধা আকর্ষণং
মহামতিঃ মহাবুদ্ধিঃ বিচক্ষণঃ জ্ঞানী সর্বানন্দঃ শবাসনাৎ শবরূপাৎ
আসনাৎ সমুখায় স্তোত্রং স্তবং কুর্যাৎ ।

শ্রীসর্বানন্দ উবাচ স্তোত্রম্ ।

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্ভয়ন্তী স্বয়ং,
যন্মায়া পরিমোহিতা হরিহর ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ ।

যস্মা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং যদ্যোগি গম্যং ফলং

তুচ্ছং যৎপদ সেবিনাং হরি হর ব্রহ্মত্ব মন্যে নমঃ ॥ ১ ॥

যেতি । যা দেবী ভূতান্ উৎপন্নান্ নতু কেবলং জীবান্ (জীব-
বাচক ভূত শব্দস্য ক্লীবত্বাৎ) পরং সর্গান্ পদার্থান্ মোহজলধৌ
অজ্ঞানতারূপ-নাগরে বিনিপাত্য পাতয়িত্বা স্বয়ং সংনর্ভয়ন্তী সংনর্ভন-
পরা নতী স্থিতা । জ্ঞানিনঃ বোধিনঃ হরি হর ব্রহ্মাদয়ঃ যন্মায়া
পরিমোহিতাঃ যস্মা মায়া মোহং গতাঃ । যস্মা দেব্যাঃ ঈষদনুগ্রহাৎ
যৎ যোগিগম্যং যোগরতৈঃ জ্ঞৈঃ জ্ঞেয়ং তৎ ফলং করগতং হস্তগতং
যৎপদ সেবিনাং যস্মাঃ পদং সেবিতুং শীলং যেমাং, তথোক্তানাং
হরি হর ব্রহ্মত্বং নারায়ণ মহাদেব পিতামহত্বং তুচ্ছং আদরানর্হং,
মন্যে দেবৈ নমঃ ।

বেদো ন যৎপার মুপৈতি মাতঃ নৈবাগমোন প্রমথাধিপশ্চ ।
কস্মদম্মরঃ ক্ষীণমতি স্তবাম্ ! তদ্রূপ সম্ভাবন তৎপরঃ স্যাম্ ॥

বেদইতি । হে মাতঃ যৎপারং যস্মরূপস্য অন্তঃ বেদঃ ন উপৈতি
প্রাপ্নোতি, আগমোনৈব, প্রমথাধিপশ্চ শিবশ্চ ন উপৈতি ইতি-
শযঃ । হে অম্ম ! মাতঃ ! ক্ষীণমতিঃ স্বল্পবুদ্ধিঃ নরঃ অহং কস্মাৎ
কং অবলম্ব্য ইত্যর্থঃ, তদ্রূপসম্ভাবন তৎপরঃ তদ্যরূপস্য সম্ভাবনে
পুঙ্কনে চিস্তনে বা তৎপরঃ নিপুণঃ স্যাৎ ভবেয়ম্ নৈতৎ সম্ভবতি
ইতি ভাবঃ ।

যত্তেজসো মণ্ডল মধ্যসংস্থা হরাদয়ঃ কোটি দিবাকরাভাঃ
বিভাস্তি পূর্ণেন্দু সমীপসংস্থা স্তারা যথা ব্যোমতলেহ্যজ্জ্বলাঃ ॥

যত্তেজস ইতি । কোটি দিবাকরাভাঃ কোটি সংখ্যক সূর্যাসম
তেজসঃ হরাদয়ঃ শিবাদয়ঃ ব্রহ্মবিষ্ণু নন্দাশিব প্রভৃতয়ঃ দেবাঃ,

যন্তেজসো'মণ্ডল মধ্যসংস্থাঃ যন্যাঃ তথ তেজোমণ্ডল মধ্যবর্তিনঃ
সন্তঃ, ব্যোমতলে আকাশে পুর্ণেন্দুমীপসংস্থাঃ পুর্ণচন্দ্রনকাশস্থিতাঃ
অজস্রাঃ অসংখ্যা অপি তারা যথা তারা ইব বিভাস্তি শোভন্তে ।
তসৌ তুভ্যং নমঃ ইতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা যা পুংস্বরূপা চ কলত্ররূপা ।

যা কামমগ্না পরিভগ্ন কামা তস্মৈ নমস্তভ্য মনস্ত-মূর্ত্যে ॥৪॥

যেতি । যা ত্বং জীবরূপা, ত্বদংশন্যেবহি দেহিত্বাৎ পাশবদ্রত্বাচ্চ ।
পরমাত্ম রূপা পাশাভাবাৎ সর্বব্যাপিত্বাৎ সর্বমূলত্বাচ্চ । যা ত্বং পুং-
স্বরূপা পুরুষরূপা, কলত্ররূপাচ নারী স্বরূপাচ স্ত্রীপুংসয়ো ত্বদংশ-
ত্বাৎ, পরিভগ্ন-কামা বিনাশিত-কামভাবা নিগুণত্বাৎ ; তস্মৈ
অনন্তমূর্ত্যে অসংখ্য মূর্ত্তিধারিণ্যে তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

ত্বমেব বিষ্ণুঃ চতুরানন স্বঃ ত্বমেব সর্বঃ পবন ত্বমেব
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশলাঙ্গন স্বঃ ত্বমেব সৌরি ত্রিদশা ত্বমেব ॥৫

ত্বমিতি । হে মাতঃ ! ত্বং এব বিষ্ণুঃ পালকোদেবঃ, ত্বং
চতুরাননঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা দেবঃ, ত্বং এব সর্বঃ শিবঃ সংহারকো
দেবঃ, ত্ব মেব পবনঃ জগৎ প্রাণোবায়ুঃ, ত্বমেব সূর্য্যঃ পৃথিব্যাদি
মণ্ডল প্রসবিতা প্রচণ্ডতেজাঃ সবিতা, ত্বং শশলাঙ্গনঃ শীতলশি-
শুচন্দ্রঃ, ত্বমেব সৌরিঃ কালান্তকো যমঃ, কিং বহুনা, ত্ব মেব
ত্রিদশাঃ সর্বে দেবাঃ, ভবত্যাঃ সর্বদেবাত্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ত্বং ভূতলস্থা খিল যজ্ঞ কর্ত্তা

ত্বং নাকসংস্থা খিল যজ্ঞ ভোক্ত্রী ।

ত্বমেব তুষ্টি খিল মুক্তি দাত্রী

ত্বমেব রুষ্টি ত্রিজগমিহস্ত্রী ॥ ৬ ॥

ত্বমিতি । ত্বং ভূতলস্থা ভূমিতল বর্ত্তিনী সতী অখিল যজ্ঞ কর্ত্তা
সকল যজ্ঞ সম্পাদয়িত্রী নিখিলযাজ্ঞিকানাং ত্বদংশত্বাৎ । ত্বং নাক-
সংস্থা স্বর্গ স্থিতা সতী অখিল যজ্ঞ ভোক্ত্রী সর্ব যজ্ঞ ভোগ কারিণী,

সৰ্গসমরায়কদ্বাং, অং এব তুষ্ঠা তোষং গতা সতী' অখিলমুক্তি
দাত্রী সৰ্গমোক্ষদায়িনী নারায়ণায়কদ্বাং । অ মেব রুষ্ঠা কুপিতা
সতী ত্রিজগদ্বিনষ্টী ত্রৈলোক্য বিনাশিনী মহাকালরূপদ্বাং । যজ্ঞ
কর্তা যজ্ঞ ভোক্তা মুক্তিদাতা সংহর্তা চ ত্রদংশ ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

সংসারো হয় নসার এব সততং দুঃখ-প্রদো দেহিনাং
কিন্তু জ্ঞান-ভূতাক্ষ মাত রনিশং জ্ঞানাগ্নি সম্ভান কৃৎ
সো হয়ৎ তুচ্চরণাম্বুজ দ্বয় কৃপা যস্মিন্ পশৌ জায়তে
সারাংসারতরঃ সমস্ত সুখদো জ্ঞানাগ্নি সম্বর্দ্ধনঃ ॥ ৭ ॥

সংসার ইতি । হে মাতঃ । অয়ং সংসারঃ অসারঃ সারহীনঃ,
অস্মাদেব দেহিনাং শরীরিণাং সততং নিরন্তরং দুঃখপ্রদঃ দুঃখপ্রদা-
য়কঃ । কিন্তু জ্ঞানভূতাং জ্ঞানিনাং অনিশং নিরন্তরং জ্ঞানাগ্নি সম্ভান-
কৃৎ জ্ঞানবহির্দীপকঃ । যস্মিন্ পশৌ তুচ্চরণাম্বুজ-দ্বয়-রূপা
‘তদীয় পাদপদ্ম বৃগল রূপা জায়তে ভবতি, তস্য সো হয়ং সংসারঃ
সারাংসারতরঃ সমস্ত সুখদঃ জ্ঞানাগ্নি সম্বর্দ্ধনশ্চ ভবতীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

নহি স্বেচ্ছাসাধ্যো জননি সুখদুঃখে খলু নৃণাং
ভবেতাং যদুর্গে পততি নর ইচ্ছাবিরহিতে ।
অতো নাহং কর্তা হরি রপি জগৎ পালনপরো
মহেশো ব্রহ্মাপি ত্রিগুণ-জননে ত্বংহি নিতরাং ॥ ৮ ॥

নহীতি । হে জননি । হে মাতঃ । খলু নিশ্চিতং সুখ দুঃখে
নৃণাং নরাণাম্ স্বেচ্ছাসাধ্যো আত্মাভিলাষ সম্পাদ্যো নহি ভবেতাং ।
যৎ যস্মাৎ, নরঃ ইচ্ছা বিরহিতে দুর্গে মহাবিশ্বে বা ভববন্ধে বা
শোকে বা দুঃখে বা নরকে বা বসদে বা জন্মনি বা মহাভয়ে
বা অতি রোগে বা পততি । অতঃ এতস্মাৎ কান্যং অহং ন কর্তা,
হরিঃ বিষ্ণু রপি জগৎ পালনপরঃ লোকত্রয়পালকো ন, মহেশঃ
শিবঃ, ব্রহ্মা পিতামহোহপি ন । ত্রিগুণ জননে । সত্ত্ব রজস্তমোগু-
ণোৎপাদিকে । হি নিশ্চিতং নিতরাং অবশ্যং ত্বং সৃষ্টি পালননংহার
কারণ মিতিশেষঃ । ত্রিগুণজননে । ইত্যত্র ত্রিগুণজননি ইত্যপি

পাঠোদ্যোতৈ অগ্নিন্ পক্ষে ত্রিগুণানাং সত্ত্ব রজস্তমসাং জননী
উৎপাদিকা, তৎসম্বন্ধৌ ইত্যর্থঃ জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮ ॥

ত্বং সৰ্ব্বশক্তি জ'গতাং দুহিত্রী

ত্বং সৰ্ব্ব মাতা সকলস্য ধাত্রী ।

ত্বং বেদরূপা খিল বেদ বাচ্যা

ত্বং সৰ্ব্ব গোপ্যা সকল প্রকাশ্যা ॥ ৯

ত্মমিতি । অগ্নি আদ্যে ত্বং সৰ্ব্বশক্তিঃ সৰ্বেষাং পুংসাং শক্তি-
রূপা বাঞ্ছনন-বলরূপা সহধর্ম্মিণী-রূপা বা । জগতাং সৰ্বেষাং
লোকানাং দুহিত্রী দুহিতা তনয়াচ দুহিতৃশব্দাং ঐপ্ মহাপুরুষ
প্রয়োগাৎ ন দোষায় । যদ্বা ; দুহিতা চানৌ ঐচেতি দুহিত্রী লক্ষ্মী
বীকার উচ্যতে ইতি কোষাৎ গৃহলক্ষ্মীরূপা কন্যা ইত্যর্থঃ । ত্বং সৰ্ব্ব
মাতা সৰ্বেষাং জননী, সকলস্য সৰ্ব্বস্য ধাত্রী গর্ভমোচন সময়ে
ধারণ কারিণী উপমাতা পোষণকারিণী বা । ত্বং বেদ রূপা, শ্রুতি-
স্বরূপা ত্বং বেদ্যা ইত্যর্থ । অখিল বেদ বাচ্যা সৰ্বেষাং বেদানাং
অভিধেয়া চ । ত্বং সৰ্ব্বগোপ্যা সৰ্বেষাং গোপনীয়ী সকল প্রকাশ্যা
সৰ্বেষাং প্রকাশনীয়ী চ ॥ ৯ ॥

ত্বেব হংসঃ পরমো যতীনাং

ত্বং বৈষ্ণবানাং পুরুষঃ প্রধানন্ ।

ত্বং কৌলিকানাং পবনা হি শক্তি

স্ব মেব তেষামপি দিব্য ভক্তিঃ ॥ ১০ ॥

ত্মমিতি । ত্বং এব যতীনাং যোগিনাং কুস্করেচক পূরকাত্যা-
দিনাং পরমঃ হংসঃ । তদা হংসো হংস ইতি সহস্রাণ্যেক বিংশতিং
নটশতানি দিব্যারাট্রৌ ভ্রাস্তৌ জীবঃ স্বয়ং জপেৎ ইত্যুক্ত লক্ষণঃ
হংসঃ অজুপা ইত্যর্থঃ । বৈষ্ণবানাং বিষ্ণু ভক্তানাং প্রধানঃ পুরুষঃ
শ্রেষ্ঠঃ আরাধ্যঃ পুরুষঃ । যদ্বা প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ ইত্যর্থঃ ।
ত্বং কৌলিকানাং কুলাচাররতানাং সাধকানাং হি নিশ্চিতং পরমা-
শক্তিঃ । ত্বেব তেষাং কৌলিকানামপি দিব্য ভক্তিঃ অহেতুকী
ভক্তিঃ ত্বং স্বরূপা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যে যোগিনো মুনিগণাঃ পরিহৃত্য সর্বং

ধ্যায়ন্তি মাত রনিশং তব পাদ পদ্মং ।

তে হপি ত্বদীয় চরণং যুগ কোটি কল্পা

মালোকয়ন্তি কি মহো লঘুজীবিন স্তং ॥ ১১ ॥

যেইতি । হে মাতঃ । যে যোগিনঃ কৃত যোগাভ্যাসাঃ মুনিগণাঃ, হৃৎকেশনুদিগ্ধমনাঃ সুখেশুবিগতস্পৃহঃ । বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিরধী-
মূনি রুচ্যতে ।” ইতুক্ত লক্ষণা শ্রবয়ঃ সর্ব-দারপুত্রধনাদিকং পরি-
হৃত্য ত্যক্তা তব পাদপদ্মং অনিশং নিরন্তরং ধ্যায়ন্তি চিন্তয়ন্তি ।
তে পূৰ্ণোক্তা মুনয়োপি যুগ কোটিকল্পাং তৎকালং বিচিন্ত্য যবর্থে
শঙ্কমী । ত্বদীয় চরণং ন আলোকয়ন্তি পশ্যন্তি । অহো লঘুজীবিনো
হ্মনাঃ তৎ ত্বদীয় চরণং কিং আলোকয়ন্তি অবলোকয়িতুং শকু-
য়ন্তি ? কদাপিন, ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

জ্ঞাত্বাপি তৎ তব পদাম্বুজ সেবনার্থ

মুদ্বৈগিনঃ পরিজনস্য চ মুক্তি রেব ।

সংসার সাগর তরি স্তব পাদ পদ্মং

নাশ্বদন্তি গুরবঃ শ্রুতয় স্তথান্যে ॥ ১২ ॥

জ্ঞাহেতি । মাতঃ ! তৎ জ্ঞাত্বা অপি মুনিভিরপি দুর্লভং
রূতরাং লঘুজীবিভি রলভ্যং তৎ তব পাদপদ্মং বিদিত্বাপি, তব
পদাম্বুজসেবনার্থং ত্বচ্চরণপদ্মলাভার্থং উদ্বৈগিনঃ নিতরাং উৎকণ্ঠাং
শ্রুতঃ সতঃ পরিজনস্য পরিব্রাজকস্য মানবস্য মুক্তিরেচ নিশ্চিতা
মুক্তিঃ । অত্র হেতু মাহ । তবপাদপদ্মং সংসার সাগর তরিঃ ভবা-
মুপি তরণোপায়ঃ । গুরবঃ গুরুজনাঃ শ্রুতয়ঃ শাস্ত্রাণি তথা অন্তে
লাকা গ্রন্থা বা অন্তঃ তরণে সাধনং অপরং ন বদন্তি কথয়ন্তি ।
গুরুজনপ্রানুখ্যং বেদাদি শাস্ত্রেভ্যঃ তথা অন্তেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যশ্চ বয়ং
বেদিতবন্তঃ, যৎ সংসার সাগর তরণ সাধনং ত্বচ্চরণং বিনা অশ-
্যন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বাধস্তে খলু তাবদেব রিপবঃ পাপানি চুষ্ট এহাঃ

যাবন্ন ব্রজতি ক্ষণঞ্চ হৃদয়ং মাত স্বদীয়ে পদে ।

যাতে তত্র হৃদি প্রযান্তি সখিতা মেতে সমস্তাঃ পুনঃ
তস্মান্তেহপি ন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্য মেতত্ত্ব ॥ ১৭ ॥

বান্ধন্ত ইতি । হে মাতঃ ! খলু নিশ্চিতং যাবৎ যৎকাল পর্য্যন্তং
হৃদয়ং মনঃ ক্ষণক্ষণ কালং ব্যাপ্য অপি তদীয়ে ত্বৎসখ্যকিনি
পদে ন ব্রজতি গচ্ছতি ; তাবদেব তৎকাল পর্য্যন্ত মেব রিপবঃ
কামাদয়ঃ পাপানি কলুষানি দুষ্টগ্রহাঃ শনৈশ্চর প্রভৃতয়শ্চ বান্ধন্তে
পীড়য়ন্তি তত্র তস্মিন্ তদীয় পদে হৃদি মনসি যাতে গতে নতি,
এতে পূর্বোক্তাঃ সমস্তাঃ সর্বো রিপু প্রভৃতয়ঃ পুনঃ সখিতাং
প্রযান্তি সখ্যং গচ্ছন্তি সুখদানেহবিরোধিনো ভবন্তীত্যর্থঃ । তস্মাৎ
হেতোঃ তে রিপু-প্রভৃতয়ো ন দুঃখদা নাপি সুখদাঃ, এতৎ তব
মাহাত্ম্যং মহিমা ॥ ১৭ ॥

কিংবা রত্ন সহস্র মণ্ডিত গবী লক্ষশ্চ দানোদ্ভবৈঃ
পুণ্যৈশ্চাপি তথাস্থমেধ নিবহৈঃ কাশ্চাদিবাসৈ রপি ।
কিংবা কোটি সহস্র কল্প কলিতৈ ধ্যানৈ স্তথা যোগতঃ
মাত স্বংপদ পঙ্কজে যদি মনঃ স্বল্পঞ্চ বিশ্রাম্যতি ॥ ১৮ ॥

কিংবেতি । হে মাতঃ । যদি ত্বংপদ পঙ্কজে তদীয়চরণাবিন্দে
মনশ্চিন্তং স্বল্পং অত্যল্পকালঞ্চ বিশ্রাম্যতি, তর্হি রত্ন সহস্র মণ্ডিত
গবী লক্ষশ্চ দানোদ্ভবৈঃ পুণ্যৈশ্চাপি কিংবা নাস্তি কিঞ্চিং প্রয়ো-
জনমিত্যর্থঃ । তথা অস্থমেধনিবহৈঃ কাশ্চাদি বাসৈ রপি কিং,
তত্তৎকার্যোৎপন্নৈ রপি প্রয়োজনং নাস্তি স্বল্পতরঙ্গাৎ । এবঞ্চ
কোটি সহস্র কল্প কলিতৈঃ কোটি সহস্র কল্প কালং আশ্রিতৈঃ,
কোটি সহস্র কল্পসংখ্যা গণিতৈ বা ধ্যানৈ স্তথা যোগতঃ যোগৈশ্চ
কিংবা প্রয়োজনং, নকিমপি ইত্যর্থঃ । পুণ্যান্তরকলশ্চ ত্বংপদপঙ্কজে,
অত্যল্পমপি কালং মনসঃ সংযোগাৎ নূনতরঙ্গাৎ, ন তেন কিমপি
প্রয়োজন মিতি সরলার্থঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যর্থং ত্বংপদসেবিনো হতুল মহৈশ্বর্যার্থ মুদ্রোগিন
স্তেষাং তদ্বূ বিনিম্বিতং যত ইতি ত্বং রাজরাজেশ্বরী ।

কিস্তেত মহি দূষণং খলু নৃণাং তস্মায়য়া মোহিতা

ব্রহ্ম শ্রীহরি শঙ্কর প্রভৃতয়ো ব্যর্থং সমুদ্বিগিনঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যর্থনिति । যে জনাঃ ত্বংপদ সেবিনঃ নন্তঃ অতুল মহেশ্বর্য্যার্থঃ
ব্যর্থং অকারণং উদ্বিগিনো ভবন্তি, তেমাং জনানাং তং উদ্বিগিত্ত্ব
বিনিন্দিতং, যতো যস্মাং হেতোঃ ত্বং রাজ রাজেশ্বরী সত্রাজা মপি
ত্রী ইতি । কিন্তু এতং উদ্বিগিত্বং খলু নিশ্চিতং নৃণাং দূষণং নহি !
ই যস্মাং ব্রহ্ম শ্রীহরি শঙ্কর প্রভৃতয়ঃ দেবা অপি তস্মায়য়া মোহিতাঃ
ন্তঃ ব্যর্থং সমুদ্বিগিনো ভবন্তি । অস্মাং এষ তে মায়া প্রভাব ইতি
নাবঃ ! যস্মায়য়া ইতি পাঠে, যং যস্মাং মায়য়া তস্মায়য়া ইত্যর্থঃ
ব্রহ্মণীঃ তস্মিন্ পক্ষে নহি ইত্যব্যয়ং । ১৫ ।

ভাব্যং নেদৃশমুত্তমাং তনুভূতাং যদ্বাঙ্ মনোদুর্গমং ।

মহাত্মা নমিতঃ স্বয়ং পরিমিতং তদ্রূপ মাসাদিতং ।

তচ্চ শ্রীহরি পদ্মজ ত্রিনয়নৈ রগ্রাহতেজোহভবৎ ।

তস্মাত্তৎপরমং পরাংপরতরং সন্তাবয়ামো স্বয়ং । ১৬ ।

ঈদানীং অন্তর্ধ্বজন ক্রমেণ স্তূযতে । অন্তর্ধ্বজমন্তু সমাহিত মনসা
বতা-বিভূতি-চিন্তনপূরকং আত্ম-বিভূতি-পঙ্কত-প্রভৃতিভিঃ
সংস্কল্প-পূজনং তদেব সূচয়তি ভাব্যমিত্যাदि । হে মাতঃ যং যস্মাং
ব রূপং বাঙ্ মনসয়ো দুর্গমং দৃষ্টাপ্য জ্ঞান আত্ম ক্ষেত্রজঃ
ধিক পুরুষঃ নমিতঃ স্তব্ধভূতঃ সমাহিত লক্ষণহাং । অত্রাত্মপদেন
ল সূক্ষ্মাতিরিক্ত কারাণাম রূপ পুরুষ এবাদিগম্যতে সমাহিত
না ভূত্বা ন এব মানসোপচায়েণ পূজয়িতুং শক্যোতি । বায়ননরোস্ত
ন বিষয়ত্বাসম্ভবাং । রূপং কথং ভূতং শ্রীহরি বিষ্ণুঃ পদ্মজো ব্রহ্মা
নয়নঃ নদাশিবঃ এতরপি অগ্রাহ্যং তেজো যন্তু । এতে পরম
রুমাঃ সন্তোহপি গৃহীতুং ন শক্য ইতিভাষঃ । তস্মাদেব বয়
তেজঃ পরমং অনুত্তমং পরাংপরতরং শ্রেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠতরং সন্তাব-
য়ামঃ চিন্তয়ামঃ নতু পূজয়িতুং শক্য ইত্যর্থঃ ব্যর্থমো দুর্গমমিত্যর্থঃ ॥

ঈশাদ্যাঃ পরিচারকাঃ সুবিমলং পাদ্যঞ্চ মূলং জলং

চার্য্যং তন্মানসঃসুধাচমনকে গন্ধশ্চ তত্বং পরং ।

পুষ্পানীন্দ্রিয়রাশয়োবহুবিধোদ্ধৃপশ্চ বায়ুস্ততা ।
তেজোদীপইদং পরামমদনে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণস্তথা । ১৭ ।

ঈশাদ্যা ইত্যাদি । ঈশাদ্যা ঈশো মহাদেবঃ স এব আদ্যো
আদিভূতো যেনাং তে শিববিষ্ণুব্রহ্মাদয়ঃ তে পরিচারকাঃ পরি
চরণশীলাঃ দেব্যা বাহন রূপহাং । সেবক রূপদ্বা দ্বা মূলং সহস্রাঃ
চ্যুতামৃতং অতএব সুবিমলং তদেব জলং পাদ্যং পাদপদ্ম ক্ষালনীয়ং
তথা মনসোহর্ধ্যং মনস ইত্যত্রাভেদ-সম্বন্ধ-বিবক্ষয়া বস্তু । মন
এবার্থ্য মিত্তিভাবঃ । তথা আচমনং আচমনীয়ং সুধা । তথা পরং
তত্ত্বং পৃথিবীতত্ত্বং গন্ধঃ । তথা ইন্দ্রিয়-রাশয় ইন্দ্রিয়গণাঃ পুষ্পানি
ইন্দ্রিয়াণাং বহুরূপ শোভমানহাং । তথা বায়ুতত্ত্বং ধূপঃ তেজস্তত্ত্বং
দীপঃ । তথা ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণং পরামং জলতত্ত্বং নৈবেদ্য মিত্তি-
ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

পেয়শ্চামৃত সাগরঃ সুললিতং মাংসঞ্চতুল্যং গিরে
শ্চ ব্রহ্মামরদর্পণে শশিমরুত্তীক্ষ্ণাংশবঃ শোভিতাঃ ।
ঘণ্টা নাইতজধ্বনি বিরচিতা নৃত্যানি চান্যে স্তথা
তাম্বূলং পরিচারিকা বিরচিতং গন্ধাক্ততন্মণ্ডলং । ১৮ ।

ইদানীং মানসোপচার ক্রমেণ স্তোতি পেয়শ্চেত্যাদি অমৃতং
সুধা তন্ময়এব সাগরঃ সমুদ্রঃ পেয়ঃ পানীয়ঃ তব ইতি শেষঃ । গিরেঃ
পৰ্বতস্ত তুল্যং তুল্য পরিমাণং সুললিতং সুস্বাদং মাংসং দেব্যং ইতি
শেষঃ । ছত্রংশী চামরং মরুৎবারুঃ দর্পণং তীক্ষ্ণাশুঃ সূর্য্য ইত্যর্থঃ
এতে পুনস্তবোপচার ভূতাঃ সন্তঃ শোভমানা ইতিভাবঃ । অনাহত
চক্র সমুখিত ধ্বনিরএব ঘণ্টা অত্রঘণ্টাপদেন শব্দএব প্রতীয়তে তুল্য
ক্রিরোপাধিত্বাং । তথা অশ্বে রিদ্ভাদি দেবগণৈ বিরচিতানি
পূজোপকরণানি তথা পরিচারিকাভিঃ দেবগন্ধর্ব্বকন্যাাদিভিঃ
বিরচিতং তাম্বূলং গন্ধাক্তং তন্মণ্ডলং আসন মিত্যর্থঃ । ১৮

বাদ্য ঋষামৃতমুত্তমং বহুবিধং যোগীন্দ্রেচেতোহরং
নৃত্যং গীত মপীদৃশং সুললিতং গন্ধর্ব্বকন্যাাদিভিঃ ।

মঞ্চাধঃস্থিতপদ্মজত্বিনয়নস্তোত্রং বিভিন্নাধ্বগং

উচ্ছ্রিষ্ঠাংশ কভৈরবাদিকৃতিনা মানন্দ কোলাহলঃ । ১৯ ।

তথা গন্ধৰ্ব কন্যাদিভিঃ বাদ্যং নৃত্যং গীতঞ্চ ঐদৃশং সুললিতং
যং যোগীন্দ্রাণাং যোগাবলম্বনেন শ্রেষ্ঠানামপি চেতোমনো হরতীতি
তাদৃক্ মঞ্চস্থাদঃ নিম্নস্থিতানাং বিষুব্রহ্মশিবাঙ্গীনাং বিভিন্না-
ধ্বগং স্তোত্রং স্বস্বাভিপ্রেতং । উচ্ছ্রিষ্ঠাংশকেন দেব্যা ভোগাবশিষ্ট-
প্রদাদেন তদর্থং বা ভৈরবাদি কৃতিনাং আসিতান্নাদি ভৈরবাণাং
ব্রহ্মাদি দেবানাঞ্চ য আনন্দ স্তেন কোলাহলঃ কলরব ইতি । ১৯ ।

উদ্ধাত্ সংশ্রবদুত্তমামৃতরসৈঃ সংসিচ্যমানামুহ-

বিদ্যাভি দর্শভিঃ করস্বকলসৈরানন্দ-কোলাহলৈঃ ।

পূজাদ্রব্যসমগ্রশীঘ্রনয়ন ব্যগ্রা সমস্তা সখী-

দৃষ্ট্বাকৌতুক পূর্ণিতামভয়দাং তন্মণ্ডলেসংস্থিতাং ॥ ২০ ॥

উদ্ধাদিতি । উদ্ধাত্ উপরিভাগাং সংশ্রবদুত্তমামৃতরসৈঃ
নিঃসরৎ-সুধা-বারিভিঃ করস্ব কলসৈঃ হস্তস্থিত জলাধার ঘটৈঃ
করণকৈঃ দর্শভিঃ বিদ্যাভিঃ কত্রীভিঃ আনন্দকোলাহলৈঃ আনন্দ
কোলাহলং কুরুন্তীতিঃ সতীতি রিত্যর্থঃ বিশেষণে তৃতীয়া । সংসিচ্য-
মানা আদ্রীক্রিয়মাণা 'ভবসি তুং' ইতিশেষঃ । এবং ভূতাং কৌতুক
পূর্ণিতাং আনন্দ পূর্ণাং তন্মণ্ডলে দেবগণ পরিব্রজে মণ্ডলে সংস্থিতাং
অভয়দাং তাং দৃষ্ট্বা সমস্তা সখী পরিচারিকাগণঃ পূজার্থং যৎপ্রব্যাং
তস্মৈ নয়নেসংগ্রহে ব্যস্তা ইতস্ততঃ ধাবমানা ইত্যর্থঃ । ২০ ।

ইত্যাদ্যৈঃ পরি শোভিতাং স্মিত মুখী মালোয়ন্তীং পরাং

তন্মূর্ত্তিং কিয়দীক্ষণেন সহসা শশ্বজ্জলন্তীং পরাং ।

ধ্যাতুং কিং ক্ষমতা মুপৈতি বিধিবদ্ দেবঃ স যোগীশ্বরো

হ্যপ্যস্মাকং স্মুতরাং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদ্যৈঃ পরিশোভিতাং ব্রহ্মাদি দেবগণৈঃ পরিব্রজতাং স্মিত
মুখীং ঐষদ্রাস্যবদনাং আলোকয়ন্তীং স্বতেজসা দিশঃপ্রকাশয়ন্তীং তন্মূ-
র্ত্তিং তব স্বরূপং বিধিবৎ ধ্যাতুং ধ্যানং কৰ্ত্তৃংসদেবঃ শিবঃ যোগীশ্ব-

রোহপি কিং ক্ষমতাং উপৈতি । অপিতু নৈব ইতিভাবঃ । সূতরা
অস্মাকং নরাণাং অল্লধিয়াং ক্রিয়দীক্ষণেন, কিঞ্চিদর্শনেন ধ্যাতু
পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব । নির্দ্বারগে দ্বিরুক্তিঃ ।—

যদ্বা ইত্যাদ্যৈরিতি । ইত্যাদ্যৈঃ পূর্বোক্ত প্রভৃতিভিঃ পরিশো-
ভিতাং অলঙ্কৃতাং স্মিতমুখীং ঈষদ্বদিতাননাং পরান্ শক্রন্ আলোক-
য়ন্তীং পশুন্তীং যদ্বা শক্রভাবাপন্নান্ মুক্তিদানাং আশু দীপ্য-
মানান্ কুর্কষতীং শশ্বৎ নিত্যং জ্বলন্তীং দীপ্যমানাং পরাং শ্রেষ্ঠতমাং
তন্মুক্তিং মূর্ত্তিমতীং ত্রাং দেবীং সহসা ক্রিয়দীক্ষণেন বিধিবৎ ধ্যাতুং ন
প্রসিদ্ধং যোগীশ্বরো দেবঃ মহাদেবঃ অপি ক্ষমতাং সামর্থ্যং কিং
উপৈতি অপিতু ন ইত্যর্থঃ । সূতরাং অস্মাকং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব চ নিশ্চিতং নাস্তীত্যর্থঃ । শিবোহপি যত্রাসমর্থঃ, তত্রা-
স্মাকং অসামর্থ্যং কিং বক্তব্যমিতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

যদ্যেতেন চ তেন চ ত্রিনয়নি ধ্যেয়ং ন রূপং তথা
তন্মত্বা বিরমো ভবেন্ন জগতাং কেনাপি দুঃখক্ষয়ঃ ।
কিন্তুত্বং পদসেবনায় চ সদা যেষাং দৃঢ়ং মানসং
তে মুক্তা নিগমাগম শ্রুতিগণৈ গীতস্ত্বিদং মে দৃঢ়ং । ২২

যদীতি হে ত্রিনয়নি ! হে নেত্রত্রয় ভূমিতে ! যদি এতেন ভূতল
বাসিনা জনেন তথা তেন শিবাদিনা চ তব রূপং তথা ন ধ্যেয়ং,
তহি তৎ অধ্যয়ত্বং মত্বা বিরমো বিরতি ভবেৎ, ধ্যানাং নিরন্তিঃ
নস্তাব্যা । জগতাং দুঃখক্ষয়ঃ কেনাপি অশ্বেন কেন উপায়েনাপি ন
ভবেৎ । কিন্তু যেষাং মানসং মনঃ সদা ত্বংপদ সেবনায় দৃঢ়ং সুস্থিরং,
তে মুক্তাঃ ভবিষ্যন্তি মুক্তিং প্রাপ্ন্যন্তি, ইদং তু নিগমাগম শ্রুতিগণৈ
গীতং, মে মম দৃঢ়ং, মমাপ্যত্র দৃঢ়প্রত্যয়ো হস্তীত্যর্থঃ । যদ্বা, তন্মত্বা
উ ভোঃ বিরম ত্বং বিরতো ভব । নহি এতৎ যুক্তং । যতঃ, জগতাং
অশ্বেন কেনাপি উপায়েন দুঃখক্ষয়ো ন ভবেৎ । ইত্যর্থঃ । নির্গতং
শঙ্করী বক্ত্রাং গতং পঞ্চাননাননে । মতং শ্রীবাসুদেবস্ত তস্মাগ্রিগম
উচ্যতে । আগতং শিববক্ত্রে ভ্যো গতঞ্চ গিরিজাননে মতং শ্রীবাসু-
দেবস্ত, তস্মাদাগম উচ্যতে । শ্রুতি বেদঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীদেবীবাচ ।

বৎস ! ত্বং পরিমুখং মুখং মধুরং স্তোত্রং চিদানন্দজং
পুণ্যাপুণ্য-হরা বরাভয়-করা নিকামদা কামদা ।
ব্যস্তা হহং নিজনাথ সঙ্গ বিরহাৎ পূর্ণা নিশীথা ধুনা
যন্ত্বং বাঞ্ছসি তং বরং সুকুশলং দেয়ং শুভং নিশ্চিতং ॥ ২৩

শ্রীদেবীতি । শ্রীদেবী ভগবতী উবাচ কথয়ামাস । হে বৎস !
ত্বং চিদানন্দজং জ্ঞানানন্দোৎপন্নং অতএব মধুরং স্তোত্রং স্তবং পরি-
মুখং শীঘ্রং ত্যজ ইত্যর্থঃ । কুতঃ ইত্যত আহ । পুণ্যাপুণ্যহরা পাপ-
পুণ্যনাশিনী মোক্ষদায়িনী ইত্যর্থঃ । বরাভয়করা বরাভয়ে করয়ো
ঈশ্বাঃ তাদৃশী । নিকামদা তথা কামদা অহং নিজনাথ-সঙ্গবিরহাৎ
শিবসঙ্গাভাবাৎ ব্যস্তা । অধুনা নিশীথা নিশীথিনী রাত্রিঃ পূর্ণা প্রায়েণ
অবসিতা ইত্যর্থঃ । ত্বং যং সুকুশলং বরং বাঞ্ছসি তং শুভং বরং
নিশ্চিতং ময়া দেয়ং জানীহীতি শেষঃ । যন্ত্বং বাঞ্ছসি ইতি পাঠা-
ন্তরং । তত্র যদিত্য্য ব্যয়ং জ্ঞেয়ং । পুণ্যাপুণ্যহরা ইত্যাদি বিশেষণৈঃ
দর্শনশক্তিমন্ত্ৰং দর্শনবরদান সামর্থ্যঞ্চ প্রকাশিতম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীসর্বানন্দ উবাচ ।

মাতঃ কিং বর মপরং যাচে
সর্বং সম্পাদিত মিতি সত্যং ।
যদ্বচ্চরণাম্বুজ মতি গুহ্যং
দৃষ্টং বিধিহরমূরহর জুষ্ঠং ॥ ২৪ ॥

শ্রীসর্বানন্দ ইতি । শ্রীসর্বানন্দ উবাচ দেবীং কথয়ামাস ।
হে মাতঃ ! কিং অপরং তদর্শনাদন্তং বরং যাচে প্রার্থয়েৎ । সাম্প্রতং
সর্বং সম্পাদিতং ইতি সত্যং নিশ্চিতং । বৎ যস্মাৎ বিধিহর মূরহর-
জুষ্ঠং ব্রহ্মবিষ্ণুনহেশ্বর-সেবিতং অতএব অতিগুহ্যং তদ্বচ্চরণাম্বুজং
ময়া দৃষ্টং । তদ্বচ্চরণাম্বুজদর্শনেন সর্বং বরা ময়া লব্ধা ইতি
ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বানন্দ তরঙ্গিণী ।

যদি বর মপরং দেয়ং মাত

স্তম্ভহি জানে পর-হৃদয়স্থং ।

যো হয়ং পুরতঃ সুপ্তোদাস

স্তম্ভত মপরং বরমভিদেয়ং । ২৫ ।

যদীতি ! হে মাতঃ ! যদি অপরং বরং দেয়ং মন্ত্বে ইতি শেষঃ
তৎ পরহৃদয়স্থং অতএব অহং নহি জানে । যঃ অয়ং দাসঃ পুরতঃ
অগ্রতঃ সুপ্তঃ তন্মাতং তৎসম্মতং তৎপ্রার্থনীয়ং অপরং বরং অভি-
দেয়ং । ত্বয়েতি শেষঃ । প্রায়েণ ভাবপ্রত্যাহ্বাঃ নপুংসকে প্রযুক্ত
স্তম্ভেষু ॥ ২৫ ॥

ত্ৰীদেব্যাচ ।

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তো হসি

যোগ নিদ্রাং পরিত্যজ ।

পশ্চ্যমে পরমং রূপং

যথেষ্পিত বরং বধু ॥ ২৬ ॥

ত্ৰীদেবীতি । ত্ৰীদেবী জগদম্বা উবাচ যোগনিদ্রা প্রভাবেণ
বাহুজ্ঞান শূন্যং পূর্ণানন্দং কথয়ামাস । হে বৎস ! ত্বং উত্তিষ্ঠ, ত্বং
মুক্তঃ অসি । যদ্বা, অসি ত্বং মুক্তঃ মুক্তিংগতঃ । যোগনিদ্রাং পরি-
ত্যজ । মে মম পরমং রূপং পশ্য, যথেষ্পিত বরং যথাভিলষিতং
বরং বধু, অনেন জগদম্বাবচনেন পূর্ণানন্দঃ নির্দোষ মুক্তিং লব্ধবান্
ইতি বয়ং মন্ত্যামহে, যতঃ কাশীবাসাং পরং সর্বানন্দস্ত কায়পরি-
বর্তন ব্যাপারঃ শ্রুতঃ নতু পূর্ণানন্দস্ত ॥ ২৬ ॥

উক্ত্বা শিরসি পাদাজ-

স্পর্শাৎ পূর্ণং সচেতনং ।

দৃষ্ট্বা দেবী-পদাভ্যাজং

স্তোত্রং কুর্ধ্যাদ্ যথেষ্পিতম্ ॥ ২৭ ॥

উক্তেতি । উক্তা পূর্বোক্তং বাক্যং কথয়িত্বা শিরসি পূর্ণানন্দস্য
মস্তকে পাদাজ্জ-স্পর্শাং চরণপদ্ম-স্পর্শনাং পূর্ণঃ নচেতনঃ চেতনা-
যুক্তো বভূব । অনন্তরং দেবী পদাভ্যোজং দৃষ্ট্বা যথোপিতং স্তোত্রং
কুর্যাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীপূর্ণানন্দ উবাচ ।

উদ্যচ্ছারদ পূর্ণচন্দ্র-নথরে মঞ্জীর-সংশিঞ্জিতে
ব্রহ্মাদ্যঞ্জলি তর্পিতৈঃ সূকুম্মৈ রাক্তে হতিরক্তে পদে ।
বম্নেত্রালি-মধুব্রতৈঃ নিপতিতং তেনৈব সিদ্ধং বরং
কিং নশ্চা দপরং বরং ত্রিনয়নি প্রার্থ্যং ত্বদীয়ে পদে ॥ ২৮ ॥

শ্রীপূর্ণানন্দ ইতি । শ্রীপূর্ণানন্দঃ তন্নামা শৃঙ্গঃ দ্বিজাতিত্বং নুক্ত-
ত্বঞ্চ প্রাপ্তঃ সম্ উবাচ দেবীং কথয়ামাস উদ্যাদিত্যাदि । অয়িত্রি-
নয়নি ! তব পদে যং নেত্রালিমধুব্রতৈঃ নয়নভ্রমরৈঃ নিপতিতং,
তেনৈব বরং সিদ্ধং ন স্যাৎ ? অপিতু সিদ্ধমেব । অতএব ত্বদীয়ে
পদে অপরং বরং কিং প্রার্থ্যং প্রার্থনীং ? নাস্তি বরাস্তর প্রয়ো-
জনং, তচ্চরণদর্শনেन সর্ব মেবাভিলষিতং সম্পাদিত মতিভাবঃ ।
নেত্রাণাং আলয়ঃ শ্রেণ্যঃ, তা এব মধুব্রতা ভ্রমরাঃ তৈঃ । স্বয়ো-
শ্চক্ষুশ্চতুষ্টয়াভিপ্রায়েণ বলবচন নির্দেশঃ । তবপদে কিস্তুতে, উদ্য-
চ্ছারদ পূর্ণচন্দ্রনথরে উদ্যন্তঃ উদয়ং গচ্ছন্তঃ শারদাঃ শরৎকালীনাঃ
পূর্ণচন্দ্রা এব নথরাণি নথানি যস্য যস্মিন বা । পুনঃ কিস্তুতে,
মঞ্জীরসংশিঞ্জিতে মঞ্জরৈ নু পুরৈঃ সংশিঞ্জিতে সম্যক্ শঙ্কাস্বিতে ।
ব্রহ্মাদ্যঞ্জলিতর্পিতৈঃ সূকুম্মৈঃ আক্তে, ব্রহ্মাদিভিঃ কর্তৃভিঃ অঞ্জ-
লিভিঃ করণকৈঃ তর্পিতৈঃ রক্ষিতৈঃ সূকুম্মৈঃ আক্তে ব্যাণ্ডে ।
তথা অতিরক্তে অতিলোহিতবর্ণে অতিরঞ্জিতে বা । ভাসায়াং
পুংলিঙ্গা বলবঃ শব্দা স্তস্ত্রেবু ল্লীবলিঙ্গাঃ প্রযুক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

যাং পশ্যন্তি ন যোগিন শ্চিরতরং তপ্তা পরাণাং পরাং,
সূক্ষ্মাং ব্রহ্মময়ীং সদাশিব-তনুং ব্রহ্মেশ বিষ্ণু-স্তুতাং ।
তাং ত্রাং সেবক-বৎসলাং যদি পুনঃ পশ্যামি সাক্ষাদহং,
নন্যে প্রাক্তন নৃৎকটেন তপসা সম্পাদিতং পাদয়োঃ । ২৯ ।

বামিতি । যোগিনঃ কৃতযোগাভ্যাসাং মুনয়ঃ চিরতরং বহ্নু-
কালান্ ব্যাপ্য তপ্তা তপঃ কৃত্বা, পরাণাং পরাং শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠাং
সূক্ষ্মাং গুণাতীতত্বাং বিমুক্ত-স্ফৌল্যাং ব্রহ্ময়য়ীং ব্রহ্মস্বরূপাং সদা-
শিবতনুং শিবশরীর-রূপাং ব্রহ্মেশবিশুদ্ধস্ততাং হরিহর-ব্রহ্মাদিভিঃ
স্ততাং কৃতস্তোত্রাং যাং ত্বাং ন পশ্যন্তি দেবক-বৎসলাং তাং ত্বাং
যদি পুনঃ অহং নাক্ষাং পশ্যামি, অহং যৎ অবলোকয়ামি, তৎ
পাদয়োঃ তবৈব শেষঃ, উৎকটেন তপসা সম্পাদিতং প্রাক্তনং
। ত্তে, ইহ জন্মনি তাদৃক্‌স্মৃতিদর্শনাভাবাৎ । জন্মান্তরলন্ধৈঃ
দেবকবাৎসল্যেন ত্রুষ্ণরগানুগ্রহ-পুণ্যৈঃ তদদর্শনং ময়া লব্ধং, অত্র
চারণান্তরং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

আপো ভূ জ্বলনো নভশ্চ পবনঃ সত্বাদয় স্তে গুণা
উৎপন্ন্য স্থয়ি বিশ্ব-মাতরি পুনঃ সাক্ষাদ্‌ গত্যাং সতি ।
সূক্ষ্মায়াং ত্বয়ি সূক্ষ্মতা বিধি মিমি গচ্ছন্তি চেম্নিত্যশ
স্বং ব্রহ্ম-প্রকৃতি গিরীশ চরণ প্রামাণ্য মত্যাৎকটম্ । ৩০ ।

আপ ইতি । আপো জলং ভূ ভূমিঃ, জ্বলনঃ অগ্নিঃ নভঃ
সাকাশঃ, পবনো বায়ুঃ, সত্বাদয়ঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, পঞ্চ ভূতানি
গুণত্রয়ক ইত্যর্থঃ । তে তব গুণাঃ ভবন্তীতি শেষঃ । হে সতি !
নিত্যে ! পূর্ব্বোক্তা গুণাঃ পুনঃ বিশ্বমাতরি ত্বয়ি সাক্ষাৎ গত্যাং
স্থলভাব মাপন্নয়াং সত্যং উৎপন্নঃ । ত্বয়ি সূক্ষ্মায়াং স্থূলাতীত-
ভাব মাপন্নয়াং সত্যং ইমে পূর্ব্বোক্তাঃ গুণাঃ নিত্যশঃ সততং
সূক্ষ্মতাবিধিং সূক্ষ্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি চেৎ, তর্হি ত্বং ব্রহ্ম-
প্রকৃতিঃ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিঃ । অত্র অত্যাৎকটং কারণ মস্তি, কিং তৎ
ইত্যত আহ, গিরীশচরণ প্রামাণ্যং গিরীশে শিবে তদ্বক্ষসি যৎ
তব চরণং বিদ্যতে তদেব অত্র প্রমাণ মिति ভাবঃ । ৩০ ।

ত্বক্ষ্যানাপিত চেতসা তব পদ-দ্বন্দ্বাচ্চ নে যে রতা-
স্বপ্নাম-স্মরণে পরাং পরতরে নির্ম্মাল্য-পাদোদকে ।
নিধূতাখিল-কল্মষাঃ কলিয়ুগে ভুক্তেহ ভোগান্‌ পরান্‌,
বাস্ত্যন্তে পরমাং গতিং মূনিগণৈ যল্লভ্যতে সাত্ত্বিকৈঃ ॥ ৩১ ॥

তদ্যানেতি । অয়ি পরাংপরতরে শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠতরে, যে জনাঃ
 তদ্যানার্পিত চেতসা তব ধ্যানে অর্পিতেন মনসা তব পদ-স্বম্বা-
 র্চনে চরণযুগ্ম পূজায়াং, তথা ত্বমামস্মরণে ‘রক্ষমাং কালিকাদেবি !’
 ইত্যাদি রূপেণ ত্বদীয় নাম চিন্তনে তথা তব নির্মালা-পাদোদকে
 রতাঃ, তে জনাঃ কলিযুগে নিধূতা-খিলকল্মষাঃ সৰ্ব্বপাপ-বিনি-
 মূক্তাঃ সন্তঃ ইহ অস্মিন্ লোকে পরান্ শ্রেষ্ঠান্ ভোগান্ ভুক্তা,
 সাত্ত্বিকৈঃ সত্ত্বগুণাবলম্বিভিঃ মুনিগণৈঃ যৎ যা গতিঃ লভ্যতে ।
 (যদিত্যব্যয়ং জ্ঞেয়ং, অতএব সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু) । তাং পরমাং
 গতিং অস্তে দেহাবসানে, যাস্তি প্রাপ্নুবস্তু । তে নিষ্পাপাঃ সন্তঃ
 ইহকালে উৎকৃষ্টান্ বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্তা পরত্র সাত্ত্বিক মুনিগণ
 লভ্যাং পরমাং গতিং লভন্তে ইত্যর্থঃ । কলিকালে ইতি পদেন
 “পাপ পূর্ণে কলৌ অপি সভোগাং মুক্তিং লভন্তে কিং পুনঃ সত্য
 ত্রোতা দ্বাপরেষু” ইতি ভাবঃ প্রকাশ্যতে ॥ ৩১ ॥

মূলাং ত্বাং প্রকৃতিং বদন্তি মুনয়ঃ স্চাত্মান মন্যে জনাঃ,
 কেচিত্তদ্বয় মেব মূলমিতি তান্ ধীরাম্ মন্যামহে ।
 আত্মা নিত্য গুণোদয়ো হপি ভগবান্ জীবো যথা মোহিতঃ
 সংসারে ভ্রমসঙ্কুলে নিপতিতাঃ পশ্যন্তি কিং তেন তৎ ॥ ৩২ ॥

• মূলমিতি । হে মাতঃ ! মুনয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিন ঋষয়ঃ ত্বাং মূলাং
 প্রকৃতিং বদন্তি কথয়ন্তি । অশ্চে ঋষিভ্যো হ পরে জনাঃ আত্মানং
 মূলং বদন্তীতি শেষঃ । কেচিং জনাঃ তদ্বয় মেব প্রকৃতি রূপা ত্বা
 আত্মা চ মূলমিতি বদন্তীতি শেষঃ তান্ মুনিভ্যোহন্যান্ তথা
 মূলত্বেন তদ্বয় মারোপিতবতশ্চ জনান্ ধীরান্ স্থির বুদ্ধি সম্পন্নান্
 ন মন্যামহে বয়মিতি শেষঃ । অত্র কারণমাহ, নিত্যগুণোদয়ঃ
 অনশ্বর-গুণোপেতোহপি ভগবান্ আত্মা জীবঃ সন্ যয়া ত্বয়া
 মোহিতঃ । তৎ ত্বাং ত্বাং (‘তদিত্যব্যয়ং’) । ভ্রম সঙ্কুলে ভ্রান্তি-
 পূর্ণে সংসারে নিপতিতাঃ স্মূল-দেহধারিণো মানবাঃ তেন তদ্বত
 মোহভাবেন কিং পশ্যন্তি যথার্থ তত্ত্বং জানন্তি ? অপিতু ন ইতি
 ভাবঃ । ত্বম্ময়া মোহিতাঃ বিধি বিষ্ণু শিবাদয়োহপি যাং ত্বাং ন

জ্ঞানস্তি ভ্রমপূর্ণে সংসারে নিপতিতাঃ পুণ্যাবসানে গৃহীত-পুন-
র্জন্মানো মানবাঃ তাং জ্ঞাতুং কিং শক্যবন্তি ? কদাপি ন ।
অতএব তেমাং তদ্বিষয়ে মত প্রকাশনং ন যুক্তিযুক্তং ইত্যহং মন্যে
ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

রূপস্তে বিমলং মুনীন্দ্র সকলৈ ধ্যেয়ং পরং নিফলং,
মাত মাং প্রতি দর্শ্যতে স্বরূপয়া ধন্যোহস্মি মন্ত্বেহপ্যহম্ ।
কিন্তু ত্বৎপদ-পঙ্কজে সুবিমলে চৈকং বরং প্রার্থিতং,
যদ্যাস্তে করুণাবয়োদর্শবিধং রূপং বরং দর্শয় । ৩৩ ।

রূপমেতি । হে মাতঃ ! মুনীন্দ্র সকলৈ ধ্যেয়ং পরং শ্রেষ্ঠং
নিফলং পূর্ণং বিমলং মালিন্য-লেশ রহিতং তে তব রূপং স্বরূপয়া
স্বীয়ানুগ্রহেণ নতু মদগুণেন ইতিভাবঃ । মাং প্রতি দর্শ্যতে যৎ
ভুয়েতি শেষঃ । অতঃ অহং ধন্যোহস্মি ইত্যহং মন্ত্বে । ত্বদর্শনে
মৎপ্রার্থনা শেষতাং গতা । ইতিভাবঃ । কিন্তু (রূপামধ্যা মাতুঃ
সকাশে সূতস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে নবং নবং প্রার্থনীয়ং উপতিষ্ঠতে অত-
এব) সুবিমলে ত্বৎপদপঙ্কজে ত্বদীয় পাদপদ্মে একং বরঞ্চ প্রার্থিতং
কিন্তুদিত্যত আহ । যদি আবয়োঃ করুণা ত্বদীয়া দয়া আস্তে
বিদ্যতে, তর্হি বরং পরমোৎকৃষ্টং (স্বরূপবিশেষণ মেতৎ) দর্শ-
বিধং রূপং তবেতি শেষঃ । দর্শয় ভূমিতি শেষঃ । দর্শ্যতে স্বরূপয়া,
ইত্যত্র দর্শয়ামি রূপয়া ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে । তত্র দর্শয়ামি
দর্শয়ামি ইত্যর্থঃ দীর্ঘত্ব মাধ্বং । দর্শয়াম্যরূপয়া ইতি পাঠে উ রূপয়া
ঔ মহাদেবে যা রূপা তয়া দর্শয়ামি ইত্যর্থঃ । প্রসিক্ষিরেবাস্তি যৎ
পুত্রা ক্রতে যুগে শিবঃ ইদানীং কলৌ সর্বানন্দ এব ভবান্মা দর্শবিধং
রূপং দৃষ্টবান্ । অত্র তৃতীয়ো দর্শকো নাস্তীতি । দর্শয়াশু রূপয়া ইতি
পাঠস্তু ন মনোরমঃ । যতঃ দর্শবিধং রূপং বরং দর্শয় ইতি পশ্চা-
দুক্তেঃ দৃশ্যমানায়াঃ দেব্যাঃ সমীপে রূপস্তে দর্শয় ইত্যুক্তিঃ
ন সংগতা ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

ততশ্চ পরমা বিদ্যা ভক্তশ্রানুগ্রহায় বৈ ।

স্বরূপং দর্শয়ামাস্, কাল্যাদি দশরূপকং ॥ ৩৪ ॥

তত ইতি । ততঃ প্রার্থনানন্তরং পরমা বিদ্যা জগদম্বা ভক্তস্ত
ভক্তং প্রতি অনুগ্রহায় অনুগ্রহং কর্তুং কাল্যাদি দশরূপকং স্বরূপং
আত্মরূপং দর্শয়ামাস । কাল্যাদি দশরূপাণি যথা ।—কালী তারা
মহাবিদ্যা ঘোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী
তথা । বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাঙ্কিকা এতাদশমহাবিদ্যাঃ
সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

আদ্যাস্তোত্রং ।

শ্রীসর্বানন্দ উবাচ ।

ঘনাকারাকারা রিপু-রুধির-ধারাক্ষিতমুখী

গলদ্বৈগীভারা গলললিতহারা হর-বধুঃ ।

উদারা দুর্ভারা সুরগণবিহারা সুরসমা

ময়া মেহারে সা ভুবন-জননী দর্শন মিতা ॥ ৩৫ ॥

ঘনেতি । ময়া কত্রী মেহারে বঙ্গাস্তর্গত-মেহারাখ্য স্থানে
সা প্রসিদ্ধা ভুবনজননী জগন্মাতা কালী দর্শনং দর্শনে দর্শনবিময়ে
ইতা প্রাপ্তা, দৃষ্টা ইত্যর্থঃ । দর্শনমিত্যত্র সপ্তমীপ্রাপ্তৌ অত্যন্ত
সংযোগে “গুরুপদেশং নিভূতঃ” ইত্যাদিবৎ দ্বিতীয়া । ভুবনজননী
কিস্তুতা, ঘনাকারাকারা ঘনস্ত মেঘস্ত আকার ইব আকারো যস্তাঃ
মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণা ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিস্তুতা রিপুরুধির ধারাক্ষিতমুখী
রিপুণাং অসুরাণাং রুধির ধারাভিঃ রক্ত প্রবাহৈঃ অক্ষিতং মুখং
যস্তাঃ সা তথোক্তা । এবং গলদ্বৈগী-ভারা নুক্তকেশী । গলললিত-
হারা গলে ললিতো হারো যস্তাঃ সা । হরবধুঃ শিবপত্নী ।
উদারা মহতী । পুনঃ কিস্তুতা দুর্ভারা-সুরগণ-বিহারা-সুরসমা
দুর্ভারস্য অতিক্রুদ্ধেণ বারণীয়স্য অসুরগণস্য বিহারে বিহার-
ক্ষেত্রে (বিহরত্যশ্মিন্ বিহারঃ তস্মিন্, অত্রাধিকরণে ঘঞ)
অসুর সমা অসুরতুল্যা, যথা অসুরাঃ স্বক্ষেত্রে নির্ভীকা বিচ-
রন্তি, তথা তত্র নির্ভীকা বিচরণশীলা । যদ্বা, দুর্ভারে অসুর-
গণে বিহারো ভ্রমণং ক্রীড়া বা যস্যঃ । দুর্ভারস্য অসুর
গণস্য বিহারো বিক্ষেপো যস্য বা । তথা সুর সমা সুরেষু দেবেষু

সমা সাধী অনুকূলা ইত্যর্থঃ । যদ্বা দুর্ভাৱা দুঃখেণ বারশীয়া
অনিবার্ধ্যা ইত্যর্থঃ । সুরগণবিহারা সুরসমা সুরগণে দেবগণে যঃ
বিহারঃ সএব অসুর সমঃ অসুরগণবিহার তুল্যঃ যস্য্যাঃ সা তথোক্তা ।
শত্রৌ মিত্রে চ তুল্যাভাবা । জগদস্বাকৃতং যৎ কার্যং নরা অপকারুং
মত্বন্তে, তদপ্যপকারায়, শত্রুভাবেন তুর্ণং মুক্তহাং ইতিভাবঃ ॥৩৫॥

পূর্ণ উবাচ ।

বিধাত্রাদেৱস্বা সুরতরুণিতস্বা যুজমুখী
সুরস্তা স্তম্ভোরুঃ স্তন তুলিত কুস্তাজন নিভা ।
জগত্তারা সারা রবিতনয়-কারা-ভয়হরা
ময়া মেহারে সা ভুবন জননী দর্শন মিতা ॥ ৩৬ ॥

পূর্ণঃ পূর্ণানন্দঃ উবাচ কালী স্তোত্রং চকার বিধাত্রাদে রিত্যা-
দিনা । পূর্বশ্লোকবৎ অত্রাপি চতুর্থচরণার্থঃ ময়া মেহারে জগদস্বা
দৃষ্টা ইতি, সা কিস্তুতা বিধাত্রাদেঃ ব্রহ্মাদি দেবগণস্য অস্বা মাতা,
পুনঃ কিস্তুতা সুরতরুণিতস্বা, অসুজমুখী, সুরস্তা স্তম্ভোরুঃ স্তন-
তুলিত কুস্তা, অঞ্জননিভা । এতেষাং ব্যাখ্যানং সুগমং । পুনঃ
কিস্তুতা, জগত্তারা বিশ্বতারিণী । সারা সর্বশ্রেষ্ঠা স্থায়িনী নিত্যা
বা । তথা রবিতনয়-কারা-ভয়হরা রবিতনয়স্য যস্য কারাগৃহ-
বাসভয় হারিণী শমনভয়বারিণীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব উবাচ ।

অসুর রক্ত গলিত বক্ত্র-চল দলক্ত রাগিণী
ধরণি লিপ্ত-কুটিল-মুক্ত চিকুর নক্ত কারিণী ।
কলিত থণ্ড বিকৃত চণ্ড দম্বজ মুণ্ড মালিনী
বিগত বস্ত্র-নিশিত শস্ত্র কুণপ মস্ত ধারিণী ॥ ৩৭ ॥

সর্বঃ সর্বানন্দঃ উবাচ তুষ্ঠাব । অসুরেত্যাদিনা । সা কালী
কিস্তুতা, অসুরাণাং রক্তং যস্তা বক্ত্রে বক্ত্রাঙ্গা গলিতং, তথা চলন্
যো হলক্তরাগঃ স অস্তা অস্তীতি তথোক্তা । ধরণিলিপ্তেন ভূতল
পতিতেন কুটিলেন মুক্তেন চিকুরেণ কেশেন নক্তকারিণী নিশাক্ত

কারসম্পাদিনী । তথা কলিত খণ্ডং গৃহীত খণ্ডং বিকৃতং জকুটি
কুটিলদ্বাং চণ্ড দম্বজমুণ্ডং চণ্ডাখ্যাস্বর মন্তকং তদেব মালা, সা
অস্থা অস্তুতি যদ্বা কলিত খণ্ডানি বিকৃতানি ভীষণাস্বরগণ মুণ্ডানি
এব মালাঃ তাঃ অস্থাঃ সন্তুতি তথোক্তা । পুনঃ কিস্তুতা, বিবস্ত্রা
সতী তীক্ষ্ণদ্বাণি অস্বরশিরাংসি চ ধারয়িতুং রতা ॥ ৩৭ ॥

পূর্ণঃ ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

সুরত কর্ম বিদিত মর্শ্য গিরিশ শর্শ্য দায়িনী
অখিল সব্য মনন লভ্য-ভুবন ভব্য কারিণী ।
অমৃত রুষ্টি-ভুবিক রিষ্টি-পরম সৃষ্টি দায়িনী
প্রণত বিষ্ণু-গিরিশ-জিষ্ণু-ভব করিষ্ণু-তারিণী ॥ ৩৮ ॥

সুরতেতি । সুরত কর্মণি বিদিত মর্শ্যঃ মর্শ্যজ্ঞস্য শিবস্য
শর্শ্যদায়িনী সুখদায়িকা । তথা অখিলানাং সব্যানাং বামাস্ত ভূতানাং
নারীণাং মননে লভ্যা । সর্ঙ্গানাং নারীণাং তদংশভূতদ্বাং । যদ্বা,
অখিলানাং সব্যানাং প্রতিকূলানাং নুপায়ানাং মননে চিন্তনে
লভ্যা । বিপরীত সাধনেয়ং শক্রভাবাং মুক্তি রত্ন জায়তে । ভুবনানাং
ভব্যকারিণী মঙ্গলদায়িনী । পশ্চাৎ কর্মধারয়ে পুংবস্তাবঃ । অমৃত
রুষ্টিঃ, ভুবিকরিষ্টিঃ অন্তরীক্ষ গত শুভস্য তথা পরম সৃষ্টিশ্চ
দায়িনী । রিষ্টি শব্দার্থঃ অশুভং শুভঞ্চ, অত্র শুভং জ্ঞাতব্যং ।
প্রণতস্য বিষ্ণোঃ নারায়ণস্য গিরিশস্য শিবস্য জিষ্ণো রিদ্মস্য
ভবকরিষ্ণোঃ পিতামহস্য চ তারিণী ত্রিমিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥

সর্বঃ ।

সর্বানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

নত-শুভঙ্করী শব-শিরোধরা
রিপু-ভয়ঙ্করী রণ-দিগম্বরী ।
জলধর-দ্যুতিঃ সমর-নাদিনী
মদ-বিমোহিতা দ্বিরদ-গামিনী ॥ ৩৯ ॥

নতেতি । নতানাং তুচ্চরঞ্চিতানাং শুভঙ্করী মঙ্গলদায়িনী ।
শবশিরোধরা মৃত-দানবমুণ্ড-নিচয়-ধারণশীলা । রিপুভয়ঙ্করী শত্রুনাং
ত্রাসোৎপাদিনী । জলধর ক্ষুতিঃ মেঘবৎ কান্তিমতী । সমর
নাদিনী সমরে যুদ্ধে ক্লান্ত ভীমরাবা । মদ বিমোহিতা পরমকারণ
বারি-পানেন প্রাপ্তানন্দাতিশয়া । তথা দ্বিরদগামিনী হস্তিনীব
গমনশীলা ত্বমিতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥

পূর্ণঃ ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

নিশিত শায়কা সুর বিদারিণী
হিমগিরি ধ্বজাচল নিবাসিনী ।
ভবসরিত্তরী গিরিশ কামিনী
চরণ-নূপুর ধ্বনি বিনোদিনী ॥ ৪০ ॥

নিশিতেতি । নিশিত শায়কৈঃ তীক্ষ্ণীকৃত শরৈঃ অসুর
বিদারিণী অসুর বিদারণ কারিণী । হিমগিরেঃ হিমপ্রধানস্ত
হিমাখ্যস্ত বা পৰ্দ্দতস্ত হিমালয়স্ত, ধ্বজাচলে পতাকাশঙ্কুভূতে
গৌরীশঙ্করাখ্যশিখরে নিবাসিনী সততং বাসকারিণী । ভবসরিংতরী
সংসার নদতরণোপায়ঃ । গিরিশকামিনী শিবপত্নী গিরিশং কাম-
য়তে যা তথোক্তা বা মহাযোগিহ্মাং অভিন্নদ্বাচ । তথা চরণ নুপুর
ধ্বনি বিনোদিনী পদধ্বত নূপুরশিঞ্জনেন আনন্দ বিধায়িনী । ত্বমিতি
শেষঃ ॥ ৪০ ॥

সর্বঃ ।

সর্বানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

জগদ্রূপদ্রব ব্রজ বিভাবরী—
শত দিবাকরা পরম সুন্দরী ।
অনিভৃত জ্বলৎ কুটিল-কুন্তলা
শব-করাবলী-ধৃত কটিস্থলা ॥ ৪১ ॥

জগদ্বিত্তি । জগদুপজ্জব্রজো ভুবনোৎপাতসমূহঃ, স এব
বিভাবনী, তস্মাৎ বিনাশে শত স্খ্যা গতা, নিখিল জগদুৎপাত
বিনাশকরী ইত্যর্থঃ । তথা পরমাসুন্দরী অনন্তগৌন্দর্য্য সমাবেশাৎ
সুধমায়মী । নিভূতাঃ নিশ্চলাঃ অস্তুমিতা বা । তদ্বিপরীতা অনিভূতাঃ
অস্থিরা নিয়তপ্রকাশশীলাঃ জ্বলন্তঃ দীপ্যমানাঃ কুটীলাঃ কুন্তলাঃ
কেশাঃ যস্তাঃ সা তথোক্তা । তথা শব করাবলী ধ্বত কটিস্থলা কটি-
দেশে ধ্বত-শবহস্তচয়া । ত্রিমিতি শেষ ॥ ৪১ ॥

পূর্ণঃ ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

দেব দমুজাদি রণ ভীম রসনোজ্জ্বলা

ভীমতর দৈত্যকর বন্ধ কটি মেখলা ।

কণ্ঠ গল দস্ত্র নর মৃগুচয়-মালিনী

সৈব মম চেতসি বিভাতি কুলকামিনী ॥ ৪২ ॥

দেবেতি । দেব দমুজাদি রণে দেবদৈত্য প্রভৃতীনাং যুদ্ধে
ভীমা ভয়ঙ্করী যা রসনা জিহ্বা শবকরময়ী কাণ্ডী বা তয়া উজ্জ্বলা
দীপ্যমানা । ভীমতর দৈত্যকরবন্ধঃ ভীষণাসুর হস্তগ্রন্থনং, তেন
কটি মেখলা যস্তাঃ সা তথোক্তা । দৈত্যকরবন্ধ ইত্যত্র দৈত্যকরবন্ধ
ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে । তত্র ভীমতর দৈত্যকরাঃ বন্ধাঃ সংমি-
লিতাঃ সন্তঃ কটিমেখলা যস্তাঃ ইত্যর্থঃ । কণ্ঠাং গলস্তি অস্ত্রাণি
রুধিরাণি যেহাং তাপশানাং নরাণাং মৃগুচয় নির্মিতা বা মাল্য-
তর্কিণী । এবমুভূতা সা কুলকামিনী কুলাচার-মূলশক্তিঃ মম
চেতসি হৃদয়ে বিভাতি প্রকাশতে, ত্বং মম হৃদয়ে বর্জ্জসে
ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

সর্বঃ ।

সর্বানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

সব্যকর সাযক সুরারি কুল ঘাতিনী

কলধন রাব রব ঘোরতর নাদিনী ।

দেব পশু নাথ শব বক্ষসি বিরাজিতে
দেহি তব পাদ যুগং ভক্তিমতি হীনকে ॥ ৪৩ ॥

নব্যেতি । সব্যকর স্থিতৈঃ বামহস্ত স্থিতৈঃ শায়কৈ বাণৈঃ
সুরারিকুলং দৈত্যবংশং হস্তি বা, যদা সব্যকর নায়ক বামহস্তস্থিত
নায়ক চাগৌ সুরারি-কুল-ঘাতিনী দৈত্যবংশ-নাশিনী চেতি ।
তৎসমুদ্রৌ । কল্পে প্রলয় কালে যে ঘনাঃ, তেমাং রাবৈঃ ইব রবৈঃ
ঘোরতরং যথাস্থাদুখা নদতি বা, তৎসমুদ্রৌ । দেবঃ পশুনাথঃ
শিব ইব যঃ শবঃ তস্মৈ বক্ষসি বা বিরাজিতা, তৎসমুদ্রৌ । কালী
চরণস্পর্শাৎ শবস্য শিবহং, নতু শিববক্ষসি কালী-চরণস্পর্শং । তথাচ

শিবে পাদ পদ্মং ন বাচ্যং কদাচিত্
শিবে পাদ পদ্মং ন বাচ্যং কদাচিত্
মহাঘোর যুদ্ধে সদানন্দ রূপা —
পদ স্পর্শ মাত্রং শিবহং শবস্য ।

ইতি ভক্তোক্তিঃ ।

এবমুতে দেবি ! অং ভক্তিমতি হীনকে ভক্তিহীনে গতিহীনে চ
ময়ি তব পাদ যুগং চরণ দ্বন্দ্বং দেহি ॥ ৪৩ ॥

অথ তারা স্তোত্রম্ ।

সর্বঃ ।

শতকোটি দিবাকর কান্তি যুতং
বিধি-বিষ্ণু শিরোমণি রত্ন ধূতম্ ।
চল ছুজ্জ্বল নূপুর গান যুতং
জগদীশ্বরী তারিণি তে চরণম্ ॥ ৪৪ ॥

অগ্ন আদ্যায়াঃ কাল্যাঃ স্তোত্রানন্তরং তারায়াঃ দ্বিতীয়ায়াঃ
মহাবিদ্যায়াঃ স্তোত্রম্ স্তবঃ । সর্বঃ সর্বানন্দঃ উবাচেতি শেষঃ ।
শতেতি । হে জগদীশ্বরী তারিণি ত্বাং ! তে তব চরণং শতকোটি
দিবাকর কান্তিযুতং শতকোটি অক্ষয় কান্তি বিশিষ্টং । বিধি বিষ্ণু
শিরোমণি রত্ন ধূতং ব্রহ্মবিষ্ণু শিরোমণি রত্নানি ধূতানি যস্মিন্ তং

তথোক্তং । ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চ ভক্ত্যা পূজিত মিত্যর্থঃ । চলতঃ
উজ্জ্বলস্ত নুপুরস্য গানেন মধুর রবেণ যুক্তং ॥ ৪৪ ॥

পূর্ণঃ ।

পূর্ণোক্তি রিয়ম্ ।

বিষয়ানল তাপিত তাপহরং
বিধি শৌরি মহেশ বিধান করং ।
শিব শক্তি ময়ং ভয়নাশ করং
জগদীশ্বর ত্যারিণি তে চরণং ॥ ৪৫ ॥

বিষয়ানলেতি । হে জগদীশ্বর জগতাং ঈশ্বর ত্যারিণি নিস্তার
কারিণি তারা দেবি ! তে তব চরণং বিষয়ানলে বিঘ্নাঘ্নিভিঃ
তাপিতানাং দক্ষচিহ্নানাং জনানাং তাপহরং সম্ভাপ নাশনং । তথা
বিধি শৌরি মহেশ বিধান করং বিধে ব্রহ্মণঃ শৌরে নারায়ণস্য
মহেশন্যচ মহাদেবস্যচ বিধানং নির্মাণং জননং উপায়ং বা কৰোতি
যং তং তথোক্তং । কিং পুন রন্যেমাং, হরিহর বিরঞ্জনী মপি তব
চরণং উপায়ঃ । যদ্বা, তব চরণং চরণানুগ্রহাং তেবামুৎপত্তি
রিত্যর্থঃ । পুনঃ কিস্তুতং, শিব-শক্তিময়ং শিবশক্ত্যাভ্যকং প্রকৃতি
পুরুষাভ্যক মিতি যাবৎ । তথা ভয় নাশকরং নিখিলানাং ভয়ানাং
ত্রাসানাং নাশকরং ভীতিহর মিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সর্বঃ ।

সর্বানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

কুসুমাকর শেখর ধূসরিতং
মদ মত্ত মধুব্রত গুঞ্জরিতং ।
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং
জগদীশ্বর ত্যারিণি তে চরণং ॥ ৪৬ ॥

কুসুমোতি । হে জগদীশ্বর ত্যারিণি ! তে তব চরণং কুসুমা-
করস্য বসন্তস্য শেখরেণ শিরোগাল্যেণ সুশোভন বাসন্ত পুষ্পৈ

ধূসরিতং পাণ্ডুবর্ণীকৃতং । চিরবসন্তা মোদ স্বচ্চরণে বিদ্যতে । ইতি-
ভাবঃ । শেখর ইত্যত্র শীকর ইতি পাঠস্তু রজসু পুস্তকেষু দৃশ্যতে ।
শীকরস্য মেদেন্যুক্তেঃ বায়ুর্জ্বাৎ কুসুমাকর শীকর ধূসরিতং বসন্ত
রায়ুনা পাণ্ডুবর্ণীকৃতং পুষ্পরঞ্জে যোগাৎ ইতিভাবঃ । তথা মদ-
মতৈঃ পুষ্প মধুপানেন বিমোহিতৈঃ মধুব্রতৈঃ ভ্রমরৈঃ গুঞ্জরিতং,
চিরবসন্তামোদং জ্ঞান্না মদমত্তত্বাৎ কুসুমভ্রাস্ত্য। স্বচ্চরণে ভ্রমরাঃ
কৃতগুঞ্জনা ভবন্তি ইতিভাবঃ । মদমত্তং বিনা কুসুমভ্রাস্তি রন্যেযাং
ন সম্ভবতি । পুনঃ কিস্তুতং, জগতাং উদ্ভব পালন নাশান্ উৎপাদন
রক্ষণ সংহারান্ করোতি যৎ তৎ তথোক্তং ॥ ৪৬ ॥

পূর্ণঃ ।

পূর্ণানন্দোক্তি রিয়ম্ ।

মাত স্তম্ভিজ দাস-দাস তনয়ঃ শূদ্রঃ পুনা যাচতে

সৰ্বানন্দকুলস্ত ভক্তি রচলা ত্বৎপাদপদ্মেসদা ।

মন্ত্ৰোহয়ং চির মন্ত্ৰ মাস্ত্ৰ রিপুতা চক্রে জগত্তারিণি

ব্রহ্ম ব্রহ্মচরণারবিন্দ যুগলং পশ্যামি যৎ সেবয়া ॥ ৪৭ ॥

মাতরিতি । হে মাতঃ ! স্তম্ভিজ দাস দাসতনয়ঃ তব নিজদাস
দাসঃ তব নিজদাসস্য সৰ্বানন্দস্য দাসঃ তথা তব তনয়শ্চ শূদ্রঃ
শূদ্রবংশোৎপন্নঃ পুনা পূর্ণানন্দঃ 'পুনা' ইতি অপভ্রষ্ট পদ প্রায়োগাৎ
পূর্ণানন্দস্য মহাত্মনঃ আত্মনি হেয়বুদ্ধিঃ প্রকাশিতা । যাচতে প্রার্থ-
য়তে । কিং তদিত্যাহ । সদা সৰ্বদা ত্বৎপাদপদ্মে সৰ্বানন্দ কুলস্য
সৰ্বানন্দ-বংশোৎপন্নানাং জনানাং । অত্র লক্ষণয়া কুলশব্দেন কুলোৎ-
পন্না এব গৃহ্যন্তে । অচলা কেনাপ্যুপায়েনাপি ন চলতি যা তাদৃশী
ভক্তি ভবেদ্বিতি শেষঃ । অয়ং সৰ্বানন্দেন লব্ধঃ মন্ত্ৰঃ তৎকুলোৎ-
পন্নানাং চিরং চিরকালং ব্যাপ্য অস্ত্য ভবতু ! সৰ্বানন্দ বংশোৎপন্নাঃ
সিদ্ধস্যস্য মন্ত্ৰস্য চিরমেব অধিকারিণো ভবেয়ুরিতি ভাষঃ । চক্রে
রিপুতা মা অস্ত্য । হে জগত্তারিণি ত্রিভুবন ত্রাণ কারিণি ! ব্রহ্ম ব্রহ্ম-
স্বরূপং ব্রহ্মচরণারবিন্দযুগলং তব পাদপদ্মযুগ্মং যৎ সেবয়া যস্য সৰ্বা-
নন্দস্য মন্ত্ৰস্য বা সেবয়া পশ্যামি অবলোকয়ামি তস্য সৰ্বানন্দস্য

কুলস্য মঙ্গস্য বা ইতি পূৰ্বেণাহয়ঃ । মহাদেব্যাঃ স্তোত্রে সৰ্বানন্দেন
চতুৰ্ভিংশত্যা শ্লোকৈঃ পূৰ্ণানন্দেন পঞ্চাভিঃ শ্লোকৈশ্চ কৃতে পূৰ্ণানন্দঃ
দশবিধ রূপদৰ্শনার প্রার্থিতবান্ । ততশ্চ দেব্যা দশবিধে আত্মনো
রূপে দৰ্শিতে সৰ্বানন্দ পূৰ্ণানন্দৌ নবভিঃ শ্লোকৈ রাদ্যাস্তোত্রং
কৃত্বা ত্ৰিভিশ্চ তারং তুষ্টুবতুঃ । অনন্তরং পূৰ্ণানন্দেন সৰ্বানন্দ
কুলস্য ভক্তার্থং নিম্নমদ্রাধিকারার্থঞ্চ সংপ্রার্থ্য মার্কাত্যাং দ্বাত্যাং
শ্লোকাত্যাং কৃতেয়ং প্রার্থনা জ্ঞাতব্যা ॥ ৪৭ ॥

মাত স্তুম্বিজ দাস শম্ভু তনয়ঃ সৰ্বৌহতি খৰ্বৌহভব
দ্বিদ্যাভিঃ সকলাভি রেযতনয়ো দুৰ্গে সমাসাদ্যতাং ।
যদ্বা ভূপতি সংসদি প্রণিহিতা কুহ্মা মহৌ পূৰ্ণিমা,
তত্তাদৃক্ কুরু পূৰ্ণচন্দ্র নখরৈ রাক্ষাদ্য সৰ্বং জগৎ ॥ ৪৮ ॥

মাতরিতি । হে মাতঃ । স্তুম্বিজ দাস শম্ভু তনয়ঃ সৰ্বঃ তব-
লোকঃ শম্ভুনাথপুত্রঃ সৰ্বানন্দঃ অতিথর্কঃ অভবৎ । অতঃ হে দুৰ্গে !
এষ তনয়ঃ সৰ্বানন্দঃ সৰ্বস্বাভিঃ সৰ্বাভিঃ বিদ্যাভিঃ কদ্রীভিঃ
সমাসাদ্যতাং প্রাপ্যতাং । সৰ্বাঃ বিদ্যাঃ ইমং প্রাপ্ত ত, অনেন সৰ্বা
বিদ্যাঃ লভ্যন্তাং ইত্যেকা প্রার্থনা । যদ্বাপদেন নতু পক্ষান্তরং, পরং
প্রার্থনান্তরং জ্ঞাতব্যাং । ভূপতি সংসদি রাজসভায়াং কুহ্মাং অমাব-
স্যায়াং পূৰ্ণিমা প্রণিহিতা স্থিরীকৃতা অনেনেতিশেষঃ । পূৰ্ণচন্দ্র
নখরৈঃ পূৰ্ণচন্দ্রতুল্যৈঃ তব নখৈঃ তৎকিরণৈ রিতিভাবঃ । সৰ্বং
জগৎ আচ্ছাদ্য তৎ পূৰ্ণিমায়াঃ প্রণিধানং তাদৃক্ তাদৃশং কুরু,
পূৰ্ণচন্দ্র সমতেজ স্তনখরাংশুভিঃ । অমাবস্যায়ামদ্য পূৰ্ণিমায়া মিব
নখচন্দ্রৈঃ পূৰ্ণচন্দ্র প্রকাশনং দিশশ্চ জ্যোতিশ্রয়ীঃ কৃত্বা তব দাসস্য
সৰ্বানন্দস্য বচনং সত্যং কুরু, ইতিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

বংশেহগ্নিন্ ত্রিজগন্নিবাস জননি ত্রুপাদ সন্দর্শিনঃ
ক্ৰোধাহকৃতি-দুর্জরেণ মনসা নিন্দন্তি হিংসন্তি যে ।
তেষা মৃদ্ধি-কুলক্ষয়ো ভবতু তে শিষ্যাঃ সমুদ্রা ভব-
স্তুতেষাং বিপদাং কদাচিদপি তে দৃষ্টি ন ভূয়াৎ

বংশ ইতি । হে ত্রিজগন্নিবাস-জননি ! ত্রিষু জগৎসু নিবাসো
যেষাং তেষাং জননি, সৰ্বেষাং মাতঃ ইত্যর্থঃ । ত্বংপাদ সন্দর্শিনঃ
সৰ্বানন্দস্য অস্মিন্ বংশে কুলে জাতান্ ইতি শেষঃ । যে জনাঃ
ক্ৰোধাহঙ্কৃতি দুৰ্জয়েন কোপাহঙ্কার যুক্তেন মনসা চিত্তেন নিন্দন্তি
হিংসন্তি চ তেষাং নিন্দাহিংসারতানাং ঋদ্ধিকুলক্ষয়ঃ ধনহানি-
বংশ নাশশ্চ ভবতু । তে প্রসিদ্ধাঃ তে তব শিষ্যস্য বা । শিষ্যাঃ
সমুদ্রাঃ ধনবন্তঃ ভবন্তু ! তে তব শিষ্যস্য শিষ্যাণাং ইতি শেষঃ ।
এতেষাং পুনঃ কদাচিদপি বিপদাং দৃষ্টি ন ভূয়াৎ । অস্য বংশস্য
ক্লতনিন্দাহিংসানাং ধনহানি বংশ হানিশ্চ ভবতু । শিষ্যাণাং পুনঃ
সমুদ্রি বিপন্মুক্ততা চ ভূয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

সৰ্বানন্দ বিনির্গমিতং স্তবমিদং যৈঃ পঠ্যতে ক্ষয়তে
ভক্ত্যা, ভক্তি রপি ত্বদীয় চরণে তেষাং বিধেয়া পরা ।
এতন্মে বর মুত্তমং যদি বরং মাত স্তবদীয়ে পদে
ব্রহ্মাদি প্রগতি প্রগত মুকুটাগ্রা চ্ছাদিতাগ্র স্থলে ॥ ৫০ ॥

সৰ্বেতি । যৈর্জনৈঃ সৰ্বানন্দ বিনির্গমিতং সৰ্বানন্দেন রচিতং
ইদং স্তবং স্তোত্রং । ক্লীবত্বং তদ্রমাত্রনামতং । ভক্ত্যা পঠ্যতে
ক্ষয়তে বা । তেষাং জনানাং ত্বদীয় চরণে পরা ভক্তিবপি বিধেয়া ।
ইত্যম্ভ্যা প্রার্থনা । হে মাতঃ ! যদি ত্বদীয়ে পদে বরং ত্বদর্শনা-
দন্তং প্রার্থনীয়ং, তর্হি এতং বরাষ্টকং মে মম উত্তমং বরং জনী-
হীতি শেষঃ । পদে কিস্তুতে, ব্রহ্মাদীনাং প্রগতিভিঃ প্রগত্যাণাং
প্রকর্ষণে নতানাং মুকুটানাং অগ্রেণ অগ্র-ভাগেন আচ্ছাদিতং
অগ্রস্থলং यस্য তথোক্তে ॥ ৫০ ॥

রাজোবাচ ।

স্তোত্রে ভগবতী তুষ্টা তাভ্যাং দত্তা বরসুদা ।
নখেন্দুং দর্শয়িত্বা সা গতা ত্রিশিবসম্মিধৌ ॥ ৫১ ॥

রাজা দাসাখ্যোন্পতিঃ উবাচ দণ্ডিনং কথয়ামাস । স্তোত্রে
ক্লতে নতি, ভগবতী তুষ্টা, সন্তোষং গতা । সা দেবী তদা তাভ্যাং

সর্বানন্দ-পূর্ণানন্দাভ্যাং বরং দত্তা নথেন্দুং নথপূর্ণচন্দ্রঃ দর্শয়িত্বা
ক্লীবনং নমিস্থৌ গতা' প্রস্থিতা ॥ ৫১ ॥

ইত্যুক্তং সিদ্ধিরূপান্তং সর্বানন্দেন যৎ কৃতং ।

নিন্দনা ছিব-নিন্দা স্মা দতো মা নিন্দ তং বুধ ! ॥ ৫২ ॥

ইতীতি ! সর্বানন্দেন যৎকৃতং তং ইতি এতৎ সিদ্ধিরূপান্তং
ক্লীবনং তত্ত্বমাত্র সম্মতং । নিন্দনাং সর্বানন্দস্য ইতি শেষঃ, শিব
নিন্দা স্মাৎ । অতঃ অস্মাং হেতোঃ, হে বুধ পণ্ডিত তং
মদগুরুদেবং মা নিন্দ ॥ ৫২ ॥

ভূয়ো হ পৃচ্ছততো দণ্ডী রাজানং কুল-নন্দনং ।

নিজনে যৎ কৃতা সিদ্ধিঃ কথং তজ্ জায়তে বদ ॥ ৫৩ ॥

ভূয় ইতি । ততঃ রাজবচনানন্তরং দণ্ডী কুলনন্দনং বংশাঙ্কাদ-
করং রাজানং ভূয়ঃ পুনর্বারং অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্ । কিং তদি-
ত্যাহ । যৎ যা সিদ্ধিঃ নির্জনে কৃতা, তং মা কথং কেন প্রকারেণ
জায়তে অবগম্যতে, বদ কথয় ॥ ৫৩ ॥

রাজোবাচ ।

মৎ পুরস্থা জনাঃ সর্বে হ পশ্যাং স্তং তৎ ত্রিয়ামকে ।

শশহীনং পূর্ণচন্দ্রং বিস্মিতাঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৫৪ ॥

রাজা নৃপতিঃ উবাচ নৃপ্তিং কথয়ামাস । মৎপুরস্থাঃ মম পু-
বাসিনঃ সর্বে জনাঃ তৎ ত্রিয়ামকে তন্যাং রাত্ৰৌ । আদ্যান্ত্যাদি-
বাগন্য ভাক্ত-দিবাহ্নাং রাত্রেঃ ত্রিয়ামতঃ । শশহীনং অকলঙ্কং পূর্ণ-
চন্দ্রং অপশ্যন্ দৃষ্টবহুঃ । অতঃ অগাবস্যায়াং অকলঙ্কশাক্তোদয়
দর্শনাং পুরবাসিনঃ নাগরিকাঃ বিস্মিতাঃ বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥

শুভং বাপ্য শুভং বাপি হেতদাশ্চর্য্য-বীক্ষণাৎ ।

ন জানে, দৈব কশ্মেদং নিশ্চিতং পণ্ডিতৈ দ্বিজৈঃ ॥ ৫৫ ॥

শুভমিতি । এতদাশ্চর্য্যবীক্ষণাৎ এতাদৃশস্য অদ্ভুতস্য ব্যাপা-
রস্য দর্শনাৎ শুভং মঙ্গলং অশুভং অমঙ্গলং বাপি ন জানে । তদা

উক্তাশ্চর্য্যাদর্শনং শুভায় অশুভায় বা ভবিষ্যতি ইত্যহং জ্ঞাতুং ন
শশ্যাক ইতি ভাবঃ । পরং তঃ ইদং দৈবকর্ম্ম পণ্ডিতেঃ শাস্ত্রজ্ঞে
দ্বিজৈঃ নিশ্চিতং নিরূপিতং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীসর্বানন্দ নাথোহপি সদানন্দঃ স্থিরঃ সদা ।

মূকবদ্ বিহরে দত্তে নিম্পৃহঃ শান্তমানসঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীসর্বানন্দনাথ ইতি । শ্রীসর্বানন্দ নাথঃ অপি সদানন্দঃ সদা
সর্বস্মিন্ কালে আনন্দো যস্য ন তথোক্তঃ । যদ্বা সন্ নিত্যঃ
আনন্দো যস্যেতি বিগ্রহঃ । সদা স্থিরঃ পূর্ব্বেচাঞ্চল্যরহিতঃ । নিম্পৃহঃ
স্পৃহা রহিতঃ অতএব শান্ত মানসঃ শান্তং শান্তিময়ং মানসং যস্য
ন তথোক্তঃ সন্ অত্র অস্মিন্ প্রদেশে মূকবৎ বাক্শক্তিহিতবৎ
বিহরেৎ । তদা সর্বানন্দেন নান্যৈঃ সহ বাক্যালাপঃ কৃতইতি
ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়-বার্ণার্থায় চান্তে কতিপয়ে দিনে ।

দেয়ং তস্মৈ পটেকান্ত বহুমূল্যঞ্চ রাঙ্কবৎ ॥ ৫৭ ॥

প্রালেয়তি । অন্তে শেষে কতিপয়ে দিনে গতে প্রালেয় বার-
ণার্থায় শীতোপশমনায় ইতিভাবঃ রাঙ্কবৎ রক্তমুগলোমজং অতএব
বহুমূল্যং পটেকং তস্মৈ সর্বানন্দায় দেয়ং কৃতমিতি শেষঃ । দত্ত
মিত্যর্থঃ । রাঙ্কবঃ পটঃ শাল ইভি ভাষায়াং প্রসিদ্ধঃ প্রালেয়বার-
ণার্থায় প্রালেয়স্য হিমস্য বারণং নিবারণং তদেব অর্থঃ প্রয়োজনং
তস্মৈ ইতি বিগ্রহঃ ॥ ৫৭ ॥

সর্বানন্দোহপি বেশ্যায়ৈ দুকূলং হর্ষতো হৃদদৎ ।

কুকর্মাণস্ত তং জ্ঞাত্বা নিন্দিতা মিত্রকাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

সর্বোক্তি । সর্বানন্দোহপি দুকূলং ক্ষৌমবস্ত্রং প্রাপ্য বেশ্যায়ৈ
দুকূল লাভেচ্ছা প্রকাশন রতায়ৈ বারাজনায়ৈ হর্ষতঃ আনন্দেন
অদদৎ দত্তবান্ । অনন্তরং মিত্রকাদয়ঃ বন্ধুবান্ধবাঃ তং সর্বানন্দং
কুকর্মাণং কুৎসিতে কস্মিণি বেশ্যান্তি রূপে রতং জ্ঞাত্বা নিন্দিতা
নিন্দিতবহঃ । কুতরি তু প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ । সর্বত্র সূর্যদর্শনঃ

সর্দানন্দস্ত অভিপ্রায়ং জ্ঞাতুং অশক্তবন্তিঃ বন্ধুভিঃ সর্দানন্দস্ত
নিঃশলে স্বভাবে সন্দেহং কুর্কন্তিঃ নিন্দা কৃতা ইতিভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বৈতৎ পরমানন্দঃ কোপাদরুণ লোচনঃ ।

গৃহিণ্যা স্তৎ স্বরূপং হি দুকূলং তুর্ণ মানয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রুত্বৈতি । পরমানন্দঃ সর্দানন্দঃ এতৎ আত্মনিন্দনং শ্রুত্বা
কোপাৎ ক্রোধাৎ অরুণ লোচনঃ রক্ত নেত্রঃ সন্ তৎস্বরূপং দুকূলং
গৃহিণ্যাঃ গৃহিণী নকাশাৎ তুর্ণং শীঘ্রং আনয় ইতি যড়ানন্দং প্রাতি
আদিষ্টবান্ ॥ ৫৯ ॥

ভাগিনেয়ঃ যড়ানন্দ স্তৎশ্রুত্বা প্রযযৌ গৃহং ।

পুনঃ পুন মাতুলানী ত্যক্ত্বা বস্ত্রং প্রদেহি তৎ ॥ ৬০ ॥

ভাগিনেয় ইতি । ভাগিনেয়ঃ যড়ানন্দঃ তৎ মাতুল বচনং
শ্রুত্বা গৃহং প্রযযৌ জগাম । (গৃহে উপস্থিতঃ সন্) “মাতুলানি !”
ইতি পুনঃ পুনঃ উক্তা কথয়িত্বা, “তৎ বস্ত্রং প্রদেহি” ইতি কথয়া-
মাসেতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥

কার্য্যান্তর গতা সা হপি প্রত্যুত্তর বিবর্জিতা ।

রোষান্দ্রীতো মাতুলস্য দেহি বস্ত্রং পুনঃ পুনঃ ॥ ৬১ ॥

কার্য্যান্তর গতেতি । সা সর্দানন্দপত্ন্যপি কার্য্যান্তরগতা
কার্য্যবশাৎ গৃহাৎ অন্যত্র গতা, অতএব প্রত্যুত্তর বিবর্জিতা যড়া-
নন্দ বচনোত্তরদানাত্মক শ্রবণাভাবাৎ । কিঞ্চ যড়ানন্দঃ মাতুলস্য
রোষাৎ ভীতঃ সন্, বিলম্বে মাতুলঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপ ইতি ত্রাসেন
কম্পিতঃ সন্ ‘বস্ত্রং দেহি’ ইতি পুনঃ পুনঃ কথয়ামাস ইতি
শেষঃ ॥ ৬১ ॥

আগতা তারিণী তত্র বরদা ভক্ত বৎসলা ।

গৃহাদ্ধস্তং বিনিঃসার্য্য তৎ স্বরূপং পটং দদৌ ॥ ৬২ ॥

আগতেতি । বরদা বর প্রদায়িনী ভক্ত বৎসলা তারিণী
জগদম্বা তত্র আগতা গতী গৃহাৎ হস্তং করং বিনিঃসার্য্য বিনির্গময়া
তৎ স্বরূপং পূর্ণপটতুলাং পটং বস্ত্রং দদৌ, দদতবতী ॥ ৬২ ॥

কোটি সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রাভা দীপ্যতে নখ চন্দ্রকে ।

হেম রত্নাদি-ঘটিতং কঙ্কণং কর শোভিতং ॥ ৬৩ ।

কোটিতি । সাম্প্রতং দেবীকর বর্ণনং ক্রিয়তে । নখচন্দ্রকে চন্দ্রবন্মনোহরে নখে কোটি সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রাণাং আভা বিদ্যতে । হেম রত্নাদি ঘটিতং স্বর্ণরত্নাদি নির্ম্মিতং কঙ্কণং কর শোভিতং করে হস্তে শোভিতং সং বিদ্যতে । স্বর্ণ মণি মানিক্যাদি বিরচিতং হস্তভূষণং কঙ্কণং করে শোভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তং বিলোক্য ষড়ানন্দো বিস্মিতোন্মত্ততাং গতঃ ।

স্তোত্রং কুর্যাদ্বহুবিধং ভক্তিতাবেন ভাবিতঃ ॥ ৬৪ ।

তমিতি । ষড়ানন্দঃ তং পূর্ববৎ শোভমানং করং বিলোক্য, বিস্মিতোন্মত্ততাং বিস্মিতেন বিস্ময়েন যা উন্মত্ততা তাং গতঃ প্রাপ্তঃ । অতীব বিস্ময়বশাৎ উন্মত্তবৎ জাতঃ ইতি ভাবঃ । সাত্ত্বিক-শয়েন বিস্ময়েন ভয়েনৈব উন্মত্তভাবো জায়তে । অনন্তরং ভক্তি-ভাবেন ভাবিতঃ অত্যর্থং ভক্তি যুক্তঃ সন্ বহুবিধং নানাপ্রকারং স্তোত্রং স্তবং দেব্যা ইতি শেষঃ । কুর্য্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

ষড়ানন্দ উবাচ ।

ত্বমীশ্বরী পূর্ণশশাঙ্ক রূপা মেহার দেশে কিল সংপ্রতিষ্ঠা ।

রাজ্ঞঃ সুভাগ্যাতিশয় প্রকাশা

ধন্যাঃ সমস্তাঃ পুরবাসি লোকাঃ ॥ ৬৫ ।

ত্বমিতি । পূর্ণশশাঙ্করূপা পূর্ণচন্দ্ররূপা ঈশ্বরী ত্বং মেহার-দেশে কিল নিশ্চিতং সং প্রতিষ্ঠা, সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্থিতি যন্ত্যাঃ সা তথোক্তা সতী, রাজ্ঞঃ নৃপতেঃ মেহারাধীশ্বরস্ত সুভাগ্যাতিশয়-প্রকাশা শোভনশ্চ ভাগ্যশ্চ যঃ অতিশয়ঃ, তস্য প্রকাশো যন্ত্যাঃ সা তথোক্তা ভবনীতি শেষঃ । অতঃ, সমস্তাঃ পুরবাসি-লোকাঃ ধন্যাঃ । ভগবত্যাঃ মেহারাবস্থানেন তদধিবাসিনঃ ধন্যতাং গতঃ, ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

কুস্মাং প্রকাশং নখরস্য তেজ স্তত্তেজসীন্দু রহিতঃ কলকৈঃ ।
 অহং ধন্যঃ কর মীক্ষিতঃ সন্
 যত্নং কৃপায়া ময়ি চিৎ প্রসন্না ॥ ৬৬ ॥

কুস্মামিতি । কুস্মাং অমাবস্তায়াং নখরস্য তেজঃ জ্যোতিঃ
 প্রকাশং প্রকাশিতং । কর্তরি অন্ । তত্তেজসি তস্মিন্ তেজসি
 তত্তেজোমধ্যে কলকৈ রহিতঃ অকলঙ্ক ইন্দুশ্চন্দ্রঃ । এতৎ ত্বয়া পূৰ্ণং
 কৃত মিতিভাবঃ । গাম্প্রত্যং কি মিত্যাহ । যৎ যস্মাৎ ময়ি ভক্তি-
 মতিহীনকে চিৎ জ্ঞানস্বরূপা ত্বং প্রসন্না, তৎ তস্মাৎ কৃপায়াঃ তব
 করুণায়া হেতোঃ করং তবেতি শেষঃ ঈক্ষিতঃ সন্ অহং ধন্যঃ
 অস্মীতি শেষঃ । পূৰ্ব্ববৎ অত্রাপি কর্তরি ক্ত প্রত্যয়ঃ । ত্বদীয়ানুগ্রহেণ
 তব কর মীক্ষমাণঃ অহং ধন্যো'স্মি ইতিভাবঃ ॥ ৬৬ ॥

ধ্যাত্বাতু তদ্রূপ মহনি শং তে

ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্র গণাঃ সুশক্তাঃ ।

শক্তা অশক্তা স্তব রূপমানে

কিং স্তৌমি নিত্যে জড়ধী র্থতোহহম্ ॥ ৬৭ ॥

ধ্যাহেতি । অয়ি নিত্যে ! সুশক্তাঃ অতিশয়েন শক্তিমন্তঃ
 ব্রহ্মাদিযোগীন্দ্রগণাঃ তে তব তৎ প্রসিদ্ধং রূপং অহনিশং ধ্যাত্বা
 তব রূপস্য মানে পরিমাণে মননে বা শক্তাঃ দৃঢ়াঃ কৃতশ্রমা বা
 নন্তঃ অশক্তাঃ অনর্থকাঃ । যতঃ যস্মাৎ হেতোঃ অহং জড়ধী জড়-
 বুদ্ধিঃ, তস্মাৎ কিং স্তৌমি অহং আমিতি শেষঃ । সুশক্তৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ
 দৃঢ়নিরতৈঃ কৃতশ্রনৈর্বা অশক্যে কার্য্যে জড় বুদ্ধে মম শক্তিঃ
 ন সম্ভবতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ত্বং বিশ্বমাতা জগতঃ প্রসূতা ত্বং বিশ্বকর্ত্রী বহুধৈক ধাত্রী ।

ত্বং বিশ্বমূলা করুণা-নিধানা

ত্বং বিশ্ব ধাতা চ বিধে বিধাতা ॥ ৬৮ ॥

ত্বমিতি । হে দেবি ! ত্বং বিশ্বমাতা জগজ্জননী, জগতঃ প্রসূতা
 জাতা, মর্দেমাং কলারূপা ইত্যর্থঃ । ত্বং বিশ্বকর্ত্রী জগৎ কারিণী

বহুধা বহুপ্রকারং বখাম্যং তথা একধাত্রী অদ্বিতীয় ধাত্রী । ত্বং বিশ্বমূলা বিশ্বস্ত জগতঃ মূলং আদিকারণং, তথা করুণা নিধানা দয়াময়ী । মূলশব্দস্ত অজহল্লিস্তে হপি মূলা ইতি প্রয়োগঃ মহাপুরুষ বচনান্ন দোষায় । যদ্বা মূলং আদিকারণ ভাবঃ তৎ অস্তা অস্তীতি মূলা, অর্শাদিত্যং অপ্রত্যয়ঃ স্থিয়ামাপ চ । জগন্মূলস্ত ত্রীকূপেণ যথা তথৈচ পুংকূপেণ বর্ণনস্ত অবশ্য কর্তব্যত্বাং সাম্প্রত্যং পুংকূপেণ বর্ণয়তি । যদ্বা ধাতুবিধাতৃ শব্দয়োরত্র নিত্য পুংলিঙ্গত্ব স্বীকারেণ পূর্ববৎ বর্ণনং । ত্বং বিশ্বধাতা বিশ্বস্ত ধাতা ধারকো রক্ষকো বা, বিবে ব্রহ্মণঃ জগৎ-অষ্টঃ বিধাতা অষ্টা ॥ ৩৮ ॥

ত্বং সর্বকর্ত্রী সকলস্ত হত্রী ত্বং সর্বভর্তা পরমা পরাত্মা ।

ত্বং সর্ববুদ্ধিঃ কিল চিত্তশুদ্ধি

ত্বং সর্বমুক্তা সকলেষু যুক্তা ॥ ৩৯ ॥

হ্রমিতি । ত্বং সর্বকর্ত্রী সর্বেষাং কর্ত্রী, তথা সকলস্ত হত্রী হরণকারিণী । ত্বং পরমা শ্রেষ্ঠা তথা সর্বভর্তা পরাত্মা সর্বপালকঃ পরমাত্মা । ত্বং সর্বেষাং বুদ্ধিস্বরূপা প্রযোজ্যপ্রযোজকয়ো রভেদেন বুদ্ধেঃ প্রযোজকত্বাৎ । তথাচ গায়ত্রী—ধিয়ো যো নঃ প্রটোদয়াদिति । তথা কিল নিশ্চিতং চিত্তশুদ্ধিঃ চিত্তন্যা মনসঃ শুদ্ধিঃ নৈর্মল্যং তৎস্বরূপা । অত্রাপি পূর্ববৎ । ত্বং সর্বমুক্তা সর্বেষাং পদার্থেষাঃ মুক্তা তথা সকলেষু পদার্থেষু যুক্তা চ । কারণ-ভাবে মুক্তত্বং কার্য্যভাবে যুক্তত্বং, কার্য্য কারণয়ো রভেদাৎ এতৎ বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজোবাচ ।

তত্রাগত্যা গম্যচার্য্যঃ সর্বানন্দস্ত সোদরঃ ।

অপৃচ্ছদ্বত্তং কিং বৎস স্তুতিং কস্য করোষি বা ॥

শূন্যাগারে পটং কেন দত্তং তে পুরতঃ স্থিতং ।

তদ্বদস্তম্ভানন্দ কথমুন্মত্ত ভাষসে ॥ ৭০।৭১ ॥

যুগ্মকং ।

রাজা নৃপতিঃ উবাচ দণ্ডি স্বামিনং কথয়ামাস । তত্রৈতি । তত্র
তন্মিন্ স্থানে সর্বানন্দস্য সৌদরঃ মহোদরঃ আগমার্চাঃ আগত্য
অপৃচ্ছৎ জিজ্ঞাসিতবান্ ষড়ানন্দ মিতি শেষঃ । হে বৎস ! কিং
ব্রহ্মং, ত্বং কস্য বা স্তুতিং করোষি ? শূষ্ঠাগারে শূষ্ঠগৃহে গৃহে
লোকাভাবেপি তে তব পুরতঃ অগ্রতঃ স্থিতং পটং বস্ত্রং কেম
দন্তং ? হে ষড়ানন্দ । তৎ বদস্ব বদ কথয়, কথং উন্নতং ইব ভাষসে
কময়সি । উন্নতং ইত্যত্র সে লোপ আর্থঃ ॥ ৭০॥৭১ ॥

ষড়ানন্দ উবাচ ।

যো নীলাচল শৈল-সিন্ধু বদরী গঙ্গাক্রি বারাণসী-
কামাখ্যাসু বপূর্জহৌ ভগবতী পাদাম্বুজ প্রাপ্তয়ে ।
সো হয়ং শস্ত্রু মহাত্মন স্তনুভবো মেহার পীঠস্থলে
দেবীং মানুষ চক্ষুষা দশবিধা মীক্ষান্ প্রচক্রে কলৌ ॥
যস্যাঃ পাদ নখাগ্র সোম কিরণৈঃ কুহ্মা মভূৎ পূর্ণিমা,
দৃষ্ট্ৱা তং কর মুত্তমং নরপতি ষ্ণায়য়া মোহিতঃ ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করতলং পশ্যামি বস্ত্রাবৃতং
ভস্যা অজিহু যুগস্য বীকণ বিধৌ মদ্বুন্ধি রুদ্রমন্ততাং ॥ ৭২॥৭৩

যুগ্মকং ।

৬ ইতি । যঃ ভগবতী-পাদাম্বুজ প্রাপ্তয়ে ভবান্যা শরণারবিন্দ
লাভায় নীলাচল শৈল সিন্ধুবদরী গঙ্গাক্রি বারাণসী কামাখ্যাসু নীলা-
চলাখ্যে পর্বতে সিন্ধৌ সিন্ধুনদতীরে বদর্যাং বদরিকাশ্রমে গঙ্গায়াং
গঙ্গাতীরে অকৌ নাগর তটে বারাণস্যাং কাশ্যাং কামাখ্যায়াঞ্চ বপুঃ
শরীরং জহৌ তত্যাঙ্গ । শস্ত্রু মহাত্মনঃ মহাত্মনঃ শস্ত্রু নাথস্য তনুভবঃ
তনয়ঃ সঃ পূর্বোক্তঃ অয়ং সর্বানন্দঃ, মেহার-পীঠস্থলে দশবিধাং
দেবীং বা মিতি শেষঃ । যাং দেবীং ইত্যর্থঃ । মানুষ-চক্ষুষা স্থূল-
নেত্রেণ কলৌ ঈক্ষান্ প্রচক্রে দদর্শ । যস্যাঃ দেব্যাঃ পাদ নখাগ্র সোম-
কিরণৈঃ চরণ-নখাগ্র-চন্দ্রকরেঃ কুহ্মাং অমাবস্যায়াং পূর্ণিমা অভূৎ ।
তং পূর্বোক্তং উত্তমং উৎকৃষ্টং করং কিরণং দৃষ্ট্ৱা নরপতিঃ রাজা

যস্যায়ীয়া কস্যাঃ দেব্যাঃ সায়ীয়া মোহিতঃ মোহংগতঃ । যস্যঃ দেব্যাঃ
ঈষদনুগ্রহাৎ রূপালেশাৎ বস্ত্রায়তং করতলং দেব্যা ইতি শেষঃ ।
পশ্যামি, তস্যঃ দেব্যাঃ অজি-যুগস্য চরণদ্বয়স্য বীক্ষণ-বিধৌ
দর্শনার্থ মিতি ভাবঃ । মদবুদ্ধিঃ উন্মত্ততাং গতা ইতি শেষঃ । পাদ-
বধাগ্র সোম কিরনৈঃ ইত্যত্র পাদনখাগ্র স্বল্পকিরনৈ রিতি পাঠো
বহুযু পুস্তকেযু দৃশ্যতে, তন্ন যুক্তং সংযোগপূর্ব-স্বরস্য দীর্ঘত্বেন
ছন্দোভঙ্গাৎ । পরং মহাপুরুষ বচনাৎ সংযোগ-পূর্বস্য দীর্ঘত্বং চেন্ন
মন্যতে, তদা তন্মায়ুক্তং । 'তস্য অজি যুগস্য বীক্ষণ বিধৌ'
ইত্যত্র তস্যাজি যুগস্য বীক্ষণ বিধৌ ইতি পাঠোহপি দৃশ্যতে ।
মহাপুরুষ বচনানু রোধাৎ বিসর্গ লোপাৎ সন্ধি স্বীকারে তত্রাপি ন
দোষঃ । দ্বয়োঃ শ্লোকয়ো রেকত্রাঘ্যাৎ যুগ্মকং ইতি
নির্দেশঃ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

রাজোবাচ ।

ইত্যাदि বহুলং ব্যক্তং ষড়ানন্দেন যৎ কৃতং ।

অস্মাভি জ্ঞাপিতং সর্বং ময়া প্রোক্তং বিশেষকং ॥ ৭৪ ॥

সুগমম্ ॥ ৭৪ ॥

পটৌ ঘৌ বীক্ষিতাঃ সর্বৈ বিস্মিতা ভ্রম-সঙ্কলাঃ ।

মদন্তং নৈব জানামি বস্ত্রযুগ্মং সমং যতঃ ॥ ৭৫ ॥

ঘৌপটৌ বীক্ষিতাঃ বীক্ষিতবস্ত্রঃ দৃষ্টবস্ত্রঃ সর্বৌ জনাঃ ভ্রম-
সঙ্কলাঃ তুল্যত্বাৎ মদন্তপটস্থ নির্ণয়ে অসমর্থঃ সন্তঃ বিস্মিতাঃ
বিস্ময়ং গতাঃ । অহমপি মদন্তং নৈব জানামি কোহয়ং পটৌ ময়া
দন্তঃ ইত্যবধারয়িতুং ন সমর্থঃ, যতঃ বস্ত্রযুগ্মং সমং তুল্যং ॥ ৭৫ ॥

সর্বানন্দ স্তদন্তেহপি পূর্ণানন্দেন সংযুতঃ ।

ভাগিনেয়-ষড়ানন্দ সহিতো গন্তু মুদ্যতঃ ॥ .

শাপং দদ্বাদাসবংশে বাণচন্দ্র-প্রমাণকে ।

মদ্বংশে যুগ্মযুগ্মে চ মানৈ বংশ-লয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

যুগ্মকং ।

তদন্তে বগ্ন দর্শনান্তে সর্বানন্দঃ পূর্ণানন্দেন সংযুতঃ সন্, দাস-
বংশে বাগচন্দ্রপ্রমাণকৈ পঞ্চদশমাংসে, মদ্বংশে যুগ্মযুগ্মে মাংসে দ্বাবিংশ-
শতি-পরিমাণে চ বংশলয়ো ভবেৎ, ইতি শাপং দত্ত্বা ভাগিনেয়
বড়ানন্দ সহিতঃ গন্তুং উদ্যতঃ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

শ্রদ্ধা তু বল্লভা দেবী কাতরা বহু দুঃখিতা ।

রক্ষ রক্ষ মহাদেব দাসীং প্রতি কৃপাং কুরু ॥ ৭৮ ।

স্তোত্রং জ্ঞানং ন জানামি বামাহং প্রাণ-বল্লভ !

দয়ালু স্বং কৃপা-যুক্তো মাং পাহি ভব-সঙ্কটাং ॥ ৭৯ ।

শিবনাথায় তন্মন্ত্রং যন্মন্ত্রং শিব-ভামিতং ।

দত্ত্বা তু পরমেশান মাং পাহি ভব সঙ্কটাং ॥ ৮০ ।

বল্লভাদেবী সর্বানন্দপত্নী শাপং শ্রদ্ধা কাতরা বহুদুঃখিতা
সতী, সর্বানন্দং উবাচেতি শেষঃ । কিন্তুদিত্যাহ । হে মহাদেব ।
রক্ষ রক্ষ, দাসীং প্রতি কৃপাং কুরু । হে প্রাণবল্লভ ! বামা অহং
স্তোত্রং জ্ঞানং ন জানামি, দয়ালুস্বং কৃপাযুক্তঃ সন্ মাং ভব সঙ্ক-
টাং পাহি রক্ষ ত্রায়স্ব । হে পরমেশান যন্মন্ত্রং শিবভামিতং তন্মন্ত্রং
শিবনাথায় ত্বংপুত্রায় দত্ত্বা মাং ভবসঙ্কটাং পাহি ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥

তদন্তে শিবনাথস্ত কর্ণে মন্ত্রং দদেন্মুদা ।

বল্লভায়ৈ বরং দত্ত্বা অচিরান্মুক্তি ভাবিনী ॥ ৮১ ।

তদন্তে বল্লভাদেবী প্রার্থনাতে, মুদা হর্ষণ, ত্বং অচিরাং শীঘ্রং
মুক্তিভাবিনী মুক্তিং প্রাপ্ত্বসি ইতি বরং বল্লভায়ৈ দত্ত্বা শিবনাথস্ত
কর্ণে মন্ত্রং দদেৎ দদ্যাৎ । ৮১ ।

শিবনাথ স্তদন্তে হপি ত্রীশুরো শ্চরণাশু জে

স্পৃষ্ট্বা স্তোত্রং বহুবিধং শ্বেষ্ট বিদ্যা প্রসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ।

তদন্তে শিবনাথোহপি ত্রীশুরোঃ নম্রদাতুঃ পিতুঃ চরণাশুভে
পাদপদ্মদ্বয়ং স্পৃষ্ট্বা, শ্বেষ্টবিদ্যা-প্রসিদ্ধয়ে বহুবিধং স্তোত্র
কৃত্বান্ ॥ ৮২ ॥

সর্কানন্দ তরঙ্গণা ।

পশুভাবযুতাঃ কোলা বৈদ্য বৈষ্ণব শৈবকাঃ ।

বীরভাব যুতাঃ সিদ্ধান্তো বাম-দক্ষিণো ॥ ১০৬ ॥

পশুশ্চ দ্বিবিধো দেবি সভাবশ্চ বিভাবকঃ ।

বীরশ্চ দ্বিবিধো.দেবি বিভাবশ্চ সভাবকঃ ॥ ১০৭ ॥

এবং চতুর্কিধা ভাবাঃ পঞ্চমো দিব্য ভাবকঃ ।

সর্কে কোল-পথালহা নদ্যাঙ্গীনাং সমুদ্রবৎ ॥ ১০৮ ॥

বৈদ্যাঃ বেদাচার-পরায়ণা ইত্যর্থঃ । যথা নদী নদাদয়ঃ সমুদ্রঃ অবলম্বন্তে
তদ্বৎ সর্কে সভাব-বিভাব-পশু-বীরাঃ কোলপথালহাঃ ॥ ১০৬—১০৮ ॥

ত্ৰীদণ্ড্যবাচ ।

লক্ষণং ভাব-সংযুক্তং যদাচারঞ্চ যদ্বদ ।

বিশেষেণ মহারাজ শ্রোতু মিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১০৯ ॥

অগমং ॥ ১০৯ ॥

রাজোবাচ ।

বহুতন্ত্রে বহুমতং বিবিধং শিবভাসিতং ।

তেমা মুদ্ধৃত্য যত্নেন ত্ৰীনাথেন যথোদিতং ॥ ১১০ ॥

ত্ৰীসর্কোল্লাসকে গ্রন্থে তস্মাদুদ্ধৃত্য যত্নতঃ ।

কিঞ্চিদ বক্ষ্যামি যৎসারং সাবধানো হবধারয় ॥ ১১১ ॥

তেমাং মধ্যাং যত্নেন উদ্ধৃত্য ত্ৰীনাথেন মহাত্মনা সর্কানন্দেন ত্ৰীসর্কো-
ল্লাসকে গ্রন্থে যথা উদিতং কথিতং ইত্যয়ঃ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

অথ সভাবপশুঃ ।

সাধকাঃ পুংস দেবানাং সভাব-পশবঃ স্মৃতাঃ ।

সাধকাঃ শক্তিদেব্যাশ্চ ভাবত্ৰয়যুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১২ ॥

পুংস-দেবানাং পুংসেবানাং পুংসাং দেবানাং বা । শিব-বাক্যত্বাৎ নাথ
দোষাশঙ্কা কর্তব্য ॥ ১১২ ॥

সর্বানন্দ তরঙ্গিণী ।

অথ বেদাচারঃ ।

সময়াচারে ত্রিণিষ উবাচ ।

বেদোক্তেন যজ্ঞেদেবং কামসঙ্কল্প-পূৰ্ণকং,

য এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স এব হি ॥ ১১৩ ॥

ন মৎস্মভোজনং দেবি ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ ।

পরদ্রব্যে ন লোভঃ স্যাৎ ন ভোগং মনসা স্মরেৎ ॥ ১১৪ ॥

অথ বৈষ্ণবাচারঃ ।

সৰ্বধৰ্ম্মান পরিত্যজ্য ইষ্টভক্তিশ্চ জায়তে ।

স এব বৈষ্ণবাচারঃ কাম সঙ্কল্প-বর্জিতঃ । ১১৫ ।

সময়াচারে ।

বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরং । ১১৬ ।

ভূগমং ॥ ১১৩—১১৬ ॥

পিচ্ছিলায়াং ।

স্তরোরাজ্যং সমাদায় শুদ্ধান্তঃ করণো নরঃ ।

শ্বেষ্টদেবং স্তবন্ ভাব্য মন্যদেবং ন পূজয়েৎ । ১১৭ ।

ভাব্যং চিত্তনীরং শ্বেষ্ট দেবং স্তবন্ সন্ পূজয়েৎ, ন অন্যদেবং
পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥

অশ্রুসমাধিঃ ।

অশ্রুদেবং শ্বেষ্টদেবরূপং জ্ঞাত্বা ক্রিয়াধরেৎ ।

দৰ্পণেষু যথা বিখং তথান্য-দেব-রূপকং ॥ ১১৮ ॥

ঈকদেবং বিনা দেবি নাস্তি দেবোমহীভূলে ।

এক সূর্য্যং কিমা সূর্য্যো নাস্তীহ জগতি যথা ॥ ১১৯ ।

বহুপাত্রৈ স্থিতে তোয়ে বহু সূর্য্যং যথা প্রিয়ে

বহুভাবে তথা দেবো বহুরূপেণ দৃশ্যতে ॥ ১২০ ॥

অশ্রুদেবং শ্বেষ্টদেবরূপং দৰ্পণে প্রতিবিম্ববৎ আত্মনঃ ইষ্টদেবস্ত প্রকার
বিশেষঃ জ্ঞাত্বা ॥ ১১৮—১২০ ॥

বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ বিষ্ণুত্মাত্মা যদা ভবেৎ ।

তদা ধ্যানং সদা কার্য্যং বৈষ্ণবীং পরমাং শিবাং ॥ ১২১ ॥

বিষ্ণুত্মাত্মা বিষ্ণো রাত্মা এত আত্মা যস্য স তথোক্তঃ । ইষ্টদেবেন লঙ্কা-
ভঙ্গ ভাবঃ । বৈষ্ণবীং পরমাং শিবাং অভিলক্ষ্য ॥ ১২১ ॥

অথ শৈবাচারঃ ।

পশ্চাচারস্য যচ্ছৈবং শাক্তাচারস্য পূৰ্ব্বকং

শৈবাচার মিদং প্রোক্তং পশ্চাচারেণ পূজয়েৎ ॥ ১২২ ॥

অগমঃ ॥ ১২২ ॥

প্রসাদং ত্র্যম্বকাদিঞ্চ তান্ত্রিকং হি মহেশ্বরী !

বীরাচারেণ সংপূজ্য পঞ্চতত্ত্বেন শঙ্করি । ১২৩ ।

সময়াচারে ।

অষ্টাঙ্গ যোগসংযুক্তো যজ্ঞেদেবং বিধানতঃ ।

যাবজ্ জ্ঞানং সমাধিঃ স্যাৎ তাবচ্ছৈবং প্রচক্ষতে ॥ ১২৪ ॥

শৈবোহপি শিবভক্তশ্চ শিবা ত্মাত্মা যদা ভবেৎ ।

তদা ধ্যানং সদা কার্য্যং শিবং শাস্তং জগন্ময়ং ॥ ১২৫ ॥

ইতি সভাব পশুঃ ।

অথ বিভাব পশুঃ ।

শাক্তাচারে ।

অমুকল্লৈ র্যজ্ঞেদেবীং বেদমার্গেণ সাধকঃ ।

পশ্চাচার মিদং প্রোক্তং বিভাবস্য মতং শিবে ॥ ১২৬ ॥

ভাবচূড়ামণৌ ।

গোক্ষীরং বহ্নিনা পাচ্যং খৰ্জুরস্য রসং প্রিয়ে ।

গুড়ং তস্য মদ্যতুল্যং তাম্বূলং চূর্ণং সংযুতং ॥ ১২৭ ॥

বাজ্ঞনং লবণৈ যুক্তং আমাশ্নং দ্বতসংযুতং ।

মদ্যানুকল্পং পরমে শর্করং গব্যসংযুতং ॥ ১২৮ ॥

(৯)

শর্করস্য রসধৈব শর্করং পরমেশ্বরী

মহিবোদ্ধবং মদ্যতুল্যং বিভাবস্য পশোঃ শিবে । ১২৯ ।

জ্যাম্বাদিং বীরাচারেণ পঞ্চতন্মেন সংপূর্ণ্য তাস্মিকং তদ্ব-সমতং প্রসাদং
প্রাপুয়েৎ, তদ্বৈ যথা কথিতং তাদৃশেন কর্মণা প্রসাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

সুগমং ॥ ১২৪—১২৯ ॥

মাংসানুকল্পং ।

গোধূমং লোহিতং চাদ্রং তিলং শ্বেতং মহেশ্বরী ।

শরৎ-পক্ষ ত্রীহিণাঞ্চ লোহিতং ত্রীহিণং শিবে ।

কুম্মাণ্ডং মাংসবজ্ জ্যেয়ং বিভাবস্য মতং পশোঃ ॥ ১৩০ ।

শরৎ পক্ষ, ত্রীহিণাঞ্চ মধ্যে লোহিতং ত্রীহিণং রক্তশালিঃ মাংসবৎ জ্যেয়ং
জানীহি ॥ ১৩০ ॥

মৎস্যানুকল্পং ।

নারীকেলং, ত্রীফলঞ্চ ধাত্রীফলং হরীতকীং

দুগ্ধক্ষেত্ পরমেশানি পশো মৎস্যং হি কল্পনং ।

বিভাবস্যতু গ্রাহিতান্ সভাবস্য কদাচ ন । ১৩১ ।

পশূনাং মৈথুনং নাস্তি চিন্তনং পরিকল্পিতং ।

সহস্রারে মহাপন্থে শিবশক্তিসমস্থিতং ॥ ১৩২ ॥

পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি দেবীমস্ত্রং যথা ভবেৎ ।

বেদোক্তেন যজ্ঞেদেবীং বিভাবস্য মতং পশোঃ । ১৩৩ ॥

বিভাবস্ত তু গ্রাহিতান্ এতান্ বিভাবস্ত গ্রাহান্ জানীহি ॥ ১৩১—১৩৩ ॥

অথ বিভাব বীরঃ পিচ্ছিল্যাং ।

ন করোতি মহাদেবি প্রকৃত্যাচার সংশয়ং

মানসৈক বিভাবেন পঞ্চতন্মেন পূজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

প্রকৃত্যাচার সংশয়ং প্রকৃতৌ শক্তৌ আচার সংশয়ং ন করোতি ॥ ১৩৪ ॥

অথবা চানুকল্পে বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ।

অনুকল্পে যজ্ঞেদেবীং তত্ত্বমার্গানুসারতঃ ॥

বীরাচার মিদং প্রোক্তং বিভাষন্য মতঃ শিবে ।

মানসৈঃ পঞ্চতন্ত্রৈশ্চ গুণাং কুর্য্যাক্ষ মানসৈঃ ।

পঞ্চতন্ত্ৰানুকল্পে বাহ্যে দেবীং প্রাপুঞ্জয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥ ৩৩৬ ॥

পঞ্চতন্ত্রং বীরতন্ত্রে ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনং মেঘচ ।

পঞ্চতন্ত্র মিদং প্রোক্তং শাস্ত্রানাম্ সুখমোক্ষদং ॥ ১৩৭ ॥

সুগমং ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥

মদ্যানুকল্পং পিচ্ছিলান্যং ।

নারীকেলোদকং কাংশ্চে তক্রং গুড়সমস্থিতং ।

আর্দ্রকং গুড়ং সংযুক্তং সিদ্ধান্নং দুগ্ধদুগ্ধকং ।

মদ্যানুকল্পং পরমে চতুর্ভুজং কলপ্রদং ॥ ১৩৮ ॥

কাংশ্চে কাংশ্চপাত্রে । দুগ্ধ দুগ্ধকং সিদ্ধান্নং পায়স মিত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

নিরন্তরে ।

ব্রাহ্মণো বীরভাষেন সুরাং পীত্বা জপেন্মনুং ।

তদভাবেহপি গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥ ১৩৯ ॥

সুগমং ॥ ১৩৯ ॥

তাম্বূলং তাম্রকূটঞ্চ ভূরিভা তাদ্ভিতা তথা

অহিফেনঃ খর্জুরসো ধূতুরং সন্ধিদা তথা ।

এতেচাষ্টৌ সুরাঃ প্রোক্তাঃ সাধকানন্দ-দায়কাঃ ॥ ১৪০ ॥

ভূরিভা গঞ্জিকা গাঁজাইতি ভাষা ।

তাদ্ভিতা তালরস জাত মাদকবিশেষঃ তাদ্ভী ইতি ভাষা । খর্জুরদঃ খর্জুর

সঃ । সন্ধিদা ভবঃ ভাঙ্ ইতি ভাষা । এতে অষ্টৌ, চকারাং মদ্যার্থঃ ॥ ১৪০ ॥

মাংসং ।

লবণার্দ্ৰক পিন্নাক- তিলগোধূম্যং মাসকাঃ ।

লসুনঞ্চ মহেশানি মাংস প্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪১ ॥

মৎস্যানুকল্পং ।

মৎস্তাভাবে দধি দ্রব্যঃ চানুকল্পং যুগে যুগে ॥ ১৪২ ॥

মুদ্রানুকল্পং ।

মুদ্রাভাবেহপি চণকং ভর্জিতং পরমেশ্বরী ॥ ১৪৩ ॥

ইতি মুদ্রা ।

সুগমং ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

সাধকঃ কুল-নিষ্ঠশ্চ যদি যোনিং ন পূজয়েৎ
 ক্রুদ্বা ভগবতী তস্য নিষ্ফলং জপ পূজনং ।
 যোন্যভাবে মহেশানি যোনিরূপাহপরাজিতা
 হয়ারি পুষ্পমধ্যস্থ শিবলিঙ্গেন পার্শ্বতি
 মৈথুনং জায়তে তেন শক্ত্যভাবেহপি পার্শ্বতি ।
 করবীরে ক্ষিপেদগন্ধং কুসিতং যোনিপুষ্পকে
 তস্মাদুদ্ভূত্য তত্ত্বকং তর্পয়েৎ পরদেবতাং ॥ ১৪৪—১৪৬ ॥

করবীরে গন্ধং সুষ্টচন্দনং ক্ষিপেৎ, কুসিতং মিশ্রিতং চন্দনমিশ্রিতং করবীরঃ
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৪—১৪৬ ॥

অথ সভাব বীরঃ ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তং মুদ্রাকং মৈথুনং প্রিয়ে ।
 পঞ্চতত্ত্বেন সংপূজ্য আত্মানং দেবতাং শিবে ॥
 পঞ্চমীং পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েজ্জগদম্বিকাং
 বীরাচার মিদং প্রোক্তং সাধকস্ত্যপি বীজকং ॥
 বীরশ্চ দ্বিবিধো দেবি ! বাম দক্ষিণ ভেদতঃ ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥

অথ দক্ষিণাচারস্য ভাবঃ ।

স্বধর্ম নিরতো বীরঃ শিবো ভূত্বা যজ্ঞেৎ পরাং ।
 স এব দক্ষিণাচারঃ সর্কতস্ত্রেসু গোপিতঃ ॥ ১৪৯ ॥

সুগমং ॥ ১৪৭—১৪৯ ॥

অথ বামাচারী বীরঃ ।

স্বপুষ্পিঃ পঞ্চতত্ত্বৈশ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতাং ।
 বামাচারঃ স বিজ্ঞেয়ো বামা ভূত্বা যজ্ঞেৎ পরাং ॥ ১৫০ ॥

বপুঃপাঃ স্বয়া আশ্রয়ঃ পুষ্পৈরজোভিঃ । অত্র পুরুষস্ত্রীরূপদ্বাং রজসঃ
উক্তিঃ । বসন্তস্ত পুরুষস্ত্রীষকল্পনায়াঃ তস্ত শুক্লস্ত রজোৰূপেণো
দেখঃ ॥ ১৫০ ॥

সর্বজাত্যধমো দেবি স্বপচো নাত্র সংশয়ঃ ।

স্বপচোহপি কুলজানী দ্বিজগ্যাপ্যধিকো ভবেৎ ॥ ১৫১ ॥

স্বপচন্দ্রণালঃ ॥ ১৫১ ॥

সময়াচারে সিদ্ধাস্তাচারঃ ।

আত্মানং দেবতাং মত্বা যজ্ঞেদেবং বিধানতঃ ।

সদানন্দঃ সদাশান্তঃ সিদ্ধাস্তাচার লক্ষণঃ ॥ ১৫২ ॥

মন্যন্তে যে স্ব মাআনং বিভিন্নং পরমেস্বরাত্ ।

ন তে পশ্যন্তি তং দেবং যথা তেষাং পরিশ্রমঃ ॥ ১৫৩ ॥

আত্মস্থানং দেবতাং ত্যজ্য বহির্দেবং বিচিস্তয়েৎ

করস্বং কৌস্তভং ত্যজ্য ভ্রমতে কাচতুষ্পয়া ॥ ১৫৪ ॥

সিদ্ধাস্তাচার লক্ষণোক্তনঃ ॥ ১৫২—১৫৪ ॥

আত্মশক্তিং বরারোহে দেহে যাজ্জড়িতা স্থিতা

বশীকর্ত্ত্বং ন শক্নোতি বাহ্য শক্তেস্তু কা কথা ॥ ১৫৫ ॥

জড়িতা নিস্তেজোভাবমাপন্ন ॥ ১৫৫ ॥

অথ দিব্যাচারঃ ।

যম্মার্গিণা ভবেৎ কৌলো দিব্যোহভূৎ তেন মার্গিণা

উভয়ো রেক ভাবেন ভাবাতীতময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৬ ॥

যম্মার্গিণা যেন ভাবেন ॥ ১৫৬ ॥

দিব্যানাঞ্চ জগৎ দিব্যং কৌলানাং দিব্যবর্জিতং ।

দিব্যস্ত দেববৎপ্রায়ো বীরশ্চোদ্ধর্ত্তমানসঃ ॥ ১৫৭ ॥

দিব্যো দেবাগ্রতঃ পানং বীরো মুদ্রা-সমস্থিতঃ ।

কৌলানাং নিয়মো নাস্তি নিষেধস্ত বিধেঃ শিবে ॥ ১৫৮ ॥

ଦିବ୍ୟାନାଂ ତଥା ଜ୍ଞେୟଂ ମୁକ୍ତିମାତ୍ରଂ ବିଭେଦକଂ ।
 ଦିବ୍ୟାନାଂ ତେଜସି ଧାବେ ଭାବାତୀତଂ ପ୍ରକାଶିତଂ ॥ ୧୫୯ ॥
 ତେଜଃ ସ୍ଥାଂ ପରମାତ୍ମାଂ ସର୍ବବ୍ୟାପିଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ।
 ଯଦ୍ଦର୍ଶନଂ ଦେବତାଃ ସର୍ବାଃ ତତ୍ତେଜଃ ପୁଞ୍ଜ-ପୁରିତଂ ॥ ୧୬୦ ॥
 ତେଜୋମୟଂ ଜଗତଃ ସର୍ବଂ ବିଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି କଲ୍ପନଂ । ୧୬୧ ॥
 ଅଗମଃ ॥ ୧୫୯—୧୬୧ ॥

ଅଥ କୌଳାଚାରଃ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିନ୍ଦ୍ ମାନସୋ ଭୂତ୍ୱା ମଦାକାମ କଳାତନୁଃ ।
 ଈଦଂ ବୀରକୁଳଂ ଦେବି ଜ୍ଞେୟଂ ରମ୍ୟଂ ମନୋହରଂ ॥ ୧୬୨ ॥
 କାମକଳା ତନୁଃ କାମକଳା କାମାଂଶଃ ତନୁଃ କ୍ଳୀଣୋଷ୍ଠ ନିକାମ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ୧୬୨ ॥

ନିର୍ଦ୍ଦିନ୍ଦ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବଃ ।

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତୋ ଭବେଦେକ ଏକୋ ଭାବାତୀତଃ ଶିବେ ।
 ପ୍ରକାଶବାକ୍ୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦିନ୍ଦ୍ ମେକଂ ହ୍ରସ୍ୱଂ ହି ଦୀର୍ଘକଂ ॥ ୧୬୩ ॥
 ସର୍ବେଭ୍ୟାଂ ଶ୍ଚୋକ୍ତମାଂ ବେଦାଂ ବେଦେଭ୍ୟୋଽପି ବୈଷ୍ଣବୋକ୍ତମଃ ।
 ବୈଷ୍ଣବା ଦୁତ୍ତମଃ ଶୈବଃ ଶୈବାକ୍ତ ଶାକ୍ତ ଉତ୍ତମଃ ॥ ୧୬୪ ॥
 ଶାକ୍ତଂ ଚ ଦ୍ୱିବିଧୋଽପି ଦେବି ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଭେଦତଃ
 ଦକ୍ଷିଣାଦୁତ୍ତମୋ ବାମୋ ବାମାଂ ଶିବୋଽସ୍ତ ଉତ୍ତମଃ ।
 ଶିବୋଽସ୍ତାଦୁତ୍ତମଃ କୌଳଃ କୌଳାଂ ପରତରୋ ନହି ।
 କୌଳାଚାରଂ ସର୍ବଂ ବୀଜଂ କୌଳାଚାରମୟଂ ଜଗତଂ ।
 ଏକୌଳାଚାରଂ ଭାବମାତ୍ରଂ କୌଳଂ ହି ଭାବବର୍ଜିତଂ ॥ ୧୬୫ ॥
 ଭାବାତୀତଂ ହି କୌଳଂ ସ୍ତ୍ରୀଭେଦନାଦ୍ ଭାବସଂଯୁତଂ ॥ ୧୬୬ ॥
 ପଶୁଭାବେ ଶକ୍ତି ମଦ୍ଭ୍ୟଂ ରୋଗ ଶୋକ ଭୟାନକଂ ।
 ବୀରଭାବେଽପି ତନ୍ମଦ୍ଭ୍ୟଂ ମୁଖ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତଂ ନୃଣାଂ ॥ ୧୬୭ ॥
 ଅତଏବ ହି ଶାକ୍ତାନାଂ ମୁରାପାନଂ ପ୍ରଶସ୍ତକଂ
 କଥଂ ନିନ୍ଦସି ତୋ ଦଞ୍ଜିତ୍ୱି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ॥ ୧୬୮ ॥
 ବୈଷ୍ଣବୋକ୍ତମଃ ଇତ୍ୟାଦିଂ ସନ୍ଦ୍ୱିଷ୍ଟ ଶିବବାକ୍ୟାଦାଂ । ବେଦାଂ ବେଦାଚାର ପରା-
 ୧୬୯ ॥ ୧୬୭—୧୬୯ ॥

ଃତି ଶ୍ରୀସର୍ବାନନ୍ଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟାଞ୍ଜ-ଶ୍ରୀଶିବନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରଚିତା
 ସର୍ବାନନ୍ଦ-ତରଂଗିନୀ ସମାପ୍ତା ।

অসার্যঃশঃ যথা ত্যক্তা কুঙ্কমস্ত সমীরণ-
 গৃহ্যতি সৌরভঃ শুদ্ধঃ শুভঃ গুরুস্ত সাধবঃ ।
 এহেত্ব কিঞ্চিৎ স্থলিতঃ ময়া যৎ
 ভ্রান্ত্যা প্রমাদেন তথাস্তদোমৈঃ ।
 নঃশোধ্য বুদ্ধ্যা স্বকয়া শুবুদ্ধি
 গৃহ্যতু বিদ্বান্ সঙগৈঃ শুভৈস্ততঃ ।

ইতি সর্বানন্দতরঙ্গিয়াং তরঙ্গী নাম
 টীকা সমাপ্তা ।

মহান্বসর্গবিজ্ঞাংশাবতংনেন বেন্দাগ্রামনিবাসিনা শ্রীমতা গঙ্গেশচহ
 ভট্টাচাৰ্য্যোণ প্রণীত তরঙ্গাখ্যটীকয়া সহ প্রকাশিতেয়ঃ সর্বানন্দতরঙ্গিনী ।

অথ দণ্ডাষ্টকং ।

সদা শুদ্ধবুদ্ধা পবজ্ঞানরাধাঃ শুণাধার মাচ্চ গুরুং বিশ্ববন্দ্যঃ
 জলন্ধ্রেনবর্ণঃ শরচ্ছন্দ্র-বক্রঃ পরমানন্দমগ্নঃ ভজে নৃর্কবিছাং ॥ ১ ॥
 নবোজ্জ্বলিজালং মহাশঙ্খমালং ভবাচ্চঃশজ্জাতং স্মৃক্ত্যা সমেতং
 নমস্তাদ্যতীনাং স্তবং স্মেরবক্রং মহাদেবতুল্যং ভজে সর্কবিছাং ॥ ২ ॥
 যদজ্ঞানতো জ্ঞানমজ্ঞানতুল্যং যতীনাং যতোহভূন্নোঐহি ভেদঃ ।
 যদালোকনাল্লোচনং স্তাৎ পবিত্রং ভজে তং সদানন্দিতং সর্কবিছাং ॥ ৩ ॥
 যদন্তোজবল্লাচ্চুতাং সাধুবাণীং বদন্তাবিকে প্রোদ্রাসীন্তবানী ।
 তমেকং মহাপুরুষং শুদ্ধকপং চিদানন্দমগ্নং ভজে নৃর্কবিছাং ॥ ৪ ॥
 সনুকৃতা বাহু বদন বারবারঃ বদামি তুমীশ তুমীশ তুমীশঃ ।
 কলৌ মুক্তিমার্গ প্রবোধার্থ এষ তদীয়াবতারঃ প্রদীপ্তপ্রচারঃ ॥ ৫ ॥
 ভবস্তং ভজন্তো জনা ভাগ্যবন্তঃ স্বকস্বকমাঃ সঃপদং প্রাপ্নু বন্তঃ
 অহং মাহুস স্থাং ন জানামি তত্ত্বং তমস্মান্ ভবন্তুক্তিযুক্তান্ কুরুষ ॥ ৬ ॥
 প্রতিষ্ঠা পরিষ্ঠা শ্রুতা সর্কলোকে মৃতো জীবিতো দান এষোহপ্যঘট্টাৎ ।
 অমায়ঃ যদা প্রোদ্রাসীচ্ছশঙ্ক শুদন্যান্যভূতং ন তে সাধ্য মস্তি ॥ ৭ ॥
 ইতি সর্কবিজ্ঞাষ্টকং সম্মুখোক্তং পঠেৎ প্রাতরুথায় শুদ্ধান্তরাত্মা ।
 ভবেত্তস্ত তুষ্টো গুরুঃ সূর্কদশী সদাপাদপদ্মাখ্রতবপ্রকাশী ॥ ৮ ॥
 ইতি দণ্ডাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং ।

বঙ্গানুবাদ ।

প্রণমি শ্রী গুরু পদ পঙ্কজে এখন,
 শ্রীসৰ্বানন্দের এই সিদ্ধি বিবরণ
 সৰ্বানন্দ তরঙ্গিনী করিলা প্রকাশ
 শিবনাথ সৰ্বানন্দ স্মৃত গুরুদাস ।
 হৃদয় গুরু, তেজোগুরু, স্থূলগুরু আর,
 শিবের ভাবিত গুরু এ তিন প্রকার ।
 তন্ত্র শাস্ত্রে সৰ্বিশেষ আছে বিবরণ,
 কিংবা মূল গ্রন্থ-মাঝে কব বিলোকন ।
 অনুবাদকারী দাস প্রকাশ না করি
 ভাষায়, নানার্থ তন্ত্র-কথা হিতকরী
 কেবল সিদ্ধির কথা করিছে প্রকাশ
 গদ্যে সদ্যোবোধ হেতু সাধুব সকাশ ।
 সৰ্ববিন্য বংশধর, গোলোকের নাথ-
 সমান স-মান যেই শ্রীগোলোক নাথ,
 প্রণমি তরীয় পদ পঙ্কজ যুগলে
 করিল এ অনুবাদ অতি কুতূহলে ।
 পুনঃ নমি, জননী সমান মহীতলে
 মূৰ্ত্তিমতী জগদম্বা বেন্দা কাশী-স্থলে
 সগুণা সাকারী মাতা গুণাতীতা সতী
 দ্বিভূজা যেন মা উমা দেবী ভগবতী,
 বাববার করি তাঁর প্রণাম চরণে
 ববদেও ববপ্রদে ! বাসনা পূরণে ।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া মহাত্মা শ্রীমৎ সৰ্বানন্দ দেবেন্দ্র
 ব্রহ্মানন্দ বৈভব সংপ্রাপ্তির ঘটনাবলী সম্বন্ধিত সৰ্বানন্দতরঙ্গিনী নামে পুস্তক
 গুরু ও শ্রাবক কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে ।

ভগবান ভবানীপতি শিব কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে গুরু রূপভেদে তিন
 প্রকার যথা হৃদয় (স্থূল দৃষ্টির অলক্ষ্য) গুরু, তেজোগুরু ও স্থূলগুরু, তন্মধ্যে

যিনি লক্ষবর্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত শিবলোকস্থিত (শিব শক্তি যেমন পর-
ম্পদ পূর্ণতায় অতিশয় সূক্ষ্ম ও তৎকাল শিব শক্তি বা হঠাৎ অভিন্ন)
পরমা সমস্ত বা পূর্ণতার স্বরূপ ও 'হংস' নামের অক্ষর দ্বয় স্বরূপ, সেই
পরম্পর পরমাত্মাই হৃদয় গুরু ! পরমতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ এই হৃদয় রূপের (তন্ত্রের)
ধ্যান করিয়া থাকেন ।

যিনি পরম তন্ত্র, আনন্দ স্বরূপ, পরমার্থ হৃদয় স্বরূপ, মুক্তি দাতা ও শুদ্ধ
এবং যিনি জ্ঞানময়ী নৃতি বিশিষ্ট, স্তম্ভ ছায়াদি দ্বন্দ্ব বিরহিত, আকাশ সদৃশ
শুদ্ধ ও অলক্ষিত হইয়াও তত্বমসি প্রভৃতি মহা বাক্য দ্বারা জ্ঞানিগণের লভ্য,
যিনি অদ্বিতীয় নিত্য পরার্থ ও নির্মল অগচ সর্বস্থান বাপিবা দিব ভাবে
আছেন। অপিচ যিনি সর্বদা সকলের নক্ষত্ররূপে অবস্থিত এবং যিনি
সমস্ত ভাবেব অদ্বীত, ও সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রয় হইতে পৃথক, সেই
সচ্চিদানন্দ পরমতন্ত্র শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ।

যিনি নিত্য পরার্থ, বিশুদ্ধ, অভায় রহিত, বিকার বিরহিত, নিবাকার ও
নিত্য চৈতন্য, সেই পবন তন্ত্রানন্দকপি শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ।

জগৎপ্রভে সেই পবনতন্ত্রের প্রতিবন্ধ সমাহিত, যখন সৌম্য বিষ্ময়
অবলাকন করিয়া পুনঃ পুনঃ সাহসে সাহসে উচ্চাষিত হইয়া, তখন ভাস্ক
জীব দিব্য রাশিমাধ্য ২১৬০০ বার হংস, এই অক্ষরদ্বয় (স্থান প্রস্থান) বা
অন্তরা মন্ত্র রূপে কথিত থাকে । অনন্তর সাহসে, এই শব্দের তাত্পর্যার্থ সমাক
অনন্তর হইয়া : সাহসে এই শব্দের বাঞ্ছন বর্ণ পরিত্যাগ করিল যে শব্দ (ও)
উচ্চারণ হয় সর্বমর্দ পাতাল সমস্ত চবাচব ত্রিভুবনই সেই ওঁকারদ্বারা পরি-
বাস্ত, এই ওঁকারকেই পরমতন্ত্র বাচ্যরূপে গ্রহণ করা যায় । তিনিই বিন্দুনা
কলহইতে অদ্বীত পরার্থ অর্থাৎ হৃদয় তত্ব কাল, শব্দ ও আকাশ হইতে,
তিনি পৃথক পরার্থ । এবং বিধ পরমলক্ষকপি শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি ।

যিনি শ্বেতবস্ত্র ধারণ, শ্বেতবর্ণ অনুলেপন ও মুক্তামালা ধারণের সহিত
মনোহর নৃতি ধারণ করিয়া বামাস্ত্র স্বরূপ পাঠোপনি, (বাম উরুদেশে)
মনোহর রূপ ধারণী জ্যোতিঃ স্বরূপা শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই
ঐশ্বর্য হস্তমুগ্ধারিত অগচ রূপার আধার সর্বশক্তিমান শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান
করিবে ।

যিনি আনন্দ স্বরূপ, আনন্দজনক, প্রসঙ্গাত্মা, তন্ত্র স্বরূপ ও নিজ বোধমুক্ত
বা স্বপ্রকাশ, তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, এবং ভববন্ধন হইতে নিমুক্ত হওয়ার চিকিৎসক
বা উপায় স্বরূপ সেই পরমানন্দ স্তবাহ যোগীশ্বর শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্বদা
ভজনা করি ।

যিনি মন্ত্র স্থূলরূপ প্রদান করিয়া বহু পুত্রার উপকরণ দি য়ারা উপান্য এবং যে মহাত্মার অজ্ঞা বা উপদেশে অহুসাবে গুরুদেবের স্বস্বরূপ ও তেজোরূপ এই দ্বিবিধ গুরুরূপ ও নরকের নিকট স্বপ্রকাশ হয়, সেই দুই বাহু বিশিষ্ট স্থূলরূপ ধারী শ্রী গুরুদেবকে আমি নমস্কা ভজনা করি ॥

যিনি বাহু প্রকরণে মন্ত্র ও জ্ঞান প্রদান করিয়া পাপ রশিকে সমূলে বিনাশ করেন এবং যিনি জগতের অজ্ঞান মোহাকার বিনাশের পক্ষে অদ্বিতীয় স্বর্ঘ্য প্রতিব ও ত্রয়োদশটি ব্যক্ত গুণ সম্পন্ন সেই স্থূলরূপী মহাত্মা শ্রী গুরুদেবকে আমি নমস্কা ভজনা করি ।

শাশু মুক্ত অতএব শিবহুলা এই সর্বানন্দনাথ বঙ্গদেশে মেহার নামক স্থানে তপস্তা করিয়া ভবানীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন । অথবা, এই সর্বানন্দনাথ বঙ্গদেশে মেহার নামক স্থানে তপস্তা করিয়া ঈশ্বরী ভবানীর পরম পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন ।

যিনি কাশীতে অত্যন্ত গোপনীয় বীরাচাৰ ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সর্বানন্দনাথ পূর্বজন্মে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন । বাসুদেবের বংশীয় গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া, (কিংবা সর্বানন্দ নাথ ষ্ট্রাহ্মণের বংশে উৎপন্ন তঁহাদিগকে এগাম করিয়া, অথবা সর্বানন্দনাথের বংশসম্বন্ধীয় পরমোষ্ঠ গুরু মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া) আমি আজ তঁহার (বাসুদেবরূপে জন্মাবধি নিঃকলিত জন্ম পর্যন্ত) বিবরণ বলিতেছি ।

মেহার প্রদেশে দাদ উপাধিধারী এক রাজা ছিলেন । তিনি রূপবান, কীৰ্ত্তিমান, ধৰ্ম্মায়া ও অভায়েদেবে অতিশয় ভক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতেন ।

এক সময়ে কোন দণ্ডিস্বামী কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্বক তীর্থযাত্রার জন্ত বহির্গত হইয়া মেহারে আসিয়া উপাস্ত হইলেন ।

দানোপাধিক মেহার রাজ সেই দণ্ডিকে দেখিয়া ভক্তি পূর্বক তদীয় পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া তঁহার আগমনের হেতু ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

যে হেতু আজ অনাগ্রাসে আশাতীত ভবনীয় পাদপদ্ম লাভ করিলাম, অতএব আমার জন্মগ্রহণ আজ সফল এবং কার্য সম্পাদনও সার্থক হইল ।

ভগবন! আপনি কাশীবাসাদি যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন এবং স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন, তবে কেন মূঢ়তাভর পদমোপায় স্বরূপ কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া অত্ৰ হানে গমন করিতেছেন ?

দণ্ডী বলিলেন । বঙ্গদেশে এক ব্রাহ্মণ পুত্র সম্মানসাপ্রদ গ্রহণ পূর্বক মদ্যমাংস লেহন ও ত্যাগচারে হইয়া কলিকাতা কাশীতে ভ্রমণ করে ।

আমবা সেই বঙ্গজ বিপ্রনন্দনকে বেদাচার পরিত্যাগী, সর্বদা মদ্যপায়ী, মৎস্য মাংস ভোজী এবং অশুশ্যায় ভোক্তা ও অস্থানে অবস্থানকারী দর্শন করিয়া, তড়মা করিয়াছিলেন ।

দৈনন্দিন অবধি আমাদিগের সমস্ত পেষদ্রব্য মদ্যময় ও সমস্ত ভক্ষাদ্রব্য মাংসময় দেখিতে পাইলাম । এ কারণ আমবা সমস্ত দণ্ডী ভোগার্ভ (ভোগে কাতর) হইয়া তীর্থাস্তরগামী হইয়াছি । আমি তীর্থ পৰ্য্যটনের জন্ত চন্দ্রশেখর পূৰ্ব্বতে গমন করিতেছি ।

রাজা সেই দণ্ডীর ঐ বাক্য শুনিয়া ভক্তি গদ্যাদ বাক্যে গুরুর উদ্দেশে সহসা ভূতলে প্রণাম করিয়া দণ্ডীকে বলিলেন ।

ভো দণ্ডিন ! আপনি সেই পবামনন্দময় মহেশ্বর তুল্য মদীয় গুরুদেবের নিন্দা করিবেন না । কেন না, তিনি মহাদেবীকুপা ব্যাপ্ত (দয়া প্রাপ্ত) হইয়া সর্বগামী ও সর্ব কর্তা হইয়াছেন ।

আমার গুরুদেব দেবীর নিকটে বর প্রাপ্তি পূৰ্ব্বক কালিকা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা দর্শন করিয়াছেন । মহাদেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, মদীয় গুরুদেবকে নিয়ত পুত্রভাবে দেখিবেন । অর্থাৎ স্থূল পুত্র শক্তিমতী মাতার নিকটে যাহা চায় তাহা যেমন পাইতে পাবে, তদ্রূপ আমাব গুরুদেবও যখন যে অভিলাষ করিবেন, তাহাই জগন্মাতা পূর্ণ করিয়া দিবেন ।

রাজার পূৰ্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডী বলিলেন, হে মহারাজ ! আপনার গুরুদেব কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, কি মহৎ তপস্বী বা করিয়াছিলেন, এবং কালী প্রভৃতি জগন্মাতৃগণ কিরূপেই বা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আপনি বলুন ; কেন না আপনি যথার্থ রূপ অবগত আছেন ।

রাজা বলিলেন ।—হে দণ্ডিন ! আমি আমাব গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলাম ; তৎসমর্থ নহি । কিন্তু আপনারা সকলে ভোগে কাতর হইয়াছেন । এ জন্ত যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বালিতেছ ।

মহামতি বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ পূৰ্ব্বস্থলীতে বাস করিতেন । একদা তিনি যখন গঙ্গায় জপ করিতেছিলেন, তখন এইরূপ দৈববাণী হইল যে, “বঙ্গদেশান্তর্গত মেহাবপ্রদেশে তোমার বংশে সিদ্ধি হইবে, তুমি স্থির হও । কেন না, তুমি আমাকে অন্তরের সহিত ডাকিতেছ ॥

বাসুদেব পূৰ্ব্বোক্ত দৈববাণী শ্রবণ পূৰ্ব্বক বঙ্গদেশে গমন করিতে মানস করিয়া রাঢ়দেশ ত্যাগ করিলেন এবং দাসবাংশীয় অশ্বদাদি কষ্টক যত পূৰ্ব্বক অপ্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অবিকৃত মহার প্রত্যাশা আনীত হইলেন ॥

সর্ব কাণ্ডে স্তনমর্থ এই সর্বানন্দই সেই বাসুদেব । বাসুদেব পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কঠোর তপশ্চরণ পূৰ্ব্বক ভবানীর নিকট শুভ বরলাভ করিয়াছিলেন ॥

ঐ দণ্ডী পুনর্ব্বার দাস রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । হে রাজন্ ! মহাত্মা বাসুদেব কিরূপে স্বীয় পৌত্র হইয়াছিলেন । পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং ভবতারিণী ভগবতী প্রত্যক্ষা হইয়া বাসুদেবকে কি বর প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই সকল বৃত্তান্ত আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি বিস্তৃত রূপে তাহার উল্লেখ কর ॥

রাজা বলিলেন ।—সেই মহামতি বাসুদেব কামাগ্যায় গমন পূৰ্ব্বক ক্রমশঃ অন্ন, ফল, পত্র ও জল পরিত্যাগ করিয়া মহোৎকট তপশ্চরণ করিলেন, তাহাতে পরাবিন্যা সদয়া হইয়া স্বপ্নে এই বাণী বলিলেন ॥

ভবানী বলিলেন, বৎস । তুমি সমর্থ হইয়া উৎকট তপশ্চরণ সহকারে আমাকে ডাকিতেছ । অতএব, কলিযুগে অপ্রকাশ যে মহালিঙ্গ পূৰ্ব্ব মাতঙ্গ মুনি শক্তি মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত ভূতলে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার উপরিভাগে শবাবোহণে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে । ঐ স্থান বঙ্গদেশেব অন্তর্গত মেহার নামক স্থানের জীন তরুনুলের সম্বিহিত । তুমি যখন তোমার পৌত্ররূপে উৎপন্ন হইবে, তখন ঐ স্থানে অঙ্ক রাত্রে শবাবোহণে মন্ত্র সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥

মহামতি বিচক্ষণ বাসুদেব দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক স্বীয় ভৃত্য পূৰ্ব্বানন্দকে তাহা বলিয়া আপনার পুত্র হইতে উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন । তদনন্তর স্বীয় দেহ ত্যাগ করিলেন । এই বাসুদেব শীঘ্রই স্বীয় পুত্র শম্ভুনাথের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ॥

স্বীয় পৌত্র রূপে জাত সেই বাসুদেব এই সভাতে শুভ অমাবস্তার দিনে, 'অদ্যা পূর্ণিমা' ইহা বলিয়াছিলেন । তাহা শুনিয়া সভা পণ্ডিত তাঁহাকে উপহাস করিলেন ॥

আমি সেই বাক্য শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম । এবং সর্বানন্দ পুত্র শিবনাথকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম “তোমার পিতা যেন আর রাজ সভায় আগমন করেন না” । (সর্বানন্দ শম্ভুনাথের দ্বিতীয় পুত্র, ইনিই পূৰ্ব্ব জন্মে বাসুদেব ছিলেন ॥

শিবনাথও তাহা শ্রবণ করিয়া মাতার চরণ কমলে বলিলেন । অনন্তর ভ্রাতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হইয়া মহামতি সর্বানন্দ

বিবেক প্রাপ্ত হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জ্ঞানাকাজ্ঞার গৃহ ত্যাগ পূর্বক বনে গমন করিলেন ॥

অনন্তর বানীর চরিত সেই সর্বানন্দ লেখনাকাজ্ঞায় তাল পত্র সংগ্রহ বাসনায় তাল তরুর অগ্রভাগে আরোহণ পূর্বক এক বর্ষ দর্শন করিলেন ॥

সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বল পূর্বক তদীয় শির আকর্ষণ করিয়া বস্ত্রীতে অর্থাৎ তাল বৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত সুধার অস্থির হ্রাস ধায়াল কাণ্ড বিশেষে স্বর্ণা পূর্বক মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥

এই সময়ে তাল বৃক্ষ মূলের সন্নিহিত প্রদেশে এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি অগ্রভাগে সর্প মুণ্ড দেখিয়া সর্বানন্দের নিভীকতা দর্শন পূর্বক সন্মুখ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥

সন্ন্যাসী বলিলেন — তুমি মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহানীহস সম্পন্ন ও বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী, তুমি কে ? অর্থাৎ তোমার পবিত্র্য দাও, তুমি কি নিমিত্ত বৃক্ষের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছ ? কি সাধনাই বা ইচ্ছা কর ? হে বৎস তুমি আমাব সন্নিধানে আগমন কর, আমি নিশ্চয়ই অদ্য তোমার অভিলষিত ষাণ্ডীক বিষয় সম্পাদন করিব ॥

সর্বানন্দ সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক সম্মুখে আগমন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রণমের অনন্তর, আপনায় নিবেদ্য বিষয় সেই অবধূতকে বলিলেন। “আমি অতি মূর্খ ; আমি অমাবস্যার দিনে আজ পূর্ণিমা ইহা রাজ্যে নিকট বলিখাছি ॥

এই স্থানে মেহাব অকলেব গ্রহে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে ॥

“বৃক্ষস্থিত সর্বানন্দ সন্ন্যাসীর পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভীত হইয়া চারিদিক অগ্নে অগ্নি দর্শন করিতে লাগিলেন। এবং দক্ষিণদিকে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী দেবরূপী, বিভূতি ভূষিত গাত্র, শাস্ত্রভাবাপন্ন ও ভূতলে অবস্থিত। তাঁহার মস্তক অট্টালমূহে শোভিত, মুখ মহাসা, শরীর অতি মহৎ ও লোচন যুগল অরুণ। তিনি কুহস্ত কুহুমের স্যায় উজ্জ্বল রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বাতিশয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সেই মহাত্মা সর্বানন্দ তাল তরু হইতে অবরোহণ ও স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া মস্তক দ্বারা ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। (এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন)। তুমি দেবরূপ ধারী, তুমি শিবাত্মগ্রহ কান্দী এবং তে মাস দেহ দয়য় পূঁজি; এক্ষণে উপদেশক তোমাকে

প্রণাম কবি । স্বিজ্জ'স্তা সর্বানন্দ তাঁহার সন্নিধানে এইরূপ নমস্কার করিয়া পুনরাব প্রণাম পূর্বক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥

সর্বানন্দ বলিলেন—হে পরমেশ্বর আমার নাম সর্বানন্দ, আমি বাহু-দেবেব পৌত্র, ও শঙ্কুনাথের পুত্র ! আমি লেখা পড়া কিছুই জানি না । একদা মুখ আমি রাজার সভাতে রাজ সন্নিধানে অমাবসার দিনে পুর্ণিমা বলিয়া গৃহ আগমন করিল ত্রাহ প্রভৃতি কর্তৃক ভৎসিত হইয়াছিলাম । কেননা তাঁহা বা মূগতি কর্তৃক ক্রোধভরে কথিত হইয়াছিলেন । শনি দেউ তিব্বতাবে বিদ্যাপী ও লেখনাকাজ্ঞী হইয়া তাল পত্র আহরণ করিবার জন্য এই বাক্ষ অ'রে'হ'ন করিয়াছিল'ম ॥

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন । হে বৎস ! নিদা শিক্ষা কি কাজ ? এবং লিপিত্তই ব' কি প্রয়োজন ? আমি তেমাকে একপ মস্ত্র দিতেছি যাহাতে তুমি সর্বসিক্তি লাভ করিত পারি'ব ॥

এই ভক্ত বৎসল সন্ন্যাসী সর্বানন্দের কর্ণে মস্ত্র বলিয়া বক্ষঃস্থলে পশ্চাৎ কণ্ঠীয় শ্লোক লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥

মেহাব প্রদেশে নানাকপ অন্ধকারময় জীন নূলে পৌষ মাসেব শেষভাগে শুক্রবারে বাহি বিপ্রহরব সময় অপ্রকাশ জগদদাও প্রকাশিতা হন, অর্থাৎ জগদীশ্বরী জগতে অপ্রকাশিত অ'চ্চন বাট । কিন্তু পূর্বাঙ্ক ক'ল ও দেশে ধ্যানশীল ব্যক্তিঃ তদীয় প্রকাশ সহজ অনুভব করিত পারেন । তুমি শবের বক্ষঃস্থলে বসিয়া সেই যোগ-প্রাপা ভগবতীকে ধ্যান করিবে । তাহা হইল কথিত মস্ত্র জাপ প্রভাবে ভগবতী সুপ্রসন্ন হইয়া তোমার সমস্ত বাসনা পূরণ ও অভিলষিত বরদান করিবেন ॥

তপোমিত শরীর অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্ম সমূহে কঠোর তপশ্চর্য্য করী পুণাঙ্ক সর্বানন্দ ব্রহ্ম মস্ত্র লাভ করিয়া আনন্দে প্রস্থান হইলেন । অ'হা তখন তাঁহার যে আনন্দ লাভ হইল, তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য । তৎকালে স'তিশয় আনন্দে তাঁহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় বাস্তব ব্রহ্ম হইল, এবং তিনি ও ঐ আনন্দ সুরায় বাকুল হইলেন । এইরূপ আনন্দে উল্লিখিত বৃত্তান্তেব আশ্রয় লন করিতে করিতে তিনি আপন ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! এবং পিতামহের ভূতা পূর্বানন্দের নিকট সমস্ত বলিয়া বক্ষঃস্থল লিখিত করিতা পাঠ করিলেন ॥

পূর্বানন্দ পূর্বোক্ত বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন এবং ঐ বিবরণ গোপন পূর্বক মাতঙ্গেশ শিব, যে স্থানে নিহিত আছেন তাহার উপরিভাগে বনাকীর্ণ স্থানে অবস্থান করিয়া সর্বানন্দকে যথাবিধি উত্তমরূপে দান প্রদান

পূর্বক বলিলেন ; হে বৎস শুন, হে শ্রুত । তুমি ভীত হইওনা, তুমি আমার
পৃষ্ঠে উপবেশন করিষা আপন মস্ত্র জাপ কর । যে হেতু তাহা হইলে দেবী
হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাপূর্ণ হইবে । “তুমি বর গ্রহণ কর” ইহা তোমাকে
বলিলে তুমি বরদায়িনী দেবীকে বলিবে যে, কি যে বরগ্রহণ করিতে হইবে
তাহা আমি জানি না যে হেতু আমি ভূতাব অধীন ॥

কিন্তু শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দ ইহা বলিয়া মহাযোগ প্রভাবে দেহ হইতে প্রাণ
পৃথক করিয়া নিরালম্বভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

যে হেতু মহামতি সর্বানন্দ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়াছিলেন, এ ক্ষণ
লিঙ্গের উপবিভাগে শবে অবোহণ পূর্বক আপন ইষ্টে মস্ত্র জাপ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সেই নিশীথ সময়ে সর্বানন্দের হৃদযাস্থজ হইতে চক্ষু স্বর্ঘ্যাদৃশ
পবন তেজ নির্গত হইয়া অগ্নিময় লৌহ পিণ্ডের আয় সেই বনে ব্যাপ্ত হইল ।
ঐ তেজ গাঢ় হইলে সুনির্মল ইষ্টে দেবীর প্রতিবিম্ব দেখিলেন এবং শনৈঃ
শনৈঃ অবলোকন করিতে সেই ইষ্টে দেবী দৃষ্টিগোচর হইলেন । অনন্তর
সর্বানন্দ গুরুর উপদিষ্ট ধ্যান, অন্তঃকরণে আনন্দে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন ॥

সেই মূর্তি অর্থাৎ সেই মূর্ত্তিমতী দেবী পবন, অরুণা (অনির্কচনী
রূপা), মহতী, ভক্ত বৎসলা, ঈশ্বর হৃদয়া মুক্তা, পদ্মমুখী, নীলবর্ণ ইন্দীবর সদৃশ
নেত্রা, সতত দয়াগুণময়ী, নাথকগণের অভীষ্ট দায়িনী, ভক্তদিগের মঙ্গলা-
কাজিঙ্গী, শাস্তিদিগের শান্তিদায়িনী, জবা পুষ্পের আয় দীপ্তি বিশিষ্টা, কোটি
পাংখ্যক চক্রেয় আয় অতি শীতলা, পদ্মাননা, পদ্মহস্তা, চক্ষু স্বর্ঘ্যায়ি লোচনা,
ত্রিলোকী মাতা, নিত্যা, ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষদায়িনী এবং সদা আনন্দপ্রদা ।
সেই দেবী সর্বানন্দকে বলিলেন ॥

.- দেবী বলিলেন, হে বৎস ! কি বর চাও শীঘ্র বল, রাত্রি শেষ হইতেছে,
মহাদেবের প্রধান নগরী (কাশী) এখন শূন্য রহিয়াছে । আমি প্রতিজ্ঞা
করিলাম, অদ্য হইতে তুমি আমার নিয়ত পুত্র হইলে, তুমি যখন যাহা মনে
করিবে আমি তাহা সম্পাদন করিব ॥

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া মহামতি সর্বানন্দ শবরূপ আসন হইতে
সমুখিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥

সর্বানন্দ বলিলেন যে, তুমি সমস্ত ভূতদিগকে মোহ সাগরে ফেলাইয়া
স্বয়ং নৃত্যশীলা হইয়াছ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব প্রভৃতি জ্ঞানিগণ যে তোমার
কৃপায় মোহিত হইয়া আছেন, যে তোমার ঈশ্বর ভূতগ্রহে যোগি লভ্য ফল

করগত হয় ; এবং যে তোমার চরণ স্বেচ্ছকর পক্ষে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিবও
তুচ্ছ, সেই তোমাকে প্রণাম করি ॥

হে মাতঃ ! বেদ যে তোমার পায় প্রাপ্ত হইয়া না, আগম ও পায় না এবং
স্মরণ সদাশিবও পাইতে পারেন না ; অগ্নি অস্ব । আমি ক্ষীণমতি নর হইয়া
কিরূপে সেই তোমার কপেব বর্ণনা (বা চিত্তা) কবিতে সমর্থ হইব ?

আকাশে অসংখ্য তাবা পূর্ণচন্দ্রের সমীপে থাকিয়া যেরূপ শোভা পায়,
তদ্রূপ বাঁহাব তেজোমণ্ডল মধ্যবস্তী হইয়া কোটি সূর্যাসম-তেজা মহাদেব
প্রভৃতিও দীপ্তি পাইয়া থাকেন । (সেই তোমাকে প্রণিপাত করি) ॥

যে ভূমি জীব স্বরূপা, পবমাত্র স্বরূপা, পুরুষ স্বরূপা, স্ত্রী স্বরূপা, কামমগ্না
ও কামনাশিনী, সেই অনন্ত নৃত্তিধাবিনী তোমাকে প্রণাম করি ॥

অগ্নি মাতঃ ! তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই শিব, তুমিই পবন, তুমিই
সূর্য্য, তুমিই যম, এবং তুমিই সমস্ত দেবতা ॥

তুমি ভূতলে থাকিয়া সমুদায় যজ্ঞ সম্পাদন কর এবং তুমি স্বর্গে থাকিয়া
নিখিল যজ্ঞ ফল ভোগ কর । তুমি ভূগে হইয়া অগ্নি মুক্তি দান কর এবং
তুমি ঋষ্টা হইয়া ত্রিভুবন বিনাশ কর ॥

হে মাতঃ ! এই ন্যস র নিশ্চয়ই অনার ও দেহিগণের দুঃখদায়ক । কিন্তু
বাহারা জ্ঞানী, এই ন্যসাব তাহাদিগের জ্ঞানরূপ অগ্নির বিস্তার সম্পাদন
করে । হে মাতঃ ! যে পশুত তোমাব পাদপদ্ম-দ্বয়ের রূপ হই, তাহার পক্ষে
এই ন্যসারই নারাৎসার, সমস্ত সুখদায়ক ও জ্ঞানাগ্নি সংবর্দ্ধন হইয়া থাকে ॥

অগ্নি মাতঃ ! সুখ দুঃখ মনুষ্যাদিগের স্বেচ্ছা সাধা নহে । কেননা ইচ্ছা না
থাকাতেও মনুষ্য কঠে পতিত হয় । অতএব আমি কর্তা নহি, বিষ্ণুও পালন
কর্তা নহেন, মহাদেব ও ব্রহ্মাও কর্তা নহেন । অগ্নি জননি ! তুমি নিচয়
গুণত্রয়ের উৎপাদিকা ॥

হে মাতঃ ! তুমি সর্বশক্তি, তুমি জগতের হুহিতা, তুমি সকলের মাতা ও
ধাত্রী, তুমি বেদরূপা, তুমি সমস্ত বেদ বাচ্য, তুমি সর্বজন গোপনীয় এবং
সকলের প্রকাশ্য ॥

হে মাতঃ ! তুমিই যতিদিগের পরমহংস স্বরূপ, তুমি বৈষ্ণবদিগের প্রধান
পুরুষ (বিষ্ণু বা ঐকৃতি ও পুরুষ), তুমি কৌলিকদিগের পরমশক্তি এবং
তুমিই তাহাদিগের দিব্য ভক্তি স্বরূপ ॥

হে মাতঃ ! যে সকল যোগ যুক্ত মুনিগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দিব্যানিশি
তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহারাও কোটি কল্প যুগে তোমার চরণ দর্শন
করিতে পারেন না । সুতরাং লঘুজীবীদিগের কথা আব কি বলিব ॥

হে মাতা ! তোমার পাদপদ্ম মুনিগণের পক্ষে দুর্লভ ও সামান্য মহুসোর পক্ষে অবতা জানিয়াও তোমার পাদপদ্ম সেবনাথে অর্থাৎ তাহা লাভ করিবার জন্ম যে সকল পরিব্রাজক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হন, তাহাদের নিশ্চয়ই মুক্তিহয় । কেননা তোমার পাদপদ্ম যে সংসার সাগর উদ্ধারের এক মাত্র উপায়, ইহা সকলেই বলেন ; কিন্তু ইহা ভিন্ন অল্প রূপ উক্তি শুক্লজনগণের বা অল্প মহাপুরুষাদিগের নিকটে শুনিতে, অথবা শ্রদ্ধা সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥

• হে মাতা ! যে পর্য্যন্ত তোমার চরণে শরণকালের জগৎও মনোনাযয়, সেই পর্য্যন্তই বিপুলত, পাপ সমূহ ও শনৈশ্চর্য্যি হুই গ্রহণ পীড়া প্রদান করে । কিন্তু একবার তোমার চরণে মন গেলে ঐ সকল বিপু, পাপ ও হুই গ্রহণি যদি প্রাপ্ত হয় । অতএব মাতা ! তাহারা তুৎসদ বা সুখদ নহে ; ইহা তোমার নাহায়া ॥

হে মাতা ! তোমার পদাববিদে যদি ক্ষণকালও মন যায়, তবে বহু সহস্র বিভূষিত লক্ষ্য বৌদানে, অশ্বমেধ সমূহ সম্পাদনে, কাশী প্রভৃতি অবস্থানে অথবা কোটি কল্পকৃত ধান বা বেগ সম্পাদনে যে পুণ্য হয়, তাহাতেই বা প্রাযাজন কি ?

যেহারা তোমার চরণ সেবা করেন, অতুল মহেশ্বর্য্যের জন্ম অকাবণে উদ্ভিন্ন হওয়া, তাহানিগের পক্ষে নিকার বিষয়, কেননা তুমি রাজ-বাজেশ্বরী তর্জি সমাধিদিগেরও স্বামী । কিন্তু মাতা ! জন্ম ভাবে বিবেচনা করিলে :—
যে মন তোমার চরণে স্থান নাহে কেননা তোমার মায়ায় মনোহর, তুমি সকলিই অকারণে উদ্ভিন্ন হইবা থাকেন ॥

পঞ্চমতঃ তুমি দেহীদেগের যাক্য ও মনের আগোচর, একাবধ সখক সমাধিতাশ্রয়ার' অলপ্রদান। এইম' ম'নস উপচারে তোমাকে অর্চনা করিবার উপবৃত্ত । যে হেতু পবন পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব পর্য্যন্তও বহু পূজোপচারে তোমার সেই অপরিমিত তেজোবিশিষ্ট গ্রহণে সর্বথা হ'য়ন না। অতএব আমরা শ্রেষ্ঠাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই পবন তেজোবিশিষ্ট চিত্ত করিতেছি ॥

হে মাতা ! ঈশ্বরাদি দেবতগণ তোমার পরিচায়ক স্বরূপ, স্থানিক মূল-জলজগৎ মনুস্কস্ত সহস্র-দল পদ্ম-বিবলিত অমৃত রস তোমার পাদ-পঙ্কজ-লন (পাদ্য) স্বরূপ, মন অর্থাৎ স্বরূপ, উক্ত সহস্র দল পদ্ম বিনির্মিত অমৃত ধারা তোমার আচমনীয় স্বরূপ, পৃথিবাত্তর গন্ধ স্বরূপ, ইন্দ্রিয় সমুচ্চ পুষ্প স্বরূপ, বায়ুতত্ত্ব ধূপ স্বরূপ, তেজস্তত্ত্ব দীপ স্বরূপ, জলতত্ত্ব নেবেদ্য স্বরূপ, অমৃত সাগর পানীয় স্বরূপ, ও পৃথক পরিমাণ অথচ সুখাদ নাশক পদ্য স্বরূপ, ত্রে মণ্ডল

ছয় স্বরূপ, বায়ু চামর স্বরূপ ও সূর্য্য মণ্ডল দর্পণ। স্বরূপ এবং অনাহত চক্র
হইতে উৎখিত প্রদীপকে ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ গ্রহণ কর ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক বিরচিত পূজার অগ্ন্যস্ত্র উপকরণ : মূর্ত এবং দেব
কথা ও গন্ধদ্রব্য কল্যাণি পবিত্রাবিকাগণ রত তাম্বল ও আম্রন গ্রহণ কৰ।
প্রধান প্রধান যোগিগণের পর্য্যস্ত চিত্তাকর্ষণ করে। এবদ্বৃত্ত নানাবিধ মনোহর
বাদ্য এবং সুসংলিত নৃত্যগীত গন্ধদ্রব্য কল্যাণি কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে,
মন্দের অংশগিত শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ স্ততি
পাঠ করিতেছেন এবং দেবীর ভোগাবশিষ্টে প্রদীপাদি ভৈরব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ
অনন্দেব সন্তিত কনক কবিতোছেন। অমৃত বস পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া
দর্শনদায়ী আনন্দ ভোগস্থলেব সন্তিত উপরিভাগ হইতে নির্গত উৎকৃষ্ট
ঐ অমৃত সেচন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ তামাকে পরিচপ্ত করিতেছেন, এবদ্বৃত্ত
আনন্দ রসে পরিপূর্ণ অশ্রু অভয় প্রদায়িনী দেবীকে দেবগণ পরিবর্তিত মণ্ডলে
অবস্থিত দর্শন করিয়া পূজার উপকরণ সমস্ত দ্রব্য শীঘ্র আহবান করিয়া
পাতিবিকাগণ বায়ু দ্রব্য হইবা' ইত্যন্তঃ ধাবিত হইতেছে। দেবগণ ব্রহ্মা
দেবী : স্ত্রী পতিবিকাগণ, স্বামী হনুমন্তী, স্বামী হনুমন্তী, স্বামী হনুমন্তী, স্বামী
সকলো প্রভা, দর্শন মনোহর দর্শন, যোগেশ্বর মহাপ্রভু মহাদেব ও যখন
যথাবিধানে ধ্যান করিত সার্থক নহেন, তখন আনন্দিগণের তাদৃশ শক্তি যে
নাট, ইহ বস' বহুলা।

অনি বিনম্র ! ভূতলস্থ থাকে এবং সর্ববাসি শিব প্রভৃতি যখন তোমার
রূপ ধ্যান করিত ক্ষণিক, তখন লোকে তাগ মনে করিয়া খিবত হইতে পারে,
কিন্তু তোমার রূপ চিত্তম ব্যতীবেকে অত কেনও উপায়েই বসন হুগ কথ
হয় না, তখন একপ বিধান করাও সম্ভব নহে। হে মাতঃ ! তোমার রূপ ধ্যান
করিতে পাকন বা না পাকন, কিন্তু তোমার চরণ সেবনার্থে বঁহাদিগের মন
দৃঢ়, তাঁহা যা যে মুক্তিলাভ কবেন, ইহা নিগম, আগম ও বেদে লিখিত আছে
এবং এখানে আমার দৃঢ় প্রত্যয়ও আছে ॥

দেবী বলিলেন : বৎস ! তুমি চিত্তানন্দজ সুবরূপে স্থব পবিত্রাগ কব।
আমি পুণ্য ও পাপ হরণ পূর্ব্বক মোক্ষদান কুর্বিতে পারি, আমি নিকাম ও সকাম
উভব ভ্রমই দান করিতে পারি, আমার হস্তে বস ও অভয় সতত বিরাজিত
থাকে। অতএব তুমি যে বস চাহিবে আমি তাহাই দিব। আমি নিজনাত্বেব
সঙ্গবিরহে বড় ব্যস্ত আছি ॥

সর্বানন্দ বলিলেন, মা ! জাব কি বস চাহিব, হরিহর বিরক্তি দেখিত
অতি গুহ্য তোমার চরণাবিলম্ব দর্শনেই সকল বসনা ত সম্পন্ন হইয়াছে ॥

মাগো যদি নিতাইই অন্য বর দিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা আমি জানি না, তাহা অন্যের স্বদয়স্থ জানিবে। তোমার অগ্রভাগে যে দাস নিদ্রিত আছে, সে যাহা চায়, সেই বর দান কর ॥

দেবী বলিলেন, হে বৎস পূর্ণানন্দ ! তুমি উঠ, তুমি মুক্ত হইলে, এখন যোগনিদ্রা পরিত্যাগ কর এবং আমার পরমরূপ দর্শন করিয়া ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর ॥

দেবী ইহা বলিয়া পূর্ণানন্দের মস্তকে চরণ স্পর্শ করিলেন। তাহাতে পূর্ণ সচেতন হইয়া দেবীর পাদপদ্ম দর্শন পূর্বক ইচ্ছানুরূপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

অগ্নি ত্রিনেত্র। তোমার যে অতি লোহিত চরণ নৃপূরশিঞ্জন-বিশিষ্ট ও উদয়শীল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য, নগে সুশোভিত এবং তোমার যে চরণে হরি-হর বিরিকি প্রভৃতি দেবগণ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকেন, সেই পাদপদ্মে যে আমাদিগের নেত্রভ্রমর নিপতিত হইয়াছে, ইহাতে কি বর সিদ্ধ হয় নাই ? অতএব তোমার চরণে আর কি বর প্রার্থনা করিব ॥

যোগিগণ বহুকাল তপস্তা করিয়া যাহাকে দেখিতে পান না, যিনি শ্রেষ্ঠা-তিশ্রেষ্ঠা, সূক্ষ্ম, ব্রহ্মরূপ, সদাশিবতত্ত্বকপিণী এবং হবিহর বিরিকি কতৃক সংস্কাভ, সেই দেবকবচসল! তোমাকে যে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, ইহাতে বোধকরি পূর্ণজন্মে তোমার চরণাবিন্দ লাভেব জন্য উৎকট তপস্যা করিয়া-ছিলাম, ইহা তাহারই ফল ॥

ক্ষিতাপ্তেকৌ মকদ্বোদ্যম এই পঞ্চতুত ও সত্য বজ্রস্তুমঃ এই তিন গুণ, ইহাবা তোমারই গুণ। তুমি বিশ্বের মাতা, তুমি যখন প্রতাক্ষা হও তখন ইহাবা উৎ-পন্ন হয় এবং তুমি যখন সূক্ষ্ম হও তখন ইহারা সূক্ষ্ম হইয়া যায়। অতএব তুমি সূক্ষ্ম হইলেই ইহাদের বক্ষ্যেহে যে চরণার্চন করিয়াছ, ইহাই উক্ত বিব-দেব অত্যন্তুষ্ট প্রমাণ ॥

দেবি! যাহারা তোমার ধানে নিমগ্ন চক্ষে তোমার চরণদ্বয় পূজনে, তোমার নাম গরণে এবং তোমার নির্মালাপাদোদক সেবনে রত হন, তাহারা এই কলিকালেও নিখিল পাপবিনুক্ত হইয়া ইহকালে পরম ভোগ লাভ পূর্বক অস্ত্রে সাস্ত্রিক মূনিগণলভ্য পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

হে মাতঃ ! মূনিগণ তোমাকে মূল প্রকৃতি বলেন, অন্যেরা আত্মাকে মূল বলেন, কেহ কেহ ঐ উভয়কেই মূল বলেন। একারণ এতদ্বিষয়ে মূনিগণ ভিন্ন অভ্যাস মত-প্রকাশকদিগকে আমরা ধীর বোধ করি না। কেন না তোমার মায়ায় নিঃশব্দগদ্যসম্পন্ন ভগবান আত্মাও জীবন্ত প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হন; অতএব এই ভ্রম সঙ্কল সংসারে নিপতিত মানবগণ কি ভাষা জানিতে পারে ?

হে মাতাঃ ! যখন মুনিগণধোয় নিম্নলিখিত বিমল তোমার শ্রেষ্ঠ রূপ আমাকে দেখাইয়াছে, তখনই আমি ধন্য ও 'প্রার্থনা শূন্য' হইয়াছি, ইহা মনে করি। কিন্তু (তোমার অনুগ্রহ চিন্তা করিয়া) তোমার সুবিমল পাদপদ্মে এক বর প্রার্থনা করি ! যদি আমাদিগের প্রতি তোমার করুণা থাকে, তবে তোমার পরমোৎকৃষ্ট দশবিধ রূপ আনাদিগকে দেখাও ॥

রাজা বলিলেন, তদনন্তর পবন! বিদ্যা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত কালী তারা প্রভৃতি দশরূপ দেখাইলেন। সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ তদর্শনে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আদ্যাস্তব ।

সর্বানন্দ বলিলেন। যিনি মেঘের স্থায় কাঙ্ক্ষিতমতী, যাহার মুখ শত্রুভাবাপন্ন অস্তরগণের রক্তময়, যিনি মুক্তকেশী, যাহার গলে মনোহর হার বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি সদাশিবের পত্নী ও উদার স্বভাবা, যিনি দুর্বার অশুবগণে বিহারশালা ও দেবগণের অনুকূলা, আমি এই মেহার প্রদেশে সেই জগদম্বার দর্শন লাভ করিলাম।

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের মাতা, যিনি সুরতরুণিতম্বা, অম্বুজমুখী, সুরভা-সুস্তোত্র, স্তনতুলিতকুস্তা ও অঞ্জননিভা, যিনি জগত্তম্বা, শ্রেষ্ঠতরা ও শমনভয়বারিণী, আমি এই মেহার প্রদেশে সেই জগদম্বার দর্শন লাভ করিলাম।

সর্বানন্দ কৃত স্তব— যাহার বদন হইতে অস্তুর রক্ত গলিত হইতেছে, যাহার চরণ অলঙ্কারে রঞ্জিত, যিনি ভূতলপর্যন্ত লম্বমান বিমুক্ত কেশপাশ দ্বারা রাত্রির স্থায় অন্ধকার প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি বিকৃতপ্রাপ্ত চণ্ডাসুর মুণ্ডখণ্ডে মালা এখন পূর্বক ধারণ করিয়াছেন, যিনি দিগম্বরী এবং যিনি নিশিত শঙ্খ ও অশুবগণের মস্তক ধারণ করিয়াছেন ॥

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব— যিনি সুরত কন্ঠের মন্ত্রজ মহাদেবের স্মৃদায়িনী, যিনি অশ্লিষ সবা মননে লভ্যা ও জগতের মঙ্গল কারিণী, যিনি অমৃতবৃষ্টি, অস্ত-বাংগত মঙ্গল ও পরম সৃষ্টি দাত্রী, এবং যিনি প্রণত হরি, হর, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার ত্রাণকারিণী।

সর্বানন্দ কৃত স্তব— যিনি আশ্রিত জনের মঙ্গলকারিণী, শত্রুগণের, ভয় বিধায়িনী, যুদ্ধকালে উলঙ্গবেশধারিণী—মেঘের স্থায় কাঙ্ক্ষিতশালিনী, সমর-নাদিনী, পরম কারণ সেবন জন্য পরমানন্দময়ী এবং হস্তিনীর ন্যায় গমন কারিণী।

পূর্ণানন্দ কৃত স্তব— যিনি নিশিতবাণে অস্তুরদিগকে বিদারণ করেন, যিনি হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর নামক শৃঙ্গে বাস করেন, যিনি সংসার নদীতরণে ত্রি

সদৃশী, যিনি মহাশেবেব পত্নী এবং যিনি চবণের নৃপুংস্বমি দ্বারা ঐক্যোপ-
সম্পাদিনী ।

সর্ব— যিনি জগতের উপদ্রব সমূহ রূপ রাত্রির পক্ষে শতহুঁস্বপ্তরূপা,
যিনি গুরম সৌন্দর্য্যশালিনী, যাঁহাব কুটিল কুন্তল সতত দীপ্যমান এবং যিনি
কটিস্থলে শবের কব সমূহ ধারণ করিয়াছেন ।

পূর্ণ— দেবদৈত্য সংগ্রামে যিনি ভীম কটিভুজের দীপ্যমানা, ভীষণ দৈত্য-
গণ করে যাঁহাব কটিমেখলা বচিৎ হইয়াছে, যাঁহাব কণ্ঠদেশে, রক্তস্রাবকারী
নরমুণ্ড চয়ে বিনিশ্চিত মালা রহিয়াছে, সেই কুলকামিনী আমার চিতে বির-
জিত আছেন ।

সর্ব— যিনি বামকরস্থিত বাণ দ্বারা দেবারিকুল নাশ করেন, যিনি প্রলয়
কালীন মেঘরবের স্রায় ঘোরতর রব করেন, এবং যিনি শিবহুপ্রাপ্ত শবের
বক্ষোদেশে বিরাজিত আছেন হে মাতঃ ! সেই ভূমি এই ভক্তিশ্রীন ও মহিহীন
দাসে তোমার চরণদ্বয় দান কর ।

তারাস্তব ।

সর্ব— হে জগদীশ্বর, তারিণি ! তোমার চরণ শতকেটি স্বর্ষ্যের স্রায়
কান্তিলম্পন্ন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিরোমণিরহে শোভিত এবং গমনশীল উজ্জল নুপু-
বের মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট ।

পূর্ণ— হে জগদীশ্বর ! তারিণি ! তোমার চরণ বসন্তকালীন বায়ুচালিত
পুষ্পরাজ্য দ্বারা পূরিত, মদমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন যুক্ত, এবং জগতের সৃষ্টি স্থিতি
বিনাশের কাবণ ।

পূর্ণানন্দ বলিলেন— হে মাতঃ ! তোমার নিজদাসের দাস শূদ্র পুশা
তোমার নিকট এই প্রার্থনা করে যে, (১) তোমার পাদপদ্মে সর্বানন্দবংশের
সতত অচলা ভক্তি থাকে । (২) অরি জগত্তারিণি ! যে নন্তের সেবা হেতু ব্রহ্ম-
স্বরূপ তোমার চরণপদ্মদ্বয় অগ্নি দেগিতেছি, এই সিদ্ধমন্ত চিরদিন ঐ বংশধর-
গণের মূলমন্ত্র হয় এবং (৩) চক্রে কখনও বিপত্তা না হয় ।

হে মাতঃ ! তোমার নিজদাস, শম্ভুশ্রুত, সর্বানন্দ অতিশয় পক্ষ হইয়াছেন,
অতএব (৪) ইহাব সকল বিক্যলাভ হইক । আব ইনি যে রাজসভার অমা-
বস্ত্রাবধিনে পূর্ণিমা বলিয়াছেন (৫) তুমি পূর্ণচন্দ্ররূপ নথকিরণ দ্বারা সমস্ত
পৃথিবী আবৃত করিয়া, উজ্জ্বল কর ।

অরি দ্বিভুবন মাতঃ তোমার চরণদর্শী সর্বানন্দের বংশে যাঁহাবা জন্মগ্রহণ
করিবেন, যদি কেহ ক্রোধ ও অহঙ্কার নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিম্না বাহিয়া
কবে, তবে (৬) তাঁহাদিগের ধননাশ ও বংশনাশ হইবে এবং (৭) ইহাও

ঈশ্বর-বংশের শিষ্যগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবে, কখনও তাহাদিগের বিপদ হইবে না ।

হে মাতঃ ! (৮) সর্বানন্দ বিগড়িত এই স্তব যাহুরা ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তোমার চরণে যেন তাহাদিগের ভক্তি জন্মে ।

হে মাতঃ ! ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রণাম করায় তাহাদিগের মস্তকস্থ কিরী-টের অগ্রভাগ দ্বাৰা তোমার যে চরণ আচ্ছাদিত হয়, তোমাব সেই চরণে আমার এই উত্তম বর জানিবে ।

রাজা বলিলেন— ভগবতী! স্তোত্রে তুণী হইয়া তাহাদিগের উত্ত-য়কে ববদান ও নশ্বরূপ পূর্ণচন্দ্র প্রদর্শন, কবিতা তখন শিবসমীপে গমন কবি-লেন ।

সর্বানন্দ দেব যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই সেই সিদ্ধি বৃন্তান্ত বলিলাম । সর্বানন্দঠাকুরের নিন্দা করিলে শিবনিন্দা হয়, হে জ্ঞানিন! অতএব তাঁহাকে নিন্দা করিও না ।

রঙী পুনরায় বংশানন্দবর্দ্ধন নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নির্জনে যে সিদ্ধি কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানিলে বল ।

রাজা বলিলেন আমার পুরস্থিত সকল লোকেই ঐ রাত্রিতে শশহীন পূর্ণ-চন্দ্র দেখিয়াছিল এবং তাহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া ছিল । এই আশ্চর্য্য দর্শনে শুভ বা অশুভ হইবে তাহা আমি তখন জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা দৈব-কর্ম বলিয়া গণ্ডিত ব্রাহ্মগণ পয়ে নিশ্চয় করিয়াছিলেন ।

ত্রৈলোক্যনাথও সদানন্দ, সদাশিব, নিম্পূহ ও শান্তচিত্ত হইয়া এই প্রদেশে মুকের আশ্রয় করিতেন ।

অনন্তর কতিপয় দিবস গত হইলে অমি শীতোপশমনার্থ তাঁহাকে একখনি বহুমূল্য রাস্ত্রব বস্ত্র দান করিয়াছিলাম । কোনও বেষ্ট্র ঐ বস্ত্র তাহার নিকটে প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দে উহা বেষ্ট্রকে দান করিয়া ছিলেন, উহাতে তাহার মিত্রগণ তাঁহাকে কুকর্মা বোধ কবিতা নিন্দা করিতে লাগিলেন ।

সর্বানন্দ ঠাকুর ইহা শ্রবণ কবিতা ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া “গৃহীত নিকট হইতে তৎস্বরূপ বস্ত্র শীঘ্র অনুগ্রহ কর” বলিয়া ষড়ানন্দেব প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন ।

ভাগিনেয় ষড়ানন্দ ম তুলের সেই লক্ষ্য হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং হে মানি, শীঘ্র বস্ত্র দাও, ইহা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ।

সর্বানন্দ পত্নী কার্য্যান্তরে গমন করিয়া ছিলেন, সুতরাং তিনি ষড়ানন্দের চীৎকার শুনিতে না পাইয়া কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই । এদিকে ষডা-

নন্দ মাতুলের ক্রোধে ভীত হইয়া “বন্ধ দেও” বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ।

তখন ভক্তবৎসলা বরদায়িনী তাবিণী তথায় আগমন পূর্বক গৃহ হইতে হস্ত-বহির্গত করিয়া তৎস্বরূপ বস্ত্র প্রদান করিলেন ।

আহা! ঐ হস্তের নখ-চক্ষে কোটি স্বর্ধা, অগ্নিও চন্দের আভা বিদ্যমান, এবং করে স্বর্ণরত্নাদি রচিত কঙ্কণ শোভমান রহিয়াছে ।

যড়ানন্দ সেই কর দর্শন করিয়া বিষয়ে উন্মত্ততা প্রাপ্ত হইলেন । এবং উক্লিভাবে পূর্ব হইয়া বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন ।

যড়ানন্দ বলিলেন,— তুমি পূর্ণচন্দ্ররূপা ঈশ্বরী এই মেহার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা আছ । ইহা রাজার বড় সৌভাগ্য ! এবং ইহাতে পুণ্যবাসিনীত্বে ধন্য হইয়াছে ।

তুমি অমাবস্যার রানিতে নখেব তেজঃ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই তেজে অকলঙ্ক চন্দ্র প্রকাশিত হইয়াছিল । তুমি চিৎস্বরূপা হইয়াও যে আমার প্রতি কৃপা করিয়াছ, আমি সেই রূপানিবন্ধন তোমার কর দর্শন পূর্বক ধন্য হইয়াছি ।

শুশ্রূত ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্রগণ অহর্নিশ তোমার সেই রূপ ধ্যান করিয়াও তৃপ্তিরূপের মানে (পরমা বা মননে) শব্দ (বৃত্তশ্রম) হইয়াও অশব্দ হইয়াছেন । অগ্নি নিত্য যেহেতু আমি জড়বুদ্ধি, অতএব আমি আর কি স্তব করিব ?

“অগ্নি দেবি ! তুমি জগতেব মাতা, তুমি জগতের কন্যা, তুমি বিশ্বের কর্ত্রী, তুমি বহুপ্রকার ও অদ্বিতীয় ধাত্রী ; তুমি জগতের মূল ও নয়াময়ী, এবং তুমি বিশ্বের ত্রাণকারিণী ও বিধাতার বিধাত্রী ।

“তুমি সকলের কর্ত্রী ও হর্ত্রী, তুমি পরমা ও সর্বভর্তা পরমাত্মস্বরূপ, তুমি সকলের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিৰূপা, এবং তুমি সর্বমুক্তা ও সর্বযুক্তা ।

স্বর্জা বলিলেন— সর্বানন্দেব জ্যেষ্ঠ মহোদর আগমাচার্য্য তথায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস ! কি হইয়াছে ? তুমি কাহারই বা স্তব করিতেছ ? গৃহে লোক নাই, তথাপি কে তোমার নিকট এই বস্ত্র দিল ? হে যড়ানন্দ ইহা আমার নিকট বল, তুমি কেন উন্মত্তের আশ্রয় কণ্ঠা বলিতেছ ?

যড়ানন্দ বলিলেন— যিনি ভগবতীর পাদপদ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত নীলশিরিতে, নিম্নদণ্ডীয়ে, বদরিকাশ্রমে, গঙ্গাতীরে, সপ্তসুদের উপকূলে, কাশ্মীরে ও কামাখ্যায় শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, মহাত্মা শম্ভুর পুত্র সেই এই সর্বানন্দ নাথ মেহার পাঠস্থলে এই কলিকালে দেবার দশবিধ রূপ স্থূলচক্ষে দর্শন করিয়াছেন ।

যে দেবীর চরণ-নখা-প্রসঙ্গ চন্দ্রকিরণ সমূহে অমাবস্তার দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল; সেই পূর্ণিমায় উদিত চন্দ্রের উৎকৃষ্ট কিরণ দর্শন পূর্বক নরপতি বাহার ময়্যাক্রমোহিত হইয়াছিলেন, যাঁহার দীর্ঘ অমুগ্রহবশতঃ আমি তদীয় করতল বস্ত্রাবৃত দর্শন করিয়াছি, তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি ব বুদ্ধি উন্নতভাবে ধারণ করিয়াছি ।

রাজা বলিলেন—যড়ানন্দকৃত ইত্যাদি বহুবিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল । আমরা যাহা জানি, তাহা আপনাকে জানাইলাম ও বিশেষ করিয়া বলিলাম । সেই বহুদ্বয় দেখিয়া সভাস্থ সকলেই একরূপ ভ্রান্তি জন্মিল যে তাহাতে তাহার বিস্ময়-প্রাপ্ত হইল । তখন আমিও বৃত্তিতে পারিলাম না যে, ঐ ছই খানির কোন খানি আমি দিয়াছি । কারণ উভয় বহুই তুল্য ছিল ।

অনন্তর, “পঞ্চদশপুরুষ গতে দানবংশের এবং ষাণ্মংশতি পুরুষ গতে মদীর বংশের লয় হইবে,” এই শাপ প্রদান পূর্বক, মহাস্বা সর্গানন্দ পূর্ণানন্দ ও ভাগিন্যে যড়ানন্দের সহিত গমনে উদ্যত হইলেন ।

সর্গানন্দ পত্নী বলভাদেবী ইহা শ্রবণ পূর্বক কাতরা ও বহু দুঃখিতা হইয়া স্বামীকে নিকটে গমন কবিয়া কহিলেন, হে মহাদেব ! বন্ধা কব রক্ষা কর, দাসীর প্রতি কৃপা কর । আমি ত্রোত্র ও জ্ঞান জ্ঞানিনা, হে প্রাণবল্লভ ! আমি বামা, তুমি দয়ালু, আমার প্রতি কৃপাযুক্ত হইয়া আমাকে ভবদস্তু হইতে রক্ষা কর ।

হে পবনেশ্বর যে মন্ত্র শিব কথিত, সেই মন্ত্র শিবনাথকে দান করিয়া আমাকে ভবদস্তু হইতে রক্ষা কর ।

বলভাদেবীর প্রার্থনান্তে গুরুদেব তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, তুমি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে । অনন্তর সহবে শিবনাথের কর্ণে পূর্বোক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন ।

শিবনাথ মন্ত্রলাভ পূর্বক ত্রীশুর চরণ পদ্মদ্বয় স্পর্শ করিয়া, স্বকীয় বিন্দু সিক্তির নিমিত্ত বহুবিধ স্তব করিলেন ।

স্তব যথা—তুমি অধিতীয় তোমাকে নমস্কার করি
স্মরণ করি, তুমি অধিতীয় ও পরব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে ভজনা করি, তুমি পরব্রহ্ম
স্বরূপ স্বদয়পদ্বাসী, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ ও চিত্তি-
প্রকাশী, তোমাকে নমস্কার, তুমি পরব্রহ্ম রূপে অধিতীয় ভাবে দীপ্যমান
তোমাকে নমস্কার, তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ ও গুরু প্রকাশী, তোমাকে নমস্কার,
তুমি নিবাকার, নিত্য, সত্ত্ব, চিদাস্ত্রা ও সাধকগণের অভিষ্টপাতা, তোমাকে
নমস্কার । হে প্রভো ! আমাকে ভবদগন হইতে রক্ষা কর ।

সর্বানন্দস্তরঙ্গিনী ।

পরমেশ্বর সর্বানন্দ স্বীয় পুত্রের স্তবে তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন.
বৎস । আমি বরদান করিতেছি, তুমি স্বস্থিরচিত্তে শ্রবণ কর ।

স্বরূপে কথিতা মন্ত্ররূপা আত্মকিয়া একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বংপদে অব-
স্থিতি করিবেন । যে শক্তিমাৰ্গদ্বারা বীরাচার অবলম্বন করিবে, সেইবিদ্যা
হায়ই স্বংপদে নিশ্চিত প্রত্যক্ষ হইবেন । অনন্তর, তত্ত্বমাৰ্গে স্বপ্নে সিদ্ধি
হবে । বীরাচার ব্যতিরেকে কখনও বিদ্যা প্রসঙ্গ হইবেন না । যে পুরুষ
বিংশতি পুরুষগত হইলে, পরমা বিদ্যা নিগূঢ় হইবেন, পরে পুনরায় প্রকা-
তা ও নিবর্তিতা হইবেন ।

কুলনাথ সর্বানন্দ ইহা বলিয়া হর্ষে স্নেহহই গমন করিলেন এবং তথায়
পরিশ্রম করিয়া সৎপুত্র উৎপাদন করিলেন ।

পরমেশ্বর সর্বানন্দ বহুদিন তথায় অবস্থান পূর্বক পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সের
রে গৃহাশ্রম পরিভ্রাণ করিয়া বারাণসী পুৰীতে গমন পূর্বক অধুনা আনন্দে
বধূতের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন । তাঁহার সঙ্গে সর্বানন্দ ও মন্ডানন্দও
রচয়ক ভাবে আছেন । ঐ দুই জনও অবধূতবৎ আচার সম্পন্ন । (অন্য
হাদিগের সঙ্গেও অনেক অবধূত আছেন ।)

সম্পূর্ণ ।

